বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প

সম্পাদনা ও ভূমিকা

তুষার কান্তি পাণ্ডে

অনুবাদক মণ্ডলী :

অদ্রীশ বর্ধন

অধ্যাপক অনিরুদ্ধ চৌধুরী

নীতাংশ মুখোপাধ্যায় আই. এ. এস.

তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী এম. এ

গ্রন্থনা ৮বি, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :

গ্রন্থনা

৮বি কলেজ রো

কলিকাতা-৯

অলংকরণ : কৌস্তুভ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৬০

মুদ্রাকর :

রাধাবল্লভ দাস

সেফালি প্রিন্টার্স

২১/১, ক্যানেল ইস্ট রোড

কলিকাতা-৬৭

॥ সূচীপত্র ॥



মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৭৪

প্রসঙ্গ ঃ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প

বিশ্বসাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের কথা বলতে গেলে যে কথা প্রথমেই মনে হয় তা হচ্ছে এডগার অ্যালেনপোর কথা। এডগার অ্যালেনপো শতাধিক বর্ষ পূর্বে সেদিনের বহুধা বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন নবগঠিত মার্কিন সমাজে ও জনজীবনে অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন। এসব ছোটগল্পে গোয়েন্দা গল্পের যথার্থ রূপ ফুটে ওঠে নি। তবে সার্থক রহস্য গল্পের অবতারণা তিনি সফলভাবেই করেছিলেন। অ্যাটল্যাণ্টিক তীরভূমি থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমাভিমুখি সেদিনের বিশাল, বিপুল বিস্তৃত মার্কিন সমাজ এক নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক নতুন সমাজ; সংগ্রামমুখর এক উন্নয়নশীল অর্থনীতি গড়ে তুলছিল। আর তারই প্রয়োজনে তাঁরা দুর্লঙ্ঘ পর্বত, দুরাতিক্রম্য মরুভূমি অতিক্রম করে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমাগত অর্থনীতিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের অগ্রগমনের ফলে—বিরুদ্ধ প্রকৃতি, ভয়াল প্রাকৃতিক পরিবেশ; এ সকলের মুখোমুখি হওয়া ছাড়াও তাঁদের সদাসর্বদা সংগঠিত লুঠেরা, দুষ্কৃতকারী বা সমাজবিরোধী বা দুঃসাহসী ডাকাত দলের মুখোমুখি হতে হত। সেদিনের নবগঠিত মার্কিন সমাজের অতি দুর্বল পুলিশী ব্যবস্থা এইসকল দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। আর প্রাইভেট ডিটেকটিভদের পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন, অন্বেষণ মার্কিন সাহিত্যে এক নতুন গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রবর্তনা ঘটায়। আর সেদিনের রাজতন্ত্র শাসিত ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা

ইউরোপের অন্যান্য দেশেও পুলিশী ব্যবস্থা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা যা গড়ে উঠেছিল তা মূলতঃ রাজদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ ও অপরাধীর অন্বেষণে নিয়োজিত ছিল। বিশেষ করে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের শাসনে যে সুষ্ঠ পুলিশ তথা ডিটেকটিভ সার্ভিস চালু হয়েছিল তা নেপোলিয়নের শাসন ও প্রশাসনকে দৃঢ় ও সুরক্ষিত করতে যতখানি তৎপর ছিল, সমাজে ব্যক্তিগত নাগরিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিতে ততখানি নহে। তবে সমকালে ইংলন্ডে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে যে পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা সম্ভবতঃ আমাদের সভ্য সমাজের নাগরিকদের জীবন, ধন, মান রক্ষার জন্য নিয়োজিত বিশ্বের প্রথম পুলিশ ব্যবস্থা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা। ইংলন্ডের ক্রমবিকাশমান সুশিক্ষিত সমাজ শুধু ইউরোপেই নহে, বিশ্বেও গোয়েন্দা সার্ভিসের প্রবর্তনে প্রথম পদক্ষেপ। আর ইংলন্ডের প্রধান সহযোগী উপনিবেশ হিসাবে ভারতবর্ষে ইংলন্ডের প্রবর্তিত গোয়েন্দা ব্যবস্থার অনুসরণে ও অনুকরণে ইংলন্ডের অধিনস্ত বড়লাটের নির্দেশে ভারতেও সংগঠিত পুলিশ প্রশাসন ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে ভারতে কর্মে নিরত বেশ কিছু উচ্চপদস্থ লালমুখ পুলিশ কর্মচারীর ভূমিকা সত্যই গৌরবোজ্জ্বল। তাঁরা সেদিনকার বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিস্তৃত অঞ্চলে সম্ভবমত পুলিশ প্রশাসন চালু করেন। এবং এই পুলিশ প্রশাসন অপরাধীর অপরাধ নিরূপণে যে নিষ্ঠা, শ্রম এবং সততার পরিচয় দেয় তা আজকের দিনেও বিরল।

যদিও পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কণ্ঠরোধে এই সুসংহত পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল ইংরাজ শাসন কায়েম রাখতে ক্রিয়াশীল হয়। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের প্রবর্তনা ঘটে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীর কলমের ফসলকে কেন্দ্র করে। ইংলন্ডে ডিকেন্সের সমকালে উইলকি কলিন্স প্রথম গোয়েন্দা গল্প লেখেন।

সেদিনের বাংলা দেশের খ্যাতনামা পুলিশ সুপারেন্টটেনডেন্ট হগ

াহেব। যার নামে কলকাতার বিখ্যাত হগ মার্কেট। সেই হগ সাহেবের চেষ্টায় বাংলা প্রেসিডেন্সির বিস্তৃত অঞ্চলে পুলিশ প্রশাসন গড়ে ঠে। হগ ছাড়াও আরও কিছু ইংরাজ কর্মচারী এ বিষয়ে প্রশংসার বী রাখে আর হগ সাহেবের সহযোগী হিসাবে দারোগার দপ্তরের খক প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে যদুনাথ ভট্টাচার্য লেই ছিলেন সার্থক পুলিশ কর্মচারী। এঁদের প্রচেষ্টাতেই সেই যুগেও বহু অস্বাভাবিক মৃত্যু, হত্যা ও গৃহদাহের ঘটনার সার্থক গোয়েন্দা অনুসন্ধান ও অন্বেষণ হয়। যা অপরাধীদের অপরাধ নিপণে ও শাস্তি প্রদানে সহায়ক হয়।

যদুনাথ ভট্টাচার্য, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের পর বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্র কুমার রায় এদের অপ্রতিরোধ্য গতি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ও এবিষয়ে প্রশংসার দাবী রাখে। তবে ইংলণ্ডে সমকালে গোয়েন্দা গল্পের যে অগ্রগতি তা কোনান ডয়েলের ন্যায় এক প্রতিভাধর চিকিৎসকের সার্থক পর্যবেক্ষণ প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধ হয়েছে। ইংলণ্ডের গোয়েন্দা অনুসন্ধানের ইতিহাসে কর্নেল পদাধিকারী জনৈক প্রাক্তন সৈনিকের ভূমিকাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তিনি তার পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায় এক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটান। এছাড়া চার্লস ডিকেন্সের সমকালে উইলকি কলিন্স অসাধারণ কিছু গোয়েন্দা কাহিনী পরিবেশন করেন।

আর কোনান ডয়েল সাহেবের লেখাতেও যে পর্যবেক্ষণ, অন্বেষণ, অনুবীক্ষা, অন্তর্দর্শন, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, গ্রহণ, বর্জন ও ঘটনার পরম্পরা বিচার—এ সকলই আধুনিক গোয়েন্দা গল্পের অত্যুজ্জ্বল পাদটীকা রচনা করেছে।

কোনান ডয়েল সাহেবের শার্লক কাহিনীমালা নিঃসন্দেহে বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গোয়েন্দা কাহিনী। ডয়েল সাহেব কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের জনকই নন, তিনি বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে

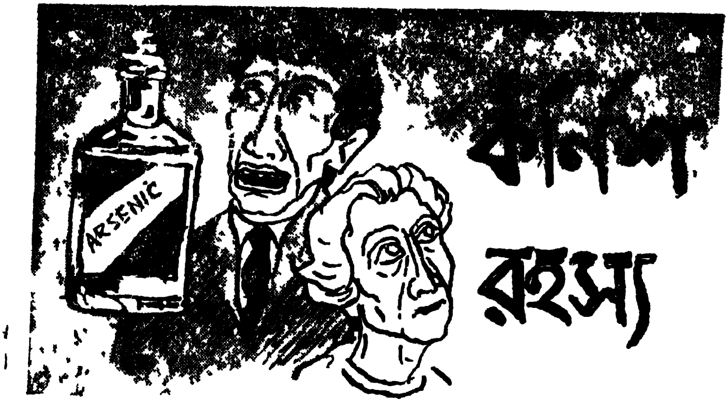
গোয়েন্দা গল্পকে এক অসাধারণ মহিমায় উন্নিত করেন, মর্যাদায় ভূষিত করেন।

এছাড়া ফরাসী সাহিত্যে বালজাকের লেখাতেও যে গোয়েন্দা গল্পের আভাষ, রুশ সাহিত্যে আলেকজান্ডার ডুমার লেখাতেও তার বর্ণালী চ্ছটা ইউরোপের কনটিনেন্টাল সাহিত্যের অঙ্গনকে আলোকিত করেছে। আধুনিক গোয়েন্দা গল্প রাষ্ট্রের সীমারেখা ছাড়িয়ে বিশ্বচরাচরে ব্যপ্ত। আর আজকের দ্রুতগামী প্লেনচারী মানুষ জেট প্লেনের একঘেয়েমি কাটাতে পঠন সহচর হিসাবেও এইসব গোয়েন্দা তথা স্পাই কাহিনীকে নিত্যসঙ্গী করে থাকে। গোয়েন্দা গল্পের সাথে সাথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই স্পাই কাহিনী এক অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আর অত্যাধুনিক জীবনের পটভূমিকায় গোয়েন্দা গল্প স্পাই কাহিনী ছাড়াও রুদ্ধশ্বাস রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

নিক কার্টার, হ্যাবল্ড রবিন্স, হেডলি চেজের হাতে এই সকল গোয়ে কাহিনী, স্পাই কাহিনী, রোমাঞ্চ কাহিনী, যৌন কাহিনীর অতিরিক্ত সিক্ত হয়েছে—ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। ফলে আগাথা ক্রিস্টির পরে সার্থক গোয়েন্দা তথা রহস্য গল্পও বিরল হয়ে উঠছে। তবে পরিবর্তিত পৃথিবীর পরিবর্তমান পটভূমিকায় আগামী দিনের গোয়েন্দা গল্প নিঃসন্দেহে রকেটযান, রবোটম্যান, অ্যাটম, কম্পুটার ও ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির বহুল ব্যবহারে স্পৃক্ত হবে যা গোয়েন্দা সাহিত্যকে আগামী একবিংশ শতাব্দীতে এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করবে। যার ইঙ্গিত দেখা যায় সত্যজিৎ রায় এর লেখায়। প্রফেসার শঙ্কুর কাহিনীমালায়। হয়ত, এইচ. জি. ওয়েলস, রে ব্রাডরেরী অথবা কল্প বিজ্ঞানের অনন্য স্রষ্টা আইজাক আসিমভের লেখাতেও সেই একই ইঙ্গিত দেখতে পায়।

তুষারকান্তি পাণ্ডে



আগাথা ক্রিস্টি

আমাদের 'ল্যান্ড লেডি' ঘরে ঢুকে জানালেন—"মিঃ পয়রো, মিসেস পেঙ্গেলি নামে এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

মিসেস পেঙ্গেলি এসে ঘরে ঢুকলেন। রোগা, ফ্যাকাসে, প্রায় ৫০ বছরের অতি সাধারণ চেহারার এক ভদ্রমহিলা—পরণের পোশাক আশাক-ও একেবারেই সাদামাটা। যে কোন মফঃস্বল শহরের রাস্তায় এরকম চেহারার ভদ্রমহিলা অজস্র দেখতে পাওয়া যাবে।

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে খুব জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর বিব্রত অবস্থা দেখে পয়রোই এগিয়ে গিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে উঠল—"আসুন ম্যাডাম, এই চেয়ারটায় এসে বসুন। আমার নাম পয়রো, আর এই যে আমার বন্ধু ক্যাপটেন হেস্টিংস। বলুন, আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি?"

ভদ্রমহিলা চেয়ারে বসেও চুপ করে রইলেন বেশ খানিকক্ষণ। নিজের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন উনি। লক্ষ্য করলাম ওঁর মুখটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে। পয়রো আবার খুব নরমভাবে ওঁকে জিজ্ঞেস করল—"ম্যাডাম, আমি কি কোন ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

ভদ্রমহিলা এবার একটু সাহস পেয়ে বলতে শুরু করলেন - "মানে, ব্যাপারটা কি জানেন, মিঃ পয়রো' আমি পুলিশকে এ ব্যাপারটা একেবারে জানাতে চাই না। কোন একটা ঘটনা আমাকে অত্যন্ত বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে—" ভদ্রমহিলা হঠাৎ চুপ করে গেলেন। পয়রো ভদ্রমহিলাকে আশ্বাস দিয়ে বলল —"আরে আমার সঙ্গে পুলিশের কোনরকম সম্পর্ক নেই। আমার অনুসন্ধানের কাজকর্ম একেবারেই ব্যক্তিগত ও গোপন।" পয়রোর শেষের কথাগুলি শুনে ভদ্রমহিলা একটু ধাতস্থ হলেন। উনি বলে উঠলেন— "হ্যাঁ, আমিও সেটাই চাইছি। আসলে ব্যাপারটা হল, আমার মনে কিছুদিন ধরে একটা অত্যন্ত ভয়াবহ দুশ্চিন্তা ঢুকেছে। হয়তো বেচারা এড্‌ওয়ার্ডকে আমি অন্যায়ভাবেই সন্দেহ করছি। কিন্তু চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছেনা। বিশেষতঃ আজকাল চারিদিকে যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে —"

'মাপ করবেন, মিসেস পেঙ্গেলি। সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলতে এখানে কি আপনি আপনার স্বামীকে বোঝাতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ।'

"তা, ওর ওপর ঠিক কি ধরনের সন্দেহ আপনার হচ্ছে?"

"দেখুন. আমি এসব কথা মুখেও উচ্চারণ করতে চাই না। কিন্তু আজকাল চারিদিকে যা সব ঘটছে "

আমি এতক্ষণে হতাশ হয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম, ভদ্রমহিলা কি আদৌ আসল কথায় আসবেন? কিন্তু দেখলাম পয়রোরও অসীম ধৈর্য। ও আবার আস্তে আস্তে খুব নরমভাবে ভদ্রমহিলাকে বলল "দেখুন, কোন রকম ভয় পাবেন না। নিভয়ে সব কিছু আমাকে খুলে বলুন। একবার ভাবুন তো, আপনার সন্দেহ যদি অমূলক বলে বোঝা যায়, তাহলে আপনার তাতে কতখানি আনন্দ হবে?"

"তা অবশ্য ঠিক। এই রকম একটা অনিশ্চিত মানসিক অবস্থায় থাকার চাইতে যে কোন একটা কিছু মীমাংসা হয়ে যাওয়াটা দরকার, বুঝলেন, মিঃ পয়রো আমার সন্দেহ হচ্ছে যে আমাকে বোধহয় বিষ খাওয়ানো হচ্ছে।"

পয়রো একটুও বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তা, আপনার এই রকম সন্দেহ হচ্ছে কেন?"

এতক্ষণে মিসেস পেঙ্গেলির সমস্ত জড়তা আর সংকোচ কেটে গিয়েছিল। উনি এক নিশ্বাসে সব বিবরণ দিয়ে গেলেন। সব কিছু শোনার পর কিন্তু পয়রোকে বেশ চিন্তান্বিতই দেখা গেল। ও এবার জিজ্ঞেস করল, "তা, আপনার দেখাশোনা করবার জন্য কোন নির্দিষ্ট ডাক্তার আছেন তো? এই যে খাবার খাওয়ার পরেই আপনার পেটে যন্ত্রণা ও শারীরিক অসুস্থতা হয়, এ সম্বন্ধে ওঁর কি বক্তব্য?"

"উনি তো বলছেন এটা প্রচণ্ড "গ্যাসট্রাইটিস" ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি

বেশ বুঝতে পারছি, উনিও বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। উনি খালি ওষুধ বদলে নতুন ওষুধ দিচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা।"

"আপনি কি ডাক্তারবাবুকে আপনার সন্দেহের কথা কিছু জানিয়েছেন?"

"না, মিঃ পয়রো, একদমই নয়। আমাদের শহরে এ ধরনের কথাবার্তা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া, হয় তো আমার রোগটা সত্যি সত্যিই "গ্যাস্ট্রাইটিস"। তবে এটা কিন্তু সত্যি খুব আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যে সপ্তাহে এড্ওয়ার্ড বাড়ি থাকে না, ঠিক তখনই আমি পুরোপুরি সুস্থ থাকি। আমার ননদের মেয়ে ফ্রেডাও এটা লক্ষ্য করেছে। তাছাড়া আমাদের বাগানের আগাছা সাফ করার জন্য যে ওষুধটা আছে, সেটা কখনো ব্যবহার করাই হয় না; অথচ আমাদের মালী সেদিন বলছিল যে ওষুধের বোতলটা নাকি অর্ধেক খালি।"

কথা শেষ করে ভদ্রমহিলা খুব করুণ দৃষ্টিতে পয়রোর দিকে তাকালেন। পয়রো ওঁকে আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে হেসে নিজের নোটবইটা খুলে ধরল।

"ঠিক আছে, ম্যাডাম, এবার কাজের কথায় আসি", পয়রো বলে উঠল-"আপনারা থাকেন কোথায়?"

"কর্নওয়াল-এর একটা ছোট বাজার শহর 'পলগারউইথ'-এ।"

"ওখানে আপনারা কতদিন ধরে আছেন।"

"চোদ্দ বছর।"

"বাড়িতে আর কে কে আছে? আপনাদের বাচ্চাকাচ্চা কটি?" "আমরা নিঃসন্তান, আমরা স্বামী-স্ত্রী এই দুজনেই থাকি।"

"একটু আগে আপনার এক আত্মীয়ার কথা বলছিলেন না?"

"হ্যাঁ, আমার ননদের মেয়ে ফ্রেডা স্ট্যানটন। গত আট বছর ধরে ফ্রেডা আমাদের কাছে ছিল। তবে, সপ্তাহখানেক আগে ও আমাদের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে।"

"কেন? কি হয়েছিল?"

'কিছুদিন যাবৎ ফ্রেডার আচার ব্যবহার কেন জানি না খুব রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন ও খুব চেঁচামেচি রাগারাগি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে শহরের অন্য প্রান্তে একটা ঘর ভাড়া করে আছে। তারপর থেকে আর ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। মিঃ র‍্যাডনর প্রায়ই বলেন, ফ্রেডাকে এভাবে তার নিজের খেয়ালখুশি মত চলতে দেওয়া উচিত নয়।'

"এই মিঃ র‍্যাডনরটি কে?"

মিসেস্ পেঙ্গেলি হঠাৎ আবার একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। একটু আমতা আমতা করে উনি উত্তর দিলেন—"উনি—মানে, নিছকই আমাদের পারিবারিক এক বন্ধু। খুব চমৎকার স্বভাবের এক তরুণ।"

"হ্যাঁ। তা, আপনার ননদের মেয়ে—মানে ভাগ্নীর সঙ্গে কি ওঁর কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে নাকি?'

"না, না, একেবারেই নয়"—বেশ জোর দিয়ে জানালেন মিসেস্ পেঙ্গেলি। পয়রো এবার নিজের দুই ভুরুর মধ্যে টোকা মারতে মারতে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আপনাদের বৈষয়িক অবস্থা নিশ্চয়ই বেশ ভাল?"

"হ্যাঁ, মিঃ পয়রো। আমাদের পয়সাকড়ির কোন অভাবই নেই—বরং আমাদের অবস্থা বেশ ভালই বলা যায়।"

"টাকাপয়সা নিশ্চয়ই মিঃ এডওয়ার্ড পেঙ্গেলির কাছেই সব থাকে? বিষয়সম্পত্তিও ওঁরই নামে?"

"হ্যাঁ, মিঃ পয়রো, আমার নিজের বলতে কিছুই নেই।"

"শুনুন, ম্যাডাম। আমাদের বাস্তব অবস্থাটা মেনে নিতে হবে। এরকম কাজের পেছনে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন উদ্দেশ্য থাকে। কোন কারণ ছাড়া আপনার স্বামী আপনাকে শুধু শুধু বিষ খাওয়াতে যাবেন কেন? আচ্ছা, এমন কোন কারণ আছে বলে কি আপনার মনে হয় যাতে আপনার স্বামী আপনাকে একেবারে সরিয়ে দিতে চাইতে পারেন?" মিসেস্ পেঙ্গেলি এবার বেশ রাগতভাবে জানালেন, "ঐ যে, হলদে চুলওয়ালী ছোকরা মেয়েটা আছে, ওঁর ওখানে কাজ করে, তাকে জড়িয়ে ওঁর নামে তো অনেক কথাই কানে আসে আমার। আমার স্বামী তো দাঁতের ডাক্তার, ওঁকে ওঁর কাজে সাহায্য করার জন্য নাকি ঐ রকম চালাক-চতুর মহিলার দরকার। উনি অবশ্য আমাকে বারবার বলেছেন যে, মেয়েটার সঙ্গে তাঁর কোনরকম অবৈধ সম্পর্ক নেই।"

"আচ্ছা, ম্যাডাম, এই আগাছা মারবার ওষুধটা কে কিনেছেন?"

"আমার স্বামীই বছর খানেক আগে ওটা কিনে এনেছিলেন।"

"আপনার ননদের মেয়েটির আর্থিক অবস্থা কি রকম?"

"বছরে পঞ্চাশ পাউণ্ডের মত আয়। আমি যদি এডুয়ার্ড-কে ছেড়ে চলে যাই, তাহলে সে বেশ খুশী মনেই ফিরে এসে এডওয়ার্ডের সংসার চালনোর ভার নেবে।"

"তাহলে কি আপনি আপনার স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছেন নাকি?"

"ওর যা খুশী তাই ও করে বেড়াবে, সেটা নিশ্চয়ই আমি সহ্য করব না। মিঃ পয়রো, মেয়েরা এখন আর আগেকার দিনের মত পুরুষদের কেনা বাঁদী নয়।"

"আপনার এই স্বাধীন সত্তার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ম্যাডাম। আচ্ছা, আপনি কি আজই পোলিগারউইথ ফিরে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। বিকেল পাঁচটার ট্রেনে।"

"ঠিক আছে। আমার এখন হাতে বিশেষ চাপ নেই। আপনার এই ছোট্ট ব্যাপারটা আমি দেখছি। আগামীকাল আমি পোলিগারউইথ যাচ্ছি। হেস্টিংস আপনার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় সেজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে আর তার এক খামখেয়ালী, পাগলাটে বিদেশী বন্ধু হয়ে সঙ্গে যাব আমি। আর ইতিমধ্যে আপনি হয় নিজের হাতে

রান্না করে খাবেন, নয় তো রান্নাটা যেন আপনার চোখের সামনেই হয়, সেটার দিকে নজর রাখবেন। সেরকম বিশ্বাসী লোক কি আপনার কেউ আছে ?'

"হ্যাঁ, আছে। আমাদের বাড়ির পরিচারিকা জেসী। অত্যন্ত ভাল মেয়ে। ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়।"

"ঠিক আছে তাহলে কালই আমাদের দেখা হচ্ছে"—বলতে বলতে ভদ্রমহিলাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে খুব চিন্তাগ্রস্তভাবে ফিরে এল পয়রো। ভদ্রমহিলার চাদরের ছোট্ট এক টুকরো সুতো ঘরে খসে পড়েছিল। পয়রো সন্তর্পণে দু আঙ্গুল দিয়ে সেটাকে তুলে নিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল—"হেস্টিংস এই কেসটা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় ?"

"খুবই খারাপ একটা ব্যাপার," জবাব দিলাম আমি।

"এটা তুমি ঠিকই বলেছ। আমার তো মনে হয়, ভদ্রমহিলা যা সন্দেহ করছেন, সেটা ঠিকই। যাই হোক এই কেসটার ওপর আমার খুব কৌতূহল জেগেছে। আচ্ছা হেস্টিংস, মিসেস পেঙ্গেলি ওঁর স্বামীর ওপর ঠিক কি রকম মনোভাব পোষণ করেন বলে তোমার মনে হল ?"

"ভয় আর বিশ্বস্ততা এ দুটোর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে।'

'সাধারণত কিন্তু কোন ভদ্রমহিলা কিছুতেই তাঁর স্বামী সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করতে চাননা। যাই ঘটুক না কেন, স্বামীর ওপর বিশ্বাস তাঁর কিছুতেই যেতে চায় না।"

"এখানে আবার অন্য একটি মহিলাও ঢুকে পড়েছেন কিনা! তাই ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে উঠেছে।"

"ঠিক আছে, বুঝলাম। ঈর্ষা অনেক সময়েই প্রেমকে ঘৃণায় রূপান্তরিত করে দেয়। কিন্তু এখানে কি তাই ঘটেছে ? না, ঘৃণা যদি এখানে থাকতই, তাহলে ভদ্রমহিলা কি করতেন ? নিশ্চয়ই উনি গিয়ে পুলিশেই খবর দিতেন, আমাকে নয়। ভদ্রমহিলা তখন চাইতেন যেন ব্যাপারটা যেন লোক জানাজানি হয়ে যায়, একটা কেচ্ছা কেলেংকারী চাউর হয়ে স্বামীর বদনাম রটে। না হে হেস্টিংস, একটু মাথা খাটাও। উনি আমার কাছেই বা এলেন কেন। তাঁর সন্দেহটা যে মিথ্যে, তা প্রমাণ করার জন্য, না তার উল্টোটা ? উনি কি সবটাই অভিনয় করে গেলেন, না সত্যিই উনি সমস্যায় পড়েছেন ? আমার তো ভদ্রমহিলাকে খাঁটি বলেই মনে হল—আর সেজন্যই আমি এই ব্যাপারটায় এত উৎসাহ দেখাচ্ছি। যাক্, পালগারউইথ-এ যাবার ট্রেন কটায় আছে, সেটা এবার দেখে নাও।"

দুপুর একটা পঞ্চাশে প্যাডিংটন থেকে ট্রেনে চেপে আমরা সন্ধ্যে সাতটার একটু পরে পালগারউইথ-এ পৌঁছলাম। 'ডাচি' হোটেলে জিনিসপত্র রেখে, অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মিসেস পেঙ্গেলির বাড়ির দিকে। সামনে সুন্দর একটা বাগানসহ বেশ ছিমছাম বাড়িটা—এরকম সুন্দর পরিবেশে যে কোনরকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে, তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। পয়রো কলিং বেল বাজালেন। বেশ খানিকক্ষণ পর

একটি পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল—মেয়েটার চোখ দুটি লাল, তখনও ফোঁপাচ্ছে সে। বোঝাই গেল, বেশ খানিক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করছিল মেয়েটি।

পয়রো আস্তে আস্তে ওকে বললেন, "আমরা মিসেস পেঙ্গেলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ভেতরে যেতে পারি কি?"

পরিচারিকাটি চমকে উঠে আমাদের দিকে চেয়ে রইল খানিক্ষণ। তারপর বলে উঠল—"তাহলে আপনারা এখনো কিছু শোনেন নি? উনি মারা গেছেন। আজ খানিকক্ষণ আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে।"

হঠাৎ বাজ পড়লেও বোধহয় এত চমকে যেতাম না। খানিক্ষণ হতবাক হয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত আমিই জিজ্ঞেস করলাম, "কি করে মারা গেলেন উনি? কি হয়েছিল?"

মেয়েটি চট্ করে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে নিয়ে উত্তর দিল—"সে কথা আর কি বলব। বাড়িতে যদি আর কেউ থাকত, তাহলে আমি এই মুহূর্তেই আমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতাম। কিন্তু ওঁর মৃতদেহ নির্জন বাড়িতে ফেলে রেখে আমি কিছুতেই কোথাও যাবনা। আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে চাইনা, কিন্তু সবাই জানে আসলে কি ঘটেছে। সারা শহরে তো এ নিয়ে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে। মিঃ র‍্যাডনর যদি স্বরাষ্ট্র বিভাগকে এ বিষয়ে কিছু না জানান, তাহলে তাঁর বদলে অন্য কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানাবে। আমি আজ সন্ধ্যেবেলা নিজের চোখে দেখেছি কর্তা তাক থেকে আগাছা মারবার বোতলটা নামাচ্ছেন—আমাকে দেখে তো উনি দারুণ চমকে গেলেন। গিন্নিমার খাবারও তো সেই কখন থেকে কাছেই একটা টেবিলের ওপর রাখা ছিল। নাঃ যতক্ষণ আমি এই বাড়িতে আছি ততক্ষণ আর আমি একটি কথাও বলব না, তাতে আমার যা হবার হোক্।"

"তোমার গিন্নিমাকে শেষ সময় যে ডাক্তারবাবু দেখেছিলেন তাঁর নাম কি? কোথায় থাকেন তিনি?"—পয়রো প্রশ্ন করল।

"ডাক্তারবাবুর নাম মিঃ অ্যাডাম্স্। এই রাস্তাটা যেখানে গিয়ে বাঁক নিয়েছে, সেখানে গিয়ে দ্বিতীয় বাড়িটাই ওঁর।"

পয়রো এবার হঠাৎ পিছন ফিরে হাঁটতে লাগলো ওর, চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। নিজের তালুতে সজোরে একটা ঘুঁসি মেরে বলে উঠল পয়রো—"জড়বুদ্ধি। মাথামোটা কোথাকার। হয়ে গেছে, আমার বুদ্ধির দফারফা হয়ে গিয়েছে। বুঝলে হেস্টিংস, আমার মত একটা নিরেট আহাম্মক আর বোধহয় জন্মায় নি। আমায়, স্রেফ আমার গাফিলতির জন্য একটা মানুষের প্রাণ চলে গেল। আর সে এক রকম মানুষ, না, যে নাকি বাঁচবার আশায় আমার কাছে ছুটে এসেছিল। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে এত তাড়াতাড়ি কোন কিছু ঘটবে—সত্যি কথা বলতে কি, এরকম চরম কিছু যে আদৌ ঘটবে, তাই বিশ্বাস করিনি আমি। এই যে, আমরা ডাক্তারবাবুর বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি। দেখা যাক, ইনি আবার কি বলেন।"

নানা গল্পে গ্রামের ডাক্তারদের যে রকম বর্ণনা থাকে, ডঃ অ্যাডাম্স্-এর চেহারাটি অবিকল সেই রকমের। উনি আমাদের খুব আন্তরিকভাবেই অভ্যর্থনা জানালেন বটে, কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্যর কথা জানতে পেরে ওঁর ফর্সা মুখটা রাগে একেবারে টক্‌টকে লাল হয়ে গেল। উনি বেশ উত্তেজিত ভাবেই বলে উঠলেন,—"এটা একটা নিছক ষড়যন্ত্র। যত্তো সব বাজে কথা। আরে কেসটা তো আমার হাতেই ছিল, না কি? মিসেস পেঙ্গেলির রোগটা ছিল একেবারে পুরোপুরি 'গ্যাসট্রাইটিস' আর কিছুই নয়। এই শহরটা হচ্ছে যত উটকো গুজবের জন্মভূমি। একপাল বাচাল বুড়ি আছে শহরে, তারাই একসঙ্গে গল্পের আড্ডায় বসে দুনিয়ার গাল-গল্প আর কুৎসা তৈরী করে ছড়ায়। এক বোতল আগাছা মারার ওষুধকেও মানুষমারা বিষ বলে রটায়, সত্যি, কি দারুণ কল্পনাশক্তি এদের। আমি এডওয়ার্ড পেঙ্গেলিকে ভাল করেই চিনি।—একটা বুড়ো কুকুরকে বিষ খাওয়ানোও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, শুধু শুধু নিজের স্ত্রীকে ও খুন করতে যাবেই বা কেন বলুন?"

পয়রো এবার ওঁর দিকে ফিরে বলল—"কিন্তু ডাক্তারবাবু একটা ব্যাপার তাহলে বোধহয় আপনি জানেনই না।" এর পর মিসেস্ পেঙ্গেলির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার, ওঁর স্বামী সম্বন্ধে সন্দেহ। এ সমস্ত কাহিনীই পয়রো ডাক্তার অ্যাডাম্স্‌কে খুলে বলল। সব শুনে ডাক্তারবাবুর মুখের চেহারা যা হ'ল তা লিখে বোঝান যাবেনা। শেষ পর্যন্ত উনি হতাশভাবে বলে উঠলেন, "হায় ভগবান, এ সব কি কাণ্ড? তা, মিসেস পেঙ্গেলি আমার কাছে এত সব ব্যাপার খুলে বললেন না কেন?"

"বোধহয় সব শুনে আপনি ওকে বিদ্রুপ করবেন, সেই ভয়ে"—পয়রো বলে উঠল।

"না না, বিদ্রুপ কেন করব? আমি কখনো কোন ব্যাপারে বদ্ধ মন নিয়ে চিন্তা করি না।"

পয়রো ওঁর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল শুধু। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ডাক্তার অ্যাডম্স্ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন,—যদিও বাইরে তিনি সেটা একেবারেই প্রকাশ করতে চাইছিলেন না। এরপর ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এসে পয়রো হো হো করে হেসে উঠে বলল—"একগুঁয়ে গাধা কোথাকার! যেহেতু ও বলেছে যে মিসেস্ পেঙ্গেলির 'গ্যাসট্রাইটিস' হয়েছে, অতএব অন্য কোন কিছু তার হতেই পারে না। যাই হোক, ভদ্রলোক এখন খুবই অস্বস্তির মধ্যে আছেন।"

"সে না হয় হ'ল। কিন্তু এরপর আমরা কি করব?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"কি আবার করব? কাল লণ্ডন ফিরে গিয়ে এখানকার পরিস্থিতির দিকে নজর রাখব"—পয়রো উত্তর দিল।

বলা বাহুল্য, ওর কথা শুনে খুবই হতাশ হলাম। "যদি এর পরে আর কোন কিছুই না ঘটে"—আবার জিজ্ঞেস করলাম করলাম ওকে।

"আরে না হে না, অনেক কিছুই ঘটবে এর পরে। এই তো সবে ঘটনার শুরু" — পয়রো আশ্বাস দিল।

পরের দিন ট্রেনে চড়ার আগে পয়রো আমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি মিসেস পেঙ্গেলির ননদের মেয়ে ফ্রেজ ষ্ট্যানটন-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল। দেখলাম, ফ্রেজ সত্যিই রূপসী। আমরা যখন গেলাম, তখন ফ্রেজ বেশ লম্বা, সুপুরুষ এক তরুণ বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল। পয়রোর কাছ থেকে সব কিছু শুনে ফ্রেজ সখেদে বলে উঠল— "বেচারী মামী। সত্যিই বড় দুঃখের ব্যাপার ঘটে গেল। আমি অত বেশী রেগে গিয়ে ওর কাছ থেকে চলে না এলেই পারতাম।"

ফ্রেজ যাঁর সঙ্গে কথা বলছিল, তাঁর নামই জ্যাকব র‍্যাডনর। মিঃ র‍্যাডনর এবার মন্তব্য করলেন—"না না ফ্রেজ, একথা কেন বলছ। তুমিও তো অনেক কিছু সহ্য করেছ।" —'তা হয়তো সত্যি, কিন্তু আমি বুঝি যে আমার মেজাজটাও খুব চড়া। মামী বোকার মত ব্যবহার করছিল - এটা ঠিকই, কিন্তু আমার উচিত ছিল পুরো ব্যাপারটাই হেসে উড়িয়ে দেওয়া। মামী যে মনে করত, মামা ওর খাবারে বিষ দিচ্ছে—এটা অবশ্য একেবারেই অর্থহীন চিন্তা। খাবার খাওয়ার পরেই মামীর শরীর খারাপ হয়ে পড়ত এটা অবশ্য ঠিক; কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এই অসুস্থতার আসল কারণ হল মামীর ঐ সমস্ত উল্টোপাল্টা মানসিক উদ্বেগ। মামী যেন ধরেই নিত যে, ওর শরীর খারাপ হবেই। পুরো ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক।"

পয়রো এবার জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা আপনি ওঁর ওপর এত রেগে গিয়েছিলেন কেন?'

মিস্ ষ্ট্যানটন একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই র‍্যাডনরের দিকে তাকালেন। র‍্যাডনর ওঁর মনোভাব বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"আমি এখন চলি ফ্রেজ। সন্ধ্যেবেলা দেখা হবে।"

র‍্যাডনর বিদায় নেওয়ার পর পয়রো মিস ষ্ট্যানটনকে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনারা বাগদত্ত, তাই না?"

মিস্ ষ্ট্যানটন একটু লাল হয়ে উঠে স্বীকার করলেন যে, ঘটনাটা তাই বটে। তার সঙ্গে এটাও উনি জানালেন যে, মামীর সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণও এই ব্যাপারটিই।

"অর্থাৎ উনি এই বিয়ের ব্যাপারে রাজী ছিলেন না?"

"ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কিন্তু মানে, মামীর সম্বন্ধে এই মন্তব্যটা করতে খুবই খারাপ লাগছে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা খুলে না বললে আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না। মামী র‍্যাডনরের প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিল।"

"সে কি?"

'ঠিক তাই। কিন্তু এটা একেবারে অতি বিসদৃশ একটা ব্যাপার নয় কি? মামীর বয়স পঞ্চাশেরও বেশী, আর র‍্যাডনরের বয়স এখনো তিরিশও পেরোয়নি। ব্যাপারটা শেষ

পর্যন্ত এমন একটা বাড়াবাড়ীর পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে আমাকে বাধ্য হয়ে মামীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে হল। আমি ওঁকে খোলাখুলি জানালাম যে র‍্যাডনর ওকে নয়, আমাকেই চায়। কিন্তু মামী আমার কথা তো বিশ্বাস করলেনই না, উল্টে আমার সঙ্গে এমন রূঢ় ও অপমানজনক ব্যবহার করলেন যে, আমিও আর নিজের মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না, পাল্টা রাগারাগি করলাম। এরপর র‍্যাডনরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমরা ঠিক করলাম যে, যতদিন না মামী আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারেন, ততদিন পর্যন্ত আমার ওঁর কাছ থেকে আলাদা থাকাই ভাল। বেচারী মামী! এখন আমার মনে হচ্ছে, ওঁর মানসিক ভারসাম্যটাই বোধহয় তখন একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।"

পয়রো জবাব দিল, "আমারও তাই মনে হয়। যাই হোক, আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছু জানা গেল। এখন আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।"

রাস্তায় নেমে এসে বেশ একটু অবাক হয়েই দেখলাম যে র‍্যাডনর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই র‍্যাডনর বলে উঠল—"দেখুন, ফ্রেজ আপনাদেরকে কি বলেছে, তা তো আমি বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমি কি করতে পারি বলুন—আমি তো আর নিজে থেকে ইচ্ছে করে কোন কিছুতে জড়িয়ে পড়িনি। প্রথমটায় তো আমি কিছু বুঝতেই পারিনি। বরং ভেবেছিলাম যে, ভদ্রমহিলা বোধহয় আমাকে আর ফ্রেজকে সাহায্য করবার জন্যেই এত ঘনিষ্ঠতা করছেন। যাই হোক, পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর বলে মনে হত।"

পয়রো প্রশ্ন করলো—"মিস ষ্ট্যানটনের সঙ্গে আপনার বিয়েটা কবে হচ্ছে?"

মিঃ র‍্যাডনর চট্‌পট্‌ জবাব দিলেন, "এই তো, শিগগীর-ই হওয়ার কথা। মিঃ পয়রো, আপনাকে আমি খোলাখুলি কয়েকটা কথা বলতে চাই। ফ্রেজের চাইতে আমি এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনেক বেশী খবর রাখি। ফ্রেজ মনে করে, ওর মামা একেবারে নির্দোষ। কিন্তু আমি তা মনে করি না। তবে, এটা আপনাকে আমি জানাচ্ছি যে, আমি এই ঘটনাটা নিয়ে একটি কথাও কাউকে বলব না। আর যাই হোক আমি নিশ্চয়ই চাইব না যে আমার খুড়শ্বশুর মশাই খুনের অপরাধে ধরা পড়ে ফাঁসি যান।"

"কিন্তু আপনি আমাকেই বা এসব কথা বলছেন কেন?" পয়রো খুব ভালমানুষের মত জিজ্ঞেস করল।"

"কারণ আমি আপনার নাম শুনেছি, আর জানি যে, আপনি ওঁর বিরুদ্ধে হয়তো একটা মামলা শুরু করতে পারবেন। কিন্তু আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি, তাতে লাভটা কি? ঐ মৃতা ভদ্রমহিলার তো আর তাতে কোন লাভ হবে না, মধ্যেখান থেকে ওঁর ওপর একটা বদনামের বোঝাই চেপে যাবে। আর এই অপযশ বা কলঙ্ক রটার ভয়টাই ঐ

ভদ্রমহিলার ছিল খুব বেশী রকমের। এখন সেরকম কিছু হলে মরেও ভদ্রমহিলা শান্তি পাবেন না।"

পয়রো এবার উত্তর দিল—"মনে হয়, আপনি বোধহয় ঠিকই বলছেন। তাহলে আপনি চাইছেন যে, পুরো ব্যাপারটাই আমি চেপে যাই, তাই না?"

"ঠিক তাই। আমি স্বীকার করছি যে, আমি খুব স্বার্থপরের মত কথা বলছি। আমাকেও তো নিজের ভবিষ্যৎটা দেখতে হবে। আমি জামাকাপড় তৈরী করার একটা ব্যবসা সবে জমিয়ে তুলতে শুরু করেছি। বুঝলেন না?"

"আমরা সকলেই স্বার্থপর, মিঃ র‍্যাডনর। তবে, সবাই সেটা স্বীকার করে না। ঠিক আছে, আমি আপনার কথামতই চলব। কিন্তু একটা কথা আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি চাপা দিয়ে রাখতে পারবেন না।"

"কেন পারবনা।"

পয়রো মুখে কিছু না বলে একটা আঙ্গুল তুলে দেখাল। সে দিনটা ছিলো ওখানকার বাজার বসবার সাপ্তাহিক তারিখ, আর আমরা বাজারের সামনেই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম। বাজারের ভেতর থেকে বহু লোকের একসঙ্গে কথা বলার একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। পয়রো বলে উঠল "ঐ যে, শুনতে পাচ্ছেন, জনগণের কণ্ঠস্বর; ঐ জনরবই আসল ব্যাপারটা চাপা পড়ে থাকতে দেবে না।"

ট্রেনে উঠেই পয়রো পকেট থেকে একটা ছোট্ট আয়না আর চিরুণী বার করে নিজের সযত্নে রক্ষিত গোঁফজোড়াকে সমান করতে লেগে গেল, আর আমাকে জিজ্ঞেস করল—"কিহে, কেমন বুঝলে ব্যাপারখানা! বেশ মজার। তাই না?"

আমি জবাব দিলাম—"কি জানি, আমার তো পুরো ব্যাপারটাই খুব জঘন্য বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া, কোন রহস্যের ছিটেফোটাও তো আমি এর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"ঠিকই বলেছ, হেস্টিংস। ব্যাপারটার মধ্যে আদৌ কোন রহস্য নেই।"

আমি আবার বললাম—"মিস ষ্ট্যানটনের কথাবার্তার মধ্যেই যা কিছুটা রহস্যময়তা আছে. বিশেষতঃ ওর মামীর অস্বাভাবিক প্রেম কাহিনীটুকু। ওঁর মামী, অর্থাৎ মিসেস্ পেঙ্গেলী, এত সভ্য, ভদ্র, সম্মানীয়া মহিলা, অথচ—"

পয়রো আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল—"এই প্রেমের কাহিনীটা মোটেই গোলমেলে নয়। কেন. প্রায় প্রত্যেক দিনই খবরের কাগজে পড় না, মধ্যবয়সী কোন ভদ্রমহিলা কুড়ি বছর ঘর সংসার করবার পর এবং ঘরভর্তি ছেলেপুলের মা হওয়ার পরেও নিজের থেকে অনেক কমবয়সী এক যুবকের হাত ধরে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে? হেস্টিংস, মেয়ে জাতটাকে হয়তো তোমার ভাল লাগে; কিন্তু সত্যি সত্যি বলতো, তাদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি প্রকৃতই কতটা জান? মেয়েদের জীবনের বেলা যখন বিকেলের দিকে ঢলে পড়ে, তখন তাদের শেষবারের মত জীবনে দারুণ 'রোমাণ্টিক' বা উত্তেজক কোন কিছু একটা করবার দুর্দমনীয় এক আকাঙ্খা জাগে। মিসেস পেঙ্গেলির মত একজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকও তার ব্যতিক্রম নন।"

'তার মানে, তুমি বলতে চাইছ"—"বুঝলে হেস্টিংস, কোন চালাক চতুর লোকের পক্ষে একজন ভদ্রমহিলার ঐরকম মানসিক অবস্থার পুরোপুরি সুযোগ নেওয়া খুবই সহজ।"

আমি এবার বললাম—"কি জানি, তোমার কথাই হয় তো ঠিক। মিঃ র‍্যাডনর আর ডঃ অ্যাডামস্ এ দুজনকেই তো মিঃ পেঙ্গেলি হাত করে ফেলেছেন দেখছি। সত্যি, আমার একবার ভদ্রলোককে দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"এতে আর অসুবিধেটা কোথায়? দাঁতের রোগী সেজে পরের ট্রেনেই ফিরে যাও?"

"আচ্ছা, পয়রো, তুমি এই ঘটনাটাকে যে কেন এত বেশী আকর্ষণীয় বলে মনে করছ, তা আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে।"

"বুঝলে হেস্টিংস, তোমার কোন একটা মন্তব্যেই কিন্তু আমার এই আকর্ষণটার কারণ তুমি ভালভাবে বলে দিয়েছ। তোমার মনে আছে, মিসেস পেঙ্গেলির সেই পরিচারিকাটি সম্বন্ধে তুমি মন্তব্য করেছিলে যে, যে মেয়ে কোন কথাই বলতে চায় না বলে প্রথমে জানাল, সেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক বেশী কথাই বলে ফেলল।"

"তাই নাকি?"—একটু আশ্চর্য হয়েই এই কথাগুলো বলে আমি আবার আমার সেই পুরোন কথায় ফিরে গেলাম—"দেখ, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না কেন তুমি মিঃ এডওয়ার্ড পেঙ্গেলির সঙ্গে দেখা করবার কোন রকম চেষ্টাই করলে না?"

পয়রো একটু মুচকি হেসে বলল—"হে বন্ধু আমার, আমি তোমার কাছে ঠিক তিন মাস সময় চেয়ে নিচ্ছি। তারপরেই তুমি দেখবে, তোমার লোক তার উপযুক্ত জায়গায় গিয়েই দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ আসামীর কাঠগোড়ায়।"

এবার কিন্তু প্রথমটাই আমার মনে হয়েছিল, পয়রোর ভবিষ্যদ্বাণী শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হতে চলেছে। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, কিন্তু আমাদের এই পেঙ্গেলির কেসটা সম্বন্ধে আর কিছুই শোনাই গেল না। ঘটনার কথা প্রায় ভুলে যেতেই বসেছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন কাগজে পড়লাম স্বরাষ্ট্র সচিব মিসেস্ পেঙ্গেলির দেহাবশেষ কবর থেকে তুলে আবার ময়না তদন্ত করবার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং এর কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, "কার্ণিশ রহস্য"র কাহিনী প্রত্যেকটি খবরের কাগজেরই প্রধানতম খবর হয়ে উঠেছে। দেখা গেল, মিসেস পেঙ্গেলির মৃত্যুকে ঘিরে যে সমস্ত গুজব ছড়াচ্ছিল, তা কখনোই পুরোপুরি থেকে যাইনি। এর পর যখন জানা গেল, বিপত্নীক এডওয়ার্ড পেঙ্গেলির তাঁর সেক্রেটারী মিস্ মার্কসকে বিয়ে করতে চলছেন, তখন রাস্তাঘাটে হাটে বাজারে, বাড়িতে সর্বত্র এই ব্যাপরটা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনার ঝড় বইতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে নাগরিকদের তরফ থেকে একটা দরখাস্ত গেল, এবং মিসেস পেঙ্গেলির দেহাবশেষ কবর থেকে তুলে আবার ময়না তদন্ত করার আদেশ দেওয়া হল। ময়না তদন্তে মৃতার দেহাবশেষে প্রচুর পরিমাণ "আর্সেনিক" বিষের খোঁজ পাওয়া গেল, এবং মিঃ এডওয়ার্ড পেঙ্গেলির স্ত্রীকে হত্যা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন।

মামলা শুরু হওয়ার প্রথম দিকে পয়রো আর আমি প্রতিদিনই আদালতে হাজির থাকতাম। যেভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণের ব্যাপারগুলি চলবে বলে আমরা ভেবেছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই ঘটনাপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল। ডঃ অ্যাডাম্‌স্‌ স্বীকার করলেন যে, আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণগুলিকে অনায়াসেই 'গ্যাসট্রাইটিস' বলে ভুল হতে পারে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের বিশেষজ্ঞও তাঁর মতামত জানালেন। মিসেস্‌ পেঙ্গেলির পরিচারিকা অর্থাৎ জেসি হাউমাউ করে অনেক কিছু বলে গেল; তার অনেক বক্তব্যই অগ্রাহ্য করা হলেও তার সাক্ষ্যটাও মি. পেঙ্গেলির বিরুদ্ধে গেল। ফ্রেড স্ট্যানটন সাক্ষ্য দিল যে মিসেস পেঙ্গেলি যতবার তাঁর স্বামীর তৈরী করা খাবার খেতেন, ততবারই তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ত। জ্যাকব র‍্যাডনর জানালেন যে মিসেস্‌ পেঙ্গেলি যেদিন মারা যান, সেদিন তিনি আকস্মিকভাবে ওদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলেন যে, মিঃ পেঙ্গেলি রান্নাঘরের তাকে আগাছা মারার বোতলটা তুলে রাখছেন, এবং তার খুব কাছেই একটা টেবিলের ওপর মিসেস্‌ পেঙ্গেলির খাবার তৈরী করে রাখা আছে। এরপর মিঃ পেঙ্গেলির সেক্রেটারী স্বর্ণকেশী মিস্‌ মার্কস্‌ কাঁদতে কাঁদতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে, প্রায় 'হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত' অবস্থায় সাক্ষী দিলেন যে তাঁর সঙ্গে তাঁর মনিবের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং মিঃ পেঙ্গেলি কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রীর তেমন কিছু ঘটলে তিনি মিস মার্কস্‌কে বিয়ে করবেন। পেঙ্গেলির তরফ থেকে তখনই কোন জবাব দেওয়া হল না, এবং তাঁকে উচ্চতর আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো হল।

আদালত শেষ হয়ে যাওয়ার পরে জ্যাকব র‍্যাডনর হাঁটতে হাঁটতে আমাদের সঙ্গে হোটেল পর্যন্ত এলেন। পয়রো ওঁকে বলছিলেন, 'দেখলেন, তো. মিঃ র‍্যাডনর আমার কথাই ঠিক হল। জনগণের কণ্ঠস্বরই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। এই কেসটাকে আর তারা চেপে রাখতে দিল না।"

'হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক হল"—মিঃ র‍্যাডনর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালেন। "তা, মিঃ পেঙ্গেলির ছাড়া পেয়ে যাওয়ায় কোনরকম সম্ভাবনা আছে কি?"

"উনি তো ওঁর জবাব দেওয়া মুলতুবী রেখেছেন। হয়তো আপনাদের চলতি কথামত, "ওঁর আস্তিনে কোন তরুপের তাস' লুকোনো আছে। যাকগে, মিঃ র‍্যাডনর, আমাদের সঙ্গে ভেতরে চলুননা। একটু কথাবার্তা বলা যাক।"

মিঃ র‍্যাডনর রাজী হয়ে গেলেন। আমরা একটা টেবিলে বসে দুটো হুইস্কি আর এক কাপ চকোলেটের অর্ডার দিলাম। চকোলেটটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে মনে হল না।

টেবিলে বসে পয়রো আবার তাঁর কথা শুরু করলেন, "বুঝলেন, মিঃ র‍্যাডনর, আমার অবশ্য এই ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের মিঃ পেঙ্গেলির বেঁচে যাওয়ার মাত্র একটি ফাঁকই আমি দেখতে পাচ্ছি।"

"সেটা কি?"—মিঃ র‍্যাডনর জানতে চাইলেন।"

"এই যে, এই কাগজটা। আপনি এটার সই করলেই সেটা হয়ে যাবে।" —ঠিক যাদুকরের মত অপ্রত্যাশিতভাবে পয়রো এক টুকরো লেখাভর্তি বড় কাগজ বার করে আনলেন।"

"এটা কি?"—মিঃ র‍্যাডনর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনিই যে মিসেস পেঙ্গেলিকে খুন করেছেন, তার স্বীকারোক্তি।"

এক মুহূর্ত সব চুপচাপ। তারপর মিঃ র‍্যাডনর সশব্দে হেসে উঠে বললেন—"আপনি নিশ্চয়ই বদ্ধ উন্মাদ!"

"না, না, বন্ধুবর, আমি মোটেই পাগল নই। আপনি এখানে এসে একটা ছোট্ট ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন। কিন্তু পয়সাকড়ির অভাবে কিছু করতে পারছিলেন না। মিঃ পেঙ্গেলির আর্থিক অবস্থা ছিল খুই স্বচ্ছল। ঘটনাক্রমে ওঁর ভাগ্নীর সঙ্গে আপনার একটা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠল। কিন্তু বিয়ের পরে ভাগ্নীকে মিঃ পেঙ্গেলি যে মাসোহারা দেবেন তাতে তো আপনার কুলোবে না। তাই আপনি ঠিক করলেন যে প্রেমিকার মামা এবং মামী—এ দুজনকেই চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তাহলে তাঁদের একমাত্র আত্মীয়া আপনার প্রেমিকাই হবে ওঁদের অগাধ সম্পত্তির মালিক। সত্যি, খুব চালাকি করে, দারুণ বুদ্ধিমানের মতই আপনি এগিয়েছিলেন। সাধাসিধে, মাঝবয়সী মিসেস্ পেঙ্গেলির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাকে একেবারে আপনার বশীভূত করে ফেলেছিলেন, এবং তাঁর মনে তাঁর স্বামী সম্বন্ধে সন্দেহের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন। প্রথমে মিসেস্ পেঙ্গেলির কানভাঙানি দিয়ে মিঃ পেঙ্গেলি যে ওঁকে ঠকাচ্ছেন—সেটা ওঁকে বুঝিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়তঃ মিসেস্ পেঙ্গেলির মনে আপনি এই ধারণাও ঢুকিয়ে দিলেন—যে ওঁর স্বামী ওঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চাইছেন। আপনার সামনে একটাই অসুবিধা ছিল—তা হল দুজন পৃথক্ ভদ্রমহিলার সঙ্গেই ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখা। কিন্তু সেটাও যথার্থ, আপনার কাছে খুব একটা কঠিন কাজ হয়ে ওঠেনি। আপনি মামীকে বোঝাতেন যে ওঁর স্বামী যাতে কিছু সন্দেহ না করে সেইজন্যই আপনি ওঁর ভাগ্নীর সঙ্গে ঘনিষ্টতার অভিনয় করতেন। আর ফ্রেজ অর্থাৎ ভাগ্নীকে আর কষ্ট করে কিছু বোঝাতেই হয়নি-ফ্রেজ কখনই ওর মামীকে প্রেমে ওর সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবেনি।

কিন্তু এরপরেই ব্যাপারটা ঘটে গেল অন্যরকম। মিসেস পেঙ্গেলি আপনাকে কোন কিছু না বলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল ওঁর উদ্দেশ্য হল, যদি, সত্যি সত্যি ওঁর স্বামী ওঁকে বিষ দিচ্ছেন এটা প্রমাণিত হয় তাহলে উনি স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবার একটা ন্যায়-সঙ্গত কারণ পাবেন। আর তাহলেই আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। উনি সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, আপনি ওঁকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চান। কিন্তু আপনি ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য মতলবে, আর আকস্মিকভাবে সে সুযোগ আপনি পেয়েও গেলেন। মিঃ পেঙ্গেলি ওঁর স্ত্রীর জন্য খাবার তৈরী করছেন, এমন সময় আপনি ঘরে ঢুকলেন। চটপট্ তৈরী খাবারের মধ্যে মারাত্মক পরিমাণে আর্সেনিক মিশিয়ে দিলেন আপনি। মিঃ

পেঙ্গেলির বিরুদ্ধে চুপি চুপি অপপ্রচার চালাতে লাগলেন, আর পুরো ব্যাপারটাকে একদম চাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু একটা জিনিসকেই আপনি হিসেবের মধ্যে রাখেন নি সেটা হল আমার মানে এরকুল পয়রোর বুদ্ধি।"

মিঃ র‍্যাডনর একদম বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাও তিনি মুখের দাপটে সব কিছু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। উনি বলে উঠলেন— বাঃ, দারুণ আকর্ষণীয় আর চমৎকার চিন্তাধারা তো। কিন্তু আমাকে এ সমস্ত বলছেন কেন?"

"আপনাকে এই সব কথা বলছি এই কারণে যে আমি এখন আইনের নয়, মিসেস্ পেঙ্গেলির প্রতিনিধিত্ব করছি। ওঁর খাতিরে আপনাকে আমি পালাবার একটা সুযোগ দিচ্ছি। এই কাগজটায় সই করে দিন, তাহলে আপনাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে। ২৪ ঘণ্টা পরে আমি এই কাগজটা পুলিশের হাতে তুলে দেব।"

র‍্যাডনর তখনও ইতঃস্তত করছিলেন। উনি বলে উঠলেন "হুঃ। আপনারা কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না।"

"পারব না, ভুলে যাবেন না, আমার নাম এরকুল পয়রো। দয়া করে জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকান। দেখতে পাবেন দুজন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আপনি যেখানে যাবেন, সেখানেই আপনাকে অনুসরণ করবার নির্দেশ ওদেরকে দেওয়া আছে। র‍্যাডনর গিয়ে জানলার খড়খড়ি খুলে বাইরে তাকিয়েই একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে চমকে সরে এলেন।"

"দেখতে পেয়েছেন, মিঃ র‍্যাডনর? এবার সই করুন এটাই আপনার একমাত্র সুযোগ।"

"আপনি যে কথা রাখবেন, তার কি মানে আছে?"

"মানে এটা এরকুল পয়রোর মুখের কথা। কি হল, আপনি সই করতে রাজী! ভাল, ভাল। হেস্টিংস, দয়া করে জানলার খড়খড়িটার অর্ধেকটা তুলে দাওতো। ওটাই হল র‍্যাডনরকে চলে যেতে দেওয়ার নির্দেশ।"

অস্ফুটভাবে নানারকম উক্তি করতে করতে কাগজখানায় সই করে দিয়ে মিঃ র‍্যাডনর দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন। পয়রো আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল—"ভীতুর ডিম কোথাকার। আমি সব সময়েই এটাই ভেবেছি।"

আমি এবার খুব রাগতভাবে বলে উঠলাম—"পয়রো, তুমি কিন্তু এটা অত্যন্ত অন্যায় ও বেআইনী কাজ করলে। একটা বিপদজনক খুনী আসামীকে তুমি ছেড়ে দিলে।"

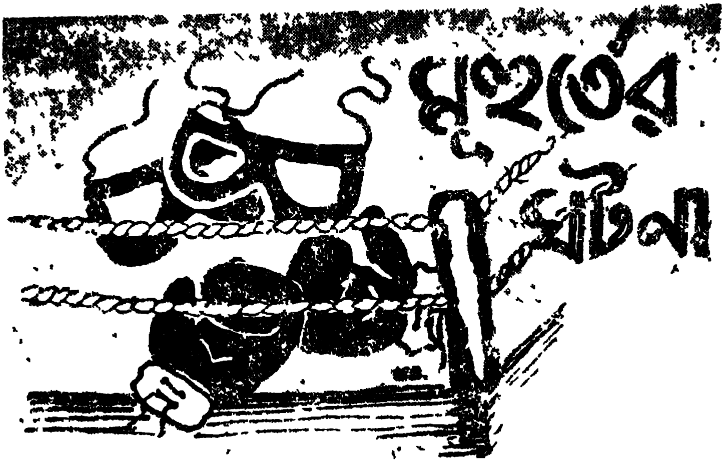
"কোনরকম দয়া করে ওকে ছেড়ে দিইনি, বন্ধু। বুঝতে পারছ না, র‍্যাডনরের বিরুদ্ধে আমাদের হাতে এক ফোঁটাও সাক্ষ্য প্রমাণ নেই! আমি কি জুরীদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতাম! আমি এরকুল পয়রো, এটাই মনে করি! আমার ধারণাকে তো ওরা হেসেই উড়িয়ে দেবে, আর রাস্তায় কেউই দাঁড়িয়ে নেই। দুটো ভবঘুরে ছোঁড়াকে বাইরের রাস্তায় দেখতে পেয়ে ব্যাপারটাকে কাজে লাগালাম। খড়খড়িটাও নামিয়ে দাও, হেস্টিংস না এটা

তোমাকে তুলতে বলার পেছনেও কোন কারণ ছিল না, র‍্যাডনরকে ফাঁদে ফেলারই একটা কৌশল। এটা তবে হ্যাঁ. চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা আমি নিশ্চয়ই করব, মরদ-কা রাত, হাতী কা দাঁত। মিঃ পেঙ্গেলি একটা দিন একটু কষ্ট করুন হাজতে—নিজের স্ত্রীকে ঠকানোর জন্য এটুকু ওঁর পাওনা ছিল। তাছাড়া, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে,—২৪ ঘণ্টা পরে খবর পেলেও র‍্যাডনরকে ধরে ফেলতে ওদের কোন অসুবিধাই হবে না। অতএব, হেস্টিংস, তুমি কোন চিন্তা কর না।"

* * *

দি কর্নিশ মিসট্রি

অনুবাদঃ ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী



এলারী কুইন

কোলোয়াডোর উইকি আডোতে বক্সিং-এর আসর বসেছে।

এক গভীর বন্য রাত।

সেই ঐতিহাসিক লড়াই-এর স্মৃতি এখনও ক্রীড়া রসিকদের মনে স্মৃতি হয়ে আছে। উইকি আডো জায়গাটি হ'ল চিকোগো থেকে কিছু দূরে অবস্থিত মোটামুটি একটি পরিচিত শহর।

এই দশ লক্ষ ডলারের লড়াই-এর ব্যবস্থা করেছেন উইকি আডোর চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ড স্যামন্টর।

ন্যাচারাল আসগি থিয়েটার প'চাত্তর হাজার ডলার স্বীকৃতি দেবার পরিপ্রেক্ষিতে টেলিভিসন রেডিও ও সিনেমা প্রোডিউসারদের ভিড়ে জমজমাট।

দুই বক্সারের মুখেই কঠিন প্রতিজ্ঞার ছাপ। দেহের শক্তিতে এবং লড়াই করার মানসিকতায় কেউই কারও চেয়ে কম যায় না।

ফলাফল সম্বন্ধে উন্মাদনার অভাব নেই।

কোন হোটেল, সরাইখানা, যাত্রীনিবাস ফাকা নেই।

এমন কি তিনশ মাইলের মধ্যেও কোন হোটেলে জায়গা পাওয়া মুশকিল। সমস্ত দেশের জুয়াড়ী, বক্সার ও ক্রীড়া সাংবাদিকেরা উত্তেজনাতে থরথর করে কাঁপছিল।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন উইকি আডো কনেক্টি ক্লাবে প্র্যাকটিস করছে এক মনে।

তাকে মোকাবিলা করতে নামছে বিলি দ্য কিড।

কে জিতবে আর কে হারবে সেই নিয়েই অবিরত গবেষণা চলছে।

উইকি আডো চেম্বার আর কমার্সের প্রেসিডেন্ট স্যামের আমন্ত্রণে এলেরী কুইনও উইকো আডোতে উপস্থিত।

লড়াই শুরু হবে রাত আটটায়।

টেলিভিসনের মাধ্যমে প্রাচ্যের দর্শকের কাছে রাত দশটাতে বক্সিং-এর লড়াই-এর ছবি ফুটে উঠবে।

এলেরী টিভির সামনে বসে রেড ম্যান হোটেলে সন্ধ্যা কাটাচ্ছে।

লড়াই শুরু হতে আর মাত্র নব্বই মিনিট বাকী।

হঠাৎ একজন হোটেলের বয় তাকে ডাকতে এল।

সে এসে জানাল যে স্যাম তাকে ১০১ নম্বর সুইটে ডাকছেন।

এলেরী কুইন ১০১ নম্বর স্যুইটে এলেন।

এলেরী কুইন আস্তে করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকে কুইন দেখলেন ন'জন বিশিষ্ট নাগরিক ও স্টেট্ বক্সিং কমিশনার উইকি আডোয় বসে আছেন।

কুইন জানতে পারলেন যে বিলিকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

কান্না ধরা গলাতে কোগান বলল, বিলিকে ধরে নিয়ে গেছে।

কোগান বলল, বিলিকে তিনটের সময় লাঞ্চ দিয়ে আমি চ্যাম্পিয়নের ম্যানেজার মিঃ চিক্ ক্লাশের সংগে দেখা করি। তার সাথে বক্সিং-এব নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করি।

বিলি মিস্টার স্যামের বাগান বাড়ীতে বিশ্রাম করছিল।

হঠাৎ চারজন মুখোশধারী লোক বন্দুক দেখিয়ে বিলিকে ধরে নিয়ে যায়।

ওরা আমাদের কাছে বিলির মুক্তি পণ হিসাবে এক লক্ষ ডলার দাবী করেছে।

স্যাম ও বক্সিং কমিশনার বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

টাকা না দিলে বিলিকে পাওয়া যাবে না। আর বিলিকে পাওয়া না গেলে লড়াই বন্ধ।

বক্সিং কমিশনার বললেন, লড়াই না হলে আমরা আইনের চোখে অপরাধী হয়ে যাবো।

বক্সিং শুরু হতে আর মাত্র আশি মিনিট বাকী।

এলেরী কুইন গম্ভীর গলাতে বললেন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। আপনারা টাকার ব্যবস্থা করুন।

স্যাম একটি কালো স্যুটকেস বের করে বললেন, সমস্ত টাকা ওতে আছে।

স্যাম আরও বললেন যে, আমরা ফোনে জানিয়েছি যে আপনার হাত দিয়েই টাকা পাঠাব। ব্যাংকের ম্যানেজার বললেন। মিঃ কুইন আপনি দয়া করে বিলিকে ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করে আমাদের মুখ রক্ষা করুন।

এলেরী বললেন, চেষ্টা করে দেখি।

কিডন্যাপ পার্টির দাবী ছিল একজন নিরপেক্ষ লোকের হাত দিয়ে টাকাটা দেবার কথা। এলেরীর হাতে টাকাটা দেবার কথা বলেছে। তিনি হলেন ওয়েস্ট কোস্ট ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জ্যাকমেন। বিলির ম্যানেজার বললেন।

তিনি আরও বললেন, এবং এর খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি জীবন দিয়ে ... ।

কিডন্যাপাররা স্যামকে এ বিষয়ে মুখ খুলতে নিষেধ করেছেন।

কমিশনার বললেন বিলিকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আপনি ... দায়িত্ব ... আমরা নিশ্চিন্ত।

এলেরী কুইন স্যামের কাছ থেকে তাকে কি কি করতে হবে জেনে নিতে চান।

স্যাম বললেন, আপনি ওয়েস্টার্ন হোটেলের ৪৩২ নং ঘরে সন্ধ্যে সাতটাতে পৌঁছে যাবেন। ওখানে জ্যাকম্যান থাকবেন।

আপনি যাবার পর জ্যাকম্যান কিডন্যাপার দলকে ইঙ্গিত করবে, তারা বিলিকে ছেড়ে দেবে। বিলি সাতটা পনের মিনিটে আপনার কাছে ফিরে আসবে। বিলি ফিরে এলে জ্যাকম্যানের হাতে তুলে দেবেন টাকা ভর্তি ব্রিফকেসটা।

তবে আমার কাছ থেকে ফোন না পাওয়া পর্যন্ত আপনি ব্রিফকেসটা দেবেন না মনে থাকবে, বলে এলেরী কুইন উঠে পড়লেন। যথারীতি এলেরী কুইন সন্ধ্যে সাতটায় ওয়েস্টার্ন হোটেলের ৫৪২ নং ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

একজন বৃদ্ধ দরজা খুলে বললেন, আসুন আপনি নিশ্চয় এলেরী কুইন।

হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরে আর কেউ নেই একমাত্র বৃদ্ধটা ছাড়া। সাদা চুল। চোখের তারা নীলাভ।

বৃদ্ধ হলেও যথেষ্ট কর্মঠ বলে মনে হয়। টাইপরাইটার, টেলিফোন ও ... বোতল স্কচ একটি টেবিলের উপর সাজানো আছে।

বৃদ্ধ বললেন আমি জ্যাকম্যান। এলেরী জ্যাকম্যানের পরিচয় পত্র দেখতে চাইলেন জ্যাকম্যান খানিকটা দ্বিধা করে পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বার করে দেখালেন তাতে জ্যাকম্যানের নাম ও ছবি দেখে এলেরী ব্রিফকেসটা খুললেন।

ডলারের নোটগুলো পর পর সাজানো। এক লক্ষ ডলার।

জ্যাকম্যানকে এবার এলেরী অনুরোধ করলেন, বিলিকে ছেড়ে দেবার জন্য। জ্যাকম্যান বললেন, হ্যাঁ। দেখছি।

জ্যাকম্যান জানালার সারশি ধরে কয়েকবার ঝাঁকালেন।

জ্যাকম্যান বললেন, আমার ঝাঁকানোর ইঙ্গিতেই ওরা জেনে যাবে যে সব ঠিক আছে আর তারপরই [illegible]লিকে ওরা ছেড়ে দেবে।

এলেরী বললেন, [illegible] কিডন্যাপারদের [illegible] ঠিক দেখেছেন?

জ্যাকম্যান, শুধু প্রশ্ন করবেন না। এখন স্যামের ফোনের জন্য অপেক্ষা করুন।

[illegible] এলেরী চুপচাপ বসে থাকলেন। জ্যাকম্যানের হাতে মদের গেলাস [illegible] ভেবে [illegible] মনে হ[illegible] এলেরী প্রশ্ন করে।

[illegible] তার [illegible]।

[illegible] করেছি [illegible] হ্যানোস; [illegible] ফেলে এখন ও [illegible] হিসাবে [illegible] হয়ে ওঠে। জ্যাকম্যান বললেন। এলেরী বললেন, আপনি তো বক্সিং-এর একজন এক্সপার্ট লোক। আপনার কি মনে হয়?

জ্যাকম্যান, আমার তো গতবারের [illegible] কিডের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

[illegible] তিনটি রাইট হুকেই কিড [illegible] টারকে কাত করে দিয়েছিল। টারের [illegible] মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তো পড়লই। দশ মিনিটেও তার আর জ্ঞান ফিরল না।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। এলেরী [illegible] ধরলেন। ও প্রান্ত থেকে কথা ভেসে এল, আপনি কে?

আমি এলেরী কুইন, এলেরী কুইন বললেন।

আমি স্যাম বলছি। আপনার কোড্ নাম্বারটা বলুন?

কোড্ নাম্বার সঠিক পেয়ে যাবার পর স্যাম বললেন, কিডকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে। কিড ফিরে এসেছে। আপনি টাকাটা নিয়ে স্টেডিয়ামে চলে আসুন। আপনার সাথে স্টেডিয়ামে দেখা হবে।

এলেরী রিসিভার রেখে দিলেন।

আসুন, টাকটা নিন, বলে এলেরী জ্যাকম্যানকে আহ্বান জানালেন।

টাকাটা নেবার জন্য যেই জ্যাকম্যান ঝুঁকেছে ঠিক তখনি এলেরী বাঁ কানের পাশে এক বিরাট ভারী ঘুঁষি বসিয়ে দিলেন।

চোয়ালে বসালেন আর একটা।

জ্যাকম্যান ছিটকে পড়ে গেলেন।

গাল দিয়ে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল। এলেরী [illegible] ভাল করে দড়ি দিয়ে বাঁধলেন।

খানিকক্ষণের মধ্যে সত্যিকারের মিঃ জ্যাকম্যান এসে পৌঁছে গেলেন। মিঃ জ্যাকম্যান বললেন, আপনি কি করে বুঝলেন যে এই লোকটি সত্যিকারের জ্যাকম্যান নয়? আর এইবা কি করে বুঝলেন যে লোকটি কিডন্যাপারদের দলের লোক?

মিঃ এলেরী বললেন, দেখুন ও দরজার সাড়াশি নাড়ানোর ইঙ্গিতে কিডকে ওরা ছেড়ে দিল। তখনই বুঝলাম এই লোকটি ঐ দলেরই লোক।

আর বক্সিং সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে দেখলাম যে উনি বললেন রাইট হুক করে ষ্টারকে ও মাত করেছিল। কিন্তু বক্সিং সম্বন্ধে যারা জানেন তারা সকলেই জানেন যে, বক্সিং-এ হুক মানেই লেফ্‌ট। রাইট নয়। তখনই বুঝলাম যে এই লোকটা আসল জ্যাকম্যান নয়। কারণ আসল জ্যাক্‌ম্যান কথনই এমনই ভুল কথা বলতে পারেন না।

মিঃ জ্যাকম্যান বললেন, এলেরী এরাও কথা রেখেছে। এদের টাকটা বোধহয় দেওয়াই উচিত হবে।

এলেরী বললেন, সে কথা পুলিশ ভাববে, পুলিশ আসছে।

চলুন আমরা স্টেডিয়ামে যাই। আর দেরী করার সময় নেই।

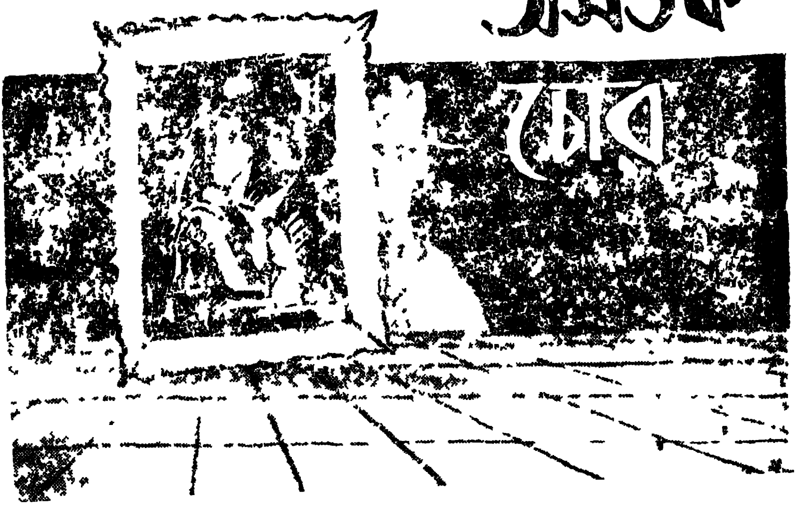
* * *

লেখক পরিচিতি : গোয়েন্দা সাহিত্যে এলেরী কুইন একটি বিশিষ্ট নাম। তার গল্পের বাঁধুনী ও উপস্থাপনা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখে। সমকালীন বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। এলেরী কুইন বেশীর ভাগ গল্পে নিজেই গোয়েন্দা হিসাবে নেমেছেন। তাঁর রহস্য ভেদের মধ্যে বুদ্ধির ছোঁয়া পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তাই অনেক কাহিনীর সমস্যার সমাধান করেছে। এলেরী কুইন রোমাঞ্চ সাহিত্যিক নামে পরিচিত। উল্লেখিত গল্পটি এলেরী কুইনের একটি বিশিষ্ট গল্প।

ইন্‌সিডেণ্ট অব দি মোমেণ্ট

অনুবাদ সুভাষকান্তি চক্রবর্ত্তী

অসতর্ক চোর



জন ডিকসন কার

ক্র্যাম্‌লে কোর্টের অনাবাসিক অতিথি দুজন রাত্রি এগারোটার একটু পরে রওনা হলেন মার্কাস হান্ট তাদের সামনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে খাবার ঘরে ফিরে এলেন। তাসের সাদা, লাল ও নীল প্যাকগুলি ইতিমধ্যে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

রল্‌ফ বলল, "আর এক হাত হবে নাকি?"

ডেরেক হেন্ডারসন বলল, কণ্ঠে যথারীতি অবসাদ, "লাভ নেই—তিনজনে ঠিক জমে না।"

গৃহস্বামী ছোট তাকওয়ালা টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করছিলেন। কেন্টের বনাঞ্চলের মুখোমুখি লম্বা, নীচু বাড়িটা এতই নিস্তব্ধ যে অনুচ্চ কণ্ঠের কথাবার্তাও চমকে দেওয়া কলরবের মত শোনায়। বিরাট ঘরটায় কয়েকটি জানলা। দেওয়ালের মৃদু

বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় ঘরের চিত্রগুলির রঙ কেমন যেন বিষণ্ণ। গ্রামের সাধারণ কোন বাড়ির একটা ঘরে এরকম দুটি রেমব্রান্ট ভ্যানডাইক সচরাচর দেখা যায় না। ছবিগুলি যে-ভাবে রাখা হয়েছে তাতে যেন একটা কুছ-পরোয়া-নেই মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

ছবিগুলি সম্বন্ধে শিল্পদ্রব্য বিক্রেতা আর্থার রল্ফের মনোভাব এই যে এর দাম শুনলে মাথা ঘুরে যাবে। শিল্প সমালোচক ডেরেক হেণ্ডারসনের সমস্যা, এগুলো নিয়ে কী লেখা যায়। মার্কাস হাণ্ট টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতদুটো পিছনের দিকে মুষ্টিবন্ধ, অল্প অল্প হাসছেন, মাঝারি কাঠামোর মোটাসোটা চেহারা, ভরাট মুখ ও খুব ফর্সা। বিদ্রূপাত্মক কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। হেণ্ডারসন তার লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে এক প্যাক তাস তুলে নিয়ে দুভাগ করে এত সুন্দর 'শাফল্' করল যে তাসগুলো ভাঁজে ভাঁজে মিলে আবার এক হয়ে গেল, যেন ভেলিকবাজি

হাণ্ট বললেন, "তোমাকে যতই দেখি ততই বিস্মিত হই, খোকাবাবু।'

হেণ্ডারসন মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, তার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অবসাদ, "আমি তো তাই চাই কিন্তু এ-কথা বললেন কেন?'

হেণ্ডারসন তরুণ, লম্বা, একহারা গড়ন, নিখুঁত ফিটফাট, লাল লাল দাড়ি যা ওর মুখে সুন্দর মানায়।

হাণ্ট বললেন, "বিস্মিত হই যে তুমি 'পোকারের' মত একটা বৈশিষ্ট্যহীন মধ্যবিত্ত মানসিকতার খেলা পছন্দ কর।"

হেণ্ডারসন বলল, "আমি মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করে আনন্দ পাই-এবং তা করতে পোকারের জুড়ি নেই।"

হাণ্টের চোখ দুটো ছোট হয়ে এল, "ও হো, তাই বুঝি? তা বেশ, আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবে?"

হেণ্ডারসন বলল, "সানন্দে," সে অন্যমনস্ক ভাবে নিজেকে 'পোকারের' তাস বিলি করল।—তুলে দেখল দুটো পাঞ্জা ওইস্কাবনের টেক্কা। কয়েক সেকেণ্ড নিবিষ্টমনে তাসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুখ তুলে বলল, "আমিও বলছি, তুমি আমাকে বিস্মিত করলে। সত্যি কথা বলব? আমার বরাবর ধারণা ছিল তোমার বিশাল ব্যবসা, তুমি অসাধারণ, তুমি বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে পার, তুমি বিরাট ঝুঁকি নিতে পার, কিন্তু এখন দেখছি, তুমি মোটেই তা নও!"

মার্কাস হাণ্ট হাসলেন, কিন্তু হেণ্ডারসন বলেই চলল, "তুমি কুশলী, কিন্তু সাবধানী -তুমি জীবনে কোনদিন বিরাট ঝুঁকি নিয়েছ বলে মনে হয় না।" নতুন করে তাস বেঁটে সে বলল, "আর একটা বিস্ময়, এই রল্ফ সুযোগ পেলে বিরাট ঝুঁকি সে নিতে পারে।"

মন্তব্যটি শুনে আর্থার রল্ফ চমকে উঠল, আবার তার ভালও লাগল। উচ্চতায় ও গড়নে হাণ্টের মত হলেও তার মুখটা চৌকো, রঙ ময়লা, চোখে পাতলা কাঁচের চশমা,

কপালে দুশ্চিন্তার রেখা। সে বলল, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার যা ব্যবসা তাতে বিরাট ঝুঁকি নিলে গাড্ডায় পড়তে হবে। এই রকম তিন লক্ষ স্টার্লিং প্রথম একটা একতলার ঘরে আমি কিছুতেই রাখতাম না তাও আবার জাফরিবিহীন জানলা দিয়ে উঠানে বেরিয়ে যাওয়া যায়।"

তারপর যেন একটু উত্তেজিত ভাবেই বলে, "সত্যি গুরু, একটা চোরও তো-"

'মারো গুলি,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হেন্ডারসন।

হান্ট ও কেঁপে উঠলেন। তিনি তখন টেবিলের উপর রুপোর ফলদানি থেকে একটা আপেল তুলে নিয়ে একটা বেশ ধারাল ছুরি দিয়ে তার খোসা ছাড়াচ্ছিলেন ছুরিটা দেওয়ালের বাতির আলোয় বেশ চক্‌চক্‌ করছিল। ছুরিটা রেখে দিয়ে বললেন, "আমার বুড়ো আঙুলটা আর একটু হলে কেটেই ফেলতাম! ব্যাপারটা কী?"

হেন্ডারসন অবসন্নভাবে বলল, "ফের ইস্তাহারের টেকা, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার!

আর্থার রূপ বোকা সাজল, "বেশ তো! তাতে হয়েছেটা কী?"

হান্ট দিলখোলা মেজাজে বললেন, "আমাদের তরুণ বন্ধুটি আধিদৈবিক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে চর্চা করছে বোধ হয় আচ্ছা, তুমি কি কেবল চরিত্র বিশ্লেষণ কর, না, ভবিষ্যৎও বলতে পার?"

হেন্ডারসন বাঁঝ ঝাঁঝাল, "আমার কী? তোমার বাড়ি, তোমার সম্পত্তি, তোমার দায়িত্ব। —কিন্তু ঐ যে ছোকরা, বাট্‌লার, ওর বিষয়ে তুমি কতটা জান?"

মার্কাস হান্ট বেশ মজা পেয়েছেন মনে হল। বললেন, "বাট্‌লার? আমার ভাইঝি হ্যারিয়েটের বন্ধু—লন্ডনে আলাপ। আমাকে বলেছিল, ওকে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ করতে। আরে ধ্যেৎ ও বাট্‌লার ঠিক আছে। তুমি ঠিক কী ভাবছ বল তো?"

রুল্ফ নিবৃত্ত করার ভংগিতে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "শোন!" উঠোনের দিকে একটা শব্দ হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার হ'ল না, কারণ যে তরুণীটি শব্দ করেছিল সে হাল্কা পায়ে ছুটে উঠোনের অপর প্রান্তে চলে গিয়ে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

লুই বাট্‌লার তার পিছন পিছন যেতে একটু দ্বিধা করছিল। চাঁদের আলো এত স্পষ্ট যে উঠোনের টালিগুলোর ফাঁকের চুন-বালির মিশ্রণ দেখা যাচ্ছিল। হ্যারিয়েট ডেভিস একটা সাদা গাউন পরেছিল ও লম্বা পাতলা কাপড়ের স্কার্ট ছোটার সময় যা অনেকটা ওপরের দিকে তুলে ধরেছিল। মেয়েটি তাকে ডাকল, খানিকটা বা খানিকটা বেড়ায় হেলান দেওয়া ভংগি, ফর্সা বাহু দুটো ছড়িয়ে দিয়ে থামটা আঁকড়ে ধরেছে লুই তার বুকের ওঠা-নামা দেখতে পাচ্ছে, এমন কি তার অক্ষিপক্ষের ছায়াও।

মেয়েটি বলল, "এটা তো মিথ্যা!"

"কোন্‌টা?"

হ্যারিয়েট জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রবল অভিযোগের সুরে বলল, "আমার কাকা মার্কাস যা বললেন, তুমি শুনলে তো,—আমি তোমাকে চিনতাম। আমি তোমাকে

এখানে আসার আমন্ত্রণ জানাতে বলেছিলাম। আসলে আমি তো এর আগে তোমাকে কোনদিন দেখিই নি। হয় মার্কাস কাকা পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আর নয় আচ্ছা তুমি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে?"

"যদি জানি।"

"বেশ, আচ্ছা, তোমার কোন বদ মতলব নেই তো?" সে খুব সরল ভাবে সোজা-সুজিই প্রশ্নটা করল।

লুই বলল, "বিশ্বাস কর, আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় নেই কিন্তু তুমি একথা বললে কেন?"

হ্যারিয়েট বলল, "এই বাড়িটায় আগে চোর-ঘণ্টা বসান ছিল। তুমি যদি কোন জানলায় হাত ছোঁয়াতে, সংগে সংগে সারা বাড়িতে দমকলের ঘণ্টা বেজে উঠত। কাকা গত সপ্তায় সব চোর ঘণ্টাগুলো সরিয়ে ফেলেছেন, মাত্র গত সপ্তায়।" সে হাত দুটো থাম থেকে সরিয়ে এনে জোড়া করে চেপে ধরে বলল, "ছবিগুলো দোতলায় ওঁর শোবার ঘরের পাশে একটা তালাবন্ধ ঘরে থাকত। সেগুলো সব নিচে নামিয়ে এনেছেন,-তাও গত সপ্তায়। কাকা যেন চাইছেন তাঁর বাড়িতে চুরি হোক!"

বাটলার জানে, তাকে খুব সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে। সে আলতোভাবে বলল, "হয়ত তাই। মনে করো কোন একটা রেমব্রাণ্টের ছবি যদি জাল হয়? তাঁর বিশেষ বন্ধুদের সেই ছবিটা দেখানোর দায় থেকে অব্যাহিত পেলে হয়ত স্বস্তি পাবেন!"

মেয়েটি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না, কোনটাই জাল নয়, সবই আসল। এ চিন্তা আমার মাথাতেও এসেছিল।"

লুই ভাবল, এবার শক্ত কথা বলার সময় এসেছে। সে তার সিগারেটের কেসটা বার করে না খুলে হাতে নিয়ে ওল্টাতে লাগল। "দেখো, হ্যারিয়েট, কথাটা শুনতে তোমার ভাল লাগবে না, কিন্তু আমি এমন অনেক দেখেছি যখন লোকে চায় তাদের জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাক। ধরো, যদি কোন জিনিসের যা দাম তার চেয়ে অনেক বেশি দাম দেখিয়ে তা বীমা করা হয়ে থাকে, এবং তারপরে একদিন রাত্রে তা রহস্যজনক ভাবে চুরি হয়ে যায় ....?"

হ্যারিয়েট খুব বিরক্তির ভাবে বলল, "সবই ঠিক, কিন্তু কাকার কোন ছবির জন্যই বীমা করা হয় নি।"

বাটলারের আঙুলের ফাঁক দিয়ে সিগারেট কেসটা পড়ে গেল। উঠোনের টালিতে একটা টং করে শব্দ হল। বাটলার যখন ঝুঁকে সেটা তুলতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই গীর্জার ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজার শব্দ হল।

"তুমি এ-বিষয়ে নিশ্চিত?"

"পুরোপুরি নিশ্চিত, উনি একটা ছবিও এক পয়সার জন্যও বীমা করেন নি। বলেন, এতে টাকা অপচয় করা হয়।"

'কিন্তু ....'

সে তার হাত দুটো বুকের সামনে বাঁধল, কাঁধটা সংকুচিত, যেন তার শীত করছে। বলল, "আমি বুঝি! তা, তোমার সংগেই বা এত কথা বলছি কেন? তুমি তো অচেনা লোক। কিন্তু মার্কাস কাকাকেও আর চেনা যাচ্ছে না। আমার কী মনে হচ্ছে জান? আমার মনে হচ্ছে যে মার্কাস কাকা পাগল হয়ে যাচ্ছেন!'

"না না, অত খারাপ অবস্থা নয়, বুঝলে?"

মেয়েটি ওর ওপর তেড়ে উঠল "বেশ, বল, বলে যাও! বলা খুব সোজা। ওঁর চোখ দুটো যখন ছোট হয়ে আসে, দেখেছ? অমায়িক গ্রাম্য ভাবটা যখন ওঁর মুখের ওপর থেকে সরে যায়, দেখেছ? ওঁর মধ্যে কোন ছলনা নেই, নকলকে উনি ঘৃণা করেন এবং নিজের ক্ষতি করেও নকলের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চান। ওঁর যদি মস্তিষ্কে বিকৃতি না হয়ে থাকে, তবে উনি কী করতে চাইছেন?"

ঘণ্টা তিনেক পরেই ব্যাপারটা বোঝা গেল।

ঠাণ্ডা বাতাস বইল শেষ রাতের দিকে, মানুষ আত্মহত্যা করে, দুঃস্বপ্ন দেখে। চোরটা যখন ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকাল চাঁদের আলোয় তাকে চেনা যায় না—একটা কালো মুখোশে তার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে, একটা ঝাঝকে টুপি কান পর্যন্ত টানা।

সে বাইরের দিকে থেকে খাবার ঘরের জাফরিবিহীন জানলার ওপরে উঠল তারপর একটা যন্ত্রপাতি রাখার ছোট ব্যাগ খুলে মাঝের জানলার কাছে গেলো। ছিটকিনির পাশেই কাঁচের ওপর দুটো আঠাল টুকরো লাগাল ও কাঁচকাটা যন্ত্র দিয়ে ওই ফিতে লাগান অংশের ওপর একটা অর্ধবৃত্ত টুকরো কেটে ফেলল।

এতে যে একেবারের কোন শব্দ হয়নি তা নয়, দাঁতের ডাক্তার যখন দাঁতের মধ্যে ফুটো করে ময়লা বার করে তখন যেমন শব্দ হয়, কাঁচকাটা যন্ত্র থেকেও তেমন একটা শব্দ হয়েছিল। লোকটা থেমে শোনবার চেষ্টা করল।

না, কোন সাড়া শব্দ নেই। কোন কুকুরও ডাকল না।

আঠাল ফিতেয় কাঁচটা লেগে রইল, সেই ফাঁক দিয়ে লোকটা তার দস্তানাপরা হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে ছিটকিনিটা খুলে ফেলল ও তার দেহের চাপ দিয়ে জানলাটা ভিতরের দিকে খুলে দিলে। যন্ত্রপাতির ছোট ব্যাগটা পকেটে রাখল ও একটা ছোট্ট বৈদ্যুতিক টর্চ বার করল। টর্চের আলো তাকওয়ালা ছোট টেবিলটার ওপরে পড়ল। রুপোর ফলদানি, ও একটা আপেলের ওপর একটা তীক্ষ্ণ-ছুরির ফলা দেখা গেল, যেন কারো দেহে ছুরিটা বিঁধে গেছে। শেষে টর্চের আলো 'টুপি পরা বৃদ্ধা রমণীর' কৃশ মুখটি ছুঁয়ে গেল।

ছবিটা বেশি বড় ছিল না। চোর সহজেই সেটা নামিয়ে ফেলল। ছবিটার 'ফ্রেম' ও কাঁচ খুলে ফেলল, খুব সাবধানে 'ক্যানভাসটি, পাকিয়ে গোল করার চেষ্টা করল, কিন্তু ভংগুর রঙ কিছু ছোট ছোট দানায় ঝরে পড়ল। চোরটি এত গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিল যে, সে লক্ষ্যই করেনি, ঘরে আরো একজন মানুষ তাকে দেখছে।

একজন অসতর্ক চোর, ষষ্ঠেন্দ্রিয় কাজ করে না, খুনের গন্ধ পায় না!

ধাতুনির্মিত বাসন কোসন পড়ার শব্দে, চাপা দেবার চেষ্টা সত্বেও, তিনতলায় লুই

বাটলারের ঘুম ভেঙে গেল। সে মাঝে মাঝে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া ছাড়া সারা রাতই জেগে ছিল। কী হচ্ছে তা সে ঠিকই বুঝেছিল, কিন্তু কেন কেমন করে বা সে বিষয়ে তার কোন ধারণা ছিল না।

একতলা থেকে আওয়াজের প্রথম শব্দ শোনামাত্রই বাটলার গায়ে 'ড্রেসিং গাউন' চাপিয়ে নিল। চটি পরে প্রস্তুত হয়ে গেল। পকেটে নিয়ে নিল একটা ছোট 'টর্চ'।

শব্দে তার ঘুম ভেঙেছে বলে মনে হ'ল না। একটা আশংকার কথা ভেবে সে দ্রুত গতিতে সিঁড়ির ধাপ [illegible] দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগল। নীচে নামতে নামতে সে ঠান্ডা হাওয়ার ছোঁয়া অনুভব করে বুঝল কোন জানলা বা দরজা খোলা আছে। সে সোজা খাবার ঘরে চলে এল।

কিন্তু তবু সে দেরী করে ফেলেছে।

টর্চের আলোয় একটু দেখে নিয়ে সে ঘরের সমস্ত আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল। চোর তখনো উপস্থিত ছিল ঠিকই, কিন্তু সে ছোট টেবিলটার পাশে নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে এবং তার পা জামা ও [illegible] ওপর রক্তের পরিমাণ দেখে বোঝা গেল যে, সে আর জাগবে না।

বাটলার জোরে জোরে বলল, 'কাজ শেষ করে দিয়েছে।

একটা রুপোর [illegible] 'সেট' ও একটা চায়ের কেটলি ছোট টেবিলটার ওপর থেকে উল্টে পড়েছে। মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছিল ফুলদানিটি। মৃত চিৎ হয়ে পড়ে আছে, আর তার চারদিকে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি কমলালেবু, আপেল আর কিছু চেপ্টে-যাওয়া আঙুরের গুচ্ছ। তার মুখটা মুখোশে ঢাকা, একটা চকচকে টুপি কান পর্যন্ত টানা, আর দস্তানাপরা হাতদুটো দুদিকে ছড়ানো।

ছবির আলগা ফ্রেম ও কিছু ভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, টুপি পরা রমণী [illegible] নীচে [illegible] রক্তের দাগ দেখে মনে হয়, ফলকাটা ছুরিটা কেউ তার বুকে বিঁধিয়েছে।

বাটলার শুনতে পেল, "এ কী!"

হ্যারিয়েট [illegible] শব্দ সে শুনতে পায়নি। সে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক ওর পেছনেই, একটা [illegible] কিমোনোতে শরীর ঢাকা, কালো চুল ঘাড়ে এলান। বাটলারের কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে সে আর খাবার ঘরের দিকে তাকাতে চাইল না, মাথা জোরে জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বেরিয়ে এল যেন কোন দুরন্ত শিশু পালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

বাটলার দ্রুত গলায় বলল, তোমার কাকাকে জাগিয়ে দাও তোমাদের টেলিফোনটা ব্যবহার করতে হবে। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ তোমার সন্দেহ ঠিকই ছিল বোধহয়, এখন অনুমান করতে পেরেছ আমি একজন পুলিশ অফিসার।"

সে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ আমি তাই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু তুমি কে? তোমার নাম কি সত্যি সত্যিই বাটলার?"

"আমি ফৌজদারি অনুসন্ধান বিভাগের একজন সার্জেণ্ট এবং আমার নাম বাট্‌লার। তোমার কাকা আমাকে এখানে এনেছিলেন।"

"কেন ?"

"আমি জানি না,-তাঁর সংগে আমার এখনো কথা বলার সুযোগ হয় নি।"

মেয়েটি ভয়ে বিহ্বল হলেও, তার বুদ্ধি লোপ পায় নি। সে বলল, "কিন্তু তিনি পুলিশের সাহায্য চাইছেন কেন তা না বললে তোমাদের অফিস থেকে তোমাকে পাঠাবে কেন ? তাঁদের তো সব জানতে হবে না কি ?"

বাট্‌লার বলল "সে কথা ছাড়, তোমার কাকার সংগে এখনই কথা বলা দরকার তুমি উপরে গিয়ে তাঁকে ডাক।"

হ্যারিয়েট বলল, সম্ভব নয়, কারণ মার্কাস কাকা তাঁর ঘরে নেই। আমি নামবার সময় তাঁর ঘরে টোকা দিয়ে দেখেছি—তিনি কোথাও গেছেন।"

বাট্‌লার সিঁড়ির দুটো করে ধাপ লাফিয়ে উপরে উঠল। নামবার সময় হ্যারিয়েট সব আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তবু নিস্তব্ধ বাড়িটিতে আর কোন উত্তেজনাই নজরে এল না।

মার্কাস হাপেণ্ডেনের শোবার ঘর খালি, তাঁর সান্ধ্য পোশাকটি পরিচ্ছন্নভাবে চেয়ারের পিছনে ঝোলান রয়েছে, সার্টটা চেয়ারের উপরে বিছান--তার উপরে রাখা আছে তাঁর 'টাই'। তাঁর হাতঘড়িটি ড্রেসিং টেবিলের ওপর টিক টিক শব্দ করে চলছে, টাকা পয়সা ও চাবিটাও সেখানে। বিছানাতে যে তিনি শুয়েছিলেন, এমন কোন চিহ্ন নেই – চাদরে কোথাও কোন ভাঁজ পড়ে নি। ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে শুনতে লুই বাট্‌লারের মনে যে সন্দেহ উঁকি দিল, তা এতই উদ্ভট যে সে বিশ্বাসই করতে পারল না।

সে আবার নীচে নামতে শুরু করল। পথে দেখা হ'ল আর্থার রল্ফের সংগে। সে হলের নীচের একটা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে পথ হাতড়াচ্ছিল। একটা ফ্লানেলের আট পৌরে গাউনে তার মোটাসোটা দেহটা ঢাকা। সে বাট্‌লারের সামনে পথ আটকে দাঁড়াল।

বাট্‌লার বলল, "কী! বুঝতেই তো পারছেন একটা চোর।"

রল্ফ শান্তকণ্ঠে বলল, "আমি জানতাম! কিছু নিয়ে যেতে পেরেছে ?'

"না চোরটা খুন হয়েছে !"

এক মুহূর্তের জন্য রল্ফ কোন কথা বলতে পারল না – তার হাত চলে গেল গাউনের ভিতর দিয়ে বুকের কাছে যেন সেখানে ব্যথা অনুভব করছে। পরে বলল, "খুন হয়েছে বললে ? চোরটা ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন ? তার কোন সংগী করেছে ? চোরটা কে ?"

বাট্‌লার খিঁচিয়ে উঠল, "সেইটেই জানবার চেষ্টা করছি।"

নীচে নেমে সে দেখতে পেল হ্যারিয়েট ডেভিস খাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে।

একই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে জানতে চাইল, "মুখের মুখোশটা খুলে দেবে তো নাকি ?"

আশে পাশে ছড়ান ফল ও কাঁচের টুকরো না মাড়িয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে এসে মৃত-দেহের পাশে ঝুঁকে পড়ে, বাট্‌লার চকচকে টুপির মাথাটা ওপরের দিকে টেনে তুলল, আর একটা স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দিয়ে এলোমেলো করে লাগান কালো কাপড়ের মুখোসটা খুলে ফেলল। সে যা ভেবেছিল তা-ই।

মার্কাস হার্স্টই চোর। নিজের বাড়িতে চুড়ি করতে গিয়ে বুকে ছুরিবিদ্ধ হয়ে খুন হয়েছেন।

পরের দিন বিকেলে বাট্‌লার ডক্টর গিডিয়ন ফেল্‌কে বোঝাচ্ছে। "দেখুন স্যার, এই টেই তো সমস্যা। আপনি যেভাবেই বিচার করুন না কেন, ব্যাপারটার কোন মানে হয় না।" সে আরও বলল, "একটা লোক তার বাড়িতে নিজের সম্পত্তি চুরি করতে যাবে কেন ? ঘরের প্রত্যেকটি ছবিই খুব মূল্যবান, অথচ একটির জন্যও বীমা করা নেই ! কেন এমন হবে ? লোকটি কি পাগল ? সে কি ভেবেছিল ?"

বনাঞ্চলের মাথায় ছড়ান ছিটান, ধূসর-সাদা ইতালীয় শহরের মত এই সাটন ভ্যালেন্স গ্রামটি তপ্ত রৌদ্রস্নাত। হোটেলের ঠিক পিছনেই, অক্সফোর্ডের 'কুইন্‌স কলেজের' প্রাক্তন ছাত্র ডক্টর গিডিয়ন ফেল্‌ তাঁর বিরাট স্বপ্ন নিয়ে আপেল বাগানে বসেছিলেন। তাঁর সামনের টেবিলে তাঁর হাতের কাছেই ছিল এক পাইট মদ। তিনি সাদা স্যুট পরেছিলেন। তাঁর লাল মুখ গরমে ঘামে বিকৃত, একটা বোলতা দেখে তিনি ভয় পেয়ে কেবল সেটার দিকেই তাকাচ্ছিলেন। আর যখন চিন্তা করেছিলেন মনে হচ্ছিল যে তিনি বোকার মত ফ্যালফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে আছেন।

তিনি বললেন, "সুপারিনটেন্ডেন্ট হ্যাড্‌লি সুপারিশ করলেন যে আমি হেঁ হেঁ আমিই যেন এটার অনুসন্ধান করি। ব্যাপারটা স্থানীয় পুলিশের এক্তিয়ারে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি কেবল ওদের প্রয়োজনমত সাহায্য করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।"

"হ্যাড্‌লি আমাকে ঠিক কী বলেছিল জান ? বলেছিল, ঘটনাটি আপাত দৃষ্টিতে এতই অর্থহীন যে আপনি ছাড়া কেউ এর নাগাল পাবে না। হেঃ, লোকটার চাটুকারিতা দিন দিন বাড়ছে।" তারপর ভ্রূকুটি করে বললেন, "এ ব্যাপারটার আর কী তোমার কাছে অর্থ-হীন মনে হচ্ছে ?"

"এই মানে একজন লোক তার নিজের বাড়িতে চুরি করবে কেন ?"

ডক্টর ফেল গর্জন করে বললেন, "না হে না, ওই একটা ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে থেকো না। সম্মোহিত হয়ো না। ধরো"—সেই বোলতাটা তাঁর মদের বোতলটার ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে ঘুরছিল—তিনি ঘাড় কাত করে একটা বিরাট ফুঁ দিয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার বললেন, "ধরো ঐ বাচ্চা মেয়েটা যেমন বেশ বুদ্ধিমতীর মতই প্রশ্ন তুলেছে, মার্কাস হার্স্ট কী জন্য তাঁর বাড়িতে গোয়েন্দা চেয়েছেন, তা জেনে ফৌজদারী তদন্ত বিভাগ তোমাকে ওখানে পাঠাল কেন ?"

"কারণ বড় দারোগা এ্যামিস ভেবেছিলেন যে হাণ্টের কোন উদ্ভট পরিকল্পনা আছে।" বাট্‌লার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আর তিনি তা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।'

"কী রকম উদ্ভট পরিকল্পনা ?"

"যেমন ধরুন, তার বাড়ি থেকে ছবি চুরি যাওয়ার মিথ্যা কাহিনী রটিয়ে তিনি অন্য কোন বিষয় থেকে পুলিসের দৃষ্টি সরিয়ে দেবার সেই পুরনো কৌশল খাটাতে চাইছিলেন। না হলে স্যার, এটা কী করে হয় যে, ঐঅত দামী দামী ছবিগুলোর কোনটাই বীমা করা নেই।" বাট্‌লার বলেই চলল, "এটা তো স্যার ঠাট্টা হতে পারে না। দেখুন না, কী রকম সব পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে তিনি কাজে নেমেছেন। পুরনো পোশাক পরেছেন, তার থেকে ধোপার বাড়ির চিহ্ন সব সরিয়ে ফেলেছেন, হাতে দস্তানা, মুখে মুখোশ একটা ছোট টর্চ আর চোরেদের আধুনিক যন্ত্রপাতি সব সংগ্রহ করেছেন তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন আমরা পরে দেখেছি, ঐ দরজাটা খোলা ছিল। উঠোনের ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকটা সিগারেট খেয়েছেন—ওখানকার মাটিতে আমরা ওর পায়ের ছাপ পেয়েছি, জানলার একটা কাঁচ কেটেছেন · কিন্তু এ সবই তো স্যার আপনাকে আগেই বলেছি।"

ডক্টর ফেল্ বললেন, "এবং তারপব কেউ এসে তাঁকে খুন করল!"

"হ্যাঁ স্যার কিন্তু তাঁকে কেউ খুন করবে কেন ?'

"হুম্, কোন সূত্র পেয়েছ ?"

বাট্‌লার তাব হাতখাতা খুলে বলল, "না স্যার, যা পেয়েছি তা দিয়ে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। পুলিশ ডাক্তারের মতে একটা খুব পাতলা ধারালো জিনিস, সম্ভবত ঐ ফলকাটা ছুরিটাই, সোজাসুজি হার্টে বিঁধিয়ে দিয়েছিল আঘাত এতই সূক্ষ্ম যে চট্ করে খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, কিন্তু সবই হাণ্টের। কেবল একটাই অদ্ভুত জিনিস আমাদের চোখে পড়েছে ঐ টেবিলের রুপোর বাসনগুলির বেশ কয়েকটাতে একটা বিচিত্র দাগ, যেন একটাব ওপর একটা চাপিয়ে একটা চূড়া সাজিয়ে পেছন থেকে কেউ ধাক্কা দিযেছে এগুলো নিয়ে ধস্তাধস্তি হলে এরকম হত না। ··· "

ডক্টর ফেল্ তাঁর বিশাল মাথাটা প্রবল আপত্তির ঢঙে এদিক-ওদিক দোলাচেছন দেখে বাট্‌লার থেমে গেল।

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ উঁ-হুঁ তুমি বলছ এসব দিয়ে কিছুই প্রমাণ করা যায় না এ্যাঁ ?'

"তাই নয় কি স্যার ? এতে কি প্রমাণ হয় স্যার, তিনি কেন নিজের বাড়িতে চুরি করতে যাবেন ?"

ডক্টর ফেল্ শান্তভাবে বললেন, 'দেখ বাট্‌লার, আমি তোমাকে ঠিক একটা প্রশ্ন করব। এই সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি, খেয়াল রেখো, সব চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কী তা জানতে চাই নি, জানতে চেয়েছি, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি, এ্যাঁ ? নিশ্চয় এই যে একজন মানুষ খুন হয়েছে। তাই না ?"

'হ্যাঁ স্যার, ঠিকই।'

কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে তিনি বললেন, "একথা বললাম এই জন্য যে এটা ভুলে যাবার ভয় আছে। এটা তোমার কৌতূহল জাগাচ্ছে না। তোমার মাথায় কেবল ঘুরছে, হাণ্ট নিজের বাড়িতে চুরি করবার মত অর্থহীন একটা অভিযানে নামলেন কেন? একটা লোক খুন হয়ে গেল তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নেই, অথচ এ রসিকতার রহস্য বার করবার [illegible] তোমার [illegible] আগ্রহ। উল্টো দিক থেকে ভাব, জানতে চাও কে হাণ্টকে [illegible] করল?"

দীর্ঘ [illegible] নীরবতার পর বাটলার বলল, "চাকর বাকরেরা [illegible] তারা বাড়ির [illegible] অন্য দিকে [illegible] তলায় থাকে এবং কে জানে কেন, কাল [illegible] থেকে বন্ধ [illegible] সকালে সকলে জেগে ওঠার পর এ নিয়ে বেশ [illegible] খুনী বাইরে থেকে আসতে পারে।"

ডক্টর ফেল [illegible] বললেন, "না, বাইরে [illegible] থাক্। আমাকে একবার 'স্ক্যান্ডলে কোর্টে' নিয়ে যাবে?"

বিকেলের [illegible] দিকের প্রচণ্ড গরমে তাঁরা উঠোনে বেরিয়ে এলেন।

ডক্টর ফেল একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসলেন, তাঁর পাশে দাঁড়ালো [illegible] হ্যারিয়েট। ডে [illegible] হেণ্ডারসন [illegible] ফ্লানেলের পোশাক পরে তার [illegible] আঙুল দিয়ে [illegible] ধরে দাঁড়িয়েছিল। কালো স্যুট পরা আর্থার রুফকে মনে হচ্ছিল অন্য জগতের মানুষ [illegible] প্রকাণ্ড আকাশে সবুজ ও [illegible] মাটে রঙ সচরাচর এত উজ্জ্বল হয় না [illegible] একটুও হাওয়া নেই এ দারুণ গরমে গাছের একটা পাতাও নড়ছে না [illegible] বাগানের ভিতর [illegible] দিকে সাঁতারের পুকুর [illegible] তীব্র সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করছে। বাটলার [illegible] খুলে [illegible] না

হেণ্ডারসন বলল, "হাণ্ট কেন নিজের বাড়িতে [illegible] করতে গেল, তা আমার কাছে জানতে চেয়ে কোন লাভ নেই। তবে আমি আপনাদের একটা [illegible]।"

ডক্টর ফেল জানতে চাইলেন, "কী সেটা?"

হেণ্ডারসন বলল, "কেন তা আমি জানি না [illegible] কারণ [illegible] হাণ্ট অত্যন্ত সতর্ক প্রকৃতির লোক ছিল, [illegible] না। [illegible] আমি ওকে এ কথা বলেও ছিলাম।"

ডক্টর ফেল বললেন, "সতর্ক! একথা বললে কেন?

"যেমন ধরুন, তাস বাঁটা হল আমি তিনটে [illegible] দিলাম। [illegible] দাম বাড়ালাম হাণ্ট আমাকে দেখল বাজি বাড়িয়ে দিল। আমি আরো বাড়িয়ে দিলাম। ও তাস ফেলে দিল। ওর তাস ভালই ছিল, আমার [illegible] জোড়ার বেশি আছে, কেমনও সে ভাবে নি। তবু সে তাস ফেলে দিল। গত রাত্রে সে এরকম অনেক দান খেলেছে।

হেণ্ডারসন মুখ টিপে হাসল। হ্যারিয়েটের মুখের দিয়ে তাকিয়ে সংগে সংগেই গম্ভীর হয়ে গেল, ও বলল, তবে, হ্যাঁ, গত রাত্রে ওকে খুব চিন্তিত দেখেছিলাম। ওর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন সবাই লক্ষ্য করল।

"তা-ই? তা, উনি কী নিয়ে এত ভাবছিলেন?"

হেণ্ডারসন শান্তভাবে বলল, "ও এতদিন যাকে বিশ্বাস করেছে তেমন কারো স্বরূপ প্রকাশ করতে দিতে চায়। তাই কেবল ইস্কাবনের টেক্কাটা ঘুরে ফিরে আসা আমার ভাল লাগছিল না।"

হ্যারিয়েট বলল, "আর একটু ব্যাখ্যা করে বল। উনি কি তোমাকে বলেছিলেন যে উনি কারো মুখোশ খুলে দিতে চাইছেন?"

"না, ঠিক বলে নি তবে আকারে ইংগিতে তাই মনে হচ্ছিল।"

নির্বিকার রল্‌ফ এতক্ষণে মুখ খুলল, "দেখুন আমি প্রায়ই শুনেছি যে, অন্য লোকের মুখোশ খুলে দেওয়ার ব্যাপারে হাণ্টের খুব আগ্রহ ছিল। তা দেখ," সে ভাবাসিদ্ধ ভংগিতে কোটের ভিতর দিয়ে বুকে হাত ঠেকিয়ে, "তা থেকে কিছু পাওয়া গেল কি? সে কারো মুখোশ খুলে দিতে চায়, কিন্তু সেজন্য বিচিত্র পোশাক পরে নিজের বাড়িতে চোরের ভূমিকায় নামতে হবে কেন? এর কি কোন মানে হয়! আমি বলছি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া কোন ব্যাখ্যা হয় না।"

ডক্টর ফেল বললেন. "আরো পাঁচ রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে তবে তার মধ্যে চারটে ব্যাখ্যা হয় না।"

ডক্টর ফেল বললেন, "আরো পাঁচ রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে তবে তার মধ্যে চারটে ব্যাখ্যা নিয়ে তোমাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। একটা ব্যাখ্যাই আমরা বিবেচনা করে দেখবো, যেটা আসল।"

হেণ্ডারসন সংগে সংগেই বলে উঠল. "আসল ব্যাপার আপনি জানেন?"

"সেরকমই মনে হচ্ছে।"

"কখন থেকে?"

ডক্টর ফেল্ বললেন, "তোমাদের সংগে আলাপ পরিচয়ের পরেই।"

তারপর তিনি ঐ নড়বড়ে চেয়ারটায় জাঁকিয়ে বসলেন—উত্তাল সমুদ্রে জাহাজের ভিতরের ঘরগুলির মধ্যবর্তী কাঠের বিভাজন দেওয়ালগুলি যেমন ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ শব্দ করে চেয়ারের কাঠামোটা সেই রকম শব্দ করে নড়ে উঠল। ওর বিশাল মূর্তিটা এগিয়ে এল উনি আনমনাভাবে মাথা নাড়ছিলেন, যেন কোন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর খুঁজে পেয়ে গেছেন।

তারপর হঠাৎ বললেন, "স্থানীয় দারোগার সংগে আমি কথা বলেছি। সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এখানে এসে যাবে। আমার সুপারিশে সে আপনাদের সকলকে একটা অনুরোধ করবে। আশা করি সেই অনুরোধের পালন করতে আপনারা কেউ আপত্তি করবেন না।"

হেণ্ডারসন বলল, "অনুরোধ? কী অনুরোধ?"

সাঁতারের পুকুরটার দিকে চোখ পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে ডক্টর ফেল্ বললেন, "আজকের দিনটা বড় গরম। উনি অনুরোধ করবেন, আপনারা সবাই একটু সাঁতার কাটুন।"

হ্যারিয়েট হতাশ হয়ে লুই বাট্‌লারের দিকে তাকাল।

ডক্টর ফেল্‌ আবার বললেন, "খুনীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার এটাই সবচেয়ে ভদ্রতা সম্মত পথ। ইতিমধ্যে, ঘটনার বিবরণে পাওয়া অন্য একটি সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। সাধারণত এ-দিকটা মানুষ ঠিক খেয়াল করে না। আচ্ছা, হেণ্ডারসন, পাতলা, ধারাল, জিনিস দিয়ে সরাসরি 'হার্টে' আঘাত করার বিষয়ে তোমার কিছু জানা আছে?"

"হাণ্টকে যেমন আঘাত করা হয়েছে? না, ওতে কী হয়?"

"এতে শরীরের বাইরে কোন ক্ষতচিহ্ন থাকে না।"

হ্যারিয়েট বাধা দিয়ে বলে উঠল, "কিন্তু ..." বাট্‌লার তাকে থামিয়ে দিল।

ডক্টর ফেল্‌ বলে চললেন, "সত্যি বলতে কি, ক্ষতচিহ্নটি এতই সূক্ষ্ম যে পুলিশের ডাক্তারই প্রথম এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতে আহত ব্যক্তি সংগে সংগেই মারা যায়, বাইরের ক্ষতচিহ্নের পাশের চামড়া সংকুচিত হয়ে ক্ষতচিহ্নটি ঢেকে দেয়। --তাহলে শ্রীযুক্ত হাণ্টের সোয়েটারে ও প্যাণ্টে এত রক্ত এল কোথা থেকে?"

"এ্যা!"

"আসলে শ্রীযুক্ত হাণ্টের শরীর থেকে এ রক্ত বেরোয় নি।"

লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যারিয়েট বলল, "না আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না। আমি দুঃখিত এ আপনি, এ আপনারই কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। আপনি কি বলতে চান যে আমরা টেবিলের পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় ওঁকে দেখি নি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, তোমরা দেখেছিলে বৈকি।"

হেণ্ডারসন রাগে ফুঁসছিল। বলল, "ওঁকে বলতে দাও—যত পাগলের প্রলাপ!"

ডক্টর ফেল্‌ বললেন, "এটা একটা ভাল যুক্তি সন্দেহ নেই তোমরা দেখেছিলে কিন্তু হাজারবার যে প্রশ্নের মুখোমুখি তোমাদের হতে হচ্ছে, শ্রীযুক্ত হাণ্টের মত একজন বিদগ্ধ বুদ্ধিমান মানুষ চোরের পোশাক চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কেন? এর থেকেই তার উত্তর পাবে। উত্তর খুবই সোজা তিনি একাজ করেন নি?"

ডক্টর ফেল্‌ বলে চললেন 'তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে, শ্রীযুক্ত হাণ্ট আসল চোরের জন্য একটা ফাঁদ পাততে চেয়েছিলেন।"

"তিনি জানতেন যে, কোন একজন লোক তাঁর একটা বা একাধিক ছবি চুরি করার চেষ্টা করতে পারে। তিনি হয়ত জানতেন যে, এই লোকটি এর আগেও অন্যান্য গ্রামের বাড়িতে এ-কাজ করেছে এমন ভাবে যে, যদিও ভিতর থেকেই করা হয়েছে, তবু মনে হবে চোর বাইরে থেকে এসেছিল। সুতরাং তিনি চোরের কাজ সোজা করে দেবার জন্য একটা ফাঁদ পাতলেন, ও একজন পুলিশ অফিসারকে বাড়িতে এনে রাখলেন।

"চোরটা একটা নিরেট গাধা সে ফাঁদে পড়ল। চোরটি বাড়িতে অতিথির বেশে উপস্থিত ছিল। রাত দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর সে চোরের পোশাক পড়ল, মুখে

মুখোশ নিল, হাতে দস্তানা। সে পিছনের দরজা দিয়ে বেরোল। হাণ্ট যা যা করেছেন বলে আমরা ভুল করে ভাবছিলাম, সে তাই তাই করল। তারপর ফাঁদটা আটকে গেল। ঠিক যখন সে রেমব্রাণ্টটা গোল করে পাকাচ্ছিল একটা শব্দ শুনতে পেল। আলোটা ঘুরিয়ে দেখল, পাজামা ও 'ড্রেসিং গাউন" পরে মার্কাস হাণ্ট তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

"হ্যাঁ, তারপর একটা লড়াই হয়েছিল। হাণ্ট তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চোর ফলকাটা ছুরিটা নিয়ে তেড়ে এল। হাণ্ট ছুরি শুদ্ধ চোরের হাতটা পেঁচিয়ে ধরলেন চোরের বুকেব কাছে বেশ খানিকটা কেটে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হ'ল। চোরটা ক্ষেপে গেল, হাণ্টের কব্জি মুচড়ে ধবে ঐ ছুরিটা দিয়ে মেরে দিল হাণ্টের বুকে ঠিক 'হার্টের' ওপর।

"নিস্তব্ধ বাড়িতে টেবিলের ওপর থেকে টর্চের সরু আলোয় খুনী দেখল যে ঘটনা যা দাঁড়াল ধরা পড়লে তার ফাঁসি অবধারিত। এদিকে তার নিজের পোশাক আশাকও রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

"এখন তার চিন্তা, সে এই পোশাক আশাকের কী ব্যবস্থা করবে? এতো নষ্ট করে ফেলা যাবে না। বাড়ির বাইরেও চালান করা যাবে না। বাড়িতে খানতল্লাস তো হবেই, আর তখন তো এগুলো বেরিয়ে পড়বে। রক্তের দাগ না থাকলে তো কোন অসুবিধে ছিল না, আলমারিতেই রেখে দেওয়া যেত, কিন্তু রক্তমাখা কাপড় চোপড় নিয়ে?"

হেরিয়েট ডেভিস ওঁর পিছনেই সূর্যের তাপ থেকে চোখ আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে উঠল, "চোরের তখন একটাই উপায় ছিল—আমার কাকার সঙ্গে তার পোশাক বদলে ফেলা।"

ডক্টর ফেল গর্জন করে উঠলেন, "ঠিক বলেছ এবং ঘটনাটাও তাই। খুনী তার পোশাকগুলো হাণ্টকে পরিয়ে দিল, ছুরিটা দিয়ে সোয়েটার, সার্ট ও অন্তর্বাস একটু কেটে দিল আর হাণ্টের পাজামা ও ড্রেসিং গাউনটা নিজে পড়ল। এগুলে তার নিজের জিনিস বলে চালিয়ে দিতে কোন অসুবিধে নেই। হাণ্টের ক্ষত দিয়ে রক্তই বেরোয় নি—ড্রেসিং গাউনটা হয়ত বা ঝটা-পটির সময় তার গা থেকে খুলেই গিয়েছিল কাজেই কেবল ওপরের জামাটায় একটা ছোট্ট কাটা ছাড়া, খুনীর দুশ্চিন্তার আর কিছু রইল না।

"কিন্তু এই কাজটা করার পর সে তোমাদের সকলের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে ঘটনার পর পোশাক বদলাবার সময় খুনী পায় নি, যেন লড়াইটা সদ্যসদ্যই হয়েছে। তাই বাড়ির লোকেদের জাগিয়ে দেবার জন্য সে বাসনগুলো টেনে ফেলে দিল ও চুপিসারে দোতলায় উঠে গেল।

ডক্টর ফেল দম নিয়ে একটু আবার শুরু করলেন, "শ্রীযুক্ত হাণ্ট কখনোই চুরি করতে আসেন নি, বুঝেছ। আমরা শুনেছি অনেক জায়গায় হাণ্টের আঙুলের রেখার ছাপ পাওয়া গিয়েছে অথচ খুনীর হাতে ছিল দস্তানা।"

উঠানে ঘাসে পায়ের শব্দ ও ভারী বুটের আওয়াজ পাওয়া গেল। স্থানীয় থানার দারোগা ও দুজন কনস্টেবল পুরোপুরি পুলিশের পোশাকে হাজির।

ডক্টর ফেল্ ঘার ঘুরিয়ে ওদের দেখে খুশি হলেন। বুকভর্তি নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, "ওই ওরা এসে গেছে মনে হয় সাঁতারের অনুষ্ঠান দেখতে। গায়ের ক্ষত তুলো গজ দিয়ে ভাল করেই ঢাকা দেওয়া যায়, কিন্তু সাঁতারের পোশাক পরলে তা দারুণ ভাবে নজরে পড়বে।

হ্যারিয়েট চিৎকার করে উঠল, "কিন্তু হেণ্ডারসন তো ··"

ডক্টর ফেল খুশি হয়ে ফোঁস্‌ফোঁস করে বললেন, "ঠিক, ঠিক! হেণ্ডারসনের মত লম্বা রোগা নড়বড়ে লোকের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। তোমার মত ছোটখাটো একহারা চেহারার মেয়েরও কাজ নয়।"

"এখানে একজন লোকই আছে যে দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় হান্টেরই মত এবং যার পোশাক হান্টের শরীরে খাপ খাবে। সেই লোকটি তার বুকের ক্ষত ঢাকা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বারবার কোটের তলা দিয়ে বুকে হাত দিয়ে দেখে নিচ্ছে বাঁধন ঠিক আছে কিনা, যেমন, শ্রীযুক্ত রল্ফ করছেন।"

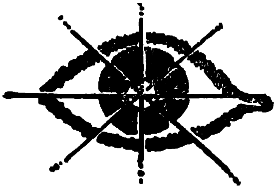
আর্থার রল্ফ নীরবে বসে ছিল, তার ডান হাতটা এখনো কোটের তলা দিয়ে বুকে ঠেকান। এই তীব্র সূর্যালোকেও তার মুখ কালচে দেখাচ্ছে, যদিও চশমার পিছনে তার চোখ দুটো দেখে তার মনের কথা বোঝার উপায় নেই।

তার শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সে একবারই কথা বলল, "ছোকরা ঠিকই বলেছিল, আমি বড্ড বেশি ঝুঁকি নিই, ওর কথা শুনলেই ভাল হত।"

* * *

দি ইন্‌কশাস বার্গলার

[অনুবাদক : শ্রীনীতিশ মুখোপাধ্যায়]





স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

হোমস্ বললো এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না। লেসট্রেড্ বললো, হ্যা, প্রয়োজন হোত না যদি মূর্ত্তি চুরি করে না ভাঙ্গা হোত।

হোমস্ ব্যাপারটা খুলে বলতে বললো।

লেসট্রেড্ বললো, প্রথম ঘটনাটি চারদিন আগে ঘটে। মর্স হাডসনের দোকানে। সেখানে কেবলমাত্র মূর্ত্তি বিক্রয় হয়।

কাউণ্টারের কর্মচারীটি ক্ষণিকের জন্য ভিতরে গিয়েছিল। আর তখনই শুনতে পেল দুম্ করে আওয়াজ।

ছুটে এসেই দেখে যে, নেপোলিয়নের একটি মূর্ত্তি মাটিতে টুকরো টুকরো অবস্থাতে ভেঙ্গে পড়ে আছে।

মূর্ত্তিটি ভেঙ্গেই লোকটি দোকান থেকে দ্রুতগতিতে বেড়িয়ে যায়। সবাই মনে করে ছিল এটি ফাজিল ছেলের কাজ। ব্যাপারটি নিয়ে আর বেশীদূর জল গড়ায়নি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে কাল রাতে। ডঃ বার্নকট থাকেন মর্স হাডসনের দোকানের খানেক গজের মধ্যে। মর্স হাডসনের দোকান থেকে তিনি দুটি প্লাস্টারের ছাঁচ কিনে ছাঁচ থেকে দুটি নেপোলিয়নের মূর্ত্তি করেছিলেন।

ঐ দুটি মূর্ত্তি করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর ডিভাইন।

ঐ মূর্ত্তি দুটির একটি দিলে কেনিংটন রোডের হলঘরে আর একটি দিলে লোয়ার ব্রিস্টলের সার্জারীতে। গতরাতে ঐ হলঘর থেকে নেপোলিয়নের মূর্ত্তিটি চুরি যায়। বাগানের দেওয়ালে মূর্ত্তিটি টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা হয়।

হোমস্ সমস্ত ঘটনা শুনে বলল, বেশ নূতনত্ব আছে।

লেসট্রেড বলল, লোয়ার ব্রিস্টলের সার্জারীতেও যে মূর্ত্তিটি দিল সেটিও আলোর নীচে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা হয়।

লেসট্রেড বললো, এ অবস্থায় লোকটিকে ধরা খুব মুশকিল।

হোমস্ বললো, মর্স হার্ডসনের দোকানের যে মূর্ত্তিটি ভাঙ্গা হয় আর বর্নিকসের যে মূর্তিগুলো ভাঙ্গা হয়েছে সেগুলো কি সব একই কাঁচের?

লেসট্রেড উত্তর দিল, হ্যাঁ।

হোমস্ বললো, ভাবলে ব্যাপাটা বেশ রহস্যজনক দাঁড়ায়। এই শহরে হাজার হাজার নেপোলিয়নের মূর্ত্তি আছে তার মধ্যে বেছে বেছে একই ছাঁচের তিনটি মূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক।

লেসট্রেড বললো, তবে এই শহরে যে-সব মূর্ত্তি কেনা-বেচা হয় তারমধ্যে লণ্ডনের হাডসনের দোকানই বিখ্যাত। মূর্ত্তি কেনা বেচার মূল দোকান এই হাডসনের দোকান।

হাডসনের দোকানে মাত্র তিনটি নেপোলিয়নের মূর্ত্তি ছিল।

আর বেছে বেছে ঐ তিনটি মূর্ত্তির শেষ ঠিকানা যোগাড় করে নেপোলিয়ন বিদ্বেষী লোকটি তিনটি মূর্ত্তিই ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

মনোবিজ্ঞানী ডঃ ওয়াটসন বলেন, অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে কোনো লোকের উপর কেউ ক্ষিপ্ত থাকলে সেই লোকের ছবি, মূর্ত্তি সব ভেঙ্গে দেয়।

এ ক্ষেত্রেও লোকটি হয়ত নেপোলিয়নের উপর কোন না কোনভাবে বিরক্ত। সেকারণে ও নেপোলিয়নের মূর্ত্তি পেয়েই ভেঙ্গে দিচ্ছে।

হোমস্ বলল, এ ক্ষেত্রে অবশ্য লোকটিকে বিকারগ্রস্থ বলা যাচ্ছে না। কেননা কোন বিকারগ্রস্থ লোকের পক্ষে হাডসনের দোকান খুঁজে বার করা ও অন্যান্য মূর্ত্তিগুলির হদিস করা সম্ভব নয়।

হোমস্ বলল, সমস্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে আমি কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করছি।
যেমন, প্রতি ক্ষেত্রেই মূর্ত্তিগুলো এমন ভাবে ভাঙ্গা হয়েছে যাতে লোক সজাগ না হয়ে যায়। যাইহোক ব্যাপারটি নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে।

দু একদিন পর ওয়াটসনের বাড়ীতে স্বয়ং হোমস্ লেসট্রেডের টেলিগ্রাম নিয়ে হাজির।
লেসট্রেড টেলিগ্রাম করেছে. "কেন সিংটন ১৩১ পিট স্ট্রীটে চলে আসুন" —লেসট্রেড।
ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?
হোমস বলল, মনে হয় নেপোলিয়ন বিদ্বেষী আবার ঘটনা ঘটিয়েছে আর তার কিনারা করতে লেসট্রেড পৌঁছে গেছে। ওয়াটসনকে সংগে নিয়ে হোমস্ দেরী না করে বেড়িয়ে পড়ল।
পিট স্ট্রীট পেঁছিতে আট ঘণ্টা সময় লাগল। ছোট্ট শান্ত শহর। ১৩১ নং একটি সাদামাটা বাড়ী। রেলিং এর সামনে উৎসুক লোকের বেশ ভিড় জমে গেছে।
উৎসুক লোকদের দেখে হোমস্ ওয়াটসনকে বলল, নিশ্চয়ই কোন খুন খারাপী ঘটে গেছে। তা না হলে এত লোক এখানে ভীড় করত না।
হোমসদের গাড়ী ১৩১ নং বাড়ীতে ঢুকে গেল।
ওরা ঢুকেই দেখতে পেল লেসট্রেড বাড়ীর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।
লেসট্রেডের সাথে বসার ঘরে গিয়ে পেঁছাল।
একজন প্রৌঢ় লোক আমাদের সামনে এসে বসলেন।
লেসট্রেড পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনি বাড়ির মালিক মিঃ হোরস্ হার্কার। সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেটের সাংবাদিক।
মিঃ হার্কার গতকালের ঘটনা বলতে শুরু করলেন।
ড্রয়ই রুমে রাখব বলে মাসচারেক আগে আমি স্টেশনের কাছের দোকান হার্ডিং ব্রাদার্স এর ওখান থেকে নেপোলিয়নের একটি মূর্ত্তি কিনে আনি।
সাংবাদিক হিসাবে গভীর রাত পর্যন্ত আমাকে লেখাপড়া করতে হয়। ড্রয়ই রুমটি ছিল নিচে।
আমি শোবার ঘরে দোতলাতে বসে লেখাপড়া করছি।
রাত তখন প্রায় দুটো।
হঠাৎ, নিচের ঘরে একটি তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলাম।
আওয়াজটি একেবারে রক্ত হিমকরা। এমন আর্তনাদ আমি এর আগে শুনেছি বলে মনে হয় না।
আমি কি করব ভাবতে লাগলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে মনঃস্থির করে ফেললাম।
চুল্লী থেকে কয়েকগোছা লোহার রড্ নিয়ে ছুটে গেলাম নীচে। নীচের ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখি জানালা দুটি হা করে খোলা। নেপোলিয়নের মূর্তিটি উধাও। দরজা খুলতে গিয়েই পায়ে কি একটা লাগলো আলো জ্বালিয়ে দেখি চৌকাটের ঠিক সামনে একটি লাশ

পড়ে আছে।

রক্তে বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

একটি ছুরি দিয়ে ওর গলাটা কুচিয়ে কুচিয়ে কাটা হয়েছে। ওর পকেটে একটি আপেল সরু দড়ি এক শিলিং দামের লণ্ডনের একটি ম্যাপ ও একটি ফটোগ্রাফ পাওয়া গেছে।

আর ওর পাশে শিং-এর হাতল যুক্ত রক্ত লাগানো লম্বা একটি ছুরি পাওয়া গেছে।

পুলিশ ওর এখনও কোন পরিচয় বার করতে পারেনি।

হোমস্ ফটোগ্রাফটি দেখতে দেখতে মূর্তিটির খবর জিজ্ঞেস করল।

মিঃ হার্কার বললেন, ক্যাম্পডেল হাউস রোডের একটি খালি বাড়ির বাগানের মধ্যে মূর্তিটিকে টুকরো টুকরো অবস্থাতে পাওয়া যায়। মিঃ হার্কার সেণ্ট্রাল প্রেস সিণ্ডিকেটে সংবাদটি পাঠানোর জন্য তার রাইটিং টেবিলে ফের বসলেন।

হোমস্ তার সংগীদের নিয়ে মূর্তিটি দেখতে গেলেন।

হোমস লক্ষ্য করল যে একটি লাল আলোর কাছে মূর্তিটি ভাঙা হয়েছে।

হোমসে ভাঙ্গা কয়েকটি টুকরো পরীক্ষা করে দেখলেন।

হোমস্ বলল, একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে। আর, তা হলো মূর্তিটির জন্য মানুষের জীবনও তুচ্ছ হয়ে যায়। দ্বিতীয় হলো, মূর্তিটি কোনবারেই হাতে নিয়ে ভাঙ্গা হচ্ছে না।

মূর্তিটিকে আলোর নীচে বেশ ফাঁকা জায়গা দেখে ভাঙ্গা হচ্ছে।

মিঃ হোমস মিঃ হার্কারকে একটি খুনে পাগল নেপোলিয়ন বিদ্বেষী খুন হয়েছে বলে খবরটি দেবার জন্য অনুরোধ করে বেরিয়ে এলেন।

লেসট্রেডকে আজকের রাত্রে বিশেষ অভিযানের জন্য তৈরী থাকতে বলে হোমস্ ওয়াটসনকে সংগে নিয়ে হাইড ষ্ট্রীটের হার্ডিং ব্রাদার্সে হাজির হলো।

সন্ধ্যের আগে মিঃ হার্ডিংকে পাওয়া যাবে না জানতে পেরে ওয়াটসনকে নিয়ে হোমস্ কেনিংটন রডে মিঃ হাডসনের নিকট হাজির হলো।

হোমস্ মিঃ হাডসনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, তিনটি মূর্তি কেনা হয়েছিল স্টেপনির চার্চ ষ্ট্রীটের গেলভার অ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে। এই তিনটি মূর্তিই নেপোলিয়ন বিদ্বেষী একে একে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছে।

ফটোগ্রাফটি দেখে বলল, এটি একজন ইটালিয়ান। নাম বেপ্পো। ওর দোকানের ঠিকে কর্মী ছিল। মূর্তি চুরি হবার দিন ছয়েক আগে এসেছিল।

ওয়াটসনকে নিয়ে হোমস্ স্টেপনিতে, গেলডার এণ্ড কোম্পানীতে গেল।

গেলভার এণ্ড কোম্পানীর মালিক জার্মান ভদ্রলোক হোমসকে নেপোলিয়নের মূর্তির সব কথা একে একে বলতে লাগলেন।

তিনি বললেন ছয়টি নেপোলিয়নের মূর্তি একই ছাঁচে ফেলে করা হয়েছিলো। এটা করেছিল ইটালীয়ান কর্মীরা। এর তিনটে নিয়েছিলেন মর্স হাডসন আর নিয়েছিলেন কেনসিংটনের হার্ডিং ব্রাদার্স।

মূর্তিগুলোর দাম খুচরো ১২ শিলিং আর পাইকারী ৬ শিলিং।

বেপ্পোর ফটোগ্রাফটি হোমস্ জার্মান ভদ্রলোককে দেখালেন।

ফটোটি দেখেই তিনি খুব রেগে গেলেন।

ভদ্রলোক বলল, বেপ্পো একজন প্রথম শ্রেণীর কারিগর। কিন্তু কে এক ভদ্রলোককে ছুরি মারবার জন্য পুলিশের ঝামেলাতে পড়তে হয়েছিল।

তারপর ওর জেল হয়ে গেল। জার্মান ভদ্রলোক আরও জানালো যে, বেপ্পোর এক খুড়তুতো ভাই এখানে কাজ করে।

হোমসের প্রশ্নের জবাবে জার্মান ভদ্রলোক আরও জানাল কবে নাগাদ মূর্তিগুলো বিক্রী হয়েছিল।

তারিখটা হলো গত বছরের তেসরা জুন।

বেপ্পোকে মাইনা দিয়েছে গতমাসের বিশ তারিখে।

হোমস্ এই তদন্তের কথা কাউকে না বলতে বলে বিদায় নিলেন। এক রেস্তোরাতে ঢুকে ওরা সবাই লাঞ্চ করতে বসল।

লাঞ্চ করতে করতে ওরা দৈনিক খবরের কাগজে মিঃ হার্কারের পাঠানো সংবাদটি দেখতে লাগল।

ছ'কলম ধরে সমস্ত ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছে।

লাঞ্চ শেষ করে ওরা হার্ডিং ব্রাদার্সে এসে উপস্থিত হলো।

গাড়িতে যেতে যেতে হোমস্ ওয়াটসনকে বলল যে সে রহস্যের কিনারা করতে চলেছে। ওরা হার্ডিং ব্রাদার্সে গিয়ে উপস্থিত হলো। হোমসের কথাতে দোকানের মালিক মূর্তির সম্বন্ধে জানাল যে একটি তিনি বিক্রী করেছিলেন মিঃ হোরেস হার্কারকে।

আর একটি পেশিয়া ব্রাউনকে।

তার ঠিকানা হলো লেচার নামলজ, লেচার নাম ভেল, চিগউইক।

আর শেষটি বিক্রী করেছিলেন স্যাণ্ডফোর্ডকে।

তার ঠিকানা হলো, লোয়ার ক্রেড্ রোড। রিডিং।

ফটোগ্রাফটি দেখে বললেন যে, তিনি ওরকম লোককে দেখেন নি। তিনি আরও জানালেন যে তার দোকানে কিছু ইটালিয়ান ঠিকা কর্মচারী আছে।

দোকানের মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে হোমস্ ওয়াটসনকে নিয়ে বেকার স্ট্রীটে গেল।

সেখানে লেসট্রেডের সংগে দেখা হলো।

লেসট্রেড জানাল যে, সে মৃত লোকটিকে সনাক্ত করেছে।

মৃত লোকটির গলাতে ক্যথলিক প্রতীক ছিল।

গায়ের রং ছিল তামাটে।

ওর নাম হলো পিয়েরজো ভিনাসসি। পিয়াজো ছিল মাফিয়া দলের লোক। মাফিয়া দল হলো এক ভয়ানক খুনের দল। ওদের পেশাই হলো খুন করা। ভিনাসসির জন্ম

হলো নেপলসে।

মূর্তি চুরি করতে যে লোকটি ঢুকেছিল সেও এই মাফিয়া দলের লোক।

ও দলের নিয়ম ভঙ্গ করেছিল।

ওকে খুন করার জন্য পিয়াজোকে দল থেকে লাগানো হয়েছিল। ও যাতে ভুল না করে বসে তার জন্য দলের বিশ্বাসঘাতকের ফটোটি তাকে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু ও খুন করতে গিয়ে নিজেই খুন হয়ে গেল।

হোমস্ সমস্ত কিছু শুনে লেসট্রেডের বুদ্ধিমত্তার ও তৎপরতার প্রশংসা করলেন। কিন্তু মূর্তি ভাঙ্গার রহস্য তখনও অপ্রকাশিত থেকে গেল।

হোমস্ বললেন, আজ রাতে আশা করছি খুনীকে ধরতে পারব এবং মূর্তি ভাঙ্গার রহস্যও উদ্ঘাটন করতে পারব।

তিনি লেসট্রেডকে আজ রাতে তার সাথে থাকতে বললেন।

রাত এগারোটা নাগাদ হোমস্ তার সংগীদের নিয়ে লেচারনাম ভিলাতে এসে উপস্থিত হলেন।

বাড়ীর সামনে একটি ফ্লাড লাইট ছাড়া সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকার।

হোমস্ তার সঙ্গীদের নিয়ে বাড়ীর সামনের বাগানে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দরজা খুলে গেল।

বাগানের মধ্যে নিঃশব্দে একটি লোক ঢুকল। লোকটি আস্তে ঘরের জানালা খুলে ঘরে ঢুকে পড়ল।

তারপর, বেশ কিছুক্ষণ চোরা লণ্ঠন দিয়ে ঘরের জিনিসপত্র দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পর সাদা একটা জিনিস নিয়ে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে বাগানে পড়ল।

ওর হাতে সাদা রং-এর একটি মূর্তি দেখা গেল।

ফ্লাড লাইটের নিচে দুম করে মূর্তিটা মাটিতে আছড়িয়ে ফেলল।

মূর্তিটি সংগে সংগে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

লোকটি যেই নিচু হয়ে টুকরোগুলো দেখতে লাগল সংগে সংগে হোমস্ ওর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল।

ওয়াটসন ও লেসট্রেড কব্জি ধরে ওর হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দিল।

লোকটির চোখ মুখের চেহারা বিভৎস কুৎসিত। দেখলে বুক কেঁপে ওঠে।

হোমস্ মূর্তির টুকরোগুলো পরীক্ষা করে দেখল।

তখন, বাড়ীর আলো জ্বলে উঠল। যোশিয়া ব্রাউন বাইরে বেরিয়ে এলেন।

যোশিয়া বললেন, শার্লক হোমস্ আপনার উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক। তিনি আরও বললেন, আপনার চিঠি পেয়ে জেগে বসেছিলাম।

আজকের রাতের নাটক দেখব বলে।

লোকটির পকেটে পাওয়া গেল দুমুখো একটা ছুরি।

ছুরির হাতলের রক্তটি এখনও শুকায়নি।

হোমসের চিঠি পেয়ে মিঃ সান্ডিকোর্ড নেপোলিয়নের একটি মূর্ত্তি সংগে নিয়ে এলেন।

শার্লক দশ পাউন্ড দিয়ে মূর্ত্তিটির স্বত্ব তার নামে লিখিয়ে নিলেন। সাদা কাগজে মিঃ সান্ডিকোর্ড মূর্তিটির স্বত্ব শার্লক হোমসের নামে লিখে দিলেন।

স্যান্ডিকোর্ড চলে গেলেন।

হোমস্ টেবিলের উপর একটা সাদা কাপড় বিছিয়ে দিয়ে মূর্তিটি তার উপর বসালেন। এরপর, হান্টিং রড্ দিয়ে মূর্তিটির মাথাতে বিরাট আঘাত করলেন। মূর্তিটি ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে সাদা কাপড়ের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

হোমস্ হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, পেয়েছি, পেয়েছি। সবাই এগিয়ে আসতে তিনি বর্জিয়ার অতি মূল্যবান এক টুকরো মুক্তো দেখালেন।

ঐ দামী মুক্তোটি মূর্তির মধ্যে ছিল।

হোমস্ বলতে শুরু করলেন।

পৃথিবীতে বর্জিয়ার এই কালো মুক্তো একটি অতিদামী মূল্যবান মুক্তো।

বহুদিন আগে কালোনাক যুবরাজ যখন তেজর হোটেলে ছিলেন তখন তার শোবার ঘর থেকে এই মুক্তোটি হারিয়ে যায়।

আজ তাকে বহুদিন পর পাওয়া গেল।

লণ্ডনের পুলিশ অনেক খোঁজ করেও মুক্তোটির কোন হদিস বার করতে পারেনি। এদিকে যুবরানীর এক ইটালিয়ান পরিচারিকা ছিল।

তার নাম হলো লুক্রেসিয়া।

কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম যে, যেদিন মুক্তোটি চুরি হয়েছিল তার দুদিন পর খুনের দায়ে ধরা পড়ে বেপ্পো।

বেপ্পোকে যখন পুলিশ ধাওয়া করে তখন ও দোকানে ছুটে ঢুকে পড়ে। মুক্তোটি তখনও ওর কাছে ছিল। ও কি করবে ঠিক করতে না পেরে মুক্তোটি একটি নেপোলিয়নের মূর্তির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গর্তটি বুজিয়ে দেয়।

তারপর, তার জেল হয়ে যায়। জেল থেকে ফিরে সে মূর্তির খবর করতে জানতে পারল যে, মূর্তিগুলো বিক্রী হয়ে গেছে।

সে মর্স হাডসনের দোকানে একটি ঠিকা কাজ জুটিয়ে নিয়ে মূর্তিগুলোর হদিস বার করল।

সেই মত একের পর এক মূর্তিগুলো ভেঙ্গে তার রাখা বহু মূল্যবান মুক্তোটি খুঁজে পেতে চাইল।

কিন্তু, কোন মূর্তির মধ্যেই সে মুক্তো পেল না।

তারপর গেলডার অ্যান্ড কোম্পানী থেকে বাকী তিনটি মূর্তির সন্ধান বার করল আর এক ইটালিয়ানের সাহায্যে।

তারপর, হার্ডি ব্রাদার্সে এসে খোঁজখবর শুরু করল বাকী তিনটি মূর্তির ঠিকানা বার করতে।

তখন তার সংগী হলো যুবরাজের হোটেলের ইটালিয়ান পরিচারিকার ভাই পিয়েত্রো।

তারপর, মিঃ হার্কারের বাড়ীতে দুজনেই হানা দিল।

নেপোলিয়ানের মূর্তি নেবার পর দুজনের মধ্যে মুক্তোর মালিকানা নিয়ে বচসা শুরু হয়। অবশেষে হাতাহাতি। আর, তার পরিণতি ঐ খুন। পিয়েত্রোর মাধ্যমে যে মুক্তোটি পেয়েছিল অর্থাৎ সেই বেপ্পোই শেষ পর্যন্ত পিয়েত্রোকে খুন করে ফেলল। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, লেসট্রেড বলল। পিয়েত্রো পকেটে তার বন্ধুর ফটো নিয়ে ঘুরবে কেন? হোমস্ বলল, মাঝে মাঝেই বেপ্পো উধাও হয়ে যেত।

তখন পিয়েত্রো দুশ্চিন্তাতে পড়ে যেত।

সেকারণে, যাতে বেপ্পো হারিয়ে গেলেও ফটো দেখিয়ে অন্যলোকের মাধ্যমে বেপ্পোর হদিস করতে পারে তারজন্য সবসময় সে বেপ্পোর একটি ফটো পকেটে রেখে দিত। হোমস্ বললেন, আমি মূর্তি ভাঙ্গার পিছনে বুঝতে পারলাম যে, মূর্তিটির মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য বার বার মূর্তিটি ভেঙ্গে তার হদিস করা হচ্ছে।

সে কারণে, আমি আগে থেকেই লণ্ডনে বাকী যেখানে মূর্তি আছে তাদের সাবধান করে দিলাম।

শেষপর্যন্ত লেচারাম ভিলাতে পিয়েত্রোর খুনী বেপ্পোকে ধরা গেল।

কিন্তু, তখনও মূর্তি ভাঙ্গার আসল রহস্য পাওয়া গেল না।

শেষপর্যন্ত আসল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য রিডিং এর মিঃ স্যাণ্ডিফোর্ডের মূর্তিটি হস্তগত করলাম।

আর, শেষ মূর্তিটি থেকেই বেরোল মূর্তি ভাঙ্গার আসল রহস্য।

পুলিশ যা বহু চেষ্টা করেও পারেনি আজ আমরা বহু দিন পর সে রহস্য উন্মোচন করলাম।

সবাই নিশ্চুপ। শার্লক হোমসের মুখে বিজয়ীর হাসি।

* * *

অনুবাদঃ - সুভাষ কান্তি চক্রবর্ত্তী।



জর্জ হিচকক

পারকিন্স ভেবেছিল চিঠিটা সে পুড়িয়ে দেবে।

তার পরিবেশের সঙ্গে এ ধরনের চিঠি মানায় না।

পারকিন্স বার বার চিঠিটা পড়ছিল। তাতে ও দেখল নাম, ঠিকানা বাড়ীর নম্বর প্রায় ঠিক আছে। পারকিন্সের স্ত্রী এমিলি। এমিলি চিঠিটা দেখে আনন্দে আত্মহারা। পারকিন্সের আর চিঠিটা পুড়ানো হলো না। ওটি এমিলির হাতে চলে গেল। চিঠিটা আর কিছুর নয়। ওটি একটি শিকারের আমন্ত্রণ।

এদিকে, পারকিন্সের শিকারের সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই।

তার মনে হতে লাগল এখন তাদের ভাগ্য ফিরে যাবে।

তাদের আর কোন কষ্ট থাকবে না। শিকার ক্লাবের কার'ও সাথে পারকিন্সের বিশেষ পরিচয় নেই। তাহলে এভাবে তাকে চিঠি দেওয়া হলো কেন?

বিনাসী পারকিন্সের বন্ধু।

বিনাসী পারকিন্সের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ল।

চিঠিতে লেখা আছে, "এ বছর যে শিকার অভিযান হবে তাতে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি। ১৬ই আগস্ট।"

পারকিন্স যে এই অভিযানে যাবার ইচ্ছে নেই তা তার বন্ধুকে জানালো। বিনাসী ক্ষোভের সংগে বলল, "না আপনাকে যেতেই হবে। এ রকম সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। এ সুযোগ হারানো মানেই বিরাট সুযোগ হারানো।"

বিনাসী আরও বলল, "আপনি না গেলে আপনার পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব, অফিসের সহকর্মীরা বলবে কি? তাছাড়া আপনার স্ত্রী?" বিল মিটিয়ে দিয়ে ওরা ফিরে এল। অফিসে যেয়ে পারকিন্স দেখল যে, সবাই তার জন্য আনন্দ বোধ করছে।

অফিস থেকে আসার পর এমিলি জানাল যে, পাড়ার অনেকেই তাদের অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। বেশ কিছু অভিনন্দনসূচক ফোনও এসেছিল।

তাছাড়া আরও বলল যে সে পারকিন্সের জন্য বুট জুতো কিনে নিয়েছে। তাছাড়া' রুপোর হাতল দেওয়া ঘোড়ায় চড়ার লাঠিও কিনেছে।

পারকিন্স জানতে চাইল এত টাকা এমিলি পেল কোথায়? এমিলি জানাল যে, সে টাকাটা ধার নিয়েছে। তিন বছরেই শোধ করে দেবে। সবকিছু শুনে পারকিন্স হতভম্ব হয়ে গেল। অফিসে পারকিন্স এসে মন দিয়ে কাজ করতে লাগল। হঠাৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার ঘরে এসে হাজির হলো। তার টেবিলের সামনে এসে বলল, তাহলে পারকিন্স সবাই আমরা রবিবার রওনা হচ্ছি। পারকিন্স ভাবলেশহীন ভাবে বাড়ী ফিরে এলেন। পরের দিন তাকে শিকারে যেতে হবে। এমিলি তার সবরকম গোছগাছ করে ফেলেছে। এমিলি ও পারকিন্স খাওয়া দাওয়া করতে বসে এ কথায় ও কথায় অনেক রাত করে ফেলল।

এমিলি ও পারকিন্স আরও অনেক কথা বলে একজন আর একজনকে গভীর ভাবে আদর করল। দীর্ঘচুম্বনে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল। মনে হলো, এ যেন তাদের বিয়ের পরের প্রথম রাত।

রাত হয়ে যাচ্ছে। এবার শুয়ে পড়। তোমাকে আবার কালকে সকালে উঠতে হবে, বলে পারকিন্সকে শুভ রাত্রি জানিয়ে ছেলেমেয়েদের সংগে শুতে চলে গেল এমিলি।

পারকিন্স একা তার শোবার ঘরে শুয়ে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। পারকিন্স ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল। সে দেখল দু'জন ভয়ানক চেহারার লোক এসেছে তার পাশে। ওদের হাতে পিস্তল ও টর্চলাইট। ওরা পারকিন্সকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, "তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। আমাদের সংগে যেতে হবে।" পারকিন্স ভয়ে বিস্ময়ে বলল, কোথায় যেতে হবে? শিকারে। অপরিচিত লোকগুলো বললো। দাঁড়াও. যাচ্ছি। পারকিন্স বলল। পোশাকটা পড়ে নেই ও এমিলির দেওয়া রুপোর বাঁধানো লাঠিটা নিয়ে নেই।

পারকিন্সের পোশাক পড়া হতে না হতেই ওদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, ঠিক আছে চল।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পারকিন্স ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

হাঁটতে হাঁটতে পারকিন্স বলল, আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

গুণ্ডার মতন একটি লোক বলে উঠল, "কেন শিকার যেতে হবে না?"

গুণ্ডাগুলো ওকে একটি গাড়িতে তুলে নিল।

একটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে গাড়িটা দাঁড়াল।

পারকিন্সকে গাড়ি থেকে ফেলে দিল।

তারপর সবাই মিলে ওকে চাবুক মারতে আরম্ভ করল।

যন্ত্রণাতে পারকিন্স চিৎকার করতে আরম্ভ করল।

চাবুকের আঘাতে ও'র শরীর কেটে কেটে রক্ত বেরোতে আরম্ভ করল।

একটি গুণ্ডা লোক বলে উঠল, তোর শিকারের শখ মিটেছে? এখন, ছোট্ ঐ সামনের অরণ্যের মধ্য দিয়ে। তাহলেই তোর শিকারের সব সাধ মিটে যাবে।

পারকিন্স উঠে দাঁড়াল।

আস্তে আস্তে ছুটতে আরম্ভ করল।

পারকিন্স খানিক পরে মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

সে আস্তে আস্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে আরম্ভ করল।

পারকিন্স দেখতে পেল তার সামনে বিরাট গম্ভীর অরণ্য। তার শরীর মন ক্লান্ত ও অবসন্ন।

পারকিন্স ক্রমশঃ একাকীত্বের গভীর অরণ্যে হারিয়ে যেতে লাগল। আর, তার মনে পড়তে লাগল যে, এমিলি বাড়ীতে খাটে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে আর স্বপ্ন দেখছে যে, তাদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে আসছে।

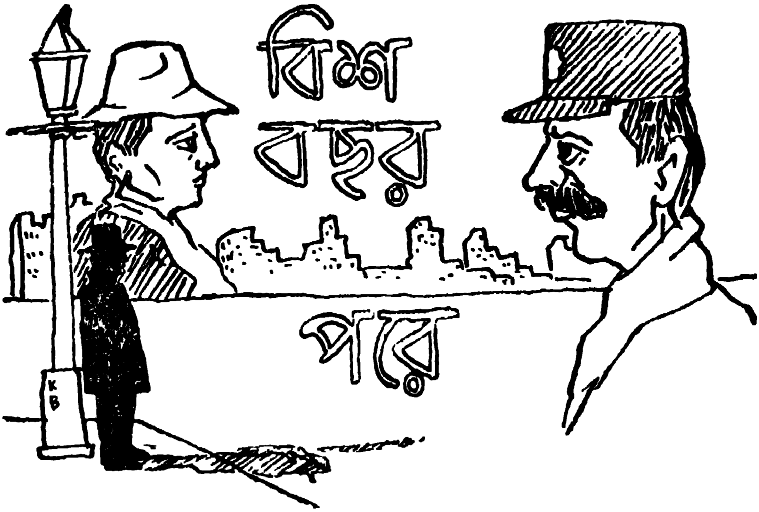
* * *

লেখক পরিচিতি :

জর্জ হিচকক রহস্য গল্পের স্রষ্টা হিসাবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর গল্পের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার ছাপ ও সাংকেতিক নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। জর্জ হিচককে শিকার রহস্যের জনক বলা হয়।

শিকারকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন ধরনের রহস্য গল্প তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। উল্লেখিত গল্পটি তার একটি বিশিষ্ট রহস্য গল্প।

অনুবাদ : সুভাষকান্তি চক্রবর্ত্তী



ও হেনরি

নির্জন পথে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রহরারত পুলিশের ধীর আর ভারি পদক্ষেপের শব্দ। খুব একটা রাত হয়নি—সবে মাত্র দশটা। কিন্তু শীতের হাড় কাঁপানো হাওয়া আর বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে এর মধ্যেই পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে। পুলিশটি প্রতি রাতের মতো সে রাতেও টহল দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে থামছিল সে আর দেখছিল বাড়িগুলোর দরজা ঠিক-মতো বন্ধ আছে কিনা। বেশ কায়দা করেই সে তার লাঠি ঠুকছিল আর শান্ত পথের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিল। পুলিশটি হঠাৎ লোহা-লক্করের দোকানের বন্ধ দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। সে দেখল একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে একটি সিগারেট। সিগারেটটি তখনও ধরানো হয়নি। পুলিশটি তার কাছে গেল।

লোকটি বলল, 'আমার এক বন্ধুর প্রতীক্ষায় আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। বিশ বছর পরে আমরা এখানে পুনরায় মিলিত হবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। শুনে অবাক হচ্ছেন তাই না? অবাক হবারই তো কথা। কুড়ি বছর আগে এই লোহার দোকানটা ছিল না, এটি ছিল একটি হোটেল—বিগ-জো-ব্র্যাডিস রেস্টুরেন্ট।

—'পাঁচ বছর আগে রেস্টুরেন্টটি ভেঙে ফেলা হয়েছে,' পুলিশটি বলল।

দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকটি সিগারেট ধরাল। দেশলাইয়ের আগুনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে লোকটির নিষ্প্রভ চৌকো মুখ, শাণিত দৃষ্টি আর ডান ভুরুর কাছের সাদা দাগটি। তার টাই-পিনে ঝকঝক করছিল একটি সুন্দর হীরে। সে বলে, 'কুড়ি বছর আগে আমি এখানে বিগ জো ব্র্যাডিস রেস্টুরেণ্টে আমার প্রিয় বন্ধু সন্ন্যানুরাগী জিমি ওয়েলসের সঙ্গে নৈশাহার করেছিলাম। এই ন্যু ইয়র্ক শহরে জিমি আর আমি সহোদর দুই ভাইয়ের মতোই বড় হয়েছি। আমার বয়স ছিল আঠারো আর জিমির কুড়ি। পরের দিন সকালেই আমি ভাগ্যান্বেষণে পশ্চিমে চলে গেলাম। জিমি ন্যু ইয়র্ক ছেড়ে এক পাও যেতে চায় না— পৃথিবীতে যেন ন্যু ইয়র্ক ছাড়া আর কোন জায়গা নেই। সেদিন রাতে আমরা স্থির করেছিলাম, ধনীই হই আর নিঃস্বই হই, আমরা যদি বেঁচে থাকি তাহলে বিশ বছর পরে আবার আমরা এখানে মিলিত হব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কুড়ি বছর সময় প্রতিষ্ঠিত হবার পক্ষে যথেষ্ট।

—বাঃ, বেশ মজার ব্যাপার তো। তা সে তো অনেক দিন আগের কথা। আপনি চলে যাওয়ার পর নিশ্চয় আপনার বন্ধুকে চিঠি লিখতেন—তাই না?

—হ্যাঁ প্রথম প্রথম নিয়মিত পত্রের আদান প্রদান হতো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের যোগাযোগ সূত্রটি ছিন্ন হলো। বন্ধুকে চিঠি লেখার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি জানি জিমি যদি জীবিত থাকে তাহলে অবশ্যই আসবে। সে পুরানো বন্ধুকে ভুলে যেতে পারে না। আমি তাই হাজার মাইল দূর থেকেএসেছি, দাঁড়িয়ে আছি তার প্রতীক্ষায়।

পুলিসটি জিজ্ঞেস করে, পশ্চিমে তো আপনি বেশ সুখেই আছেন, তাই না?

হ্যাঁ ভালোই আছি। মনে হয় জিমিও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে খুবই ভালো, কিন্তু বড় অলস। কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি সে। আর আমাকে টাকা রোজগারের জন্যে কত ঝুঁকিই না নিতে হয়েছে।

লাঠি বগলে নিয়ে সেই পুলিস বললে, আমাকে এখন যেতে হবে। আশা করি আপনার বন্ধু এবার আসবেন। আপনি তার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?

—'আধ ঘণ্টা তো বটেই। জিমি জীবিত থাকলে, আধ ঘণ্টার ভেতরেই এসে পড়বে। আমাকে প্রাণপ্রিয় জিমির প্রতীক্ষায় থাকতেই হবে। শুভরাত্রি অফিসার।'

পলিশটিও শুভরাত্রি জানিয়ে টহল দিতে দিতে চলে যায়।

মিনিট কুড়ি পরে একটি লম্বা লোক রাস্তা পেরিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ায়। অন্যান্য পথচারীদের মতো সে লোকটিও বর্ষাতিতে গা ঢেকে, কান পর্যন্ত কলার তুলে দিয়ে, তার কাছে এল। সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে বলে, 'তুমি বব, তাই না?'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি বললে, তুমি কি জিমি ওয়েলস?

আগন্তুক তার হাত দুটি নিজের হাতে নিয়ে বললে, 'বব' আমার প্রিয় বব। আমি জানতাম বেঁচে থাকলে তুমি নিশ্চয় আসবে। কুড়ি বছর নিঃসন্দেহেই দীর্ঘ সময়, তাই না? ব্র্যাডির সেই রেস্টুরেণ্ট আর নেই মনে আছে সেখানে আমরা নৈশাহার করে-

ছিলাম। এখন বল পশ্চিমে কেমন ছিলে?

সুন্দর। আমি যা চেয়েছি, সব কিছুই পেয়েছি। জিমি, তোমার কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি ভাবতেও পারিনি, তুমি এতটা লম্বা হয়ে যাবে।'

—তুমি চলে যাওয়ার পরে আমি কিছুটা লম্বা হয়ে গেছি?'

'তা হলে নু্যইয়র্কে তুমি ভলোই আছ, কি বল জিমি?'

—মন্দ না। অভিযোগ করার মতো তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। শহরের সরকারী অফিসে কাজ করি। চল বব, পরিচিত কোন একটা জায়গায় গিয়ে ফেলে আসা দিনের গল্প করি।

তারা দুজন হাত ধরাধরি করে, পথ দিয়ে চলতে থাকে। পশ্চিম দেশ থেকে আগত মানুষটি তার জীবন আর কৃতকার্যতার কথা বলে। অন্যজন কোটের কলারে মুখ ঢেকে, গভীর আগ্রহে তার কথা শোনে।

রাস্তার কোণে ওষুধের দোকানটার কাছে এল তারা। দোকানের উজ্জ্বল আলোয় তারা একে অপরের মুখ দেখল। পশ্চিম থেকে আগত মানুষটি এতক্ষণে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, তুমি জিমি ওয়ালেস নও। কুড়ি বছর নিঃসন্দেহেই দীর্ঘ সময় কিন্তু এই সময়টা তোমার দীর্ঘ নাকটাকে তো ছোট করতে পারে না।

অন্যজন বলে, 'কুড়ি বছরে একজন সৎলোক অপরাধী হতে পারে। বব, দশ মিনিট আগে তোমায় আমি গ্রেপ্তার করেছি। শিকাগো পুলিশ তোমায় খুঁজছিল। এ পথে তুমি আসবে আর তাই আমাদের আগে থাকতেই ফোনে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তারা সঙ্গত কারণেই তোমার সংগে কথা বলতে চায় আর কেন বলতে চায় তা তোমার অজানা নয়—ব্যাংক ডাকাতির ব্যাপারে তোমায় তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এখন বল, লক্ষ্মীছেলের মতোই যাবে তো? থানায় যাবার আগে আমি তোমায় এই ছোট্ট চিঠিটা দিতে চাই। জানালা দিয়ে যে আলো আসছে, সে আলোয় এটি তুমি অনায়াসেই পড়তে পারবে। এটি লিখেছে তোমার বন্ধু জিমি ওয়েলস। সে এ এলাকার পুলিশ-প্রধান।

পশ্চিম থেকে আগত লোকটি চিঠিটা মেলে ধরে। সে যখন এটা পড়তে শুরু করল তার হাত অকম্পিতই ছিল, কিন্তু পড়া শেষ করে তার হাত কাঁপে। চিঠিটা খুবই সংক্ষিপ্ত ঃ

বব, আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক সময়েই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি যখন সিগারেট ধরালে দেশলাইয়ের আলোয় তোমায় আমি অপরাধী বব বলে চিনতে পারলাম—যাকে শিকাগো পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজছে। আমি তোমায় গ্রেপ্তার করব না, তাই সাধারণ পোশাক পরা এই পুলিসকে পাঠালাম আমার হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করতে।

আফটার টুয়েন্টি ইয়ারস্

অনুবাদ—তন্ময় বন্দোপাধ্যায়



রাগী সাক্ষীর গল্প

আর্ল স্ট্যানাল গার্ডনার

'জেবসন কমার্শিয়াল কম্প্যানি'র বাড়ির ছাদের বৈদ্যুতিক বিপদ-সংকেত যখন তীব্র স্বরে আর্তনাদ করে উঠল, তখনো শহরের বড় রাস্তায় পাহাড়ের প্রভাতী ছায়া আলস্যে গড়াচ্ছে।

আগুন লাগার ভয় তো থাকেই। তাই শব্দটা শোনামাত্র মানুষ প্রাতরাশ ছেড়ে উঠে পড়ল – যারা দাড়ি কামাচ্ছিল, গালের ওপর সাবানের ফেনাটা মোছারও অবকাশ পেল না —যারা শুয়েছিল, হাতের কাছে যে পোশাকটা পেল, তা-ই গায়ে জড়িয়ে নিল। সকলেই ছুটে বেরিয়ে এল, ধোঁয়া দেখে অকুস্থলের হদিস করতে।

কিন্তু ধোঁয়া দেখা গেল না।

বিপদ-সংকেত বেজেই চলেছে। মানুষের দীর্ঘ সারি এগিয়ে চলল। পিঁপড়ের বাসা ভেঙে দিলে তারা যেমন সার বেঁধে চলে অনেকটা তেমনি। সকলেরই গন্তব্য 'জেবসন কমার্শিয়াল কম্প্যানির' অফিস।

সেখানে গিয়ে ওরা জানতে পারল যে ওই অফিসের কোষাগারের দরজা কেউ খুলে

ফেলেছে। 'এ্যাসিটিলিন' রশ্মি দিয়ে একটা দরজায় আঁকাবাঁকা গর্ত কেটেছে। আজ মাসের পনেরো তারিখ। 'আইভ্যানহো জাতীয় ব্যাংক থেকে আগের দিন পাক্ষিক বেতনের যে মোটা টাকা আনা হয়েছিল, তা লুট হয়ে গেছে।

জেবসন শহরে দণ্ডমুণ্ডের মালিক, কোম্পানির কর্মাধ্যক্ষ ফ্র্যাংক বার্নালি এসে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন। দায়িত্ব তাঁরই, এবং তিনি যা দেখলেন তা খুবই ভীতিপ্রদ।

রাতের পাহারাদার, টম্ মান্সন্ পিছনের ঘরে সুরার ঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। মাস ছয়েকের মধ্যে যে চোর ঘণ্টা বসান হয়েছিল, বৈদ্যুতিক কলাকৌশলে তাকে অকেজো করে রাখা হয়েছে।

কোম্পানির হিসাব-রক্ষক র‍্যাল্ফ নেস্‌বিট্ একেবারে চুপচাপ। এক বছর আগে যখন ফ্র্যাংক বার্নালিকে কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছিল, নেস্‌বিট্ বলেছিল যে, কোষাগারটি সেকেলে এবং অচল।

নবলব্ধ এই দায়িত্বপূর্ণ পদে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে স্থির সংকল্প বার্নালি একটা অত্যাধুনিক চোর-ঘণ্টা বসিয়ে ও একজন বিশেষ রাতের প্রহরী নিয়োগ করে কোষাগারটি ঢেলে সাজাবার খরচ বাঁচিয়ে ছিলেন। কোষাগার থেকে এক লক্ষ ডলার লুট হয়ে গেছে। কোষাগারটি সেকেলে এবং অচল এই মর্মে র‍্যাল্ফ নেস্‌বিটের মন্তব্য নথিভুক্ত হয়ে আছে। এই অস্বস্তিকর পরিপ্রেক্ষিতে বার্নালিকে এখন শিকাগোর প্রধান অফিসে একটা প্রতিবেদন পাঠাতে হবে।

ফৌজদারী আদালতের লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল, পেরি ম্যাসন জেবসন শহর থেকে কিছু দূরে পার্বত্য পথে বেগে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়েকদিন ধরেই তিনি সপ্তাহান্তিক মাছ ধরার পরিকল্পনা করছিলেন। একটা মামলায় জুরিগণ তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে গভীর রাত করে ফেলায়, তাঁর বেরোতে দেরী হয়ে গেল। এখন সকাল সাড়ে আটটা।

তাঁর মাছ ধরার পোশাক-আশাক, ছিপ, জলের মধ্যে হাঁটার বুট জুতো, মাছ রাখার থলি ইত্যাদি একটা ট্রাংকে আছে। পাইনবনে ঘেরা শান্ত পাহাড়ী গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবার জন্য ব্যগ্রতায় তিনি আদালত থেকে বেরিয়ে পোশাক না বদলে সারা রাত ধরে গাড়ি চালিয়ে আসছেন।

গিরিখাতসংলগ্ন রাস্তায় মোড় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভ্রমণক্লান্ত চোখের ওপর একটা উজ্জ্বল লাল আলো এসে পড়ল। রাস্তার মাঝখানে 'দাঁড়াও—পুলিশ' লেখা একটা সাইনবোর্ড তাঁর চোখে পড়ল। দুজন লোক—একজনের হাতে ৩০-৩০ রাইফেল, সার্টের গায়ে রুপোর অভিজ্ঞান। এবং দ্বিতীয় জন পুলিশী পোশাকে মোটর সাইকেল আরোহী, সাইনবোর্ডটির পাশে দাঁড়িয়ে। ম্যাসন গাড়ি থামালেন।

অভিজ্ঞান পরিহিত ব্যক্তিটি, সংশ্লিষ্ট মহকুমার উপশাসক, বললেন, "আপনার চালকের অনুজ্ঞাপত্রটি দেখান—জেবসন শহরে একটা বড় গোছের চুরি হয়ে গেছে।"

ম্যাসন বললেন, "তাই নাকি? আমি তো ঘণ্টা খানেক আগে ঐ শহরের মধ্যে দিয়েই এলাম। সব তো চুপচাপ দেখলাম।"

"এই ঘণ্টা খানেক আপনি কোথায় ছিলেন?"

"আমি প্রাতরাশের জন্য একটা ছোট রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিলাম।"

ম্যাসন চালকের অনুমতি-পত্রটি বার করে তাঁর হাতে দিলেন। তাতে চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, "ও! আপনি পেরি ম্যাসন, সেই বিখ্যাত ফৌজদারী উকিল!"

ম্যাসন ধীরভাবে বললেন, "ফৌজদারী উকিল নই, ফৌজদারী আদালতের উকিল। মাঝে মাঝে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করে আমি সওয়াল করি।"

"তা, এই মহকুমায় আপনি কী কাজে এসেছেন?"

"মাছ ধরতে যাচ্ছি।"

উপ-মহকুমা শাসক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাছ ধরার পোশাক পরেন নি যে?"

ম্যাসন হেসে বললেন, "কারণ, এখন মাছ ধরছি না।"

"কিন্তু আপনি তো মাছ ধরতে যাচ্ছেন বললেন!"

"আজ রাত্রে আমি নিশ্চয় শুতে যাব। তাহলে আপনি কি বলেন যে, আমার পাজামা পরে থাকাই উচিত?"

উপ-শাসক মহাশয় ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। অন্য অফিসারটি হাসল ও হাতের ইশারায় ম্যাসনকে যাবার অনুমতি দিল। পরে স্থানীয় সাংবাদপত্রের সাংবাদিকরা যখন খবরের খোঁজে এসে 'বলার মত' কোন কাহিনী শুনতে চাইলেন, উপশাসক মশাই এই কাহিনীটা শুনিয়ে দিলেন।

পরের দিন শহরের প্রভাতী সংবাদপত্র পড়ে ম্যাসনের একান্ত সচিব ডেলা স্ট্রীট সবিস্ময়ে জানতে পারল শোনা যাচ্ছে যে, জেবসন কমার্শিয়াল কম্প্যানির কোষাগার লুটের অভিযোগে অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করবেন ফৌজদারী আদালতের বিখ্যাত উকিল, পেরি ম্যাসন।

পরের দিন বিকেলে পেরি ম্যাসন যখন তাঁর অফিসে ফোনে যোগাযোগ করলেন, ডেলা বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি ছুটি কাটাতে পাহাড়ের দিকে গেছেন।"

"ঠিকই তো। কেন?"

"খবরের কাগজে লিখেছে যে, জেবসন কমার্শিয়াল কম্প্যানির টাকা যে লুট করেছে, আপনি নাকি তার পক্ষ সমর্থন করছেন।"

ম্যাসন বললেন, "হ্যাঁ, আমি ঘটনার কথা শুনেছি, চুরি ধরা পড়ার আগে আমি জেবসন শহরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, তারপর একটা রেস্তোরাঁয় প্রাতরাশ সেরে একটু এগিয়ে রাস্তায় বাধা পেলাম। এতে কোন কর্তব্যপরায়ণ উপশাসকের বোধহয় মনে হয়েছে যে, আমি ঘটনার পরবর্তীকালের সহযোগী।"

"ওরা হার্ভে এল্‌ করবিন নামের একজনকে ধরেছে ও তার বিরুদ্ধে ভালই মামলা সাজিয়েছে। ওদের কাছে নাকি একটা দারুণ সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যা ওরা বিচারের আগে প্রকাশ করবে না।"

"লোকটি কি সত্য সত্যই অপরাধী?"

"পুলিশ সেরকমই মনে করছে। সে আগেও ফৌজদারী অপরাধ করেছে। জেবসন শহরে তার মালিকরা যখন জানতে পারেন যে সে একজন পুরনো অপরাধী তখন তাঁরা ওকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলেন। এটা চুরির আগের দিন সন্ধ্যার ঘটনা।"

ম্যাসন বললেন "ও—তা-ই?"

"দেখুন জেবসন শহরটি এক শিল্প নির্ভর শহর। শহরের সব বাড়িই ঐ কোম্পানির। বাড়িগুলি কর্মচারীদের ভাড়ায় দেওয়া আছে। আমি শুনেছি যে করবিন নতুন কোন বাসস্থান স্থির না করা পর্যন্ত তার স্ত্রী ও মেয়েকে কোম্পানি ওইবাড়িতেই থাকার অনুমতি দিয়েছেন—কিন্তু করবিনকে তৎক্ষণাৎ শহর ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল।—এ ব্যাপারে আপনার কোন আগ্রহ নেই নিশ্চয়—নাকি?"

'মোটেই না, কেবল ফেরার সময় যখন জেবসন শহরের মধ্য দিয়ে যাব, স্থানীয় গুজব শোনার জন্য একটু থামব।"

ডেলা সাবধান করে দিয়ে বলল, "কক্ষনো তা করবেন না। এই করবিন লোকটা মোটেই সুবিধাজনক নয়—অপরাধীর সব লক্ষণই তার মধ্যে স্পষ্ট—আমি তো জানি, এরকম লোকের সংস্পর্শে এলে আপনার খুবই বিশ্রী প্রতিক্রিয়া হয়।"

ডেলার কণ্ঠস্বরে পেরির সন্দেহের উদ্রেক হ'ল। তিনি জানতে চাইলেন, "কেউ কি ইতিমধ্যেই তোমার কাছে তদবির করেছে, ডেলা?"

"হ্যাঁ তা একরকম করেছে। শ্রীমতী করবিন কাগজে পড়েছেন যে আপনি তাঁর স্বামীর পক্ষ সমর্থন করবেন। এ খবর জেনে তিনি খুবই উল্লসিত হয়েছেন। তাঁর ধারণা, তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাঁর স্বামীর পুরনো অপরাধের খবর তাঁর জানা নেই। কিন্তু তিনি তাঁকে ভালবাসেন ও তাঁর পাশে থাকবেন।"

"তুমি তাঁর সংগে কথা বলেছ?"

"বেশ কয়েকবার। আমি সরাসরি তাঁকে হতাশ করতে চাই নি। বলেছি, এটা খবরের কাগজের গালগল্প হবে হয়ত। দেখুন, 'চীফ্‌' ওরা করবিনকে মোক্ষমভাবে ধরেছে। করবিন তার স্ত্রীকে চল্লিশ ডলার দিয়ে এসেছে, এবং সেটা ঐ লুটের টাকারই অংশ। অপরাধের অন্যতম প্রমাণ হিসেবে এই ঘটনাটা ওরা সাক্ষ্যে নিয়ে এসেছে।"

ম্যাসন বললেন, "আমি আজ সারা রাত গাড়ি চালাব। শ্রীমতী করবিনকে জানিয়ে দাও যে কাল সকালে আমি জেবসন শহরে যাচ্ছি।"

ডেলা বলল, "আমি এই রকমই আশংকা করছিলাম। আপনার ওখানে যাবার কী

দরকার? আপনি মাছ ধরুন না। কাগজে আপনার নাম বার করার কী প্রয়োজন?"

ম্যাসন হেসে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

ড্রেক গোয়েন্দা সংস্থার পল ড্রেক ম্যাসনের অফিসে একটা বড়সড় চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি বললেন, "পেরি, তুমি কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছ।"

"ব্যাপার কী পল? জেবসন শহরে তোমার অনুসন্ধানের কাজ ঠিকমত করে উঠতে পার নি?"

"অনুসন্ধান ঠিকই হয়েছে, কিন্তু তথ্য যা পাওয়া গেছে, তা তোমার মক্কেলের পক্ষে অনুকূল নয়। তোমার মক্কেল তার স্ত্রীকে যে নোটগুলি দিয়েছে, তা কোষাগার-লুটেরই টাকা।"

ম্যাসন জানতে চাইলেন, "ওরা কী করে বুঝল যে এগুলো চোরাই নোট?"

ড্রেক তাঁর পকেট থেকে একটা নোট বার করে বললেন, "তাহলে পুরো ঘটনাটাই শোন। জেবসন শহরের সব কিছুই জেবসন কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে একমাত্র ঐ পাহাড়ী এলাকায় শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে জর্জ এ্যাডি নামে যে বুড়ো গর্দভটা থাকে, সে ছাড়া। ঐ লোকটার একটা শূকর-পালনের ও আবর্জনা তোলার ব্যবসা আছে। লোকটা হাড়-কিপ্টে, তার টাকাকড়ি টিনের কৌটোয় ভর্তি করে মাটির নীচে পুঁতে রাখে। ওখান থেকে সবচেয়ে কাছের ব্যাংকটি আইভানহো শহরে।

"আরে ইয়ার, চুরির ব্যাপারটা বল। যে চোর এ কাজ করবে তাকে তো এ্যাসিটিলিন ভর্তি একটা জালা নিয়ে ঘোরাফেরা করতে হবে!"

ড্রেক বললেন, "চুরি হয়েছে সরাসরি কোম্পানির ভাণ্ডার থেকে। রাতের পাহারাদার মানসন্ মাঝরাতে একটু হুইস্কি টানে—তাতে নাকি তার জেগে থাকতে সুবিধা হয়। ব্যাপারটা অন্য কারো জানার কথা নয়, কিন্তু চোর নিশ্চয় তা জানতে পেরেছিল এবং তার হুইস্কিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। পাহারাদারটিও যথারীতি সেই মদ টেনে ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

"করবিনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ কী আছে?"

"করবিন এর আগেও চুরি করে ধরা পড়েছে। দাগী অপরাধীদের নিয়োগ না করাই কোম্পানির অন্যতম নীতি। সত্য গোপন করে সে চাকরীটা বাগিয়েছিল। খবরটা জানতে পেরে চুরির দিন রাত আটটার সময় কর্মাধ্যক্ষ ফ্র্যাংক বার্নাল ওকে ডেকে পাঠায় ও তাকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলে। পরের দিন সকালে চলে যাবার আগে করবিন তার স্ত্রীকে যে নোটগুলো দেয়, তা ঐ লুটেরই টাকা।"

"ওরা তা কেমন করে জানল?'

ড্রেক বললেন, "এই একটা ব্যাপারই আমি ঠিক জানি না। তবে এই বার্নাল লোকটা মহা ধুরন্ধর, এবং শোনা যাচ্ছে যে, ঐ টাকাটা যে লুটেরই টাকা তা ও প্রমাণ করে দেবে।"

একটু দম নিয়ে ড্রেক আবার বলতে শুরু করলেন, "তোমাকে তো আগেই বলেছি যে আইভানহো শহরে ছাড়া কাছাকাছি কোন ব্যাংক নেই। ওদের মাসে দু'বার মাইনে হয়। কোষাধ্যক্ষ র‍্যাল্ফ নেস্‌বিট্‌ নতুন কোষাগার বানাতে চেয়েছিল, কিন্তু বার্নাল এত খরচ করতে রাজী হয়নি। কোম্পানি বার্নাল ও নেস্‌বিট্‌ দু'জনকেই শিকাগোর প্রধান অফিসে ডেকে পাঠিয়েছে। বার্নালের চাকরি চলে যেতে পারে এবং নেস্‌বিট্‌কে কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হতে পারে বলে বাজারে গুজব আছে। পরিচালকমণ্ডলীর দু'জন সদস্য বার্ণালকে দেখতে পারেন না এবং তাঁরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন। কোষাগারটি অকেজো বলেনেস্‌বিট্‌ যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল তা এঁরা নথি থেকে বার করেছেন। একথাও তাঁরা জেনেছেন যে বার্ণাল নেস্‌বিটের সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেছিল।" একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ড্রেক জানতে চাইল, "বিচার কখন শুরু হবে, পেরি?"

"প্রাথমিক শুনানি শুরু হচ্ছে শুক্রবার সকালে—তখনই জানতে পারব করবিনের বিরুদ্ধে ওদের কী সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে।"

পল ড্রেক ম্যাসনকে সতর্ক করে দিল, "ওরা তোমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। খুব সাবধান, পেরি—সরকারী উকিলের মাথায় কিছু মতলব আছে—তোমাকে বোকা বানাবার মত বিস্ময়কর কিছু প্রমাণও ওদের হাতে আছে।"

পেরি ম্যাসন বিরোধী পক্ষের উকিল থাকায় আইভানহো জেলার সরকারী উকিল ভার্ণল ফ্ল্যাশার তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অবশ্য, কোন এক গোপন কারণে তাঁর মনে একটা নিশ্চিন্ত ভাবও ছিল।

জনসাধারণ সাগ্রহে এই মামলার রায়ের দিকে তাকিয়ে আছে এ-কথা বুঝে বিচারক হ্যাজওয়েল হাবেভাবে এবং বিতর্কের মীমাংসায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনের বিধান সাড়ম্বরে মেনে চলছিলেন।

দর্শকদের মনোভাবই পেরি ম্যাসনের কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর ঠেকছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, দর্শকগণ তাঁকে কেবলমাত্র আসামী পক্ষের একজন উকিল হিসাবে দেখছিল না তাদের চোখে তিনি ছিলেন একজন আইনের জাদুকর। এই টাকা লুটের ঘটনায় জনসাধারণ মর্মাহত। ম্যাসন যাতে আইনের কৌশলে আসামীকে খালাস করাতে না পারে সে-বিষয়ে তারা ছিল অত্যন্ত সচেতন।

মামলার শুরুতেই ভার্ণন তাঁর বিস্ময়কর সাক্ষ্য উপস্থিত করলেন। সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় উঠে ফ্র্যাংক বার্ণাল কোষাগারটির বর্ণনা দিলেন এবং কিছু আলোকচিত্র চিহ্নিত করলেন।

তারপর ভার্ণন তাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি জানতেন যে এই কোষাগারটি সেকেলে?"

'আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনার এক সহকর্মী র‍্যাল্ফ নেস্‌বিট্‌ এ-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি সে বিষয়ে কী করলেন?"

বার্নাল বললেন "আমি তিনটি কাজ করেছিলাম যাতে পুরানো কোষাগারটি ভেঙে একটা নতুন কোষাগার বানাবার বিরাট ব্যয় বহন না করেও টাকার নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখা যায়। প্রথমতঃ আমি রাত্রির জন্য একজন বিশেষ পাহারাদার নিয়োগ করেছিলাম—দ্বিতীয়তঃ, সর্বোৎকৃষ্ট একটি চোর-ঘণ্টা বসিয়েছিলাম—এবং তৃতীয়তঃ আমি আইভানহো জাতীয় ব্যাংকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলাম যে, মাইনের টাকায় যত কুড়ি-ডলারের নোট থাকবে সেগুলির একটি তালিকা তাঁরা বানিয়ে দেবেন।"

ম্যাসন সোজা হয়ে বসলেন।

ফ্ল্যাশার বিজয়ীর ভংগিতে তাঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে আবার সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি আদালতকে বোঝাতে চাইছেন যে পনেরো তারিখে মাইনের জন্য যে টাকা এসেছিল সেই সব নোটের নম্বর আপনার কাছে লেখা আছে?"

"হ্যাঁ স্যার, তবে সব নোটের নয়—তাতে অনেক সময় লাগবে। যতগুলি কুড়ি-ডলারের নোট আছে, তার নম্বর এই তালিকায় আছে।"

"তালিকাটি কে তৈরী করেছিল?"

"ব্যাংক।"

"আপনার কাছে তালিকাটি আছে?"

"হ্যাঁ স্যার, এই যে" বার্নাল তালিকাটি সরকারী উকিলের হাতে দিলেন তারপর ঠাণ্ডা চোখে নেস্‌বিটের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ভেবেছিলাম, নতুন কোষাগার বানাবার চেয়ে এই ব্যবস্থাগুলিতে অনেক বেশি ব্যয়সংক্ষেপ করা যাবে।"

ফ্ল্যাশার বললেন, "এই তালিকাটি সাক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করার জন্য আদালতের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

ম্যাসন আপত্তি করলেন, "একটু অপেক্ষা করুন, আমার দু'একটা প্রশ্ন আছে। শ্রীযুক্ত বার্নাল, আপনি বললেন যে এই তালিকাটি আপনি নিজের হাতে লেখেন নি. তা-ই তো?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কার হাতে লেখা, আপনি জানেন কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যাংকের-সহকারী কোষাধ্যক্ষের লেখা।"

ফ্ল্যাশার বলে উঠলেন, "বেশ, ঠিক, আছে সব নিয়ম মেনেই কাজ হবে, তাই যদি করতে হয়। শ্রীযুক্ত বার্নাল, আপনি নেমে দাঁড়ান। আমি সেই সহকারী কোষাধ্যক্ষকে ডাকব।"

আইভানহো ব্যাংকের সহকারী কোষাধ্যক্ষ হ্যারি রীডির স্মৃতিশক্তি প্রায় যন্ত্রগণকের সঙ্গে তুলনীয়। সে সংখ্যার তালিকাটি তার নিজের হাতে লেখা বলে চিহ্নিত করল এবং বলল যে ঐ কুড়ি-ডলার নোটের সংখ্যার তালিকাটি খামে ভরার পর তা সীল করে মাইনের

টাকার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ফ্ল্যাশার বললেন, 'জেরা করুন।"

ম্যাসন তালিকাটি মন দিয়ে দেখে নিল ও তারপর সাক্ষীকে প্রশ্ন করল, "কুড়ি-ডলার নোটের সংখ্যাগুলির সঙ্গে এই তালিকার সংখ্যাগুলি কি আপনি নিজে মিলিয়েছিলেন?"

রীড বলল, 'না স্যার, আমি নিজে মেলাই নি। দু'জন করণিক ঐ মেলানর কাজটা করেছিল। একজন পড়েছে, আমি লিখেছি—আবার আমি পড়েছি, অন্যজন মিলিয়েছে।"

"মাইনের টাকা পাঠান হয় মাসে দু'বার—প্রতিবারই প্রায় এক লক্ষ ডলার?"

"হ্যাঁ স্যার। শ্রীযুক্ত বার্নাল ঐ অফিসের দায়িত্ব নেবার পর থেকে টাকাগুলি চিহ্নিত করার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। নোটের সংখ্যাগুলি ক্রমিক হিসাবে সাজান নেই। নোটের তাড়া যেমন থাকে সেইভাবেই সংখ্যাগুলি তালিকায় লেখা হয়। চুরি না হলে আর কিছু করার প্রয়োজন হয় না। চুরি হলে, আমরা নতুন করে সংখ্যা-গুলির ক্রম অনুসারে তালিকাটি সাজিয়ে দিতে পারি।"

"এই সংখ্যাগুলি মানে, প্রতিটি সংখ্যাই আপনার হাতে লেখা?"

"হ্যাঁ স্যার, কেবল তাই নয়, তালিকাটির প্রতি পাতায় নীচের দিকে আমার ছোট সই আছে।"

ম্যাসন বললেন, "আর কোন প্রশ্ন নেই।"

ফ্ল্যাশার বললেন, "এখন আমি আবার প্রার্থনা জানাচ্ছি যে তালিকাটি সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হোক।"

বিচারক হ্যাজওয়েল প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

সরকারী উকিল বললেন, "আমার পরবর্তী সাক্ষী মহকুমা শাসক চার্লস্ জে অস্ওয়াল্ড।"

লম্বা ছিপছিপে, শান্ত শিষ্ট মহকুমা শাসক কাঠগড়ায় উঠলেন।

সরকারী উকিল প্রশ্ন করলেন, "আপনি এই মামলার আসামী হার্ভে এল্ করবিনকে চেনেন?

"চিনি।"

'করবিন-এর স্ত্রীকে চেনেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি।"

"জেবসন কমার্শিয়াল কম্প্যানির টাকা চুরির পরবর্তী সকালে শ্রীমতী করবিনের সংগে আপনার কোন কথা হয়েছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছিল।"

'আপনি তার স্বামীর আগের রাতের কাজকর্ম সম্বন্ধে তার কাছে কিছু জানতে চেয়েছিলেন?"

ম্যাসন বলে উঠলেন, "একটু দাঁড়ান। আমার আপত্তি আছে, কারণ মহকুমা শাসকের

সংগে শ্রীমতী করবিনের কোন কথাই আসামী করবিনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া, এই রাজ্যের আইনে কোন স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে না। সরকারী উকিল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করলে, সেই আইন লংঘন করা হবে। আমার আপত্তির আরও একটি কারণ, এ প্রশ্নের উত্তরে মহকুমা-শাসক যা বলবেন, তা হবে জন-শ্রুতি পর্যায়ের।"

বিচারক হ্যাজওয়েলকে খুবই বিচলিত বোধ হ'ল। একটু ভেবে নিয়ে তিনি রায় দিলেন, "আমার মনে হয়, শ্রীযুক্ত ম্যাসন ঠিকই বলেছেন।"

সরকারী উকিল বললেন, "ঠিক আছে, আচ্ছা, শ্রীযুক্ত মহকুমা শাসক, পনেরো তারিখে সকালে আপনি শ্রীমতী করবিনের কাছ থেকে কোন টাকা নিয়েছিলেন কি?"

ম্যাসন বললেন, "প্রশ্নটি অযোগ্য, অবাস্তব এবং গুরুত্বহীন সুতরাং আমার আপত্তি আছে।"

সরকারী উকিল বিরক্ত হয়ে আদালতকে বললেন, "হুজুর, এটাই তো আমাদের মামলার সার কথা। আমরা দেখাতে চাই যে চুরি যাওয়া টাকার মধ্যে দুটি কুড়ি-ডলারের নোট শ্রীমতী করবিনের কাছে পাওয়া গিয়েছে।"

ম্যাসন বললেন "যতক্ষণ না সরকার পক্ষ প্রমাণ করতে পারছেন যে ঐ কুড়ি-ডলারের নোট দু'টি করবিনই তার স্ত্রীকে দিয়েছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নোট দুটি সাক্ষ্যে গ্রহণ-যোগ্য নয়।"

সরকারী উকিল বললেন, "আমার বক্তব্যও তো তা-ই। ঐ নোট দুটি আসামী তার স্ত্রীকে দিয়েছে।"

ম্যাসন বললেন, "আপনি জানলেন কী করে?"

"শ্রীমতী করবিন মহকুমা শাসককে বলেছে।"

"জনশ্রুতি পর্যায়ের সাক্ষ্য।"

তাঁর আসনে বসে উসখুস করতে করতে বিচারক হ্যাজওয়েল বললেন, "আমরা এখানে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। আসামীর স্ত্রীকে সাক্ষী মানা যায় না, আবার মহকুমা শাসককে তিনি যা বলেছেন তা-ও সাক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য নয়!"

সরকারী উকিল মরিয়া হয়ে বললেন, "বেশ এই রাজ্যে হুজুর, সামাজিক সম্পত্তি আইন চালু আছে। শ্রীমতী করবিনের কাছে এই টাকা ছিল। যেহেতু তার স্বামী এই মামলার আসামী, অতএব ঐ-টাকা সামাজিক সম্পত্তি। সুতরাং, আংশিকভাবে ঐ টাকা আসামীরও বটে।"

বিচারক হ্যাজওয়েল বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আপনার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলেই বোধ হচ্ছে। আপনি কুড়ি-ডলারের নোট দুটি উপস্থিত করুন, আমি আসামী পক্ষের আপত্তি অগ্রাহ্য করব।"

নোট দুটি উপস্থিত করা হ'ল এবং সাক্ষ্যে গৃহীত হ'ল।

ফ্ল্যাশার তেরিয়া ভংগিতে বললেন, "জেরা করুন।"

ম্যাসন বললেন. 'এই সাক্ষীকে আমি জেরা করতে চাই না, কিন্তু বার্নালকে দু'চারটে প্রশ্ন করার আছে। আমি তাঁকে জেরা করার সুযোগ পাই নি, কারণ আপনি ব্যাংকের তালিকাটি প্রমাণ করার জন্য তাঁকে কাঠগড়া থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।'

ফ্ল্যাশার বললেন, "হ্যাঁ, আমার ভুল হয়েছিল, ক্ষমা করবেন। শ্রীযুক্ত বার্নাল, সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ান।" --নোট দুটি সাক্ষ্যে গৃহীত হওয়ায় এখন তিনি খুবই বিনীত ও নম্র।

ম্যাসন সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন. "যে তালিকাটি সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে, তা আই-ভানহো জাতীয় ব্যাংকের কাগজেই লেখা ?"

"হ্যাঁ স্যার, ঠিকই।"

"তালিকাটি কয়েক পাতার –এবং শেষে সহকারী কোষাধ্যক্ষের সই আছে।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এবং প্রতি পাতায় ঐ সহকারী কোষাধ্যক্ষের ছোট সই আছে ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"মাইনের টাকার চুরি আটকাতে এই পরিকল্পনাটি আপনারই রচনা ?'

"চুরি আটকাতে নয়, চুরি হ'লে যাতে আমরা টাকাটা আবিস্কার করতে পারি সেজন্যই এই পরিকল্পনা।'

'কোষাগারটি সেকেলে এবং অচল এই মর্মে শ্রীযুক্ত নেসবিটের আপত্তির জবাবেই আপনার এই পরিকল্পনা ?"

"হ্যাঁ, তবে এটা সম্পূর্ণ পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র। আমি দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে শ্রীযুক্ত নেসবিট্ কখনো এরকম বক্তব্য পেশ করেন নি। আমার মনে হয়েছিল যে আমার প্রশাসনে কোম্পানির লাভ কমিয়ে আমাকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যেই তিনি এমন বলছেন।" একটু থেমে আবার বললেন, "আমার ধারণা, শ্রীযুক্ত নেসবিটের আশা ছিল যে, তিনিই কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হবেন। তাঁকে হতাশ হতে হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, এখনো তিনি কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হবার আশায় আছেন।"

দর্শকের আসনে বসে র‍্যাল্ফ নেসবিট্ বার্নালকে আড় চোখে দেখল।

ম্যাসন সাক্ষীকে আবার প্রশ্ন করলেন, "চোদ্দই রাত্রে আসামীর সংগে আপনার কথা হয়েছিল ?'

"হ্যাঁ স্যার, হয়েছিল।"

"আপনি তাকে জানিয়েছিলেন যে আপনি তখনই তাকে কর্মচ্যুত করছেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাকে অফিস থেকে চলে যেতে বলেছিলেন ?"

"হ্যাঁ স্যার, বলেছিলাম।'

"এবং তার মাইনে আপনি নগদে দিয়ে দিয়েছিলেন ?"

"কোষাগারে যেখানে খুচরো টাকাকড়ি রাখা হয় সেই 'ড্রয়ার' থেকে টাকাটা বার করে নেস্‌বিট্‌ আমার সামনে তাকে দিয়েছিল।'

"আচ্ছা, করবিনকে যে মাইনে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে এই দু'টো কুড়ি-ডলারের নোট থাকতে পারে না ?"

বার্নাল মাথা নেড়ে বললেন· "আমিও সে-কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু তা সম্ভব নয়। এই নোট দু'টি তখনো আমাদের হাতে আসে নি। মাইনের টাকা ব্যাংক থেকে সীল করা প্যাকেটে আসে। এই কুড়ি-ডলারের নোট দুটো তখনো সেই প্যাকেটের মধ্যেই ছিল।"

"আর ওই কুড়ি-ডলার নোটের সংখ্যার তালিকা ?"

"সেটা আর একটা সীল করা খামে আসে। টাকার প্যাকেটটা কোষাগারে চলে যায়। তালিকার খামটা নিয়ে আমি আমার 'ড্রয়ারে' রাখি।"

"আপনি কি শপথ নিয়ে বলতে পারেন যে চোদ্দই রাত্রে ঐ নোট দু'টি আপনার বা নেস্‌বিটের কাছে ছিল না ?"

"পারি।"

ম্যাসন বললেন, "ঠিক আছে। আর কোন প্রশ্ন নেই।'

সরকারী উকিল ফ্ল্যাসার বললেন, "হুজুর, আমি এখন র‍্যাল্ফ নেস্‌বিট্‌কে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকছি ঘটনার সময়টা যথার্থভাবে নির্দিষ্ট করতে চাই।"

বিচারক হ্যাজওয়েল বললেন, "ঠিক আছে শ্রীযুক্ত নেসবিট, এগিয়ে আসুন।"

মামুলি প্রাথমিক প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে র‍্যাল্ফ নেস্‌বিট্‌ সাক্ষীর চেয়ারে বসল। সরকারী উকিল প্রশ্ন করলেন, 'এই মাসের চোদ্দ তারিখে আসামী হার্ভে এল্‌ করবিনের সংগে ফ্র্যাংক বার্নালের কোন কথাবার্তা আপনি কি শুনেছিলেন।"

"হ্যাঁ স্যার, শুনেছি।"

"এই কথাবার্তা কোন্‌ সময়ে হয়েছিল ?"

"রাত প্রায় আটটা হবে।"

"সম্পূর্ণ কথাবার্তার বিবরণ দিতে হবে না, কেবল বলুন, তার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি কি এই যে, আসামীকে কর্মচ্যুত করা হ'ল এবং তাকে কোম্পানির সম্পত্তি ছেড়ে চলে যেতে বলা হ'ল ?"

'হ্যাঁ স্যার।'

"এবং তার বকেয়া পাওনা যা ছিল, তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নগদে। আমি নিজে সিন্দুক থেকে টাকা বার করেছিলাম।"

"মাইনের টাকা তখন কোথায় ছিল ?"

"ওই সিন্দুকেরই একটা আলাদা কুঠরিতে একটা সীল করা প্যাকেটে। ওই কুঠরির চাবি কোষাধ্যক্ষ হিসেবে একমাত্র আমার কাছেই থাকে। সেদিনই দুপুরে আমি আই-ভানহো শহরে গিয়ে টাকার সীল করা প্যাকেট ও আলাদা একটা সীল করা খামে ঐ

তালিকাটি নিয়ে আসি। টাকার প্যাকেটটা আমি নিজে কোষাগারের সিন্দুকে রেখে তালা দিয়েছি।"

"আর ওই তালিকার খামটি?"

"শ্রীযুক্ত বার্নালি ওটি নিয়ে তাঁর ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রেখেছেন।"

ফ্ল্যাশার বললেন, "সাক্ষীকে জেরা করতে পারেন।"

ম্যাসন বললেন, "দরকার নেই"

ফ্ল্যাশার তখন আদালতকে বললেন, "হুজুর, এই আমাদের মামলা।"

ম্যাসন বিচারক হ্যাজওয়েলকে বললেন, "আসামী পক্ষের বক্তব্য পেশ করার আগে একটু বিরতি পেতে পারি?"

বিচারক বললেন, "ঠিক আছে—তবে বেশি দেরী করবেন না।"

পল ড্রেক ও ডেলা স্ট্রীট্ যেদিকে বসেছিলেন, ম্যাসন সেখানে এলেন। ড্রেক বললেন, "বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? পেরি, তুমি এখন প্রমাণিত ঘটনার মুখোমুখি।"

ডেলা জানতে চাইল, "আপনি কি আসামীর সাক্ষ্য নেবেন?"

ম্যাসন মাথা নেড়ে বললেন, "সেটা আত্মহননের সামিল হবে। ওর পুরনো ফৌজদারী অপরাধের ইতিহাস আছে। তা ছাড়া আমি যদি ওদের কথোপকথনের কোন অংশ ওর কাছ থেকে নিই, অপর পক্ষ আইনত সেই কথোপকথনের সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে চাইবার অধিকার পেয়ে যাবে। তা থেকে বেরিয়ে পড়বে যে করবিন তার পুরনো অপরাধের কথা গোপন করেছিল বলেই তাকে কর্মচ্যুত করা হয়েছিল। আমার ধারণা, সে তখন মিথ্যাই বলেছিল।"

ড্রেক বললেন, "এবং সে এখনো মিথ্যা বলছে। এই একটা মামলায় তুমি গাড্ডায় পড়েছ। আমি বলি কি, তুমি বরং কোন অজুহাতে সরে পড়—ফ্ল্যাশারের সংগে কতটা দেওয়া নেওয়া করা যেতে পারে তা-ই দেখ।"

ম্যাসন বললেন, "ফ্ল্যাশারের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না—আমাকে গাড্ডায় ফেলে নাম কেনার সুযোগ ও ছাড়বে না। আচ্ছা! দাঁড়াও পল, দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।"

ম্যাসন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন এবং দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে এলেন।

বিচারক জানতে চাইলেন "আপনি প্রস্তুত?"

ম্যাসন বললেন, "পুরোপুরি প্রস্তুত। হুজুর, আমি একজনকে সাক্ষী হিসাবে ডাকতে চাই। প্রার্থনা করছি, সেই সাক্ষীর নামে ওয়ারেন্ট জারি করা হোক এবং তাকে কতকগুলি কাগজপত্র আনতে বলা হোক।"

বিচারক বললেন "সেই সাক্ষীর নাম বলুন—তাকে কী কাগজপত্র আনতে হবে?"

ম্যাসন ছুটে পল ড্রেকের কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, "ঐ যে সেই লোকটার নাম

কী যেন ? যে ঐ আবর্জনা তোলে—হাড়-কিপ্টে ?"

"জর্জ এ্যাডি।"

ম্যাসন আদালতের সামনে ফিরে এসে বললেন, "সাক্ষীর নাম জর্জ এ্যাডি—সে গত দু মাসে যত কুড়ি-ডলারের নোট রোজগার করেছে, সেই টাকা সংগে আনার জন্য নির্দেশ দিন, এই প্রার্থনা।"

ফ্ল্যাশার আপত্তি জানালেন, "হুজুর, এতে বিচারকে প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে—আদালতকে হাসির পাত্র বানান হচ্ছে !"

ম্যাসন বললেন, "হুজুর, আমি কথা দিচ্ছি, এই সাক্ষী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ কাগজগুলি অত্যন্ত প্রাসংগিক। যদি প্রয়োজন হয়, আমি এ-বিষয়ে হলফ নামা দিতেও প্রস্তুত আছি। আর, মাননীয় আদালত যদি সাক্ষীকে ওয়ারেণ্ট জারি না করেন, তাহলে তা আসামীকে আইন সংগত সুযোগ দিতে অস্বীকার করার সামিল হবে।"

বিচারক হ্যাজওয়েল বিরক্ত ভাবে বললেন, "ঠিক আছে, আমি ওয়ারেণ্ট জারি করছি। তবে যদি দেখা যায় যে এই সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রাসংগিক নয়, তা হলে, শ্রীযুক্ত ম্যাসন আপনার মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হবে।"

খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি জর্জ এ্যাডি রাগে গরগর করতে করতে শপথ নেবার জন্য ডান হাত তুলল, তারপর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ম্যাসনের দিকে তাকাল।

ম্যাসন তাকে প্রশ্ন করলেন, "শ্রীযুক্ত এ্যাডি, জেবসন শহর থেকে আবর্জনা তোলার জন্য ওদের সংগে আপনি চুক্তি করেছেন ?"

"হ্যাঁ, করেছি তা কী ?"

"কত দিন যাবৎ আপনি এই কাজ করছেন ?"

"পাঁচ বছরেরও বেশি। হ্যাঁ, শুনুন আপনি‥ ‧ "

বিচারক হ্যাজওয়েল তাঁর হাতুড়ি ঠুকে বললেন, "সাক্ষী কেবলমাত্র প্রশ্নের উত্তর দেবেন, কোনরকম মন্তব্য করবেন না।"

এ্যাডি বলল, "আমার যা খুশি আমি তা-ই বলব—কার তাতে কী ?"

বিচারক বললেন, "শ্রীযুক্ত এ্যাডি, আদালত অবমাননার দায়ে আপনি কারাদণ্ড ভোগ করতে চান কি ?"

"আমি জেল খাটতে চাই না, কিন্তু আমি‥ ...."

বিচারক বললেন, "তাহলে বিচারালয়ের সম্মানের কথা আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে। নিন, বসুন, আপনাকে যা প্রশ্ন করা হবে, আপনি কেবল তার উত্তর দেবেন, এটা একটা বিচারালয় মনে রাখবেন।" কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। বিচারক আবার বললেন, "ঠিক আছে, শ্রীযুক্ত ম্যাসন, চালিয়ে যান।"

ম্যাসন বললেন, "এই মাসের পনেরো তারিখের আগের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি কি কোন ব্যাংকে আপনার টাকা জমা দিয়েছেন ?"

"না।"

"গত ষাট দিনের মধ্যে আপনি যত কুড়ি-ডলারের নোট পেয়েছেন, আপনার কাছে সেগুলি সব আছে কি?"

"আছে, এবং আমি মনে করি, এগুলো আমাকে এখানে আনতে বলে আপনারা চোরদের চুরি করতে ডেকেছেন, এবং ''

বিচারক আবার তাঁর হাতুড়ি ঠুকে বললেন, "সাক্ষী যদি এ-জাতীয় আর একটা কথাও বলেন তো তাঁকে আমি আদালত অবমাননার অভিযোগে দণ্ড দেব। শ্রীযুক্ত এ্যাডি, ওই কুড়ি-ডলারের নোটগুলি বার করে আমার পেশকারের টেবিলে রাখুন।"

এ্যাডি বিড়বিড় করতে করতে এক বাণ্ডিল কুড়ি-ডলারের নোট পেশকারের টেবিলে ছুঁড়ে দিল।

ম্যাসন বললেন, "এখন আমার একটু করনিকের সাহায্য দরকার। আমার একান্ত সচিব ও করনিককে দিয়ে এই নোটের নম্বরগুলি একটু মিলিয়ে দেখতে চাই। আমি এলোমেলোভাবে কয়েকটি নোট বেছে নেব।" ম্যাসন দু'টি কুড়ি-ডলারের নোট বাণ্ডিল থেকে বার করে আবার বললেন, 'এখন আমার সহায়কগণ সাক্ষ্যে গৃহীত তালিকাটির সংগে নোটের সংখ্যা মিলিয়ে দেখবেন। আমার হাতে যে নোটটি আছে তার সংখ্যা এল্ ০৭০৮৩২৭৪ এ. —অপর নোটটির নম্বর এল্ ০৭৫৭৯১৯০ এ. —এই সংখ্যা দুটির কোনটি কি ঐ তালিকায় আছে?''

আদালত কক্ষ সম্পূর্ণ নীরব। ডেলা স্ট্রীট্ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে, সংখ্যাটি পাওয়া গেছে—এল্ ০৭৫৭৯১৯০ এ. - তালিকার আটের পাতায় আছে।"

সরকারী উকিলও চিৎকার করে উঠলেন, "এ্যাঁ?"

ম্যাসন মৃদু হেসে বললেন, "হ্যাঁ। সুতরাং, পনেরো তারিখে চুরি-যাওয়া নোট, আপনাদের তালিকা অনুসারে, কারো কাছে আছে, একমাত্র এই কারণে যদি কাকেও অভিযুক্ত করা চলে, তাহলে শ্রীযুক্ত সরকারী উকিল মহোদয়, আপনাকে এই সাক্ষী, জর্জ এ্যাডির বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করতে হয়।"

এ্যাডি সাক্ষীর কাঠগড়ায় লাফিয়ে উঠল ও ম্যাসনের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত নাড়াতে নাড়াতে চিৎকার করে বলল "আমি একটা টেরা মিথ্যুক। এর মধ্যে একটা নোটও নেই যা পনের তারিখের আগে আমি পাই নি। কোম্পানির কোষাধ্যক্ষ আমার ছোট ছোট নোট বদলে কুড়ি-ডলারের নোট দেয়—কারণ আমার বড় নোটই পছন্দ। আমি টিনের কৌটোর ভর্তি করে তারিখ লিখে ওগুলো মাটির নীচে পুঁতে রাখি।"

আদালত কক্ষ উত্তেজনায় টান্‌টান্, চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে বিচারক হ্যাজওয়েল বললেন, "শ্রীযুক্ত ম্যাসন, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ম্যাসন বললেন, "খুব সোজা। এখন, বাকী নোটগুলির সংখ্যা ঐ তালিকাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য আদালত ঘণ্টা খানেকের বিরতি ঘোষণা করুন। সরকারী

উকিল মহোদয়ের জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে !"

ম্যাসন বসে কাগজপত্র ব্যাগে ভরতে লাগলেন।

ডেলা স্ট্রীট্, পল ড্রেক ও পেরি ম্যাসন আইভানহো হোটেলের বারান্দায় বসে আছেন। ডেলা ঘ্যানঘ্যান করছে, "আপনি কখন আমাদের সব বলবেন ? না কি, আপনাকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করতে হবে ? ঐ আবর্জনা তোলার লোকটা কী করে ?"

ম্যাসন বললেন, "একটু দাঁড়াও। মনে হচ্ছে, ওষুধ ধরেছে। আমাদের সম্মানীয় সরকারী উকিল মহোদয়, শ্রীযুক্ত ভার্ণন ফ্ল্যাশার বিচারক হ্যাজওয়েলকে নিয়ে এদিকেই আসছেন।"

ও'রা দুজন ম্যাসনদের দিকে এগিয়ে এসে নিরুত্তাপ ভদ্রতায় মাথা নোয়ালেন। ম্যাসন উঠে দাঁড়ালেন।

বিচারক হ্যাজওয়েল আদালতের উপযুক্ত সম্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "একটা শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। মনে হচ্ছে, শ্রীযুক্ত ফ্ল্যাংক বার্নাল—মানে "

ভার্ণন ফ্ল্যাশার যোগ করলেন, "কোথাও আটকে গেছেন।"

বিচারক হ্যাজওয়েল বললেন, "অন্তর্হিত হয়েছেন কোথায় চলে গেছেন !"

ম্যাসন বললেন, "আমি এই আশংকাই করছিলাম।"

বিচারক বললেন, "আপনি কি দয়া করে আমাদের জানাবেন যে, আপনি শ্রীযুক্ত বার্নালের উপর কী চাপ সৃষ্টি করেছিলেন যে ?"

ম্যাসন বললেন, 'দাঁড়ান, হুজুর দাঁড়ান। চাপ ? জেরা করা ছাড়া বার্নালের উপর আমি কোন চাপ সৃষ্টি করি নি।"

"আপনি কি জানতেন যে তালিকাটিতে তারিখের কিছু গোলমাল আছে ?"

"কোন গোলমাল নেই। বার্নালকে ধরতে পারলে আপনারা নিশ্চয় জানতে পারবেন যে, তালিকাটিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। ওর টাকার হিসাবে গরমিল ছিল এবং ওর পদাবনতি হতে যাচ্ছিল। ওর নগদ একলক্ষ ডলারের প্রয়োজন হয়েছিল ভীষণভাবে। স্বাভাবতই ও কিছুকাল যাবৎ এই চুরির পরিকল্পনা করছিল। ও জানতে পারল যে করবিনের ফৌজদারী অপরাধের ইতিহাস আছে ও ব্যাংক থেকে এই-ভাবে নোটের সংখ্যার তালিকা আনার ব্যবস্থা করল একটা নতুন চোর-ঘণ্টা বসাল—স্বাভাবিক ভাবেই ওটা এড়িয়ে যাবার কৌশলও ওর জানা ছিল। ও একজন রাতের পাহারাদার নিয়োগ করল যে পানাসক্ত ও জানত। বাকী ছিল শুধু ঠিক সময়টি নির্বাচন করা। ও করবিনকে ছাঁটাই করল এবং করবিনকে সেইসব নোট দিল যা পয়লা তারিখের মাইনের নোট-সংখ্যার তালিকার আটের পাতায় তোলা ছিল।

'তারপর সে, পুলিশকে নোট-সংখ্যার তালিকাটি দেবার আগেই, পনেরো তারিখের তালিকা থেকে আটের পাতাটি সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় পয়লা তারিখের তালিকার

আটের পাতাটা গ'ুজে দিল। ব্যাপারটা খুবই সোজা। একাজটা সে আগে-ভাগেই সেরে রেখেছিল।

"তারপর সে পাহারাদারের হুইস্কিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিল, একটা 'এ্যাসিটিলিন' টর্চ দিয়ে কোষাগারের দরজা পুড়িয়ে দিল এবং সব টাকা হস্তগত করল।"

বিচারক হ্যাজওয়েল বললেন, "আপনি এ-সব জানলেন কী করে বলবেন কি?"

ম্যাসন বললেন "কেন বলব না?—আমার মক্কেল আমাকে বলেছিল যে, সে ঐ টাকা নেসবিটের কাছ থেকে পেয়েছিল, এবং নেসবিট তা সিন্দুকের খুচরো টাকার তাক থেকে নিয়েছিল। সে মহাকুমা শাসককেও এ কথা বলেছিল। আমি ছাড়া আর কেউ তার কথা বিশ্বাস করে নি। হুজুর, যে লোকটির ফৌজদারী অপরাধের ইতিহাস আছে, তার প্রতিও আস্থা রাখলে, মাঝে মাঝে সুফল পাওয়া যায়। আমার মক্কেল নির্দোষ ভেবে নিয়ে আমি দেখলাম দোষী হয় বার্নাল নয় নেসবিট। পরে জানলাম, নোট-সংখ্যার পুরানো তালিকাটি বার্ণালের কাছেই ছিল।

"কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে বার্ণালও পয়লা তারিখে মাইনে পেয়েছিল। সে দেখল যে, সে যে কুড়ি-ডলারের নোটগুলি পেয়েছিল তার সংখ্যা তালিকার আটের পাতায় লেখা আছে। এখন তার তার কাজ হ'ল কোষাগারের খুচরো টাকার তাক থেকে কুড়ি-ডলারের নোটগুলি বার করে নিয়ে তার মাইনের কুড়ি-ডলারের নোটগুলি ঢুকিয়ে রাখা, তারপর কবিনকে ডেকে তাকে ছাঁটাই করা। ব্যস্, ফাঁদ বেশ সুন্দর ভাবেই পাতা হয়ে গেল।

"আমি এ্যাডিকে আদালতে এনে আমার বক্তব্য প্রমাণ করায় ও বুঝে গেল যে, যা ঘটেছে তা আমি জানি। তখন আমি আদালতের বিরতি চাইলাম, যাতে বার্ণাল পালাবার সুযোগ পায়। জানেন তো, এই পালিয়ে যাওয়াটা ওর অপরাধের স্বপক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই পরামর্শ সরকারী উকিল মহোদয়ের প্রতি আমার পেশাগত সৌজন্যের উপহার। বার্ণাল ধরা পড়লে কাজে লাগবে।"

* * *

দি কেস অব দি-ইরাটে উইটনেস

অনুবাদ—শ্রী নীতীশ মুখোপাধ্যায়

* * *



এলারি কুইন

অনেক পুরনো কাহিনী, সেই যখন তরুণ এলারি এদিক-সেদিক তার প্রতিভা ফেরি করে বেড়াচ্ছিল। লোহিত-কেশিনী নিকি পোর্টার সবে ওর সংগে 'টাইপরাইটার' নিয়ে বসতে শুরু করেছে। তবে, পুরনো বলেই যে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করতে হবে তা নয় স্বাদে-গন্ধে অমলিন এ কাহিনী শোনার আগ্রহ আজও শেষ হয়নি।

আমেরিকায় বেশ কিছু রসিক লোক আছেন যাঁদের মনে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সালের যে কোন কাহিনী বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে। ঐ সময়ের যে কোন ঘটনা ও যে কোন চরিত্রের উল্লেখমাত্র তাদের জিভে যেন জল আসে। এই কল্পনাশ্রয়ী মানুষদের কাছে সেই গৃহযুদ্ধটাই একমাত্র যুদ্ধ— ওই নীলসেনা ও ধূসরসেনারা সব অতিমানব। এঁদের জন্যই সেই সময়ের স্মৃতি এখনো সবুজ, যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের কবরের উপরের লতাপাতার মতই।

এলারি এই দলেরই লোক তাই পেনসিলভানিয়ার জ্যাকসবার্গের বৃদ্ধদের কাহিনীটির প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাত। প্রতিকূল পরিবেশে কোন কোন মানুষ যেমন জীবনের

শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করে, তেমনি এক দুর্যোগের রাতে জ্যাক্সবার্গে এসে পড়েছিল এলারি ও নিকি। ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের গ্রন্থাগারে অনুসন্ধানের কাজে কিছু বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে ওরা ফিরছিল নিউইয়র্কে। কোন এক অজ্ঞাত কারণে এলারির গাড়ি ঘুরে গিয়েছিল গেটিসবার্গের দিকে। নিকি এদিকে কখনো আসে নি। তখন সে মাসের অন্তিম লগ্ন। বাতাসে ছিল আবেগের স্পর্শ।

ওরা মেরীল্যান্ড-পেনসিলভানিয়ার মোড় পার হয়ে 'কালপস্' পাহাড়, 'সেমিনারী' শৈলশ্রেণী, 'স্প্যাহগলারম্' ঝরণা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এত মোহিত হয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল যে খেয়ালই করেনি, আকাশে কালো মেঘ জমছে। খেয়াল হ'ল, যখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল, ও মুহূর্তের মধ্যেই তারা ভিজে জবজবে হয়ে গেল। তাদের পিছনে দিগন্তরেখায় গেটিসবার্গ তখন যুদ্ধক্ষেত্র স্বর্গীয় কামান থেকে নিরন্তর গোলাবর্ষণের ফলে অন্ধকারে আগুনের ঝরণা নেমেছে। এলারি একটু থেমে লড়ির মাথা ঢেকে দিল। কিন্তু তার এতক্ষণের মুগ্ধভাব মুহূর্তেই উবে গেল, যখন দেখল, গাড়ি আর চলছে না। নিকি আতংকে বলে উঠল যে, তারা এখন জলবন্দী -কথাটা সত্যি, তাই নিকির মন্তব্যে এলারি সন্তুষ্ট হ'ল না।

"এলারি আমাদের তো এই ভিজে পোষাকে আর থাকা সম্ভব নয়।"

"তুমি কি ভাবছ আমরা এখানেই থাকব? এই চতুষ্পদটিকে চালিয়ে ছাড়ব। যদি —" এমন সময় কাছেই একটা বাড়ির আলো দেখা গেল। এলারি খুশি হয়ে বলল, "অন্ততঃ কোথায় আছি, তা তো জানা যাবে আর কাছাকাছি একটা গ্যারাজও পেয়ে যেতে পারি।"

জলে-ডোবা সরু রাস্তার পাশে নীচু পাথরের পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট সাদা রঙের বাড়ি, পাঁচিলের গায়ে লতানো গোলাপের গুচ্ছ। ছোটোখাটো চেহারার, রোদে-পোড়া, পরণের প্যান্টটি কাঁধের ওপর দিয়ে টানা ফিতায় আটকান, এক ব্যক্তি দরজা খুলে মৃদু হেসে অতিথিদের স্বাগত জনালেন —কিন্তু পরক্ষণেই তারা প্রচুর পরিমাণে ভিজে গেছে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে আন্তরিক সুরে বললেন, "কোন আপত্তি শুনব না —ডাক্তারের নির্দেশ অবশ্য আমার নামের বোর্ডটি আপনারা নিশ্চয় দেখতে পান নি, লতাপাতায় ঢাকা পড়ে গেছে। —গাড়িতে আর এক প্রস্থ পোষাক আছে তো?"

নিকি বলল "তা আছে।"

এলারির দ্বিধা হচ্ছিল। বাড়িটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন -ভিতরে ঘর-গরম রাখা আগুনের হাতছানি-বাইরে মাটি কাঁপান বৃষ্টি। তবু এলারি বলল, "ধন্যবাদ মানে, এই আপনার বাড়ি থেকে কোন গ্যারাজে যদি ফোন করা যেত!"

"আপনার গাড়ির চাবিটা দিন তো।"

"কিন্তু, আপনার বাড়িটা অতিথিশালা বানাই কী করে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, করুণাময় ঈশ্বর যখন কোন পথিককে এদিকে পাঠিয়ে দেন, আমার বাড়িটা অতিথিশালাই হয়ে থাকে। এ ঝড় আজ রাতে থামবে না, এখানকার রাস্তাঘাটও সব জলে ডুবে যাবে।" ভদ্রলোক ওয়াটারপ্রুফ ও গামবুট পরতে পরতে বললেন, "লিউ ব্যাগ্‌লিকে বলে দিচ্ছি, গাড়িটা গ্যারাজে নিয়ে যাবে। দিন চাবিটা দিন।"

সুতরাং এক ঘণ্টা পরে বাইরে যখন যুদ্ধের দামামা বেজেই চলেছে ওরা তখন ডাক্তার মার্টিন স্ট্রং-এর মনোরম ছোট্ট বৈঠকখানায় আরামে বসে পোস্তর বড়া ও মাংসের কাটলেট সহযোগে কফি পান করছে। ডাক্তার একাই থাকেন, নিজের রান্নাবান্না নিজেই করেন। একটু মুচকি হেসে তিনি বললেন যে তিনিই জ্যাক্সবার্গ গ্রামের মেয়র এবং পুলিশ কর্তাও বটে। আমাদের গ্রামের অনেকেরই একাধিক পেশা। লোহালক্করের ব্যবসায়ী বিল ইয়োডার আমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদক। গ্যারাজের লিউ ব্যাগ্‌লি আমাদের দমকলের প্রধান এড্ ম্যাকসেন্—।"

বাধা দিয়ে এলারি বলল, "আপনারা সর্ব কর্ম-বিশারদ হলেও আমার কাছে আপনি একজন মহৎ প্রতিবেশি, ডক্টর স্ট্রং।"

পায়ের বুড়ো আঙুল মোচড়াতে মোচড়াতে নিকি বলল, "ঈশ্বরের অপার করুণা!"

গৃহস্বামী বললেন, "না, শ্রীযুক্ত কুইন, এতে আমারও স্বার্থ আছে। বেপোট জায়গায় থাকি—নতুন মানুষের মুখ দেখতেও সাধ হয় তো! জ্যাক্সবার্গের পাঁচশ' চৌত্রিশটি লোকের নাড়ি নক্ষত্র আমার জানা হয়ে গেছে।"

"অনুমান করছি পুলিশকর্তা হিসাবে আপনাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয় না।'

ডাক্তার স্ট্রং হেসে উত্তর দিলেন, "কিছুই না যদিও গত বছর ।" ঘরের আগুনটা উস্কে দেবার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন —চোখদুটো কুঁচকে গেল-"আচ্ছা শ্রীমতী পোর্টার, আপনি বলছিলেন না যে শ্রীযুক্ত কুইন একটু আধটু গোয়েন্দার কাজ করেন?"

নিকি বলল "একটু আধটু কী বলছেন! উনি এমন সব রহস্যের মীমাংসা করেছেন যা ভাবাই · ।'

চোখের ইশারায় নিকিকে নিরস্ত করে এলারি বলল, "আমার বাবা নিউ ইয়র্ক পুলিশের একজন ইন্‌স্পেকটর। তাঁর কোন কোন মামলায় মাঝে মধ্যে একটু নাক গলাই। হ্যাঁ, ডাক্তার, তা গত বছরের কথা কী যেন বলছিলেন?"

জ্যাক্সবার্গের মেয়র চিন্তাক্লিষ্ট ভংগিতে বললেন, "হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল আপনি গোটিসবার্গে আজই এলেন—আবার আপনি অপরাধ বিষয়ে অনুসন্ধানও করেন শুনলাম—কাল আমাদের 'স্মরণ দিবস', জীবনে এই প্রথম আমি তেমন আগ্রহ বোধ করছি না—অথচ জ্যাক্সবার্গে এটা একটা বিরাট উৎসব, আর কোন গ্রামই বড়াই করতে পারবে না যে তাদের গ্রামে গৃহযুদ্ধের তিনজন সৈনিক আছেন।"

নিকি বলল, 'তিনজন! কী দারুণ ব্যাপার?"

ডাক্তার স্ট্রং একটু হাসলেন, "জ্যাক্সবার্গে ডাক্তারের অবস্থা এর থেকেই অনুমান করতে

পারেন। আমরা দীর্ঘায়ু—অবশ্য আমার বলা উচিত ছিল যে তিনজন ছিলেন—ক্যালেব্ এ্যাট্ওয়েল ৯৭, এ গ্রামে অনেক এ্যাট্ওয়েল আছে—জাচ্ বিগেলো, ৯৫ তাঁর নাতি এ্যাণ্ডি নীত্টো আর সাতটি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে থাকেন -আর, এ্যাব্নার চেজ্, ৯৪, সিসি চেজেরপ্রপিতামহ। এ বছরে দু জন আছেন—ক্যালেব্ এ্যাট্ওয়েল গত বছরের স্মরণ দিবসেই মারা গেলেন।"

এলারি বিড়বিড় করে বলল, "'এ' 'বি' 'সি'—এ' গতবছরে স্মরণ দিবসে চলে গেলেন ভাবছেন এবার 'বি' যদি 'এ' কে অনুসরণ করেন তাই আর তেমন আগ্রহ বোধ করছেন না ?"

ডাক্তার স্ট্রং বললেন, "না ব্যাপারটা অত সহজভাবে আমি নিতে পারছি না। হ্যাঁ, ক্যালেব্ এ্যাট্ওয়েল কীভাবে মারা গেলেন সেটা বরং বলে দেওয়াই ভাল। প্রতি বছরই ক্যালেব্, জাচ্ ও জ্যাব্নার্ই আমাদের 'স্মরণ দিবসের' কুচকাওয়াজ পরিচালনা করতেন। অনুষ্ঠান হত 'লুকার্সটাউন রোড' এর পুরনো কবরখানায়। ক্যালেব বয়োজেষ্ঠ বলে তিনিই পুরনো বাঁশিটা বাজাতেন বাঁশিটার বয়স তাঁর সমানই হবে হয়ত। ক্যালেব্, জাচ্ ও এ্যাব্নার্ ছিলেন পেন্সিলভানিয়ার বাহাত্তর নম্বর সেনাদলের সদস্য-'পিকেট' দের আক্রমণ গেটিসবার্গ থেকে ও রাই প্রতিহত করেছিলেন ওঁদের সে কীর্তি অমর হয়ে আছে—এবং সেই যুদ্ধে এই বাঁশিটির একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। সেদিন থেকে জ্যাক্সবার্গের মানুষের কাছে এই বাঁশিটি গেটিসবার্গের বাঁশি নামেই পরিচিত।"

জ্যাক্সবার্গের মেয়র অতীতের স্মৃতিতে অবগাহন করতে করতে বললেন, "এটাই আমাদের ঐতিহ্য যে সবচেয়ে প্রাচীন জীবিত সৈনিক এই বাঁশিটা বাজাবেন—আমার যদ্দুর মনে পড়ে, আমার বাল্য বয়স থেকেই দেখছি অবশ্য তখন আরো অনেকেই জীবিত ছিলেন—সবিস্ময়ে দেখেছি, অনেকেই বাঁশি বাজাবার অভ্যাস রাখতেন—যাঁর পালা আসবে তিনিই বাজাবেন।' ডাক্তার স্ট্রং দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুরু করলেন, "এবার সবচেয়ে প্রাচীন জাচ্ বিগেলো বাঁশি বাজাবেন, এবং দ্বিতীয় প্রাচীনতম এ্যাবচেজ্ স্মরণ-সৌধে মালা দেবেন। গত বছরের স্মরণ দিবসে জাচ্ পতাকা ধরেছিলেন এবং এ্যাব্ মালা দিয়েছিলেন। ক্যালেব্ বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। এমন তিনি কুড়ি বছর ধরেই বাজাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাঁশি বাজাতে বাজাতেই ক্যালেব্ পড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।"

এলারি মৃদু হেসে বলল, "কিন্তু, ডাক্তার, সাতানব্বই বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে সন্দিগ্ধ হবার কি কোন কারণ আছে ?"

"হ্যাঁ আমার সন্দেহ হয়েছিল, কারণ ঠিক তার আগের দিনই আমি তাঁকে পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করেছিলাম, এবং আমার ডাক্তারী পেশাকে বাজি ধরে বলতে পারি যে তিনি এক শ' বছরেরও বেশি বাঁচতেন।"

ডাক্তার স্ট্রং-এর বিষণ্নতা লক্ষ্য করে এলারি না হেসেই বলল, "আপনার ঠিক কী

সন্দেহ হচ্ছিল, ডাক্তার ?''

'ঠিক যে কী তা বলতে পারব না, 'অটপ্সি' করার কথা মনে হয়েছিল. কিন্তু'এ্যাট্-ওয়েলরা মানতে চাইল না। ভাবল একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধ বার্ধক্য ছাড়া অন্য কোন কারণে মারা যেতে পারে, একথা যে বলে সে একটা অপদার্থ গর্দভ। কাজেই, ক্যালেবকে কবরে শুইয়ে দেওয়া হল।'

''কিন্তু ডাক্তার ঐ বয়সে একজন মানুষের শরীর আগাম না জানিয়েই এক ঘোড়ার ফিটনগাড়ির মত যে কোন সময়েই ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাঁকে খুন করার কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে কি ?''

'কে জানে। হয়ত পারে।''

নিকি শান্তভাবে বলল 'বড়লোক ছিলেন !''

ডাক্তার স্ট্রং বললেন, ''তাঁর নিজের বলতে কিছুই ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুতে কারও লাভের সম্ভাবনা ছিল, যদি অবশ্য পুরনো গল্পটা সত্যি হয়। জানেন শ্রীযুক্ত কুইন, জ্যাকবার্গে ঐ তিনজনকে নিয়ে একটা গল্প চালু আছে। লোকে বলে ১৮৬৫ সালে ওরা নাকি একটা গুপ্তধন পেয়েছিলেন।''

''গুপ্তধন।'' নিকির গলা কাশিতে বুঁজে এল।

ডাক্তার স্ট্রং বেশ জোর দিয়েই পুনরাবৃত্তি করলেন, ''হ্যাঁ. গুপ্তধন। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ওঁরা সেই গুপ্তধন নিয়ে এসেছিলেন লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং শপথ করেছিলেন যে অন্য কাকেও কোনদিন তাঁরা জানাবেন না কোথায় তা রেখেছেন।'' নিকির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার শুরু করলেন, 'হ্যাঁ.এরকম অনেক যুদ্ধের কাহিনী শোনা যায়, বেশির ভাগ লোকই তা শুনে হয় কাশে, নয় তো উত্তেজনায় হাত পা খিঁচতে থাকে—কিন্তু এই কাহিনীটাকে আমি পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারি নি। সুতরাং কালকের অনুষ্ঠানের শেষে যদি দেখি জাচ্ বিগেলো পরের বছরেও বাঁশি বাজাবার দায়িত্ব নিয়ে থেকে গেলেন, তাহলে খুবই স্বস্তি বোধ করব। প্রবীণতম হিসাবে জাচ্ই তো কাল বাঁশি বাজাবেন।''

এলারি হাসতে হাসতে বলল ''গুপ্তধনটি ওরা অর্ধশতাব্দীরও বেশি লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন এটাকে স্বাভাবিক আচরণ বলে মেনে নেওয়া কঠিন ,ডাক্তার।''

'লোকে বলে যে ওঁরা শপথ নিয়েছেন '

এলারি এবার সশব্দে হেসে উঠল ও বলল, ''যে, তিনজনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু না হলে কেউ এই গুপ্তধন স্পর্শ করবে না ! ডাক্তার, রূপকথার গল্পের ধরনই এরকম শেষে যে থাকবে-সেই-সব-পাবে গোছের !' এলারি উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলল, ''পাশের ঘরের নরম বিছানাটা আমায় ডাকছে। নিকি. তোমারও চোখ ছোট হয়ে এসেছে। ডাক্তার. আমার কথা শুনুন। শুয়ে পড়ুন। দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই কাল আপনি যখন গেটিসবার্গ অভিভাষণ পাঠ করবেন. কাচ্চাবাচ্চারা যাতে গোলমাল না করে কেবল-

সেইটুকুই দেখার।"

এলারি ও নিকি পরের দিন এক উজ্জ্বল প্রভাতে জেগে উঠল রাত্রের মায়াবী প্রলেপে শরীরের সব ক্লান্তি ধুয়ে মুছে গেছে—দৃষ্টিতে অপরূপ স্বচ্ছতা, পরপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তারা নীচে নেমে দেখল জ্যাক্সবার্গের মেয়র রান্নাঘরে শিথিলভাবে কাজ করছেন।

ডাক্তার স্ট্রং স্বাগত জানালেন, "সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!" এই ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়ে নেবার আগে আপনাদের প্রাতরাশের যোগাড় করে ফেলছি।" হৃদ্যতার অভাব নেই, তবু তাঁকে কেমন যেন আনমনা মনে হল।

নিকি বলল, "আপনি ঈশ্বরের দূত। কিন্তু ডাক্তার, কী ব্যাপার বলুন তো? রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি?"

"একটুও ঘুমাতে পারি নি। এপাশ ওপাশ করতে করতে যেই একটু তন্দ্রা এল, টেলিফোনটা বেজে উঠল. সিসি চেজের আহ্বান, বিশেষ জরুরী, আশা করি, তার জন্য আপনাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি?'

এলারি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গৃহস্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, "সিসি চেজ? কাল রাত্রে আপনি বলছিলেন না যে, ও—"

"এ্যাবনারু চেজের প্রপৌত্রী। হ্যাঁ ঠিকই। সিসি একটি অনাথা তরুণী—এ্যাবু-এর একমাত্র জীবিত আত্মীয়। দশ বছর বয়স থেকেই ও বৃদ্ধটির গৃহস্থালি সামলাচ্ছে ও তাঁর দেখাশোনা করছে।"

এলারি বলল, 'তাহলে কি এ্যাবনারুই · ?"

'হ্যাঁ, আমি সারা রাত ওর কাছেই ছিলাম—আজ সকাল সাড়ে ছটায় উনি মারা গেলেন।"

জীবনে মৃত্যুর সংগে প্রথম পরিচয়ে একটি বালিকা যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত ভংগিতে নিকি বলল, "এই স্মরণ দিবসেই।'

ক্ষণিকের নীরবতা নেমে এল—কেবল ডাক্তার স্ট্রং-এর শূকরের মাংস ভাজার শব্দ ছাড়া।

শেষে এলারি জানতে চাইল, "এ্যাবনারু চেজ কিসে মারা গেলেন?"

রাগতভাবে এলারির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার স্ট্রং বললেন. 'মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ—আমি দেখেই বুঝতে পারি, শ্রীযুক্ত কুইন। ঐ অসুখেই এ্যাবু চেজের মৃত্যু হয়েছে। একজন চুরানব্বই বছরের বৃদ্ধের ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক মৃত্যুই—না. এ ব্যাপারে উল্টোপাল্টা কোন কারণ নেই।"

এলারি নীচু গলায় বলল, 'স্মরণ দিবসেই ঘটনাটা ঘটল, এই যা!"

ডাক্তার স্ট্রং বিড়বিড় করলেন, যেন নিজেকেই বলছেন, "মানুষ একটা অদ্ভুত জীব। মিথ্যাটা পুরো গিলে ফেলে, আর 'সত্য' তার গলায় আটকে যায়।—হ্যাঁ, আপনাদের ডিমটা কীভাবে রাঁধব?"

নিকি বেশ জোর দিয়েই বলল, 'ডাক্তার, ওটা আমার জন্যে রেখে দিন—দোতলায় গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন।"

জ্যাক্সবার্গের মেয়র দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমার এই মর্যাদাপূর্ণ কাজটি আমি নিজে করতে পারলেই খুশি হব।--এ্যাবনার্ চেজের মৃত্যুর ফলে আজকের অনুষ্ঠান-টিতে একটা স্বতন্ত্র গাম্ভীর্য আসবে। সে যাক্ আজ সকালে লিউ ব্যাগুলিকে বলেছি আপনার গাড়িটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা কখন রওনা হবেন ভাবছেন ?"

'ভাবছিলাম·· " একটু থেমে ভ্রূ কুঁচকে যেন নিজের মনেই ফিসফিস করে বলল, "খবরটা শুনে জাচ্ বিগেলোর কী প্রতিক্রিয়া হবে, কে জানে !"

"তিনি খবরটা পেয়ে গেছেন শ্রীযুক্ত কুইন চেজের বাড়ি থেকে ফেরার সময় একটু ঘুরে এ্যাণ্ড বিগেলোর বাড়ি হয়ে এলাম। মনে হ'ল, জাচ্কে খবরটা আগে ভাগে জানিয়ে দেওয়াই ভাল।"

নিকি বলল, 'বেদনাদায়কই বটে, আমি একা পড়ে রইলাম, আর সবাই চলে গেল, ভাবতে কেমন যেন লাগে।"

ডাক্তার স্ট্রং নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, "জাচ্-এর তেমন কোন ভাবান্তর হয়েছে বলে বোধ হ'ল না। কেবল বললেন 'চলে গেল ? তাহলে আমি যখন গেটিসবার্গের বাঁশি বাজাব, স্মরণ সৌধে মালা দেবে কে ?'—আসলে মৃত্যু দেখলে আমার মত তের্ষট্টি বছরের টগবগে যুবকদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধদের সম্ভবতঃ তা হয় না।—হ্যাঁ, শ্রীযুক্ত কুইন, আপনারা কখন রওনা হবেন বললেন ?"

এলারি অস্ফুট স্বরে বলল, 'নিকি ! আমাদের কি বিশেষ তাড়া আছে "

"কই, না, তেমন আর তাড়া কী !"

'তাছাড়া, দেশাত্মবোধের ব্যাপারও একটা আছে তো ! আচ্ছা, ডাক্তার এই আমাদের মত দু'জন নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা যদি আপনাদের স্মরণ দিবসের অনুষ্ঠানে নিজেদের আমন্ত্রণ জানাই, জ্যাক্সবার্গের মানুষ কি তা অপছন্দ করবে ?"

জ্যাক্সবার্গের বাজার এলাকায় একটাই রাস্তা, দুধারে ফুটপাথ—এক প্রান্তে একটা ভাঙা যানবাহন নিয়ন্ত্রণের আলোক-সংকেত, অন্য প্রান্তে নিউ ব্যাগুলির গ্যারাজের সামনে এক জোড়া গ্যাস পাম্প। মাঝখানে কয়েকটা রঙচটা দোকান ঘর। মাথার উপর দিয়ে রাস্তা এপার-ওপার-করা লাল নীল, সাদা পতাকার মালা। রাস্তার দুই প্রান্তে কয়েকটি জীর্ণ বাড়ির মাথায় আমেরিকার জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে।

ডাক্তার স্ট্রং যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি জায়গায়, ব্যাগুলির গ্যারাজের দিকের এক কোণায় লতাপাতায় ঘেরা গীর্জা ও জ্যাক্সবার্গের দমকলের মাঝে চেজদের বাড়িটা দেখতে পেল এলারি ও নিকি। তবে মেয়রের নির্দেশ না পেলেও কোন অসুবিধা ছিল না। কারণ এই একটি মাত্র বাড়ির গাড়ি বারান্দাতেই ছিল মানুষের ভীড়।

ভীড়ের ঠিক মাঝখানে কালো পোশাক পরে বসেছিল এক বৃষস্কন্ধ তরুণী — সে মলিন হাসি দিয়ে তার দিকে নিক্ষিপ্ত সমবেদনার বাণীর উত্তর দিচ্ছিল, "ধন্যবাদ শ্রীমতী প্রাম হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন শ্রীযুক্ত স্মিড্, আমি জানি কিন্তু তিনি এতই প্রাণোচ্ছল ছিলেন…"

"শ্রীমতী সিসি চেজ্ ?' এলারি কথা বলার সংগে সংগে সব কলরব থেমে গেল, মিত্রশক্তি বিরোধী কোন গুপ্তচর উপস্থিত হলে যেমনটি হতে পারত—জ্যাক্সবার্গের সকলেই মাটিতে পা ঘষে ঘষে ঠাণ্ডা কৌতূহল নিয়ে এলারি ও নিকিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। "আমার নাম এলারি কুইন — আর ইনি শ্রীমতী নিকি পোর্টার। আমরা মেয়র স্ট্রং-এর অতিথি হয়ে আজ জ্যাক্সবার্গের স্মরণ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছি।"—জনতার উপর দিয়ে যেন মলয় বাতাস বয়ে গেল তারা উদ্দীপ্ত হয়ে গুঞ্জন শুরু করল। "এবং তিনি আমাদের তাঁর জন্য এখানেই অপেক্ষা করতে বলেছেন। শ্রীমতী চেজ্, আপনার প্রপিতামহের সংবাদ শুনে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।"

নিকি বলল "তাঁকে নিয়ে নিশ্চয় আপনার গর্বের সীমা ছিল না !'

"ধন্যবাদ ঠিকই বলেছেন, এত হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে গেল… আপনারা বসবেন না ? মানে, বাড়ির ভিতরে আসুন। দাদু অবশ্য নেই—তিনি এখন বিল ইয়োডারের হেপাজতে।"

দাদুর কথা মনে পড়তে মেয়েটি কাঁদতে শুরু করল। নিকি তার হাত ধরে তাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। এলারি বাইরে একটু অপেক্ষা করল এবং উপস্থিত মানুষজনের সংগে আলাপ করল ও তারপর বাড়িতে ঢুকল। বাড়িটা ছোট্ট, বিষণ্ণ দর্শন-বৈঠকখানাটি অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে।

নিকি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কেঁদো না। এখন কি কান্নাকাটি করার সময়, ভাই … তোমাকে আমি সিসি বলেই ডাকব, কেমন ? তুমি ঐ জনতার থেকে দূরে আছ, ভালই হয়েছে। দেখেছ এলারি এ তো একেবারেই বাচ্চা !"

এলারি দেখল হ্যাঁ, বাচ্চাই বটে এবং সাদাসিধে-মুখে আর্থিক অসচ্ছলতার ছাপ, দৃষ্টিতে শূন্যতা— এলারির মনে হ'ল, ওই ভাঙা যানবাহন নিয়ন্ত্রণের আলোক-সংকেত পার হয়ে সোজা ডান দিকে চলে গেলেই ভাল হ'ত।

সে বলল, "সিসি, শুনলাম অনুষ্ঠানের মিছিল তোমাদের বাড়ির সামনে থেকেই যাত্রা শুরু করবে—তা, এ্যান্ডি বিগেলো ও তার ঠাকুর্দাদা জাচ্ কি এসে গেছেন ?"

সিসি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল "জানি না, আমার সবই যেন স্বপ্ন মনে হচ্ছে !"

"তা তো হবারই কথা—তুমি একেবারে একা হয়ে গেলে তোমার আত্মীয় পরিজন কি কেউ নেই ?"

'না, কেউ নেই।"

"এখানে কি এমন কোন যুবকও নেই যে… ?"

সিসি বেদনার্ত কণ্ঠে বললে, 'কে আমাকে বিয়ে করবে? বাইরে বেবোবার পোশাক আমার এই একটাই তা-ও চার বছরের পুরনো। দাদুর পেন্সনই ছিল সংসারের একমাত্র আয়, আর এদিক-সেদিক টুকটাক ফাইফরমাস খেটে আমি যা সামান্য পেতাম—সে অবশ্য তেমন কিছু নয়— আর এখন তো '

এলারি ভাবনা-চিন্তা না করেই যেন বলল, 'আচ্ছা সিসি, ডাক্তার স্ট্রং যে একটা গুপ্তধনের কথা বলছিলেন সে বিষয়ে কিছু জান নাকি?"

সিসি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ও, সে-ই হ্যাঁ, ঐ দাদু যা বলেছিলেন—তবে দাদু তো এক এক বার এক এক রকম বলতেন। আমি ব্যাপারটা যা বুঝেছি, যুদ্ধের সময় একবার দাদু, ক্যালেব এ্যাটওয়েল ও জাচ্ বিগেলো মূল সেনাদলের থেকে ছিটকে পড়েছিলেন— কিছু খোঁজ খবর আনার কাজে বা খাবার দাবারের খোঁজে বা ঐ রকম কোন এক ব্যাপারে। দক্ষিণের দিকে কোথাও যেন একটা আধপোড়া ফাঁকা অট্টালিকায় ওঁরা রাত কাটিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে কী পাওয়া যায় দেখার জন্য বাড়িটার ভেঙে পড়া অংশের মালমশলা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওঁরা একটা 'সেলার'-এ গুপ্তধন দেখতে পান। দাদু বলেছিলেন, সে নাকি অনেক টাকা।

'ওঁরা সেই টাকা সংগে আনতে সাহস করেন নি—ঐ 'সেলার'-এই পুঁতে রেখে এসেছিলেন এবং জায়গাটার একটা নক্সা তৈরী করে রেখেছিবেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওঁরা তিনজন সেখানে গিয়ে ওই গুপ্তধন খুঁড়ে বার করেন। তাঁরা শপথ নিয়েছিলেন যে, তিনজনের মধ্যে দুজন যতদিন না মারা যাচ্ছেন, কেউ ওই গুপ্তধন স্পর্শ করবেন না—কে জানে কেন এমন শপথ করেছিলেন—আর যিনি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। তিনিই ওই গুপ্তধনের মালিক হবেন। দাদু যা বলেছিলেন, এই তার সারমর্ম।"

'গুপ্তধনের পরিমাণ কত তা কি কখনো বলেছিলেন?"

সিসি কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'দাদু বলেছিলেন, দুলক্ষ ডলার। -বল-ছিলাম না দাদুর কথাবার্তায় কোন সামঞ্জস্য ছিল না—বয়স হয়ে গেলে যা হয় আর কি!"

"উনি কি কখনো বলেছিলেন ওঁরা কোথায় সেটা লুকিয়ে রেখেছেন?'

"না, জানতে চাইলে হাঁটু চাপড়াতেন আর চোখ পিট্ পিট্ করতেন।'

এলারি হঠাৎ বলে উঠল, 'কে জানে গল্পটার মধ্যে কিছু সত্য থাকতেও পারে।"

সিসি মাথা নীচু করে বলল, 'যদি কিছু থাকে, তা এখন জাচ্ বিগেলোর।"

এরপর ডাক্তার স্ট্রং এলেন—নীল স্যুট, কড়া কলার, বো টাই—একেবারে ঝরঝরে তাজা। আরো অনেক লোকই এল। এলারি ও নিকি সিসি চেজকে জ্যাক্সবার্গের জনগণের কাছেই জমা দিয়ে দিল।

নিকি ফিসফিস করে এলারিকে বলল, "গল্পটাতে সত্যই যদি কিছু থাকে। এবং মেয়র স্ট্রং-এর অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহলে ওই বুড়ো শয়তান বিগেলোই টাকাটার লোভে ওঁর বন্ধুদের মারছেন!"

"এত বছর পরে, এই বয়সে!"—এলারি নিকির মত মানতে পারল না।

"তাহলে কী হতে পারে?"

"আমি জানি না।"—অথচ মেয়র স্ট্রংকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এলারি তাঁর কানে কি যেন বলল।

ডাক্তার স্ট্রং-এর ঘোষণা মত জ্যাক্সবার্গের সব কটি গাড়ি, যা নাকি সংখ্যায় প্রায় একশ হবে ঠিক দুটোর সময় মিছিল করে যাত্রা শুরু করল।

নিকি দেখল যে তাকে একেবারে প্রথম গাড়িটিতেই তুলে দেওয়া হল—পুরনো কিন্তু বেশ চকচকে, মাথা ঢাকা দেওয়া যায় খোলাও যায় এমন একটা গাড়ি, যা এই অনুষ্ঠানের জন্য লিউ ব্যাগুলি দিয়েছেন। সে দেখল, সামনের আসনে বসে আছেন এক প্রাচীন ব্যক্তি-সেনাদলের টুপির ভারে মাথাটা নুয়ে পড়েছে। গাড়ির চালক এবং একজন ভীম দর্শন, লোহিত-স্কন্ধ ও নিষ্ঠুর-বদন ব্যক্তির মাঝখানে ঐ বৃদ্ধ জাচ্ বিগেলো তাঁর নড়বড়ে দেহখানি সোজা করে ধরে রেখেছেন। নিকি অনুমান করল যে ঐ যুবকটি ঐ বৃদ্ধ জাচ্ বিগেলোর নাতি এ্যাণ্ডি। নিকি মুখ ঘুরিয়ে পতাকার ফাঁক দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল যে, কালো ঘোমটা মাথায় সিসি চেজ্ দ্বিতীয় গাড়িটায় একজন গাঁট্টাগোট্টা মহিলার কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদছে। নিউ ইউর্কের মহিলাটি সামনের গাড়ির পিছনের আসনে ফুলে ঢাকা পতাকার পাশে এলারি ও মেয়র স্ট্রং-এর মাঝখানে বসে দুই বিগেলোর কাঁধের দিকে তাকিয়ে রইল, যাদের সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছে।

এলারি খুবই শ্রদ্ধাশীল ও অমায়িক। এমন কি ঐ গোঁয়ার গোবিন্দ নাতিটির প্রতিও। সে সামনের দিকে ঝুঁকে লোমশ কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'শ্রীযুক্ত বিগেলো, আপনার দাদুকে কী বলে সম্বোধন করব? সেনাদলে তাঁর পদমর্যাদা ভুল বলতে চাই না।'

এ্যাণ্ডি বিগেলো চিৎকার করে বলল, "দাদু ছিলেন 'জেনারেল'—তাই না দাদু?" সে দাদুর দিকে তাকাল, কিন্তু দাদুটি তখন তাঁর কোলের ওপর একটা জীর্ণ বাঁশি রাখার থলি ধরে গর্বিত ভংগিতে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছেন। নাতিটি নীচু গলায় গোপন কথা প্রকাশ করার ঢং-এ বলল, "উনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন সাধারণ সৈনিক হিসেবে, কিন্তু এ-কথা বলা উনি পছন্দ করেন না।"

এলারি বলল, "জেনারেল বিগেলো?"

বৃদ্ধ কম্পমান মাথাটি ঘুরিয়ে দেখে বললেন, "হ্যাঁ, বল, বাছা, আর একটু স্পষ্ট করে বল।"

এলারি চিৎকার করে বলল, 'জেনারেল বিগেলো? এখন তো সব টাকাটাই আপনার—আপনি ওটা দিয়ে কী করবেন?"

"এ্যাঁ? টাকা?"

এ্যা'ডি বিগেলো চিৎকার করে বলল, 'গুড্‌নেস, দাদু—ওরা নিউ ইয়র্কে বসেও জেনে ফেলেছে। উনি জানতে চাইছেন, ঐ টাকাটা দিয়ে আপনি এখন কী করবেন?"

মনে হ'ল বৃদ্ধ খুব মজা পেয়েছেন। বললেন, "তাই বুঝি? আমি কথা বলতে পারছি না, এ্যা'ডি, আমার ঘাড় ঘোরাতে লাগছে!'

এলারি আরো চেঁচিয়ে বলল, "কত টাকা, জেনারেল?"

বৃদ্ধ জাচ্ আড়চোখে তাকে দেখে নিয়ে বললেন, "তুমি তো ভারী কৌতূহল প্রবণ ছোকরা হে, এ্যাঁ!' তারপর খসখসে গলায় বললেন, "শেষ আমরা যখন শুনেছিলাম—ক্যালেব্, এ্যাব্ আর আমি—তা প্রায় দশ লক্ষ ডলার হয়েছিল হ্যাঁ, মশাই, দশ লক্ষ ডলার!' তারপর বাঁ চোখ বুঁজিয়ে বললেন, 'দেখই না কী হয়, একটু অপেক্ষা কর—ঐ বুদ্ধিমান বাবুদের আর সন্দেহ বাতিকগ্রস্তদের চোখ কপালে উঠে যাবে।"

এ্যা'ডি বিগেলো দাঁত বার করে হাসল। নিকির ইচ্ছে হচ্ছিল ওর গলাটা টিপে ধরে!

নিকি নীচু গলায় ডাক্তার স্ট্রংকে বলল, "সিসির কাছে শুনলাম যে এ্যাব্‌নার্ চেজ্ বলেছিলেন, দু লক্ষ ডলার।'

মেয়র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'জাচ্ প্রত্যেক বারই টাকার অংকটা একটু করে বাড়িয়ে বলেন।'

জাচ্ বিগেলো তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, "তোমার কথা আমি শুনতে পেয়েছি। মার্টিন স্ট্রং—একটু অপেক্ষা কর দেখিয়ে দেব কে বেশি ঢাক পেটায়।'—বলার সময় জাচ্ হঠাৎ তার ঘাড়টা এমন ভাবে ঘোরালেন যে নিকি আঁতকে উঠল, এই বুঝি ঘাড়টা মট্ করে ভেঙে যায়!

ডাক্তার স্ট্রং বিনীত ভাবে নিবেদন করলেন "ঠিক আছে, জাচ্। আপনার দম বাঁশি বাজাবার জন্য জমিয়ে রাখুন।"

জাচ্ বিগেলো খ্যাক খ্যাক করে হাসলেন ও কোলের উপর বাঁশির ব্যাগটা ধরে গর্বিত ভংগিতে সামনের দিকে তাকালেন, ভাবটা এই যেন তর্কে তাঁরই জয় হয়েছে।

এলারি আর কোন কথা বলল না। কে জানে কেন, সে বৃদ্ধ জাচ্-এর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাঁর পার্শ্ববর্তী নাতি এ্যা'ডির দিকে তাকিয়ে রইল—আর এ্যা'ডি ফাঁকা গ্রামের মাঠে অদৃশ্য দর্শকদের দিকে তার দাঁত-বার করা হাসি উপহার দিতে দিতে চলল—যেন সেও জিতে গেছে, কিংবা জয়ের পথে।

রোদ বেশ চড়া। পুরুষরা তাদের কোট খুলে ফেলেছিল—আর মহিলারা তাদের রুমাল বা পাতলা বই দিয়ে হাওয়া খাচ্ছিল। স্মরণ দিবসের সংগীত শুরু হ'ল।

"আমাদের জীবিতদের আত্মনিয়োগ করতে হবে দেশের কাজে,
যেমন করেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষগণ,
তাঁদের মৃত্যু যেন অর্থহীন না হয়,—

ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই দেশ আর
আমাদের জনগণের সরকার
যেন চিরজীবী হয়।
সৈন্যদল —তৈরী হও—অস্ত্র নাও হাতে।"

এদিকে গান শুরু হয়েছে ওদিকে শিশুর দল ছিটকে চলে গেছে কবরখানায় বিভিন্ন স্মৃতি সৌধের আনাচে কানাচে -তাজা ফুল দিয়ে সাজান হয়েছে সব স্মৃতি মন্দির — শিশুদের মায়েরা শিশুদের তাড়া করছেন, যাতে গোলমাল না হয়। ছোট ছোট জাতীয় পতাকা প্রত্যেকটি স্মৃতি সৌধের উপর পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। পতাকা ও রঙিন কাগজে সজ্জিত গৃহযুদ্ধের স্মারক মঞ্চে পুরোপুরি সেনাধ্যক্ষের পোশাকে দাঁড়িয়ে স্মারক প্রস্তর ফলকগুলির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার স্ট্রঃ ভরাট গলায় সম্মেলক সংগীতে গলা মেলাচ্ছেন। আমেরিকার সেনাবাহিনীর জ্যাক্সবার্গ অঞ্চলের জনৈক সেনা মেয়রও জনতার মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ সাট সেনাদল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কবরখানার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধ জাচ্‌ বাঁশির থলিটি হাতড়াচ্ছেন—বাঁশিটি থলি থেকে বের করতে পারছেন না।

বৃদ্ধের নাতি বলল, "এই যে, দিন আমি বার করে দিই।"

মেয়র ধীর ভাবে বললেন, "ওঁকে ছেড়ে দাও এ্যান্ডি,—আমাদের কোন তাড়া নেই।"

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ নিজেই থলি থেকে বাঁশিটা বার করলেন। এটা সেনাদলের একটা পুরনো 'বিউগ্‌ল্‌' —জাচ্‌ বিগেলোর মতই পুরনো -অনেক জায়গায় টোল খাওয়া, চটা-ওঠা। বৃদ্ধ বাঁশিটা তুললেন তাঁর বিবর্ণ ঠোঁটের কাছে। এখন তাঁর হাত আর কাঁপছে না। শিশুরাও আর কোলাহল করছে না। সেনাদল আরো নিয়ম মাফিক দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ এখন বাঁশিটি বাজাতে শুরু করলেন।

অবশ্য একে ঠিক বাজান বলে না। তিনি বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছিলেন এবং ফাটা কাঁসরের আওয়াজ বেরোচ্ছিল। মাঝে মাঝে তিনি ফুঁ দিচ্ছেন অথচ কোন আওয়াজই বেরোচ্ছে না। তাঁর ঘাড়ের গলার শিরাগুলো ফুলে উঠল —মুখের রঙ জমাটে হয়ে গেল। কখনো বা তিনি বাঁশির মুখটা চুষছেন—টানছেন আবার ছাড়ছেন, যাতে মুখের কাছে জমে থাকা থুতু বেরিয়ে যায়। কিন্তু তবু তিনি বাজিয়ে চলেছেন এবং সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে। যেন এই বিচিত্র শব্দের সমাহারই এক সুমিষ্ট সংগীত।

তারপর হঠাৎ বাঁশি আর বাজল না। বৃদ্ধ জাচ্‌ বিগেলোর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গেটিসবার্গের বাঁশিটি শেষে একটা ছোট্ট শব্দ করে মঞ্চের উপর পড়ে গেল।

ক্ষণিকের জন্য সব কিছুই স্তব্ধ হয়ে গেল -শিশুদের সামান্যতম নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে গেল, মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও। তারপর শুরু হল আতংকের গুঞ্জন, আর নিকি যে এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সব অনুভব করার চেষ্টা করছিল,

হঠাৎ সে কোন এক অজ্ঞাত কারণে চোখ খুলেই দেখল যে, জ্যাক্সবার্গের প্রবীণ যোদ্ধা ডাক্তার স্ট্রং ও এ্যান্ডি বিগেলোর পায়ের কাছে পড়ে গেলেন।

জাচ্ বিগেলোর দেহ স্মরণ দিবসের মঞ্চ থেকে এ্যান্ডি বিগেলোর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে একটি ঘরে একটা লম্বা বেঞ্চের ওপর বৃদ্ধ শায়িত—একটা তালি-দেওয়া কাঁথা দিয়ে তাঁর দেহটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার স্ট্রং মৃত দেহের পাশেই একটি দোলনায় বসে আছেন—এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর বয়স অনেক বেড়ে গেছে। বাড়ির অন্যত্র মহিলাদের গুঞ্জন ও শিশুদের ছোটাছুটি চলছে কিন্তু এই ঘরে ভীড় নেই।

এলারি বলল, "প্রথম বার আপনার অনুমানই ঠিক ছিল, ডাক্তার।"

ডাক্তার স্ট্রং বিড়বিড় করে বললেন "এ আমারই দোষ। গত বছরে আমি ক্যালেবের মুখ পরীক্ষা করে দেখিনি বাঁশিটার মুখও না।"

এলারি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ডাক্তার এ বিষ ধরা খুব সহজ ছিল না। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাই এত হাস্যকর। 'অটপ্সি' করলে আপনি জানতে পারতেন, কিন্তু আপনি কী করবেন? এ্যাটওয়েলরা তো আপনার সন্দেহ হেসেই উড়িয়ে দিল!"

ডাক্তার স্ট্রং বললেন "ওরা সবাই চলে গেলেন তিনজনই। তারপর হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "কে ওঁদের বাঁশিতে বিষ মেশাল?"

এ্যান্ডি বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে সন্দেহ করবেন না—যে কেউ করতে পারে ডাক্তার।'

মেয়র চিৎকার করে উঠলেন, "কী বললে এ্যান্ডি? যে কেউ! যখন ক্যালেব এ্যাট-ওয়েল মারা গেলেন, জাচ্ বাঁশিটা নিয়ে এলেন, তারপর থেকে এই এক বছর ওটা এই বাড়িতেই আছে!'

এ্যান্ডি অনমনীয় ভংগীতে বলল, "হ্যাঁ, তবু বলছি যে কেউই পারে। বাঁশিটা উনানের ওপরের দিকে ঝোলান ছিল। রাত্রি বেলায় যে কেউ এসে বিষ মাখিয়ে দিতে পারে। সে যাই হোক্, ক্যালেব্ মারা যাওয়ার আগে তো বাঁশিটা এ বাড়িতে ছিল না ক্যালেবের কাছেই ছিল। তার বাড়িতে বাঁশিতে বিষ মিশিয়ে ছিল কে?"

এলারি ধীরে ধীরে বলল "ডাক্তার, এ ভাবে আমরা কিছুই জানতে পারব না—তা, বিগেলো, গৃহযুদ্ধের সময় পাওয়া গুপ্তধন কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে, তা কি আপনার ঠাকুর্দা কিছু বলেছিলেন?'

এ্যান্ডি ঠোঁট চাটল, চোখ পিট্‌পিট্ করল, যেন তার কাছ থেকে অর্ধেক স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়ে গেছে, তারপর বলল, "ধরুন বলেছেন—তাতে আপনার কী?'

"এই খুনগুলোর পিছনে ওই টাকাটার হাত আছে, বিগেলো।"

এ্যান্ডি বুক চিতিয়ে বলল, "না, আমি এ বিষয়ে কিচ্ছু জানি না। তবু সে টাকাটার ওপর আর কারো কোন দাবি থাকতে পারে না—যা কিছু দাবি তা আমারই। যখন এ্যাব্ চেজ্ মারা গেলেন, শেষ জীবিত ব্যক্তি হিসাবে আমার ঠাকুর্দাই ওই টাকার

মালিক হলেন। আমি তাঁর উত্তরাধিকারী সুতরাং ও টাকা এখন আমার।"

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। বললেন, "এ্যাণ্ডি, তুমি জান টাকাটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বল, কোথায় ?"

"আমি কোন কথা বলব না বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।'

ডাক্তার ধীর ভাবে বললেন, "জ্যাক্সবার্গে আমিই আইন শৃঙ্খলার রক্ষক, এ্যাণ্ডি—আর এটা একটা খুনের ব্যাপার বল, কোথায় আছে সেই গুপ্তধন ?"

বিগেলো হাসল।

এলারি বলল, "আপনি জানতেন না, বিগেলো—তাই না ?"

বিগেলো আবার হাসল—বলল, "অবশ্যই না। দেখলেন তো ডাক্তার? উনি তো আপনার দিকেরই লোক উনিও বলছেন, আমি জানি না।'

এলারি বলল, "মানে এই কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত জানতেন না।"

বিগেলোর মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, "এ আবার আপনি কী বলছেন ?"

"আজ সকালে ডাক্তার স্ট্রং-এর কাছে এ্যাবনার চেজ-এর মৃত্যুর খবর পাবার পরই জ্যাচ বিগেলো একটি বার্তা লেখেন।"

বিগেলোর মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করল।

এলারি আবার বলল, "এবং আপনার ঠাকুর্দা ওই বার্তাটি একটি খামে পুরে গালা দিয়ে এঁটে দেন।"

বিগেলো কঁকিয়ে উঠল, "আপনাকে কে বলেছে এ-সব কথা ?"

"আপনারই কোন সন্তান। এবং, আপনার ঠাকুর্দার মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি ফেরার পর প্রথমেই আপনি চুপি চুপি ওঁর-শোবার ঘরে গিয়ে সেই খামটা হাতিয়েছেন। ওটা দিয়ে দিন।"

বিগেলো দুই হাত মুষ্টিবন্ধ করল। তারপর হেসে বলল, 'ঠিক আছে, আমি আপনাদের দেখাব। কাঁচ কলা হবে আমার!—আপনারাই মাটি খুঁড়ে টাকাটা বার করে আনবেন আমার জন্য। —আমার ভয়টা কিসের? আইনত টাকাটা আমার। এই নিন—দেখুন—উনি নিজের হাতে আমার নাম লিখেছেন খামের ওপর।"

সত্যিই তাই। খাম খুলে পাওয়া গেল একটা ছোট্ট লিপি—একই কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা!

'প্রিয় এ্যাণ্ডি, অ্যাব চেজ চলে গেল—এখন আমার যদি কিছু হয়, তাই টাকাটা কোথায় আছে বলি—এত বছর ধরে টাকাটা একটা লোহার বাক্সে ছিল, সেই বাক্সটা কালেব অ্যাটওয়েলের কফিনে পুরে দিয়েছি—তুমি আমার প্রিয় নাতি—তুমি আমার অনেক দেখাশোনা করেছ—তাই তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি। ইতি-আশির্বাদক জ্যাচ বিগেলো।"

ডাক্তার স্ট্রং-এর গলা বুজে এল, "ক্যালেবের কফিনে ?"

এলারি নির্বিকার বলল, 'ডাক্তার, কবর খ্ৰুঁড়ে মৃতদেহ বার করার আদেশ পেতে কত সময় লাগবে ?"

ডাক্তার বললেন "একটুও দেরী হবে না। আমিই এই জেলার উপ-করোনার।"

কিছু লোকজন নিয়ে ও'রা কবরখানায় চলে গেলেন। সন্ধ্যার মরে-আসা আলোয় ক্যালেব্ এ্যাট্‌ওয়েলের কফিন খুলে দেখা গেল তার দুই হাঁটুর মাঝখানে একটা চৌকোণা লোহার বাক্স-আংটা দেওয়া আছে, কিন্তু তালা নেই। মেয়র-পুলিশ কর্তা উপ-করোনার, ডাক্তার স্ট্রং টানটান হয়ে বাক্সের ঢাকনা খুলে ধরলেন। দেখা গেল ছাতা-ধরা হাজার হাজার ডলারের নোট।

পুরোটাই অচল স্বদেশী টাকা।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই এ্যাণ্ডি বিগেলোও চুপচাপ।

এলারি বলল, "খুবই যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার। ও'রা দক্ষিণ দেশের এক প্রাচীন অট্টালিকার 'সেলারে' টাকাটা পেয়েছিলেন—সেখানে আমাদের উত্তরের টাকা পাবার কথা নয়। যুদ্ধের পরে যখন মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে ও'রা টাকাটা জ্যাক্সবার্গে এনেছিলেন তখনো ও'দের আশা ছিল হয়ত এর কিছু দাম হতে পারে। পরে যখন জানলেন যে এর কোন দামই নেই, তখন ভাবলেন এ নিয়ে একটু রসিকতা করা যাক্। মোটামুটি, ১৮৬৫ থেকেই তিন বুড়োর এই তামাসাটা চালু হ'ল। যখন ক্যালেব্ মারা গেলেন, বাকী দুই বুড়ো ভাবলেন যে ক্যালেবের কাছে টাকাটা চিরকালের মত গচ্ছিত রেখে ওপারের প্রথম যাত্রীকে সম্মান দেখানো হোক। সুতরাং কফিনের স্ক্রু আঁটবার আগে কোন একজন সবার অলক্ষ্যে লোহার বাক্সটা ওর ভিতর চালিয়ে দিলেন। আর শেষকালে জাচ্ যে তাঁর প্রিয় নাতিকে টাকাটার উত্তরাধিকার দান করে গেলেন,—ওই প্রিয় নাতিটি যে কী রত্ন তা এই এক দিনেই আমি বুঝে ফেলেছি,—এটা ওই বৃদ্ধের শেষ তামাসা!"

উপস্থিত সবাই মুখ টিপে হাসল—মৃতদেহটি কেবল নিরানন্দ চোখে তাকিয়ে থাকল এ্যাণ্ডি বিগেলো মৃতদের উদ্দেশে গাল পাড়ল, এবং হতবুদ্ধি ডাক্তার স্ট্রং বললেন, "তাহলে এই হত্যার কিনারা কী করে হবে, শ্রীযুক্ত কুইন ?"

এলারি বলল "হবে ডাক্তার, হবে।" তারপর ভিন্ন সুরে বলল, "ক্যালেব্‌কে আবার কবরে শুইয়ে দেওয়া যাক—পরে 'অটাপ্সির' জন্য আপনি ফের খ্ৰুঁড়ে বার করার আদেশ দেবেন, ডাক্তার, এবং তখন এই জোড়া হত্যার কিনারা হয়ে যাবে।"

সন্ধ্যায় সিসি চেজের বাড়িতে এই রহস্য উন্মোচনের জন্য সভা বসল—কারণ এই বাড়িটা গ্রামের প্রায় কেন্দ্রস্থলে। এ্যাণ্ডি বিগেলো এখনো উদ্‌ভ্রান্তের মত লোহার বাক্সটা জড়িয়ে ধরে আছে। এলারি, নিকি, ডাক্তার স্ট্রং, সিসি ও এ্যাণ্ডি গাড়ি বারান্দায়—লিউ ব্যাগলি, বিল ইয়োডার ও গ্রামের প্রায় সকলেই সামনের উঠোনে বা এপাশে ওপাশে জড়ো হয়েছিল। এই গ্রামের জীবনে বলার মত একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল—তাই সান্ধ্য আকাশে একটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছিল।

এলারি বলল, "কোন কৌশলও নয়, ঠাট্টাও নয়, যদিও যে দুজন মানুষ খুন হলেন তাঁদের এতই বয়স হয়েছিল যে, যমরাজ অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রহস্যের মীমাংসা ওই তিন বৃদ্ধেরবংশ নামের আদ্যক্ষরের, অর্থাৎ এ বি. সি-র মতই সরল। আচ্ছা, ওই গুপ্তধনের যে কোন মূল্যই নেই এটা কে কে জানতেন? কেবলমাত্র ওই তিন বৃদ্ধই। সুতরাং ওই তিনজনের কেউ গুপ্তধনের লোভে অন্য কাউকে খুন করবেন না। যার মনে হয়েছিল গুপ্তধনটি প্রকৃতই মূল্যবান, এবং সে আইনত তা দাবি করতে পারে একমাত্র তার মাথায়ই এই খুনের পরিকল্পনা আসতে পারে। যদিও কাল পর্যন্ত কেউ জানত না, টাকাটা কোথায় লুকানো আছে।

"যে-শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে সেই সবটা পাবে এই শর্তটি একটা অসার আড়ম্বর ছাড়া কিছুই নয়—এটা ক্যালেব্-জাচ্-এ্যাব্‌নারের নিছক মজা এবং গ্রামের লোকদের কাছে রহস্যের জাল বোনা মাত্র। কিন্তু খুনী তা বোঝে নি—সে সমস্ত গল্পটাই সত্যি ভেবেছিল—নাহলে সে খুনের পরিকল্পনা করত না।"

"এই তিন বৃদ্ধের মধ্যে যিনি শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি মারা গেলে এ সম্পত্তিটা আইনত কার হ'ত?"

ডাক্তার স্প্রিং দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "শেষ মৃতের উত্তরাধিকারীর।"

"কে সে?"

"জাচ্ বিগেলোর নাতি এ্যান্ডি" বলে জ্যাক্সবার্গের মেয়র কঠিন দৃষ্টিতে এ্যান্ডির দিকে তাকালেন জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল—এ্যান্ডি সিসির পিছনে দেওয়াল ঘেঁসে রইল, যেন তার সমর্থন চাইছে—সিসি ওর দিকে তাকিয়ে সরে গেল ও কণ্ঠে ঘৃণা মিশিয়ে বললে "তুমি ভেবেছিলে গুপ্তধন প্রকৃতই মূল্যবান, তাই তুমি ক্যালেব্ এ্যাট্-ওয়েলকে ও আমার দাদুকে খুন করলে যাতে তোমার ঠাকুর্দা গুপ্তধনের মালিক হয়ে যান। আর তারপর তাঁকেও খুন করলে যাতে তুমিই তা আইন সংগত ভাবে পেতে পার।"

নিকি বলল, "ঠিক তাই, এলারি।"

"দুঃখের বিষয়, ঠিক তাই নয়। তোমরা সবাই জাচ্ বিগেলোকে ওই তিনজন বৃদ্ধের মধ্যে শেষ মৃত্যু পথযাত্রী বলে ধরে নিয়েছ—"

"সেটাই তো ঘটনা!" নিকি বিস্মিত হয়ে বলল।

এলারি বলল, "আক্ষরিক অর্থে তা-ই বটে। কিন্তু তোমরা সবাই ভুলে গিয়েছ যে এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলশ্রুতি। আজ সকালে এ্যাব্‌নার্ চেজ্ যখন মারা গেলেন, তাঁর মৃত্যু কি বিষপ্রয়োগে বা বলপ্রয়োগে হয়েছিল? না। ডাক্তার, আপনি নিশ্চিত যে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে—বিষপ্রয়োগে বা অন্য কোন অস্বাভাবিক উপায়ে নয়। যদি এ্যাব্‌নার্ চেজ্ আজ সকালে মারা না যেতেন তাহলে আজ সন্ধ্যায় তিনিই শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন ওই তিন বৃদ্ধের মধ্যে। গত বছরে যেমন ক্যালেব এ্যাট্‌ওয়েল বাঁশিতে মুখ ঠেকিয়ে মারা গিয়েছিলেন। এ বছরে

আজ বিকেলে জাচ্ বিগেলোও বাঁশিতে মুখ ঠেকিয়ে ঠিক তেমনি ভাবেই মারা যেতেন— এবং এই মুহূর্তে এ্যাবুই হতেন শেষ জীবিত বৃদ্ধ।

'আর এ্যাব্ চেজ্ যখন অন্য দুই বৃদ্ধের সংগে মিলিত হবার জন্য পরপারের উদ্দেশে যাত্রা করতেন, তখন সেই গুপ্তধনের মালিক হ'ত এই মেয়েটি যে এ্যাব্ চেজের একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

সংকুচিত সন্ত্রস্ত সিসি চেজকে ধরে এলারি বলল, 'সিসি, তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছিলে।' জ্যাক্সবার্গের সম্মোহিত জনতার সামনে এলারি আরও বলল, 'তুমি গুপ্তধনের গল্পটা বিশ্বাস কর নি এমন ভাব দেখিয়েছিলে—কারণ, জাচ্'এর যখন বিষপ্রয়োগে মারা যাবার কথা তার আগেই তোমার দাদু মারা গেলেন, এবং তুমি আর ওই বিশাল গুপ্তধনের মালিক হতে পারলে না।'

জ্যাক্সবার্গ থেকে ফেরার পথে পঁচিশ মাইল পর্যন্ত নিকি একটিও কথা বলে নি। তারপর সে বলল, এখন গেটিসবার্গের বাঁশি বাজাবার আর কেউ রইল না,—'এই কথা বলে সে অন্ধকারের মধ্যে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে রইল।

* * *

দি গেটিস বার্গ বিগ্‌ল

অনুবাদক ঃ শ্রীনিতীশ মুখোপাধ্যায়



আগাথা ক্রিস্টি

সিগারেটের ধোঁয়াতে ঘরটি আচ্ছন্ন। অ্যাসট্রেতে সিগারেটের টুকরো আর ছাই ভর্তি হয়ে গেছে।

টেবিলের উপর একটি টেলিগ্রাম পড়ে আছে।

এরকুল পোয়ারো টেলিগ্রামটি সম্বন্ধে ভাবছে।

শান্তশিষ্ট চেহারার ছোট খাটো মানুষ হোলো এরকুল পোয়ারো।

টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছেন মিসেস্ পার্কার। এরকুলকে জরুরী কারণে দেখা করতে-ডাকছেন।

বিশিষ্ট প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিদ জোন্স পার্কারের স্ত্রী হলেন মিসেস পার্কার। পোয়ারোর মনে পড়ল যে, সম্প্রতি জোন্স পার্কার এক অভিযাত্রী দল নিয়ে মিশরে গেছেন প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে।

এরকুল আর দ্বিধা না করে মিসস্ পার্কারের বাড়ীর সন্ধানে রওনা হয়ে গেলেন।

এরকুল মিসেস্ পাকারের বাড়ী পৌছে গেলেন।

ড্রয়িং রুমে যেয়ে বসলেন।

বিপরীত দিকে মিসেস্ পার্কার ও তার পুত্র এডয়ার্ড বসল।

মিসেস্ পার্কারের নীলাভ চোখ দুটি উদ্বেগাকুল।

ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার যুবক হোলো এডওয়ার্ড।

মিসেস্ পার্কার জানালেন যে, তার স্বামী তিন মাস আগে মিশর গিয়েছিল অথচ এতদিন হয়ে গেল কেবল টেলিগ্রামও আসছে না। খবরও আসছে না। মিসেস্ পার্কার এই অবস্থায় এরকুলকে অনুরোধ করলেন এডওয়ার্ডকে সংগে নিয়ে মিশরে যেতে।

পোয়াবো সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলেন।

এককাপ কফি খেয়ে মনঃস্থির করে ফেললেন।

এড ওয়ার্ডকে তৈরী হতে বলে উঠে এলেন।

এরকুল পোয়ারো ও এডওয়ার্ড কায়রো এয়ারপোর্টে পৌছিয়ে গেলেন।

এয়ারপোর্টে পৌছিয়ে পোয়ারো জোন্স পার্কারের প্রত্নতত্ত্ব অভিযানের দলটি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে নিলেন।

এরকুল পোয়ারো দেখলেন যে, অভিযান দলটিতে মোট সাত জন আছে।

ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাসসিয়েট হিস্টির উদ্যোগে অভিযানটির ব্যবস্থা করা হয়।

গত জুন মাসে দলটি এখানে এসে উপস্থিত হয়।

দলে আছেন ডক্টর জোন্স পার্কার। ডাক্তার রিচার্ড। এছাড়াও দলে আছেন দু'জন তরুণ গবেষক হ্যাবল্ড এবং বেনহ্যাম। একজন তরুণী স্টেনো। নাম বারবারা। এছাড়াও আছে দু'জন পরিচাবক স্মিথ ও ইভম।

তখন ক্রমশ' বিকেল শেষ হয়ে আসছে। কায়রো এয়ারপোর্ট থেকে জিপে করে এরকুল পোয়ারো ও এডওয়ার্ড তাঁবুর দিকে রওনা হয়ে গেল।

ঝড়ের বেগে জিপ ছুটে চলল। সন্ধ্যে গড়িয়ে আকাশে তারা ফুটে উঠল। স্থানীয় দু জন পরিচারকের সহায়তায় এরকুলকে তাঁবু খুঁজে নিতে অসুবিধা হোলো না। জিপ তাঁবুতে পৌছে গেল। জীপ থেকে নেমে এরকুল পোয়ারো ডাক্তার রিচার্ডের সঙ্গে আলাপ করলেন। ডাক্তার রিচার্ড মধ্য বয়সী ভদ্রলোক। চোখে ভারী লেন্সের চশমা।

কথা বলে মনে হয় গভীর জলের মাছ। এরকুল পার্কারের কথা জিজ্ঞেস করলেন। সব চোখ মুখ থম থম করে দাঁড়িয়ে থাকল। কারও মুখেই কোন কথা নেই।

ডাক্তার রিচার্ড বললেন, গত ১৭ই আগষ্ট তিনি হঠাৎ মারা যান। মারা যাবার বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে মনে হয় এক ধরনের বিষাক্ত মশার কামড়েই জোন্স পার্কারের মৃত্যু হয়।

এরকুল খবরটি শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। ষাট বছরের প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি। যার জন্য এই নির্মম পরিণতি সেই গবেষণা আত্মপ্রকাশ করলে পৃথিবী জোড়া খ্যাতি ও সম্মান পেতেন।

এডওয়ার্ড বাবার এই মর্মান্তিক পরিণতিকে অনেক কষ্টে মেনে নিলেন।

এডওয়ার্ড তার মাকে তার পাঠিয়ে দিয়ে বাবার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সবাই বেশ কয়েকটি তাঁবুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

এডওয়ার্ড সিগারেট ধরিয়ে চিন্তাকুল মুখে বসে আছে।

আগামীকাল সকালে অভিযাত্রী দলটি আরও গভীর মরুভূমিতে অজানা তথ্যকে জানতে যাবে।

সেখানে এখনও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। সকাল হোলো।

সবাই তৈরী হয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল।

সকালের কুয়াশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

সঙ্গে আছে স্থানীয় দু'জন কুলি। জিপ ছুটে চলল।

একটা জায়গাতে এসে জিপ থেমে গেল। সবাই একে একে জিপ থেকে নেমে এল। সামনে এক বিরাট পিরামিড।

পিরামিডের পাশ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গের মতন পথ। মাকড়সার জাল ও অন্ধাকারে ঘেরা।

সবার প্রথমে টর্চ জ্বালিয়ে এগিয়ে চললেন ডাঃ রিচার্ড।

তার পিছনে পোয়ারো।

পোয়ারোর পিছনে এডওয়ার্ড।

হঠাৎ, অন্ধকারে কানের কাছে বারবার ফিস ফিস্ করে পোয়ারোকে বলে গেল আজ রাত নটাতে দেখা করতে।

এরকুল পোয়ারো মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল বেনহ্যান কান খাড়া করে কথাগুলো শুনল।

বারবারার বয়স সাতাশ। সুশ্রী।

কি কথা বারবারা বলতে চায় সে কথাই এরকুলের মাথাতে ঘুরতে থাকে।

পর পর পাশাপাশি সাজানো মমি।

পৃথিবী থেকে বহু বহু বছর আগে রাজারা চলে গেছেন কিন্তু এখনও তারা অবিকৃত আছে মমির মধ্যে।

তাদের প্রিয় মনিমুক্তোও আছে তাদের পাশে। বারবারা সব কিছু দেখছে ও নোট নিচ্ছে। অভিযাত্রী দলটি সন্ধ্যের মুখে তাঁবুতে ফিরে এল। মরুভূমিতে ক্রমশঃ রাত গভীর হচ্ছে। এরকুল বারবারার সংগে দেখা করার জন্য তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন।

বালির মধ্য দিয়ে খানিকটা হেঁটে যাবার পরই কি একটা পড়ে থাকতে দেখে এরকুল চমকে উঠলেন।

খানিক এগিয়ে গিয়ে দেখলেন যে, বারবারা সাদা নাইট গউন পরা অবস্থায় চিত হয়ে পড়ে আছে।

কোথাও কোন রক্তের চিহ্ন নেই।

এরকুল ভাবতে লাগল বারবারা কিভাবে মারা গেল।

পোয়ারো হাঁটুগেড়ে বসে বারবারাকে পরীক্ষা করতে লাগল।

খানিকক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে। এখনও শরীরে উষ্ণতা রয়েছে।

হঠাৎ পিস্তলের গুলির শব্দ শুনতে পেল। পোয়ারোকে লক্ষ্য করে বেনহ্যাম গুলি ছুড়ল। মুহূর্তের মধ্যে পোয়ারো নিজেকে সামলিয়ে নিল। বেনহ্যামের দিকে পোয়ারো তাকিয়ে দেখলো যে তার চোখ দু'টি পৈশাচিক হয়ে উঠেছে। বেনহ্যাম মুহূর্তে পিস্তল ঘুরিয়ে ডাক্তার রিচার্ডের দিকে তাক করলো। ডাক্তার আর্তনাদ করে উঠল। চকিতে এরকুল বেনহ্যামের হাত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিল।

পিস্তল ছিনিয়ে নেবার পরও বেনহ্যাম অসঙ্গত ভাবে হাসতে থাকল।

স্মিথ চিৎকার করে বলে উঠল এসব হোলো মিশরের অভিশাপ।

এরপর, গম্ভীর কণ্ঠে পোয়ারো বলে উঠল আরও একজন মারা গেল।

সবাই সমস্বরে বলে উনি কে, কে ?

বারবারা। এরকুল বললেন।

ক্ষনিকের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল।

ডাক্তার রিচার্ড হাঁটু গেড়ে নাটুকে ভঙ্গিতে বলে চললেন, আমরা পঞ্চম ফ্যারাও কনষ্ট্যান আজেবের প্রিয়তমা রাণী— সেলাহের মমি আমরা স্পর্শ করেছি। প্রতিশোধ নিতে তিনি ছুটে আসছেন।

ইতিমধ্যে এ্যাডয়ার্ড বেনহ্যামকে বেঁধে ফেলেছে। সে আক্রোশে ফুলছে।

হ্যারল্ড আচমকা হুমরি খেয়ে পড়েই বলতে লাগল বারবারার দেহ পাওয়া যাচ্ছে না।

অদ্ভুত সব চারিদিকে শব্দ হতে থাকল।

কোন অতৃপ্ত আত্মা বুঝি প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সবাইকে নিয়ে এরকুল পোয়ারো ডিনারে যেয়ে বসলেন।

গভীর রাত।

এরকুল একাকী যেখানে বারবারার দেহটি ছিল সেখানে গেল।

কাছেই গিয়ে দেখল বারবারার রুমাল পড়ে আছে।

ওর একপাটি চটিও পড়ে আছে।

পাশেই জিপের চাকার দাগ।

এরকুলের সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে আর দেরী হোলো না।

রাত কেটে গেল। আবার সকাল হোলো।

সবাই চা' এর টেবিলে বসেছে।

ঠিক্ হয়েছে। অভিযান শেষ না করেই সবাই ফিরে যাবে।

স্মিথ চা রেখে গেল টেবিলে

এডওয়ার্ড হাতে কাপ তুলে নেবার মুহূর্তে এরকুল বলে উঠল, ডাক্তার রিচার্ড তৃতীয় খুনটি না হয় নাই করলেন।

ডাক্তারের মুখটি রক্ত শূন্য হয়ে উঠল।

পার্কার ও বারবারার খুনের জন্য ডাঃ রিচার্ডকে গ্রেপ্তার করা হোলো।

তার সংগী হিসাবে বেনহ্যামকেও গ্রেপ্তার করা হোলো।

হ্যারল্ড, স্মিথ ও ইভনকে সন্দেহের বাইরে রাখা হয়েছে।

কায়রো থেকে প্লেন ছেড়ে দিল।

এরকুল এডওয়ার্ডকে বলতে লাগলেন, আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম যে তোমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু হত্যার পিছনের উদ্দেশ্যটাকে বুঝতে একটু সময় লাগল। তারপর, যখন বুঝতে পারলাম যে, এর পিছনের উদ্দেশ্য হোলো গবেষণাপত্র।

তখন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। জোন্স পার্কারের গবেষণাপত্র নিয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি পেতে চেয়েছিল ডাক্তার রিচার্ড। আর তার জন্যে পার্কারকে মৃত্যুবরণ করতে হোলো।

এই ঘটনার সাক্ষী ছিল বারবারা।

দলের লোকদের টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল ডাক্তার।

কিন্তু বারবারা আর ইভনকে বশে আনতে পারেনি।

চা এর সংগে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল পার্কারকে।

তার দেহটাকে বালির মধ্যে পাচার করা হয়েছিল।

বারবারা পার্কারের মৃত্যুর বিষয়টি জানত। সে আমাকে এই খবরটিই দিতে চেয়েছিল। বেনহ্যাম বিষয়টি জানতে পেরে ডাক্তার রিচার্ডকে বিষয়টি জানায়।

বারবারায় মৃত্যুর রাতে আটটার সময় তার কফির সাথে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। বিষ পান করে খানিকক্ষণ বেঁচে ছিল বারবারা। আমি যাতে ব্যাপারটা ধরে ফেলতে না পারি সেজন্য বেনহ্যামকে দিয়ে পাগলের অভিনয় করানো হয়।

এই অবসরে হ্যারল্ডকে দিয়ে জিপের সাহায্যে বারবারার মৃতদেহ সরানো হোলো।

অদ্ভুত ধরনের শব্দগুলো করা হয় টেপের সাহায্যে।

যাতে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার কাজ করছে তা বোঝানোর চেষ্টা করা হোলো।

পরের দিন সকালে আমাদেরও একই বিষে হত্যা করার চক্রান্ত করা হয়েছিল।

ডাঃ রিচার্ডের শেষ রক্ষা করা আর সম্ভব হয়ে উঠল না।

এরকুল পোয়ারোর কথা শেষ হোল আর প্লেনও লণ্ডনে এসে পৌছল।

লেখক পরিচিতি ঃ—

আগাথা ক্রিষ্টি—গোয়েন্দা গল্পের পাঠক পাঠিকা পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে আছে। এই গোয়েন্দা গল্পকে যিনি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন তার নাম হোলো স্যার আর্থার কোনান ডয়েল।

এর পরবর্তীকালে ইংরাজী সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প লিখে যিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি হলেন আগাথা ক্রিষ্টি। ইনি একজন মহিলা।

আগাথা ক্রিষ্টির গোয়েন্দা ভদ্রলোক হলেন একজন বেলজিয়ান। তার নাম হোল এরকুল পোয়ারো।

ইনি একজন ছোট খাট সৌখিন মানুষ। এর রহস্য উৎঘাটন করতে বন্দুক, রিভলবার লাগে না।

তিনি মাথা ঘামিয়েই বুদ্ধির দ্বারা সব সমস্যার সমাধান করেন।

আগাথ ক্রিষ্টির প্রথম রহস্য কাহিনী হোলো "মিষ্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার্স অ্যাট্ স্টাইলস্"। তিনি যখন এই বইটি লেখেন তখন তার বয়স মাত্র ষোল বছর। এরপর থেকে আগাথা ক্রিষ্টি একের পর এক কাহিনী লিখে যান।

এদের মধ্যে অন্যতম হোলো. "মার্ডার অব রোজার অ্যাকরয়েড্", "এন. আর. এম", "উইটনেস ফরদি প্রসিকিউশন", "মার্ডারিই নদি ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস" ইত্যাদি।

আগাথা ক্রিষ্টি তার প্রিয় গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোকে "কারটেন পোয়ারাস লাস্ট কেস' বইটিতে এরকুল পোয়ারোকে মেরে ফেলেন।

তিনি গল্পটি বহুদিন আগে লিখেছিলেন কিন্তু প্রকাশিত হয় উনিশ শত প'চাত্তর সালে।

তখন প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে ঝড় ওঠে।

পাঠকেরা এরকুল পোরারোকে মেরে ফেলাটা মেনে নিতে পারে না।

কিন্তু, প্রিয় গোয়েন্দা এরকুলের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই আগাথা ক্রিষ্টিও এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

তার, এ পৃথিবী থেকে চলে যাবার সংগে সংগে গোয়েন্দা সাহিত্যে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

উল্লেখিত গল্পটি অগাথা ক্রিষ্টির একটি বিশিষ্ট গোয়েন্দা গল্প।

* * *

অনুবাদ ঃ সুভাষ কান্তি চক্রবর্তী।



সি. এস. ফরেস্টার

'লাশটা কিভাবে পাচার করবে —সেটাই খুনীদের কাছে কঠিনতম সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বুঝলে হে?' ডঃ ম্যাথুজ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, 'অবশ্য একজন আইনজীবী হিসেবে তুমিও সে কথাটা নিশ্চয় ভাল করেই জান।'

'হ্যাঁ, তা জানি বই কি।' সংক্ষেপে উত্তর দিল স্লেড।

ড' ম্যাথুজ তো আর জানেন না যে স্লেড আপাতত এ ব্যাপারটা নিয়ে সারাক্ষণই মাথা ঘামাচ্ছে! শুধু তাই নয়, এখন নানা রকম কথার মারপ্যাচে ডঃ ম্যাথুজকে সে এই বিষয়ের আলোচনাতেই টেনে এনেছে।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম', ডঃ ম্যাথুজ আবার শুরু করলেন, 'সত্যিই এ টা একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যা। এই লাশ একেবারে গুম করে দেওয়ার কাজটা এত বেশি কঠিন যে আদৌ যে খুন করেনি সে খুন করতে যাওয়ার মতো বোকামি করতে যায় কেন, সেটাই আমি ভেবে পাই না।'

মনে মনে প্রাণভরে বন্ধুকে গালাগাল দিল স্লেড, 'দূর ছাই! একটা মানুষ যে কতখানি চরম অসুবিধের মধ্যে পড়ে খুন করতে যায়, তা তুই বুড়ো বুঝবি কি করে?'

—বাইরে অবশ্য কোনো ভাবান্তর ঘটল না তার, বরং ম্যাথুজের কথায় সায় দিয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমিও সে কথাটা প্রায়ই ভাবি।'

বন্ধুর সমর্থন পেয়ে ভারি খুশি হয়ে ডঃ ম্যাথুজ বলে চললেন, 'আরে সব সময়ে এই লাশটাই খুনীকে ধরিয়ে দেয়। বিষ খাইয়ে মারার তো কথাই নেই। বিষ যে খাওয়ায়, সে ধরা পড়বেই পড়বে। বিষপ্রয়োগের লক্ষণ খুঁজে বার করাটা তো আমার পেশার মধ্যেই পড়ে, তাই আমি জানি যে বিষ খাইয়ে আজকাল পার পাওয়া যায় না কিছুতেই—যে কোনো মাথামোটা ডাক্তারও আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে যাবে।'

'এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত'—উত্তর দিল স্লেড। বিষ দেওয়ার কোনোরকম ইচ্ছেই স্লেডের ছিল না।

ডঃ ম্যাথুজ তাঁর মতামতটাকে বেশ জোরদার করে তোলার জন্য আরো বললেন, 'অন্য একটা উপায় আছে। তা হলো এমন ভাবে ব্যাপারটাকে সাজানো যে খুনটাকে আত্মহত্যা বলে মনে হয়। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় না। আত্মহত্যা করার ঘটনা ঘটলেই লাশটাকে এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয় যে শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা আসলে কি তা বেরিয়ে পড়ে তুমি তো নিজে একজন আইনজীবী, স্লেড। তুমি নিশ্চয়ই এরকম ঘটনার কথা অনেক পড়েছ এবং সব ক্ষেত্রেই খুনীর ভাগ্যে কি ঘটেছে—তা-ও জানা আছে তোমার।'

ডঃ স্লেড আবার ডঃ ম্যাথুজের কথায় সম্মতি জানাল। সত্যি সত্যিই সে এই বিষয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে, এবং সব দিক ভেবে স্প্যালডিং ছোকরার খুনটাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর কোনোরকম চেষ্টাই করবে না বলে ঠিক করেছে।

'তাহলে আমরা সেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই ফিরে এসেছি, অর্থাৎ লাশ পাচার করার সমস্যায়'—ডঃ ম্যাথুজকে যেন আজ কথার নেশায় পেয়ে বসেছে। 'আরো একটা উপায় অবশ্য আছে, সেটা হলো লাশটাকে পুরোপুরি হাওয়া করে দেওয়া। কিন্তু সেরকম কিছু করা অসম্ভব বললেই চলে।'

স্লেড আরো একবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল বটে, কিন্তু মনে মনে খুব একচোট হেসে নিল। স্প্যালডিং-এর লাশটাকে পুরোপুরি গায়েব করে দেওয়ার একটা নিখুঁত উপায় সে ছকে রেখেছে। মুখে অবশ্য সে কিছুই বলল না ডঃ ম্যাথুজের বাক্যস্রোত একমনে শুনে যেতে লাগল—'একটা মানুষের গোটা দেহটা পুরোপুরি হাওয়া করে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। অসকার ওয়াইল্ড তাঁর 'ডোরিয়ান গ্রে' বইখানায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নরদেহ একেবারে নিঃশেষে গলিয়ে দেওয়ার কাহিনী শুনিয়েছেন বটে। কিন্তু একজন ডাক্তার ও রসায়নবিদ্ হিসেবে আমি জোর করে বলতে পারি, বাস্তবে কাজটা অত সহজ নয় বরং খুবই জটিল, সোজা কথায় 'অসম্ভব'। সব মিলিয়ে একটা মানুষের শরীরের আকৃতি, পরিমাণ ও ওজন তো কম নয়। তার ওপর জিনিসটা আবার দ্রুত পচনশীলও বটে। দেখ না, বাক্সের মধ্যে, কয়লার গুদামে, ট্রেনের কামরায়—কত সময়

কত লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। যত চেষ্টাই কর, একটা গোটা লাশকে পুরোপুরি লুকিয়ে ফেলা বাস্তবে কিছুতেই সম্ভব হবে না। কি, ঠিক বলিনি '

স্লেড মনে মনে বন্ধুকে টিটকিরি দিয়ে উঠল, 'পারা যায় না। হুঁ। কে বলেছে, পারা যায় না?' মুখে অবশ্য সে উত্তর দিল, 'ঠিকই বলেছ নিশ্চয়ই। তবে কিনা, আমি এসব বিষয়ে নিয়ে কখনো মোটে চিন্তাই করিনি।'

ডঃ ম্যাথুজ স্লেডের কথায় সায় দিলেন সঙ্গে সঙ্গে, 'না না, সে তো বটেই। তুমি হঠাৎ এসব নিয়ে ভাবতে যাবেই বা কেন। তবে একটা কথা বলছি তোমাকে। যদি সত্যি সত্যি কখনো কোনো লাশকে পুরোপুরি পাচার করে ফেলা যায়, তাহলে খুনীকে কেউ ছুঁতে পারবে না। কে মরেছে, তাই যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে তো কারো বিরুদ্ধে খুনের মামলাই করা যাবে না। তাই তোমরা, অর্থাৎ আইনজীবীরা বলেই দিয়েছ যে লাশের অন্ততঃ একটা টুকরোও খুঁজে পাওয়া দরকার। লাশ নেই তো খুনের মামলাও নেই। এই আইনটা সত্যি খুব চমৎকার, তাই না?'

এতক্ষণকার সব সাবধানতা ভুলে গিয়ে স্লেড উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল 'আরে সাবাস! এতক্ষণে দারুণ একখানা কথার মতো কথা বলেছ তো!' কথাগুলো বলে ফেলেই কিন্তু স্লেড মনে মনে নিজেকেই চড় কষাল, কি দরকার পড়েছিল তার অত আবেগ দেখিয়ে ওসব কথা বলার? তার ছটফটানি দেখে যদি ডঃ ম্যাথুজের মনে কোনো খটকা লেগে যায়? মুখখানাকে সঙ্গে সঙ্গে একদম উদাসীন, ভাবলেশহীন করে ফেলল স্লেড

ডঃ ম্যাথুজ অবশ্য এসব কিছুই লক্ষ্য করেননি। তিনি আবার বলে উঠলেন, 'সে যাই হোক এটা একটা কথার কথা। তবে লাশ একদম না পাওয়া গেলে খুনীর ওপর যত সন্দেহই হোক, তাকে যে ছোঁওয়াই যাবে না, এটা কিন্তু শতকরা একশো ভাগ সত্যি। এই প্লট নিয়ে বেশ একটা গল্প লেখা যায়, তাই না স্লেড?

'তা যা বলেছ।' কথাগুলো বলতে বলতে স্লেড কর্কশভাবে হেসে উঠল। ঐ বেয়াদব বজ্জাত স্প্যালডিংকে খুন করা নিয়ে কোনো গল্পই কখনো লেখা হবে না ভাবল সে।

ডঃ ম্যাথুজ এবার চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাক্ গে। আজ সন্ধ্যায় আমাদের আলোচনা, গল্প এগুলো বেশ একটা ভয়াবহ বিষয়কে নিয়েই ঘুরপাক খেল। আর আমি প্রায় একলাই সারাক্ষণ বক্‌বক্ করে গেলাম। আসলে আজ তোমার এখানে নৈশভোজটি হয়েছে এককথায় অপূর্ব। খুব খেয়েছি। এই অতি-ভাষণ সেই অতিভোজনেরই ফল। এবার চলি। ওঃ, কি খারাপ আবহাওয়া আজ!'

স্লেড বন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে দেখল, সত্যিই তাই। খুব জোরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তার সঙ্গে নেমেছে অঝোরে বৃষ্টি। এরকম দুর্যোগপূর্ণ রাত দেখে স্লেড অবশ্য খুবই খুশি হয়ে উঠল। সে যখন স্প্যালডিং-এর লাশটা পাচার করবে,

তখন রাস্তাঘাটে বা সমুদ্রতটে কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন থাকবে না।

ঘরে ফিরে এসে স্লেড ঘড়ির দিকে তাকাল। এখনো এক ঘণ্টা সময় আছে। জোয়ার ভাটার সময়-তালিকার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। হ্যাঁ, সব ঠিকই আছে। আজ ভরা কোটালের জোয়ার আসবে গভীর রাতে। তার আগে ভাটার জল একেবারে নেমে যাবে। আজ বুধবার। স্প্যালডিং ছোকরা মাঝরাতের ট্রেনে ফিরে আসবে। প্রতি বুধবারই এটা তার বাঁধা রুটিন। কোনো না কোনো বুধবারে ভরা জোয়ার অবশ্য পাওয়া যেতই। কিন্তু আজকের মতো যোগাযোগ মেলা খুবই কঠিন হতো। ভাটার জল একেবারে নেমে যাবে রাত দেড়টার সময়, যেটা স্লেডের কাজ হাসিলের পক্ষে সব-চাইতে উপযুক্ত সময়। তার ওপর উপরি পাওয়া গেছে এরকম ঘোর দুর্যোগের রাত।

স্লেড বসার ঘরের দরজাটা আস্তে করে খুলে কান পেতে রাখল। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। ওর বাড়িওয়ালী মিসেস ডাম্বুলটোন এতক্ষণে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া বুড়ি একেবারে বদ্ধ কালা। ওর বাইরে যাওয়া কিংবা ফিরে আসা—কিছুই বুড়ি শুনতে পাবে না। স্লেডের মনে হলো, ঘড়ির কাঁটাটা যেন খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা আর একবার দেখে নিল সে। মোটা শেকল আর লোহার ভারী ওজনের বাটখারাগুলো সে ম্যাথুজ আসবার অনেক আগেই তার গাড়ির পেছনের আসনে রেখে এসেছে। গায়ে ওভারকোটটা চড়িয়ে নিয়ে স্লেড টেবিল থেকে দেড় ফুটের মতো লম্বা একটা সরু, কিন্তু দারুণ শক্ত দড়ি তুলে নিল। দড়িটার দুটো দিক ছ'ইঞ্চির মতো লম্বা দুটুকরো কাঠের সঙ্গে খুব শক্ত করে আটকানো। জিনিসটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে স্লেড সেই বইখানার কয়েকটা লাইন আর একবার মনে মনে আউড়ে নিল। কথাগুলো অবশ্য অনেকদিন আগেই তার পুরোপুরি মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। কিভাবে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করতে হয়, তা একেবারে জলের মতো পরিষ্কার করে লেখা আছে বইখানাতে। স্লেড খুব ঠাণ্ডা মাথাতে সব কিছু আর একবার ভেবে নিল হতভাগা স্প্যালডিং-এর জন্য সে একেবারে সর্বনাশের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। ঐ ছোকরার একটা কথায় স্লেডের বহুদিনের জেল হয়ে যেতে পারে। কত সলিসিটরই তো মক্কেলদের টাকা সময়মত ফেরত দেয় না। আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি বলে হয়তো অনেক সময় টাকাটা মেরেও দেয়। এরকম দুএকজন সহকর্মী সলিসিটরকে স্লেড নিজেও চেনে। অন্যান্য বন্ধু সলিসিটররা তাদের সম্বন্ধে কি ঘেন্না, অবজ্ঞার সঙ্গে আলোচনা করে, তাও সে শুনেছে। স্লেডের তো খালি দরকার খানিকটা সময়। কিন্তু স্প্যালডিং যদি এখনই মুখ খোলে, তাহলে স্লেডের অবস্থাও ঐ সব সলিসিটরের মতই হবে। প্রথমে জেল, তারপর পথে পথে ভিক্ষা করা—এই হবে স্লেডের পরিণতি। কথাগুলো ভাবতে গিয়েই শিউরে উঠল স্লেড। দুদিনের ছোকরা স্প্যালডিং-এর কি অধিকার আছে তার চাইতে প্রায় কুড়ি বছরের বড় প্রবীণ, অভিজ্ঞ সলিসিটরের জীবন এইভাবে খতম করে দেওয়ার? সুতরাং জীবিত স্প্যালডিং যদি চুপ না করে, তাহলে তাকে চিরতরে চুপ করিয়ে

দিতেই হবে।

স্লেডের হাত শক্ত হয়ে পকেটের দড়িটার ওপর চেপে বসল। ঘড়ির দিকে আর একবার তাকিয়ে স্লেড ঠিক করল, এবার তার বেরিয়ে পড়া উচিত। ঘরের আলো নিভিয়ে, দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে বেড়িয়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো দমকা বাতাস ও হিমশীতল বর্ষার ধারা আছড়ে পড়ল তার সর্বাঙ্গে। গাড়িটা বার করে গ্যারেজটা আবার বন্ধ করে দিল সে—যাতে মনে হয় গাড়িটা গ্যারেজেই আছে।

স্টেশনের কাছাকাছি এসে স্লেড দেখল, আলোগুলো সব জ্বলছে। রাত সাড়ে বারোটার শেষ ট্রেনখানা আর অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পেঁছিবে। স্টেশনের ঠিক লাগোয়া গলিটাতে ঢুকে স্লেড গাড়িটার মুখ রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে রাখল। ট্রেনটা এল প্রায় পনেরো মিনিট দেরিতে। কয়েক মিনিট বাদেই স্লেডের কানে এল স্প্যালডিং-এর পায়ের আওয়াজ। হনহন করে একমনে হেঁটে চলেছে সে। অন্ধকার গলিতে স্লেডের গাড়িটা তার নজরেই পড়ল না। দুশো পর্যন্ত গুনল স্লেড। তারপর আস্তে আস্তে গাড়িটা চালিয়ে চলন্ত স্প্যালডিং-এর পাশে এসে গলা বাড়িয়ে খুব সহজ গলায় বলল, কে, স্প্যালডিং নাকি আরে উঠে এসো শীগগির। তোমাকে পৌছে দিচ্ছি।'

স্প্যালডিং গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, মিঃ স্লেড। এরকম রাতে দু'মাইল হাঁটা সত্যিই খুব কষ্টকর।

স্লেড ভাল করে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিল। না, কেউ তাদের দেখেনি। গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়ে স্লেড বলল, 'আরে, মিসেস ক্লে-র তাসের আড্ডা থেকে ফিরছিলাম। স্টেশনের কাছে এসে দেখলাম ট্রেনটা ঢুকছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল যে আজ বুধবার। তুমি এই ট্রেনেই ফিরবে। তাছাড়া, তোমার সঙ্গে কিছু দরকারী কাজের কথাও আছে যার সঙ্গে আমার স্বার্থ জড়িত। ব্যাপারটা লেডি ভেরে ট্রাস্ট নিয়ে বুঝতে পেরেছ তো এবার '

স্প্যালডিং ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তা, আমি তো গত সপ্তাহেই আপনাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি যে ট্রাস্টের পাওনা টাকা এবার আপনাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

'কিন্তু, স্প্যালডিং, আমি তো আগেই তোকে জানিয়ে দিয়েছিযে, এখুনি আমি বকেয়া পাওনা মেটাতে পারব না কারণ হ্যামণ্ড বাইরে গেছে।"

"সেটা আমার দেখার কথা নয়।' স্প্যালডিং-এর গলা এবার বেশ চড়া, 'হ্যামণ্ডের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক', তা আমি জানতে চাই না। আপনি আপনার দিক থেকে কেন সব কিছু মিটিয়ে ফেলছেন না ? আপনি কিছু না করা পর্যন্ত আমাকেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে।"

স্লেড গাড়িটাকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর খুব অনুরোধের সুরে

বলল, 'তোমাকে তো বললামই যে এখন, এই মুহূর্তে আমার অসুবিধে আছে। আমি তোমার কাছে কখনো কোনো সুবিধে চাইনি। কিন্তু এখন চাইছি। তিন মাস—শুধু তিনটে মাস আমাকে সময় দাও, আমি ঠিক করে ফেলব।"

মনে মনে কিন্তু স্লেড বুঝতে পারছিল যে, স্প্যালডিং তার অনুরোধ রাখবে না। তাই বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে দড়ির ফাঁসটা বার করে আনল, আর ডান হাতটা রাখল স্প্যালডিং-এর আসনের পেছনে।

স্লেড-এর আশঙ্কাই ঠিক হলো। স্প্যালডিং খুব শুকনো গলায় উত্তর দিল, 'আমি খুব দুঃখিত, মিঃ স্লেড। কিন্তু মক্কেলদের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। আমি আর কিছুতেই অপেক্ষা করতে পারব না। যাকগে, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি বরং এখান থেকে হেঁটেই বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলতে গেল স্প্যালডিং, আর সঙ্গে সঙ্গেই স্লেড ফাঁসটা ওর গলায় পরিয়ে দিল। তারপর কব্জির এক মোচড়ে ফাঁসটা স্প্যালডিং-এর গলার ওপর এঁটে বসল। বুড়ো, রোগা স্লেড-এর কবজিতে সেই মুহূর্তে বেন এসে অসীম শক্তি—দুহাত দিয়ে কাঠের টুকরো দুটো ধরে নিজের আসনে ঘুরে গেল সে, তারপর পাগলের মতো দড়িটায় মোচড় দিতে লাগল। স্প্যালডিং আর নিঃশ্বাস নেবার সুযোগই পেল না। খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটল তার। কেউ কিছু দেখল না জানতেও পারল না।

স্লেডও যেন এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। এবার সম্বিত ফিরে পেল সে। যাক্ এবার সে নিশ্চিন্ত। এবার সে সব কিছু সামলে নেওয়ার সময় পাবে, স্প্যালডিং-এর ছায়া আর তার পেছনে ধাওয়া করে বেড়াবে না। এবার খালি স্প্যালডিং-এর লাশটা তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে, আর কি ভাবে সেটা হবে তার নিখুঁত ব্যবস্থা সে ভেবেই রেখেছে। এক মুহূর্তের জন্য স্লেড-এর মনে হলো যে, যা ঘটে গেল তা বোধহয় একটা দুঃস্বপ্ন, সত্যি ঘটনা নয়। তারপর সে বাস্তব জগতে ফিরে এল। আর হাতে সময় বেশি নেই। সমুদ্রতট এখনো দশ মাইল দূরে। মৃতদেহটা গাড়ির একপাশে ঠেস দিয়ে রাখল সে। তারপর দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রের ধারে পেঁছে গেল সে। কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। সামনে ধু-ধু করছে বালির চর—জল সরে গেছে অনেক দূরে ঝোড়ো হাওয়ার আওয়াজ ভেদ করে শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের গর্জন। ঠিক বালির ধারে গাড়িটাকে দাঁড় করাল স্লেড। নরম বালির ওপর গাড়ি নিয়ে গেল না সে। চাকা বসে গেলেই সর্বনাশ। দরজা খুলে ধরতেই লাশটা পড়ে গেল ওর গায়ে। স্লেড সেটাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রেখে গাড়ির পেছন থেকে শেকল আর লোহার বাটখারাগুলো বার করে আনল। প্রথমে বাটখারাগুলোকে মৃতদেহের জামাকাপড়ের পকেটগুলোতে ভরে দিল। তারপর শেকল দিয়ে বারবার পেঁচিয়ে খুব ভালভাবে বাঁধল। এত ওজনের ভার নিয়ে লাশটা জলের তল থেকে আর কখনোই

ভেসে উঠতে পারবে না—তার ওপর আবার লাশটাকে ফেলা হচ্ছে ভাটার টান যখন সবচাইতে বেশি, ঠিক সেই সময়টিতে।

বাঁধা শেষ হয়ে গেলে স্লেড মৃতদেহটাকে পাঁজাকোলা করে তুলতে চেষ্টা করল। এই লাশ এখন তাকে বালির ওপর দিয়ে দু'মাইল বয়ে নিয়ে যেতে হবে যেখানে সমুদ্রের ঢেউ এসে ভাঙছে সেইখানটিতে। প্রাণপণে চেষ্টা করেও কিন্তু মড়াটাকে টেনে তুলতে পারল না স্লেড। সে রোগা পাতলা এক প্রৌঢ়, আর স্প্যালডিং একেবারেই ছোকরা। হঠাৎ এক অজানা আতঙ্কে স্লেড-এর সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত কি তার সব প্ল্যান স্রেফ শারীরিক ক্ষমতার অভাবে বিফলে যাবে? কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র স্লেড নয়। হেঁট হয়ে বসে পড়ে মড়াটাকে এক ঝটকায় কাঁধে তুলে নিল সে। মড়ার হাতদুটোকে গলার দুপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে আটকে দিল, আর পা দুটোকে আটকে দিল নিজের কোমরের দুদিকে। তারপর এই অবস্থায় টলতে টলতে সে এগিয়ে চলল সমুদ্রতটের ঢালের ওপর দিয়ে জলের দিকে দুমাইল দূরে। ভাটার সময় জল এত দূরে চলে যায় বলেই স্লেড এই জায়গাটা বেছে নিয়েছিল। এই শীতকালে এখন বেশ কয়েক মাস—এত দূরে জলের ধারে কেউ আসবে না।

ক্লান্তিতে মৃতদেহের ভারে স্লেডের শরীর যেন ভেঙে পড়তে চাইছিল। কিন্তু তার হাতে আর একদম সময় ছিল না। এখুনি ভাটা শেষ হয়ে যাবে, ঢেউগুলো ফিরে আসতে থাকবে। তার আগে জলের কিনারায় পেঁছে লাশটাকে ফেলতেই হবে তাকে। তাই নুয়ে পড়ে হোঁচট খেতে খেতে কোনোরকমে এগিয়ে চলল সে।

অবশেষে ঠিক জায়গাটিতে এসে পেঁছল স্লেড। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল একটা সাদা রেখা। একটু দূরে ঢেউগুলো সশব্দে এসে আছড়ে পড়ছে।

মনের সবটুকু জোর এক জায়গায় এনে জলে নেমে পড়ল স্লেড। বরফ ঠাণ্ডা জলে প্রথমে গোড়ালী, পরে হাঁটু, শেষ পর্যন্ত প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল তার। কোনো-রকম ঝুঁকি নেবে না বলে যতটা পারা যায় গভীর জলেই লাশটাকে ছাড়তে চাইছিল স্লেড। এবার সে একপাশে কাৎ হয়ে গিয়ে মড়াটাকে পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলতে গেল। কিন্তু লাশটা একচুলও নড়ল না। শক্ত হয়ে তার শরীরের সঙ্গে লেপটে রইল। কিছুতেই লাশটাকে শরীর থেকে আলাদা করতে পারল না স্লেড। স্লেড প্রাণপণে নিজেকে ঝাঁকাল, মড়ার পা দুটো ধরে টানাটানি করল। কিন্তু লাশ যেমন ছিল, তেমনই আটকে রইল—যেন সেটা নিষ্প্রাণ কোনো দেহ নয়, জীবন্ত একটা মানুষ।

ভয়ে আর চরম আতঙ্কে পাগলের মতো হয়ে গেল স্লেড। আর ঠিক এই সময়ে একটা ব্রেকার—বিরাট একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল ওর ওপরে। ওর আপাদমস্তক ভিজে গেল। এবার স্রোতের দিক পালটাতে শুরু করেছে, জোয়ারের ঢেউ আসার সময় হয়ে গেছে। আর এই সমুদ্রতটে জোয়ারের ঢেউ আসে ঠিক রেসের ঘোড়ার মতই তাড়াতাড়ি, একটার পরে আর একটা।

স্লেড আর একবার চেষ্টা করল লাশটার মৃত্যু আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। বৃথা চেষ্টা। এতক্ষণে স্লেডের দেহে মনে আর এক ফোঁটা সাহস বা শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। তখন সে চেষ্টা করল জল ছেড়ে ডাঙায় উঠতে। কিন্তু এবার তার ক্লান্ত শরীর বেঁকে বসল। লোহার ওজন চাপানো লাশের বোঝা তাকে আর নড়তেই দিল না। জলে পড়ে গেল সে। আর একবার শেষবারের মতো সে উঠতে চেষ্টা করল. কয়েক পা টলতে টলতে এগিয়েও গেল. তারপরেই আবার অন্ধকার সফেন সমুদ্রের জলে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল স্লেড, আর সে উঠল না। মৃত মানুষটির যে দুখানা হাত তার গলার দুদিকে স্লেড পেঁচিয়ে দিয়েছিল, মৃত্যুর পরে আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে আসা লাশের সেই দুখানা হাত শক্ত হয়ে স্লেডের গলায় এঁটে বসে শ্বাসরোধ করে দিল তার।

জলের মধ্যে পুরোপুরি তলিয়ে যাওয়ার আগে স্লেডের গায়ে আটকে থাকা লাশটার মুখে একটু তারার আলো পড়েছিল। তার হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের দাঁতগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, শেষ হাসিটা যেন সেই হাসছে।*

* * *

টার্ন অব দি টাইড

অনুবাদ ঃ ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

সি. এস. ফরেস্টার— ইংরাজী সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের রথিমহারথিদের ভীড়ের মধ্যেও যে লেখক গল্পের কাহিনী বিন্যাসের অভিনবত্বে এবং বিষয় বস্তুর নব নব উদ্ভাবনে খ্যাতি অর্জন করেছেন ফরেস্টার সাহেব তাঁদের অন্যতম। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে লেখকের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা নিশ্চয় আমাদের বাংলাভাষী পাঠকদের মনোরঞ্জনে এক সার্থক মাত্রা সেবা করবে।



আগাথা ক্রিস্টি

জন হ্যারিসন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। ওর চেহারার কাঠামোটি বেশ বড়সড়, তবে দেহের তুলনায় মুখখানা সরু আর লম্বাটে। এমনিতে ওকে দেখে মনে বেশ গম্ভীর, কঠোর স্বভাবের লোক, কিন্তু হাসলে পরে ওকে ভারী আকর্ষনীয় দেখায়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে হ্যারিসন একদৃষ্টে ওর বাগানটির দিকে তাকিয়ে রইল। বাগানটা ওর খুবই প্রিয়। আগস্ট মাসের বিকেলে বাগানখানা যেন তার সমস্ত সৌন্দর্য আর সুগন্ধ নিয়ে ঝলমল করছিল।

হঠাৎ বাগানের গেট খোলার আওয়াজ পেয়ে হ্যারিসন সেদিকে ফিরে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত পরেই আগন্তুককে দেখতে পেয়ে সে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল—একেবারে ধোপদুরস্ত, ফিটফাট পোষাক পরে যে এগিয়ে আসছে, তাকে সে এখন দেখবে একেবারেই আশা করেনি। সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল হ্যারিসন—'আরে, মসিঁয়ে পয়রো। আপনি? কি আশ্চর্য! 'সে সত্যিই আশা করেনি যে, পৃথিবীখ্যাত গোয়েন্দা পয়রোর সঙ্গে এখানে তার দেখা হবে।'

"হ্যাঁ আশ্চর্য কথাই বটে' —এগিয়ে আসতে আসতে জবাব দিলেন পয়রো—"মনে আছে, তুমি একবার বলেছিলে যে যদি আমি কখনো পৃথিবীর এই অংশে এসে পড়ি, তাহলে যেন অবশ্যই এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই চলে এলাম।"

"আরে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—কি সৌভাগ্য আমার! বসুন, বসুন। কি পানীয় দেব বলুনতো আপনাকে ?"—হ্যারিসন বারান্দায় টেবিলের ওপর রাখা বোতলগুলো দেখাল।

"ধন্যবাদ, হ্যারিসন" —একটা চেয়ারে বসতে বসতে পয়রো বলে উঠলেন। "তোমার ভাঁড়ারে নিশ্চয়ই 'সিরাপ নেই? না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাহলে আমাকে স্রেফ একটা সোডা দাও—হুইস্কি খন খাবনা।' সোডার গেলাসটা ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে পাশের চেয়ারটায় বসতে বসতে হ্যারিসন জিজ্ঞেস করল— 'তারপর, হঠাৎ এই জায়গায় এলেন কেন বেড়াতে ?"

'না হে, প্রিয় বন্ধু, না। কাজে এসেছি।'

"কাজে ? এরকম একটা পাণ্ডব বর্জিত, নির্জন জায়গায় ?"

পয়রো গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জবাব দিলেন "হ্যাঁ। কিন্তু বন্ধু, সব অপরাধ বা দুষ্কর্মই কি ভীড়ের মধ্যে ঘটে ?"

হ্যারিসন হেসে উঠল—"তা অবশ্য বটে। আমার প্রশ্নটাই বোকার মত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোন অপরাধের তদন্ত করতে এখানে এসেছেন, সেটা জানতে পারি কি? না, সে রকম প্রশ্নও করা যাবে না ?"

গোয়েন্দাপ্রবর জানালেন 'না, সেরকম প্রশ্ন তুমি নিশ্চয়ই করতে পার। বরং তুমি এ প্রশ্ন করে ভালই করেছ।'

হ্যারিসন একটু অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকাল। ওঁর হাবভাবে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করল সে। একটু ইতস্তত করে ও জিজ্ঞেস করল—' মানে আপনি কি কোন সাংঘাতিক অপরাধের তদন্ত করছেন ?"

"খুবই সাংঘাতিক অপরাধ' খুন !"

পয়রো এত গম্ভীর ভাবে কথাগুলো বললেন যে হ্যারিসন বেশ হকচকিয়ে গেল। উনি ওর দিকে এমন ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন যে হ্যারিসনের খুবই অস্বস্তি হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ও বলে উঠল—"খুন? কই, আমি তো কোন খুনের খবর পাইনি ?'

না, তোমার পক্ষে এখনো খবরটা পাওয়া সম্ভব নয়"—পয়রো গম্ভীর ভাবেই জানালেন—"কারণ এখন পর্যন্ত কেউ খুন হয়নি।"

'তার মানে ?"

'তার মানে আমি এমন একটা অপরাধের তদন্ত করছি যেটা এখনো ঘটেইনি।"

"কি বলছেন ? এ কথার কোন মানে হয় নাকি ?"

"খুব হয়। একটা সম্ভাব্য খুন ঘটে যাওয়ার আগে যদি কেউ সেটা নিয়ে তদন্ত

করতে পারে। তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত সে সেই খুন হওয়াটাও ঠেকাতে পারবে।"

এবার হ্যারিসন হাঁ করে পয়রোর দিকে তাকিয়ে রইল। "আপনি কি সত্যি সত্যিই গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বলছেন?"

"হ্যাঁ। আমি মোটেই হালকা ভাবে কথাগুলো বলছি না।"

"তার মানে আপনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন যে একটা খুন হতে যাচ্ছে? না, এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।"

পয়রো হ্যারিসনের কথায় না গিয়ে বলে চললেন—"তবে, আমরা যদি এ খুনটা হওয়া ঠেকাতে পারি তাহলে কিছু হবে না। আমরা কথাটা বললাম এই জন্য যে এ ব্যাপারে আমি তোমার সহায়তা চাই।"

'আপনি কি সেই জন্যই এখানে এসেছেন নাকি?"

পয়রো আবার সোজাসুজি হ্যারিসনের দিকে তাকিয়ে বললেন "মসিয়ে হ্যারিসন, আমি এখানে এসেছি কারণ আমি তোমাকে পছন্দ করি।"

কথাগুলো বলেই কিন্তু উনি সম্পূর্ণ আলাদা মেজাজে হ্যারিসনকে জিজ্ঞেস করলেন —"মসিয়ে হ্যারিসন। এত বড় বোলতার চাক বাগানে রেখেছ কেন? ওটা তো এখুনি নষ্ট করে ফেলা উচিত।"

হঠাৎ উনি একেবারে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ায় হ্যারিসন খুব অবাক হয়ে গিয়ে ভুরু কোঁচকাল—হল কি মিঃ পয়রোর? তারপর পয়রোর দৃষ্টি অনুসরণ করে বোলতার চাকটার দিকে তাকিয়ে ও একটু বিভ্রান্ত ভাবেই জানাল—"হ্যাঁ, তাই করব" মানে আমার বন্ধু ল্যাংটন-ই করবে কাজটা। ক্লড ল্যাংটন-কে আপনার মনে আছে তো? যে নৈশ ভোজে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সেখানে তো ল্যাংটন-ও ছিল, ল্যাংটনই আজ বিকেলে এসে ওটার ব্যবস্থা করবে।"

"ও, তাই নাকি? তা, কিভাবে ল্যাংটন কাজটা করবে।"

"পেট্রল আর বাগানের পিচ্‌কারি দিয়ে। ওর পিচকারীটা আমারটা থেকে ভাল, তাই ল্যাংটন নিজের পিচ্‌চারীটা-ই নিয়ে আসছে।"

"অন্য উপায়েও তো কাজটা করা যায়। তাই না?"—পয়রো জিজ্ঞেস করলেন— "যেমন সায়ানাইড অফ পটাসিয়াম দিয়ে?"

ওঁর কথা শুনে হ্যারিসন একটু অবাক হয়ে গিয়ে বলল—"হ্যাঁ, তাও করা যায়। কিন্তু ও জিনিসটা খুবই সাংঘাতিক বাড়িতে ও জিনিস রাখা বিপদজনক।"

পয়রো গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। "হ্যাঁ, সত্যিই ওটা মারাত্মক বিষ। খুবই মারাত্মক।"

হ্যারিসন এবার হেসে উঠে বলল—"এক যদি আপনার নিজের শ্বাশুড়িকে মেরে ফেলবার ইচ্ছে হয়, তাহলে-ই ওটা আনা যেতে পারে, তাই?"

পয়রো কিন্তু হাসলেন না। খুব গম্ভীর ভাবেই উনি হ্যারিসনকে জিজ্ঞেস করলেন

—"মসিঁয়ে হ্যারিসন, তুমি কি পুরোপুরি নিশ্চিত যে মসিঁয়ে ল্যাংটন পেট্রল দিয়ে-ই বোলতার চাকটা নষ্ট করতে চাইছে ?"

"পুরোপুরি নিশ্চিত। কেন ?"

"না, একটা ব্যাপারে একটু আশ্চর্য ঠেকছে। আজ দুপুরে আমি বার্চেস্টার-এর ওষুধের দোকানে গিয়েছিলাম। সেখানে কোন একটা জিনিস কিনতে গিয়ে আমাকে খাতায় সই করতে হয়েছিল। সই করতে গিয়ে দেখলাম, আমার আগেই ক্লও ল্যাংটন সই করেছে। সায়ানাইড অফ পটাসিয়াম কিনেছে বলে।"

হ্যারিসন একটু চমকে গিয়ে বলল—"এতো খুব আশ্চর্যের কথা ! ল্যাংটন আমাকে এই সেদিনই বলছিল যে সে কিছুতেই সায়ানাইড ব্যবহার করবেনা—শুধু তাই নয়। বোলতার চাক নষ্ট করার মত কাজে সায়ানাইড বিক্রী করাটাই উচিত নয়।"

পয়রো কিছুক্ষণ চুপ করে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে হ্যারিসনকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি ল্যাংটনকে পছন্দ কর ?"

হঠাৎ এই প্রশ্নে মনে হল, হ্যারিসন বেশ খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়ল। এরকম প্রশ্নের জন্য ও আদৌ তৈরী ছিল না। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিল ও— "আমি—মানে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওকে পছন্দ করি আমি। কেন করবনা ?"

"না, তাই ভাবছিলাম। আচ্ছা, ল্যাংটন-ও কি তোমাকে পছন্দ করে ?" "আপনি কি বলতে চাইছেন, মসিঁয়ে পয়রো ? আপনার মনে কোন একটা চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার তল পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

'তোমাকে খোলাখুলিই সব কথা বলছি। মিস মলি ডিনের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। মিস ডিনকে আমি চিনি—সত্যিই সুন্দরী, আকর্ষণীয়া এক তরুণী। তোমার সঙ্গে বাগদান হওয়ার আগে সে ক্লও ল্যাংটনের বাগদত্তা ছিল। তোমার জন্যই ল্যাংটনকে সে ছেড়ে দিয়েছে।'

হ্যারিসন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

"মিস ডিন কেন একাজ করেছিল তা আমি জানতে চাই না—হয়তো এর পেছনে কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ ছিল। কিন্তু তোমাকে পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছি, ল্যাংটন এই আঘাত ভোলেনি, ক্ষমা-ও করেনি।"

"না, না, মসিঁয়ে পয়রো আপনি পুরোপুরি ভুল করছেন। ল্যাংটন ব্যাপারটাকে খুব উদার ভাবেই মেনে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার প্রতি অত্যন্ত বেশী ভদ্র ব্যবহার করেছে ও এতটা আমি আশাই করিনি।

'তা, এতটা অতিরিক্ত মাত্রায় ভদ্রতা দেখে তোমার মনে কোন খট্‌কা লাগেনি ? তুমি আশাই করনি।'

"কি বলতে চাইছেন আপনি মসিঁয়ে পয়রো ?"

"আমি বলতে চাইছি যে, কোন লোক উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত তার তীব্র

ঘৃণাকে মনের মধ্যে পুষে রাখতে পারে।"

"ঘৃণা ?" হ্যারিসন মাথা নেড়ে হেসে উঠল।

"তোমরা, এই ইংরেজরা, সত্যিই খুব বোকা। তোমরা মনে কর যে, তোমরা সবাইকেই ঠকাতে পার। কিন্তু অন্য কেউ তোমাদের ঠকাতে পারে না। আর যেহেতু তোমরা সাহসী হয়েও এত বোকা। তাই অনেক সময় মরবার সময় না হলেও তোমরা মারা পড়।"

হ্যারিসন চাপা স্বরে বলে উঠল—"এবার পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, মসিঁয়ে পয়রো। আপনি ল্যাংটনের সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করার জন্যেই আজ এখানে এসেছেন। কিন্তু আপনি নিছক পাগলামী করছেন। এই দেশটা হল ইংল্যণ্ড। এখানে ব্যর্থ প্রেমিকরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছুরি মারবার কিংবা বিষ খাওয়াবার জন্য ঘুরে বেড়ায় না।" তাছাড়া ল্যাংটন সম্বন্ধে আপনার ধারণা একেবারেই ভুল—একটা মাছিকেও মারা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।"

পয়রো খুব শান্ত ভাবেই বললেন—'দেখ, মাছিদের জীবন নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। তবে, তোমার মতে ল্যাংটন নাকি একটা মাছিকেও মারতে পারবেনা, কিন্তু তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ যে এই মুহূর্তে ল্যাংটন খুব ঠাণ্ডা মাথায় কয়েক হাজার বোলতাকে মেরে ফেলবার বন্দোবস্ত করছে।'

এ কথার কোন জবাব চট্ করে হ্যারিসন দিতে পারলনা। পয়রো হঠাৎ উঠে পড়ে হ্যারিসনের কাঁধে হাত রেখে বলল 'ওহে বন্ধু, নিজের মনকে শান্ত কর। একবারটি সামনের দিকে তাকাও। ঐখানে নদীর ধারের ঐ বড় গাছটার বোলতাগুলো সারাদিন পরে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে আসবে। ওরা জানেও না যে আর অল্প কিছুক্ষণ পরেই ওদের সব কিছু নষ্ট হয়ে, ধ্বংস হয়ে যাবে। ওদের মধ্যে কোন এরকুল পয়রো নেই বলেই ওরা এটা জানতে পারলনা। কিন্তু মসিঁয়ে হ্যারিসন, আমি একটা বিশেষ কাজ নিয়েই এখানে এসেছি - আর আমার কাজই হ'ল খুন নিয়ে মাথা ঘামানো। এবং আমার সেই কাজটা খুনটা হওয়ার আগে বা পরে—যে কোন সময়েই করতে পারি। আচ্ছা এবার বলতো মসিঁয়ে ল্যাংটন ঐ বোলতার চাকটা নষ্ট করবার জন্যে কখন এখানে আসছে ?'

'মসিঁয়ে পয়রো, ল্যাংটন কখনোই -'

'কখন আসছে ল্যাংটন ?'

'ছটার সময়। কিন্তু, মসিঁয়ে পয়রো, আমি আবার বলছি, আপনি খুব ভুল করছেন। ল্যাংটন কখনোই -'

পয়রো ওর কথার মধ্যেখানেই একটু উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন—'সত্যি, বলিহারি যাই তোমাদের এই ইংরেজ বুদ্ধিতে। যাক্‌গে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার সঙ্গে অহেতুক তর্ক জুড়ে লাভ নেই। তাতে শুধু শুধু আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। খালি এটুকু,

জেনে রাখ, ছটার সময় আমি এখানে ফিরে আসছি।' ঘড়িতে সময় দেখে পয়রো আবার বললেন —'এখন বাজে পৌনে পাঁচটা। তার মানে, সওয়া এক ঘণ্টা পরে ফিরে আসছি আমি।' আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে এলেন পয়রো। রাস্তায় এসেই কিন্তু পয়রোকে কিরকম যেন উদ্বিগ্ন দেখাল। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি যেন কিরকম একটা বিপদের গন্ধ পেলেন ওঁর মনে হল। এই ভাবে চলে আসাটা বোধহয় ওঁর উচিত হয়নি। এমনকি, আবার ফিরে যাওয়ার চিন্তাও ওঁর মাথায় খেলে গেল একবার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি সামনের দিকেই হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতেও তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফুটে রইল।

যাই হোক ছটা বাজার কয়েক মিনিট আগেই পয়রো আবার ফিরে এলেন। কি যেন এক অজানা এমন সময় গেট খুলে বেরিয়ে এল ক্লড ল্যাংটন। পয়রোকে দেখে সে যেন একটু থমকে গিয়ে বলল —'শুভ সন্ধ্যা, মসিঁয়ে পয়রো।'

'শুভ সন্ধ্যা, মসিঁয়ে ল্যাংটন। তুমি তো দেখছি একটু আগেই এসে পড়েছ। তাইনা?'

ল্যাংটন একটু অবাক হয়েই ওঁর দিকে তাকিয়ে বলল—'না তো। কেন এ কথা বলছেন? আমি তো ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়েই কথামত এসেছি।'

'যাকগে। বোলতার চাকটা নষ্ট করেছ তো''

'না। সত্যি কথা বলতে কি, ওটা আর করা হয়ে ওঠেনি।' 'ও, তাই নাকি? তাহলে এতক্ষণ কি করলে :''

'কিছুই করলাম না, হ্যারিসনের সঙ্গে বসে বসে নানা রকম গল্প গুজব করলাম। যাকগে, মসিঁয়ে পয়রো, আমি এবার চলি, কেমন? আপনি যে এখন এদিকে আসবেন সেটা আমার একদম জানাই ছিল না।'

'হ্যাঁ, এখানেই এলাম এখন। ব্যাপারটা হ'ল কি, আমারও এদিকে একটা কাজ পড়ে গেল। তাই, আমাকেও এদেশে পাড়ি জমাতে হল কিছুদিনের জন্য বুঝলেন? আর এ দেশেই যখন এলাম, তখন তো হ্যারিসনের এখানে আসতেই হবে!'

"ওঃ, তাই নাকি? ভাল কথা, হ্যারিসন বারান্দাতেই বসে আছে। আমি তাহলে চলি, কেমন? থাকতে পারলাম না বলে দুঃখিত।"

ল্যাংটন বেশ জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল। পয়রো ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বাগানের গেট খুলে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনেই বলে উঠলেন "তাহলে হ্যারিসন বারান্দাতেই আছে? দেখা যাক্—"

বারান্দায় উঠে এসে পয়রো দেখলেন, হ্যারিসন একপাশে একটা চেয়ারে একেবারে নিথর, নিস্পন্দভাবে বসে আছে। পয়রোর পায়ের আওয়াজ পেয়েও সে মাথা ঘোরালনা। পয়রো ওর কাছে এসে ডাকলেন —"কি হল, হ্যারিসন? তুমি ঠিক আছ তো?"

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর হ্যারিসন কিরকম একটা ঘোর লাগা অদ্ভুত গলায় জবাব দিল—"অ্যাঁ, কি বললেন?

"বলছি, তুমি ঠিক আছ তো ?"

"ঠিক আছি কিনা ? হ্যাঁ, ঠিক আছি। কেন, ঠিক থাকবনা কেন ?" "না, জিজ্ঞেস করছিলাম যে শরীরে কোন অস্বস্তি হচ্ছে না তো ? তাহলে ঠিক আছ ?"

"অস্বস্তি ? কেন ? কিসের জন্য ?'

"কাপড় কাচবার সোডার জন্য।'

এতক্ষণে হ্যারিসন যেন তার ঘোর থেকে বেরিয়ে এল—"কাপড় কাচবার সোডা ? কি বলছেন আপনি ?"

পয়রো ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে জবাব দিলেন—"আমি সত্যিই দুঃখিত যে তোমার পকেটে খানিকটা ঐ রকম সোডা আমাকে বাধ্য হয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয়েছিল।"

"আপনি আমার পকেটে কাপড় কাচবার সোডা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন! কিন্তু কেন ?"—

পয়রো খুব ধীরে ধীরে বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে গেলেন—"দেখ, গোয়েন্দা হতে গেলে অপরাধ জগতের সঙ্গে খুব ভাল ভাবে যোগ থাকা দরকার। এই সব অপরাধীরা তোমাকে অনেক ভাল এবং দরকারি জিনিস শিখিয়ে দিতে পারে। একবার আমি এক পকেটমারকে মিথ্যা অভিযোগ ও শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐ পকেট মারটি ওর একমাত্র যা পুঁজি, তা-ই আমাকে দান করেছিলো—ওর পকেট মারার কলাকৌশলগুলো আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। ফলে হয়েছে কি, আমি যদি কোন লোকের পকেট মারি তাহলে সেটা সে ঘুনাক্ষরেও জানতে পারবে না। তোমাকেও তাই করেছি,—একহাত তোমার কাঁধে রেখে কথাবার্তা বলার ফাঁকে তোমার পকেটের জিনিস তুলে নিয়ে এই কাপড় কাচার সোডা রেখে দিয়েছি।"

"বুঝলে হ্যারিসন—'পয়রো স্বপ্নাতুর গলায় বলে চললেন'—যদি কোন লোক তাড়াতাড়ি করে গেলাসের মধ্যে বিষ মেশাতে চায়। তাহলে সেটা অতি অবশ্যই তার কোটের ডান দিকের পকেটে রাখবেই অন্য কোথাও সে এটা কখনোই রাখবে না। আমার অনুমান ভুল হয়নি।" কথাগুলো বলতে বলতে পয়রো ওঁর পকেট থেকে কয়েক টুকরো সাদা স্ফটিকের মত জিনিস বার করে আনলেন। তারপর যেন নিজেকেই শুনিয়ে বলে উঠলেন 'এ রকম খোলা ভাবে এ জিনিস নিয়ে বেড়ানো খুবই বিপজ্জনক।"

কথা শেষ করেই পয়রো তাঁর কোটের অন্য একটা পকেট থেকে একটা চওড়া মুখ-ওয়ালা বোতল বার করলেন। তার পর ঐ স্ফটিকের টুকরোগুলো বোতলের মধ্যে ফেলে দিয়ে, বোতলটা জল দিয়ে ভর্তি করে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে সব কটা টুকরোকে জলের মধ্যে গলিয়ে ফেললেন। হ্যারিসন মন্ত্র মুগ্ধেরমত ওঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। এরপর, পয়রো বোলতার চাকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখে সবটুকু ভাল করে চাকটার মধ্যে ঢেলে দিলেন। যে সব বোলতা চাকে ফিরে আসছিল, তারা এসে চাকে বসতে না বসতেই একটু কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। অন্যান্য যে সব বোলতাগুলো

গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছিল, তাদের ভাগ্যেও ঘটল একই পরিণতি। পয়রো দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু লক্ষ্য করলেন। তারপর ফিরে এলেন। বারান্দায় উঠে এসে উনি মন্তব্য করলেন 'সত্যি, এতে মৃত্যু আসে একেবারে চোখের নিমেষে। একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই।"

এতক্ষণ পরে হ্যারিসনের গলায় কথা ফুটল -"আপনি ঠিক কতটা জানেন মঁসিয়ে পয়রো?"

পয়রো সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন -"তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি। ক্লড ল্যাংটনের নাম আমি ওষুধের দোকানের বিষের রেজিস্ট্রারে দেখেছি যা তোমাকে বলিনি, তা হল এই যে, ঠিক এর পরেই ল্যাংটনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ও আমাকে বলেই দিয়েছিল, তোমার অনুরোধেই বোলতার চাকটা নষ্ট করবার জন্য ও পটাসিয়াম সায়ানাইড কিনেছে। এটা শুনেই আমার মনে একটু খট্‌কা লাগল —কারণ কয়েকদিন তুমি আমাকে খুব জোর দিয়েই বলেছিলে যে, এভাবে সায়ানাইড ব্যবহার করাটা চরম মূর্খামি এবং অপ্রয়োজনীয়।"

"বলে যান।'

"আমি আরো কিছু দেখতে পেয়েছি আজ। ক্লড ল্যাংটন আর মলি ডিন খুব অন্তরঙ্গ ভাবে এক জায়গায় বসে ছিল। ওরা ভাবছিল যে ওদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আমার চোখকে ওরা ফাঁকি দিতে পারেনি। কেন যে মলি ডিন তোমার কাছে ধরা দিতে এসেছিল তা জানিনা, কিন্তু ওদের দেখে আমি আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল তা মিটে গিয়েছে, এবং মিস মলি ডিন আবার ক্লড ল্যাংটনের কাছে ফিরে যাচ্ছে।"

হ্যারিসন শুকনো গলায় আবার বলে উঠল "বলে যান।"

'এ ছাড়া, আমি অন্য একটা ব্যাপার-ও জানি। দিনকয়েক আগে আমি হার্‌লে স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, তুমি বিশেষ কোন একজন ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসছ। ঐ ডাক্তারটিকে আমি চিনি, এবং তিনি কোন্ রোগের চিকিৎসা করেন তাও জানি। তোমার তখনকার চোখ মুখের অবস্থা দেখে আসল ব্যাপারটা বুঝতে আমার একটু-ও দেরী হয়নি —একমাত্র মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর মুখেই ঐ রকম মর্মান্তিক অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। কি, আমি ঠিক কথাই বলছি তো?'

"হ্যাঁ, মিঃ পয়রো, পুরোপুরি ঠিক। ডাক্তারবাবু বলেছেন আমার বেঁচে থাকবার মেয়াদ আর মাত্র দু মাস।"

"তুমি স্বভাবতঃই খুব উদ্‌ভ্রান্ত মনে ছিলে বলে আমায় সেদিন দেখতে পাওনি, হ্যারিসন। কিন্তু আমি তোমাকে খুব ভাল ভাবেই লক্ষ্য করেছি। তোমার মুখে সেদিন আমি আরও একটা তীব্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখেছি—সেটা হল ঘৃণা। তুমি সেই ঘৃণাকে ঢেকে রাখবার কোন চেষ্টাই করনি, কারণ তুমি নিশ্চিত ছিলে যে কেউ

তোমার ওপর নজর রাখছে না।"

"বলে যান"--হ্যারিসন বলে উঠল আবার।

'বলবার আর বিশেষ কিছু নেই। আমি এখানে এসে অনেকটা দৈবক্রমেই বাচে'ষ্টারের দোকানে বিয়ের রেজিস্ট্রার বইয়ে ল্যাংটনের নাম দেখি, এবং তারপরে ল্যাংটনের সঙ্গে একবার দেখা করে সোজা তোমার কাছে চলে আসি। আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তোমার জন্য একটা ফাঁদ পাতলাম আমি। তুমিই যে ল্যাংটনকে সায়ানাইড কিনতে বলেছ, সেটা তো তুমি অস্বীকার করেইছো বরং ল্যাংটন সায়ানাইড কিনেছে শুনে খুব অবাক হয়ে যাওয়ার ভান করেছিলে। ল্যাংটন নিজে আমাকে বলেছে যে ও এখানে বিকেল ৪টের মধ্যে এসে পেঁছিবে, আর তুমিআমাকে বলেছ যে, ল্যাংটনের এখানে আসবার কথা বিকেল পাঁচটায়। তুমি ভেবেছিলে যে আমি পাঁচটায় এসে দেখব, সব শেষ হয়ে গিয়েছে। এরপরে আমার আর কিছুই জানতে বাকী রইল না।"

"কেন আপনি এলেন, মিঃ পয়রো?'—কাতরভাবে চেঁচিয়ে উঠল হ্যারিসন "ও, শুধুমাত্র আপনি যদি না আসতেন—"

পয়রো এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন—"আমি তো তোমাকে বলেইছি, খুন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটাই আমার কাজ।"

"খুন মানে? . "আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন, আত্মহত্যা?" "না—পয়রো তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন—"আমি বলতে চাইছি, খুন। তুমি যা ব্যবস্থা করেছিলে, তাতে তোমার মৃত্যু আসত চোখের পলকে; ল্যাংটনের জন্য যে মৃত্যুর বন্দোবস্ত তুমি করেছিলে। সেটা অতি ভয়ংকর। সায়ানাইড বিষ কিনেছে ল্যাংটন; সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, এবং তোমরা দুজন ছাড়া আর কেউই এখানে উপস্থিত নেই। তুমি হঠাৎ মারা গেলে। তোমার গেলাসে সায়ানাইড পাওয়া গেল। আর তোমাকে খুন করার অভিযোগে ল্যাংটন ফাঁসিতে ঝুলল। এই তো ছিল তোমার পরিকল্পনা, তাই না?"

হ্যারিসন আবার কাতর স্বরে বলল—"কেন ওঃ, কেন এলেন আপনি?"

"কেন এলাম, তাতো তোমাকে বলেইছি। কিন্তু আসল কারণটা হল, আমি তোমাকে পছন্দ করি। শোন, হ্যারিসন। তুমি মৃত্যু পথের যাত্রী; প্রেমের লড়াইয়ে তুমি হেরে গিয়েছ—এ সবই ঠিক। কিন্তু অন্ততঃ একটা জিনিস তুমি নও—তুমি খুনি নও। এবার বল, আমি এসেছি বলে তোমার আনন্দ না দুঃখ—কোনটা হচ্ছে?"

কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর হ্যারিসন সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওঁর চোখেমুখে একটা গভীর মর্যাদাবোধের চিহ্ন ফুটে উঠল। নিজের নীচতাকে জয় করার আনন্দে পয়রোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে আবেগ মাখা গলায় বলে উঠল—"ধন্যবাদ, মিঃ পয়রো। আপনি যে এসেছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"



ওয়াপস নেস্ট

অনুবাদ : ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

আগাথা ক্রিস্টি বিশ্ব সাহিত্যে রহস্য সম্রাজ্ঞী আখ্যায় ভূষিতা। তাঁর লেখায় অ্যালেন পো থেকে কোনান ডয়েল সকলেরই প্রভাব দেখা গেলেও বিশ্বব্যাপি রহস্যের জাল বুনতে তিনি যে সফল কলম ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে স্বকিয়তায় উজ্জ্বল।

রহস্য গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ করে ইংরাজী ও মার্কিন সাহিত্যে এডগার অ্যালেন পো থেকে শুরু করে স্টানলি গার্নার, পিটার বিনি, এলারি কুইন, রেব্রাডরেরী এমন ত কত নামই মনে পরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রহস্য উপন্যাসের অনাবিল আনন্দধারায় আগাথা ক্রিস্টি সৃষ্ট রহস্য উপন্যাস এক উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য কর্ম হয়ে উঠেছে।

আগাথা ক্রিস্টির লেখায় আন্তর্জাতিক পটভূমি তাঁর রহস্য গল্প তথা উপন্যাসকে বিশ্বজনীন ও বিশ্ববিশ্রুত হতে সাহায্য করেছে।

* * *

বানর রাজের দেশে



জেমস্ হোলডিং

জেড পাথর আমার খুব ভাল লাগে। সবুজ রঙের জেড আমার মনে খুশীর জোয়ার এনে দেয়। লাল জেড আমাকে মনে করিয়ে দেয় অস্তসূর্যের রক্তিম আলোর রক্তাভ মেঘমালাকে। আর সাদা জেড? তা যেন ঠিক তুষার কণা।

জেডের কথা উঠলেই বা জেড দেখলেই আমি যেন কেমন পাগল হয়ে উঠি। আমার যদি যথেষ্ট টাকা-পয়সা থাকত তবে আমি জেড পাথরের একটা ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে পারতাম। বিদ্যা থাকলে ঐ জেড পাথর নিয়েই হয়ত গবেষণায় ডুবে থাকতাম। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমার না আছে অর্থ, না আছে বিদ্যা। বুদ্ধি? হ্যাঁ, তা বোধহয় আছে! এই বুদ্ধির জোরেই আমি জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি।

এই যাঃ, আমি কে--সে কথাটাই তো এতক্ষণ পর্যন্ত বলা হয় নি। অবশ্য আমার পরিচয়টা মোটেই গৌরবজনক নয়। আমি একজন চোর। অবশ্য ছিঁচকে চোর নই।

আর সেজন্যই আমি ব্যাংককে এসেছি।

ব্যাংকক হল সবুজ বানরের শহর। শহরে রাজকীয় পার্কটার ঠিক পাশেই চমৎকার সুন্দর একটি মন্দির। সেই মন্দিরে বানররাজ হনুমানের একটি অপূর্ব মূর্তি রয়েছে। পাঁচশো বছর আগে একখণ্ড সবুজ জেড খোদাই করে বানর রাজের এই অপূর্ব মূর্তিটি তৈরী করা হয়েছিল মূর্তিটির উচ্চতা পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার। দামী পোশাক পরানো মূর্তিটি বারো ফুট উঁচু এবং পিরামিডের মত দেখতে একখানা সোনালী সিংহাসনের উপরে বসানো রয়েছে। আমার বর্তমান উদ্দেশ্য এই মূর্তিটি চুরি করা।

সারা দুনিয়া টহল দিয়ে বেড়ায় এমন একখানা জাহাজের সব চাইতে কম ভাড়ার যাত্রী আমি। আসছি সানফ্রান্সিসকো থেকে। খুব ভোরে শ্যাম উপসাগরে চাও ফ্রায়া নদীর মোহানায় জাহাজ এসে থামল। তীর থেকে এগিয়ে এল বিরাট একখানা শ্যামদেশী বজরা, যারা ব্যাংকক শহর দেখতে চায় তারা এই নৌকোয় করে তীরে যেতে পারে। যাত্রীদের নিয়ে বজরাখানা আবার ফিরে আসবে পরদিন সন্ধ্যায়। দু'দিন ধরে যাত্রীরা শহর দেখবার সুযোগ পাবে। আরও মজার কথা পর্যটকদের ব্যাংকক শহরে ঢোকা এবং বেরিয়ে আসবার সময় শুল্ক বিভাগের কোন খানা তাল্লাশীর ব্যবস্থা নেই। এতে আমার খুব সুবিধাই হয়েছে। শহর থেকে বামাল সহ বেরিয়ে আসবার সময় কোন অসুবিধা বা ঝঞ্ঝাটের মুখোমুখি হতে হবে না।

পর্যটকদের দলে মিশে আমিও শহরের দিকে যাত্রা করলাম। সঙ্গে আমার ক্যামেরার বিরাট ব্যাগ, ছাতা আর নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র, যেমন—দাঁত মাজবার ব্রাশ, দাড়ি কামাবার ক্ষুর ইত্যাদি। একেবারে পাক্কা পর্যটকের বেশেই শহরে ঢুকলাম। আমাকে চোর বলে আর কে সন্দেহ করে। শহরে পেঁছে সহযাত্রীদের সঙ্গ ছেড়ে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম, সোজা গিয়ে উঠলাম রত্ন-কোসিন হোটেলে। শহরের মধ্যে এটা একটা মোটামুটি নামজাদা হোটেল। তাছাড়া আমার কাজের পক্ষেও হোটেলের অবস্থানটা খুবই সুবিধাজনক। রাজকীয় পার্ক আর বানর রাজের মন্দিরের খুবই কাছে এই হোটেলটা মাত্র দু'খানা বাড়ীর পরে।

হোটেলে নিজের ঘরে এসে পূর্ণবেগে পাখা চালিয়ে দিয়ে সুস্বাদু পানীয়ের পাত্রে অলসভাবে চুমুক দিতে দিতে গোটা পরিকল্পনাটা একবার খতিয়ে দেখলাম। নাঃ, কাজটা খুব শক্ত নয়, বরং সহজই বলা যেতে পারে। প্রয়োজন শুধু একটু সতর্কতা আমার ক্যামেরার ব্যাগটাকে কেউ সন্দেহ করবেনা। কারণ ব্যাংকক শহরে ক্যামেরাধারী টুরিস্টের সংখ্যা অনেক। তারা অনবরতই মন্দির, প্রাসাদ, উদ্যান প্রভৃতির ছবি তুলছে। আর ছাতা? ছাতাটাকেই বা কে সন্দেহ করবে? বর্ষার শুরুতে ছাতা হাতে রাস্তায় বের হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আজ শনিবার। আমার কাজ কালকে। কেননা রবিবারই সবুজ বানর-রাজ এর মন্দির সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে। আজকে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আমার হাতে

কোন কাজ নেই।

রবিবারে ঘুম ভাঙলো একটু দেরীতেই। আকাশ মেঘমেদুর। যে কোন মুহূর্তেই বর্ষণ শুরু হতে পারে। আমার পক্ষে এটা ভালই হল। ছাতা নিয়ে রাস্তায় বোরোনোটা মোটেই অস্বাভাবিক হবে না। আর আমাকে তো কাজের জন্য ছাতাটা নিতেই হবে। ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেলের লবিতে গিয়ে বসলাম। তিনজন শ্যামদেশী ও-দেশী বাজনা বাজাচ্ছিল। শুনলাম কিছুক্ষণ। নাঃ, এবার বেরিয়ে পড়তে হয়। ঘরে গিয়ে ক্যামেরার ব্যাগ আর ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কর্মক্ষেত্রের দিকে। বোধহয় মনে করিয়ে দিতে হবে না যে আমার কর্মক্ষেত্র হল বানর রাজের মন্দির।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লাম মন্দিরের সামনে। চমৎকার কারুকার্যময় মন্দির। মন্দিরটি অর্ধবৃত্তাকার। প্রবেশ পথে দু'টি দানবের প্রতিমূর্তি। মূর্তি দু'টো যেন মন্দিরের দুই অতন্দ্র প্রহরী। এছাড়া কয়েকজন জীবন্ত প্রহরীও দেখতে পেলাম। মন্দির যেদিন সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে সেদিনই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রহরীদের রাখা হয়।

টং টং টং টং। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে ঘণ্টা ধ্বনি। ঐ ধ্বনি যেন আহ্বান করছে পুণ্যলোভী দর্শনার্থীদের। শুধু তাদেরই বা কেন আহ্বান করছে বিদেশী পর্যটকদের। কিন্তু ঐ ধ্বনি যেন আমার কানে ঢুকেও ঢুকছে না। মন্দিরের দরজা খোলা। খোলা দরজা পথে দূর থেকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি সবুজ রঙের বানররাজকে। সোনালী সিংহাসনে বসে আছেন তিনি।

বেলা বারোটার সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয় বানররাজের দিবানিদ্রার জন্য। আর মিনিট পাঁচেক বাদেই বারোটা বাজবে। কিন্তু দেশী-বিদেশী অনেক দর্শক এখনও ভিতরে যাচ্ছে। মন্দিরের ভিতর থেকেও বেরিয়ে আসছে জনস্রোত। ক্যামেরার ব্যাগ আর ছাতা নিয়ে দর্শকদের সঙ্গে আমিও ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

ভিতরে এসে আমি ভিড় থেকে একটু সরে গিয়ে সিংহাসনের চারপাশের সোনালী মূর্তিগুলোর একটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মূর্তিটা যেন আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছে এমনি ভাব নিয়ে আমি মূর্তিটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার ভান করতে লাগলাম! এক ফাঁকে ক্যামেরার ভারী ব্যাগটাকে নামিয়ে রাখলাম মূর্তিটার পিছনদিককার মেঝেতে। বানররাজের সিংহাসনখানা একটা বেদীর উপর বসানো। বেদীটাকে ঢেকে রাখা হয়েছে সোনালী মখমলের আবরণ দিয়ে। আবরণখানার শেষপ্রান্ত মেঝের উপর এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে পা দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে ভারী ব্যাগটাকে আবরণের আড়ালে চালান করে দিলাম।

চারপাশে একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। না, আমার দিকে কেউই তাকিয়ে নেই। ঘড়ির দিকে তাকালাম। সরে এলাম সিংহাসনের আর একটু পিছনে। মন্দিরের বাইরের প্রহরীরা বলতে লাগল, "বেরিয়ে আসুন · বেরিয়ে আসুন, বন্ধ করবার সময় হয়ে

গেছে....বেরিয়ে আসুন.... ..।"

দর্শকেরা দ্রুত চলে যাচ্ছে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, আমার দিকে কেউ তাকিয়ে নেই। কব্জী ঘড়ির দিকে তাকালাম, মন্দির বন্ধ হতে আর মোটে এক মিনিট বাকি। কেউ লক্ষ্য করছে না। ঝট করে চলে গেলাম সিংহাসনের পিছন দিকে শুয়ে পড়লাম মেঝের উপর। তারপর মখমলের আবরণটা একটু তুলে গড়িয়ে চলে গেলাম আবরণের অন্তরালে। বেদীর গায়ে গা মিশিয়ে রইলাম

মন্দিরের দরজার পেল্লায় ভারী পাল্লা দু'খানা বন্ধ করবার আগে দু'জন প্রহরী এসে ভিতরটায় একবার টহল মেরে গেল। ভিতরে কেউ রয়ে গেল কিনা তা দেখবার জন্যই এই টহল। আমি অবশ্য এমনভাবে লুকিয়ে রয়েছি যে নিতান্ত দুর্ভাগ্য না হলে পাহারাদারদের নজরে পড়বার কথা নয়। মন্দিরে বহু লোক ঢুকছে। তাদের সবাইকার মুখ পাহারাওয়ালারা নিশ্চয়ই মুখস্ত করে রাখে নি। কাজেই যারা ঢুকেছে তাদের ভিতর থেকে একটি লোকও যে বেরোয় নি এটা ওরা বুঝতেই পারবে না। বিকেলে আবার মন্দির খুলবে। কিন্তু তখন পাহারায় থাকবে নতুন একদল প্রহরী আমাকে দেখে তারা বুঝতেই পারবে না যে বিকেলে নয়, আমি দুপুর বারোটার একটু আগে মন্দিরে ঢুকেছিলাম। আমি নিরাপদেই মন্দির থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।

সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল মন্দিরের বিরাট দরজাটার ভারী পাল্লা দু'খানা। বাইরে থেকে সুইচ টিপে ভিতরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। রাশি রাশি অন্ধকার যেন মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। শুধু কি অন্ধকার? অন্ধকারের সঙ্গে এল চরম নিস্তব্ধতা। মুহূর্তের মধ্যে আমি যেন বাইরের আলোমাখা শব্দ-ভরা জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

কিন্তু না এক্ষুণি কাজ শুরু করব না। সাবধানের মার নেই। আরো কিছুক্ষণ কাটুক, তারপর শুরু হবে আমার কেরামতি।

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ। আমার চারপাশ চুপচাপ—নিঝুম। মন্দিরের বন্ধ দরজা পেরিয়ে বাইরের কোন শব্দ আমার কানে আসছে না। গড়িয়ে বেরিয়ে এলাম আবরণের বাইরে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ব্যাগ থেকে টর্চটা বের করলাম জ্বালালাম। এরপর ছাতাটার মোটা বাঁটের শেষ অংশের প্যাঁচ খুলে ঝাঁকুনি দিলাম। বাঁটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা পাতলা ফাঁপা লোহার নল। ঐ নলটার মধ্যে একের পর এক কতগুলো একই রকমের নল লুকিয়ে রেখেছিলাম। নলগুলো জুড়ে জুড়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই একখানা হালকা মই তৈরী করে ফেললাম। মইখানা হালকা হলেও বেশ মজবুত। আমার দেহের ভার বইতে পারবে। তারপর ক্যামেরার ব্যাগ থেকে আর একটা জিনিস বের করলাম। আমার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এ জিনিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা তেকোণা কাঁচের পিণ্ড। পিণ্ডটা বেশ বড়,

ওটার রং সবুজ। কাঁচ তৈরীর কারখানায় এ ধরনের পিণ্ড পাওয়া যায়। তবে অন্য পিণ্ডগুলো থেকে এ পিণ্ডটা একটু আলাদা রকমের। পিণ্ডটার উপরের দিকটা খোদাই করে মোটামুটিভাবে একটা বানরের মাথার আকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ-কাজটা আমারই। বোধহয় খুব একটা খারাপও হয় নি কাজটা।

এবার আসল কাজ। আমার ধারণা আমার পরিকল্পনাটা নিখুঁত। এ পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে পারলে ধরা পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই! গত বছর ব্যাঙ্ক কে এসে আমি বানররাজের মূর্তি দেখেছিলাম। তারপব মূর্তিটাকে সরাবার জন্য আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমার বিগত এক বছরের চিন্তা-ভাবনার ফল হল বর্তমান পরিকল্পনাটা।

কাঁচের পিণ্ডটাকে মেঝের উপর রেখে আমি সদ্য তৈরী মইখানাকে সিংহাসনের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করালাম। তারপর একহাতে জ্বলন্ত টর্চ নিয়ে সাবধানে মই-এর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

বানররাজের মূর্তি আমার নাগালের মধ্যে এসে গেল। মুখ দিয়ে টর্চটাকে চেপে ধরে আমি দু'হাত বাড়িয়ে মূর্তিটাকে সিংহাসনের উপর থেকে তুলে নিলাম। তারপর মূর্তিটাকে নিয়ে সাবধানে নীচে নেমে এলাম। দারুণ উত্তেজনায় আমার বুকটা তখন ঢিব্ ঢিব্ করছিল। এরপর মূর্তিটার দামী রাজপোশাক আর রত্নখচিত রাজমুকুটখানা খুলে ফেললাম। সেগুলি পরিয়ে দিলাম আমার তৈরী করা কাঁচের বানরের মূর্তিটাকে। মূর্তিটাকে এবার তো মন্দ দেখাচ্ছে না। মন্দিরের ভিতরে থাকবে অল্প আলো। আর মূর্তিটা থাকবে অনেক উঁচুতে বসানো। কাজেই দর্শকেরা হঠাৎ বুঝতে পারবে না যে এটা আসল নয়, নকল মূর্তি। আমার মনে হল তফাৎটা বোঝা গেলেও তা যাবে কাল দিনের আলোয়। তখন আর আমায় ধরে কে।

আবার মই বেয়ে উঠলাম। নকল মূর্তিটাকে বসিয়ে দিলাম সিংহাসনে। এবার গুছোবার পালা, ফাঁপা নলগুলো খুলে মইখানাকে ভাঙলাম। নলগুলোকে আগের মত ভরে নিলাম ছাতার ফাঁপা বাটের মধ্যে। এরপর টর্চের আলো ফেললাম জেড পাথরের নগ্ন মূর্তিটার উপর। কি চমৎকার মূর্তিটা! এ মূর্তি এখন আমার... আমার ·· আমার! আনন্দের অতিশয্যে নেচেই ফেললাম খানিকটা।

মূর্তিটাকে আমি দেখছি, স্পর্শ করছি। দেখে দেখে আমার যেন আর আশ মিটছে না। মূর্তিটাকে আমি চোখের আড়াল করবার কথাও যেন আমি ভাবতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে মূর্তিটা রাখতে হল ব্যাগের মধ্যে।

সিংহাসনের পিছনে চুপচাপ বসে রইলাম। বন্ধ মন্দিরের মধ্যে যেন নিরন্ধ্র অন্ধকার। কোথাও কোন শব্দ নেই। না ভুল বললাম—আমার হৃদপিণ্ডের ধ্বক ধ্বক শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সময় যেন আর কাটতে চাইছে না!

নাঃ, সব প্রতীক্ষারই অবসান আছে। বিকেলে মন্দির খোলার সময় হয়ে এল। আর মোটে পনের মিনিট। দেখতে দেখতে আরো পাঁচ মিনিট কেটে গেল। আর মোটে দশটা মিনিট। মন্দিরের ছাদের উপর ঝম্ ঝম্ শব্দ। বাইরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। শব্দ শুনে বুঝলাম বেশ বড় রকমের বৃষ্টি। সর্বনাশ! বৃষ্টির জন্য মন্দিরে যদি বেশী লোক না আসে? যদি ভীড় না হয়? একটু শঙ্কাতুর হয়ে পড়লাম।

মন্দিরের ভিতরে আলো জ্বলে উঠল। খুলে গেল ভারী পাল্লা দু'খানা। এবার বিকেলের দর্শনার্থীরা আসবে। আমার শঙ্কিত হবার কোন কারণই নেই। বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর দর্শনার্থী এসেছে মন্দিরে। আর কোন চিন্তা নেই। সিংহাসনের পিছন থেকে বেরিয়ে আমি টুক করে বিদেশী পর্যটকদের একটা দলের সঙ্গে মিশে গেলাম। ওরা নকল বানর রাজের মূর্তিটার খুব তারিফ করছে। কি চমৎকার মূর্তি! কি অপূর্ব শিল্পকর্ম! ওদের এসব কথা শুনে আমার খুব হাসি পেল। হ্যাঁ অপূর্ব শিল্পকর্মই বটে! আমার জীবনের প্রথম এবং বোধকরি শেষ শিল্পকর্ম। আপনমনে হাসতে হাসতে দলটার সঙ্গেই মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরিয়েও মন্দিরের ঝুঁকে পড়া ছাদের তলাতেই একটু দাঁড়াতে হল। বৃষ্টি! বৃষ্টি! আকাশ ফুঁড়ে নামছে বৃষ্টিধারা। কোন লোকই মন্দির ছেড়ে রাস্তায় নামছে না। হয়ত একটু অস্বাভাবিক দেখাবে একথা ভেবেই আর প্রবল বর্ষণের মধ্যে নামলাম না।

বৃষ্টির বেগ কমল। দর্শনার্থীর দল রাস্তায় নামতে শুরু করল। এবার বৃষ্টিস্নাত রাস্তায় নামা যেতে পারে। অন্য দর্শনার্থীদের মত আমিও এবার ছাতা খুলে রাস্তায় নামবার জন্য তৈরী হলাম। আমার কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন আসল বানররাজ. আর ছাতা খুলবার ফলে ক্যামেরার ব্যাগটাকেও আর অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না। মন্দিরের দরজায় পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন শ্যাম দেশী প্রহরী। বৃষ্টির জন্য ওদের গায়ে বর্ষাতি। দর্শকের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওরা। অবশ্য আমার ভয় পাবার মত কিছু নেই। সকালে এরা পাহারা দিচ্ছিল না দিচ্ছিল তখন অন্য একদল। কাজেই আমার ধরা পড়বার কোন ভয় নেই।

প্রহরীদের জন্য করুণা বোধ করলাম। ওরা বারবার বানররাজের মূর্তি দেখেছে। কিন্তু কতটুকু দেখেছে? দেখেছে তো পোশাকের বাইরে মুখটুকু ঐ রাজ পোশাকের অন্তরালে যে অপূর্ব শিল্প কর্ম রয়েছে তা কি ওরা দেখেছে? ওরা কি অনুভব করেছে মূর্তিটির হিমশীতল স্পর্শ? ওদের থেকে আমি অনেক বেশী ভাগ্যবান। আমি এই জেড পাথরের অপূর্ব শিল্পকর্ম নিজের চোখে দেখেছি। টর্চের আলোয় সবুজ পাথরের বুকে কি অপরূপ দ্যুতির সৃষ্টি হয়েছিল! কেমন এক রূপাতীত অপরূপ সৌন্দর্যের। মূর্তিটার কমনীয় কোমল পরশও প্রহরীরা কোনদিন পায় নি। অথচ ভিনদেশী হয়েও আমি তা পেয়েছি।

ওরা সত্যিই বেচারা।

বৃষ্টিস্নাত রাস্তায় পা বাড়াতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম একজন প্রহরী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হ্যাঁ, বিশেষ করে আমার দিকেই বেশ অনুসন্ধানীর দৃষ্টি নিয়েই লোকটা আমাকে দেখছে। হঠাৎ লোকটার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। সঙ্গী পাহারাওয়ালাদের দিকে ইঙ্গিত করে লোকটা সোজা এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে, আর দু'জন প্রহরীও এগিয়ে এল।

'ক্ষমা করবেন স্যার দয়া করে আমাদের সঙ্গে একটু আসতে হবে।' প্রথম প্রহরীটি বেশ বিনীতভাবে ইংরেজীতেই বলল।

- 'কেন ? তোমাদের সঙ্গে যাব কেন ?' আমার কণ্ঠস্বরের কাঁপুনি একেবারে চাপা গেল না।

—'দেখছেন এখনও বৃষ্টি পড়ছে—এই বৃষ্টির মধ্যে কি কথাবার্তা বলা যায়! তার চেয়ে বরং আমাদের গাড়িতে উঠুন। প্রহরীর স্বরে ভদ্রতা আর কঠোরতার সংমিশ্রণ।

—'তোমাদের গাড়িতে আমি যাব কেন ?'

—'চলুন না, কোন কষ্ট হবে না।' প্রথম প্রহরীটি মোলায়েম সুরে বলল, সেই হল প্রহরীদলের নেতা।

—'কেন যাব ? আমার অনেক কাজকর্ম রয়েছে।'

—'তাহলেও আপনাকে একটু আসতে হবে।'

—'তোমরা কি পাগল হয়েছ ?'

প্রহরীরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। দু'পাশ থেকে দু'জন প্রহরী এসে আমার দু হাতের উপর হাত রাখল। সর্দার প্রহরী কঠোরভাবে বলল—'আসুন' রাস্তার পাশে পার্ক করা একখানা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে।

আমার হৃৎপিণ্ডটা ধ্বক করে উঠল। কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। দেহে রক্তচাপ বেড়ে গেল। দুই প্রহরী আমাকে গাড়িতে উঠতে বাধ্য করল।

ওরা আমাকে নিয়ে গেল পুলিশের সদর দপ্তরে। সেখানে একজন পদস্থ অফিসার কাছ থেকে কি সব অভিযোগ শুনলেন। ওরা শ্যামদেশী ভাষায় বলছিল। কাজেই যা বলছিল তার এক বর্ণও আমিও বুঝতে পারছিলাম না। তবে মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখাচ্ছিল সুতরাং অভিযোগটা যে আমার সম্পর্কেই সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না।

ওদের অভিযোগ শুনে অফিসারও শ্যামদেশী ভাষাতেই নির্দেশ দিলেন। আমার পাশপোর্ট ক্যামেরার ব্যাগ এবং ছাতাটা নিয়ে নিল প্রহরীরা। ব্যাগটা খুলতেই আসল বানররাজকে পেয়ে গেল ওরা। অফিসার আমার দিকে তাকালেন তীব্র দৃষ্টিতে তারপর মাথা নাড়লেন। মাল সমেত ধরা পড়েছি, অপরাধ অস্বীকার করবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই।

আমাকে থানার গারদে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। আমি বিস্ময়বিমূঢ়। আমি তখনও বুঝতে পারছিলাম না সর্দার প্রহরী আমাকে সন্দেহ করল কি করে? আমি তো বেশ প্ল্যান মাফিক কাজ করে ছিলাম, পরিকল্পনায় কোন খুঁত ছিল বলে তো আমার মনে হয় না। তবে? সর্দার প্রহরী কি লোকের মনের কথা বুঝবার বিদ্যা জানে? নাকি এ হল প্রাচ্যদেশীয় যাদুবিদ্যা?

সর্দার প্রহরী যখন আমাকে গারদে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করছিল তখন কথাটা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

—'আচ্ছা, তুমি কি করে বুঝলে যে আমি বানররাজকে চুরি করেছি?

—'দুপুরবেলা তো একমাত্র আপনিই মন্দিরের ভিতর ছিলেন, তাই না?'

—'ঠিক তাই, কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে যে আমি দুপুরে মন্দিরের মধ্যে ছিলাম?'

—'দুপুরে একলা মন্দিরে থাকা ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক!' আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রহরী বলল।

—'নিশ্চয়ই সন্দেহজনক, কিন্তু আমার প্রশ্নের তো জবাব পেলাম না। তুমি কি করে বুঝলে আমি দুপুরে মন্দিরের মধ্যে ছিলাম?'

—'বৃষ্টি দেখে'—প্রহরী কাঁধ ঝাঁকাল।

—'বৃষ্টির সঙ্গে আমার মন্দিরের ভিতর থাকা না থাকার কি সম্পর্ক?' বিমূঢ় ভাবে আমি প্রশ্ন করলাম।

— বিকেল বেলায় মন্দির খুলবার একটু আগেই তো বৃষ্টি শুরু হয়েছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাতেই তো রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল।'

—'কি করে?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই সর্দার প্রহরী চলে গেল। 'কি করে? কি করে?' —প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দেরীতে হলেও আমি রহস্যের সমাধান করে ফেললাম।

মন্দির থেকে বের হবার সময় আমি যখন ছাতাটা খুলছিলাম তখন ছাতাটা একেবারে শুকনো ছিল। অথচ বিকেলে আর যে সব দর্শনার্থী এসেছিল বৃষ্টির জন্য তাদের ছাতা ছিল ভেজা।

আমার পরিকল্পনায় এটুকু ত্রুটির জন্যই আমেরিকার চোর শিরোমণি আমি ধরা পড়লাম কিনা শ্যামদেশী পুলিশের হাতে।

* * *

মাঙ্কি কিঙ

অনুবাদ —অনিরুদ্ধ চৌধুরী

জেমস্ হোলডিঙ:

জেমস্ হোলডিঙ্ একজন খ্যাতনামা লেখক। তাঁর রচিত কাহিনীগুলির মধ্যে চমৎকার রহস্যময়তার পরশ রয়েছে। লেখকের গল্প লেখার ভঙ্গী এমন সুন্দর যে তাঁর রচিত কাহিনী একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। গল্পই শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় পাঠককে। এখানেই জেমস্ হোলডিঙের রচনার সার্থকতা। তাঁর রচনা ভঙ্গীসর্বস্ব নয়। অনেক নিটোল গল্প রচনা করেছেন তিনি। গল্পের শেষের অপূর্ব চমকে পাঠক অভিভূত না হয়ে পারে না। "মাঙ্কি কিঙ্" গল্পটি লেখকের একটি বিখ্যাত কাহিনী। আশা করি এই কাহিনী পাঠকদের মুগ্ধ করবে।





স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

বন্ধুবর শার্লক হোমসের কাছে সেই মহিলা হলেন একজন নারী। তাঁর কথা বলতে গেলে হোমস্ খুব কম সময়েই অন্য কোন নাম ব্যবহার করত। সেই মহিলা যেন শুধুই নারী, তাঁর যেন অন্য কোন পরিচয় নেই। অবশ্য এটা ভাবা মোটেই ঠিক হবে না যে, আইরিন অ্যাডলারের প্রতি হোমসের তীব্র আকর্ষণ ছিল। হোমসের কাছে সবরকমের ভাবালুতাই ছিল ঘৃণার বস্তু। তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং নির্ভুল বিচার ক্ষমতার অধিকারী ছিল হোমস। এ দু'টি ব্যাপারে তার সমতুল্য ব্যক্তি বোধহয় পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। কিন্তু প্রেমিক হিসেবে কল্পনাই করা যায় না হোমস্‌কে। প্রেমের মত আবেগকে সে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত। কেননা তার মতে এগুলি হলো নিতান্তই জোলো ব্যাপার।

কিন্তু তবুও একটি নারী শার্লক হোমসের মনে স্থান পেয়েছিল আর সেই নারীটি হলেন আইরিন অ্যাডলার।

বেশ কিছুদিন হোমসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। এমনকি আমাদের দু'জনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত নেই। আমার বিয়ের পর আমি অন্য বাসায় চলে গিয়েছি।

হোমস্ রয়েছে বেকার স্ট্রীটের বাসাতেই। নিজের সংসার নিয়ে আমি সুখেই আছি। হোমস্ তো এমনিতেই মিশুক স্বভাবের নয়। বেকার স্ট্রিটের পুরনো বাসায় একরাশ পুরানো বই-এর মধ্যে ডুবে থাকত হোমস। কখনও তার সময় কাটত কোকেন নিয়ে, আবার কখনও বা নিজের সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সময় কাটাত শার্লক হোমস্। অপরাধতত্ত্বের আলোচনার প্রতি এখনও ওর মনে তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। পুলিশ যে সব রহস্যভেদ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, হোমস সে সব রহস্যের সমাধান করে নিজের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। হোমসের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও ওর অসাধারণ কাজকর্মের কিছু খবর আমার কানে এসেছে। শুনে বন্ধুর জন্য গর্ব বোধ করেছি।

সেদিন ছিল ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ। সে রাতে একটি রোগী দেখে বাড়ী ফিরছিলাম। আমার ফেরার পথে পড়ল বেকার স্ট্রিট। পরিচিত দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। ভাবলাম হোমসের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

হোমসের ঘর থেকে আলো আসছে। বুঝলাম বন্ধুবর ঘরেই আছে। ঘরের দিকে তাকালাম। পর্দার ওপাশে হোমসের দীর্ঘ দেহের ছায়া দেখতে পেলাম। ছায়া সরে গেল। আবার দেখলাম ছায়া। বুঝলাম হোমস পায়চারি করছে। ওর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপরে, হাত দুখানি মুঠি করা অবস্থায় রয়েছে পিছনের দিকে। ছায়া দেখে বোঝা যাচ্ছে যে হোমস লম্বা লম্বা পা ফেলে খুব তাড়াতাড়ি পায়চারি করছে। হোমসের প্রতিটি ভাবভঙ্গীর সঙ্গে আমি পরিচিত। ওর ছায়ার চলাফেরা দেখেই বুঝতে পারলাম যে, ও আবার কোন জটিল রহস্যভেদের কাজে নেমে পড়েছে।

ঘণ্টা বাজালাম। দরজা খুলল। আমি হোমসের ঘরে ঢুকলাম। এক সময় এই ঘরের একটা অংশের অধিকারী ছিলাম আমি।

আমাকে দেখে হোমস্ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না। কিন্তু মনে হলো আমাকে দেখে সে বেশ খুশীই হয়েছে। মুখে কোন কথা না বলে সে একটা চেয়ার দেখিয়ে আমাকে বসতে ইসারা করল। বসলাম, আমার দিকে সিগার-কেসটা ছুঁড়ে দিয়ে ঘরের কোণে রাখা আগুন জ্বালাবার সাজসরঞ্জাম দেখিয়ে দিল। তারপর নিজে 'ফায়ার প্লেস'-এর সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। এক মুহূর্ত তাকিয়ে হোমস্ বলল, 'বিয়ে করে তুমি বেশ ভালই আছ দেখছি। আমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর তোমার শরীরে সাড়ে সাত পাউণ্ড মাংস বেড়েছে।'

—'সাত পাউণ্ড', আমি উত্তর দিলাম।

'তাই নাকি, আমার আর একটু খুঁটিয়ে দেখা উচিত ছিল। তুমি দেখছি আবার ডাক্তারী শুরু করেছ। কিন্তু সে কথা তো তুমি আমাকে বল নি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কথা তুমি জানলে কি করে? আমি তো আবার ডাক্তারী শুরু করবার কথা সত্যি সত্যিই তোমাকে বলি নি।'

হোমস্ মুচ্‌কি হেসে বলল, 'তোমাকে দেখেই তা অনুমান করলাম। আচ্ছা ওয়াটসন, তুমি কি অস্বীকার করতে পার যে সম্প্রতি তুমি খুব ভিজেছ? তাছাড়া তোমার কপালে এমন একটি দাসী জুটেছে যে একেবারেই আনাড়ি—একেবারেই বে-খেয়ালী।'

আমি বললাম, 'হোমস্, তুমি কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। কয়েক শতাব্দী আগে হলে তোমাকে অবশ্যই 'ডাইন' ভেবে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হোত। অবশ্য একথা ঠিক যে গত বৃহস্পতিবার আমি পায়ে হেটে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরতে আমার খুব কষ্টই হয়েছিল। কিন্তু আমি সেদিনকার পোশাক পরে এখানে আসি নি। তবে তুমি এ বিষয়টা অনুমান করলে কি করে? আর আমার দাসী মেরি জেনের কথা যদি বল, তাহলে বলতে হয় যে, তাকে সংশোধন করা একেবারেই অসম্ভব। আমার স্ত্রী তো ইতিমধ্যেই তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হোমস্, তুমি যে কি করে এত কথা জানলে তাই তো বুঝতে পারছি না।'

শার্লক হোমস্ মৃদু হেসে দু'খানা লম্বা হাতের চেটো ঘসতে লাগল।

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বল।'

হোমস্ বলল, 'বন্ধু ওয়াটসন, ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ এবং সরল। এর মধ্যে কোন জটিলতাই নেই।

—'বুঝিয়ে বল,' আমি আবার বললাম। হোমস্ বলল, 'ওয়াটসন, তোমার বাঁ পায়ের জুতোর মাথায় 'ফায়ার প্লেস'-এর আলো এসে পড়েছে। জুতোর মাথায় দেখা যাচ্ছে ক'টি প্রায় সমান্তরাল রেখা। বেশ বোঝা যাচ্ছে কেউ অত্যন্ত অসতর্কতার সঙ্গে জুতোর ফাঁক থেকে কাদা তুলতে গিয়ে এই কাজটি করে ফেলেছে। সুতরাং বুঝলাম যে দাসী তোমার জুতো পরিষ্কার করে সে খুব অসতর্ক এবং আনাড়ি। জুতোর কাদা থেকে এটা অনুমান করা মোটেই শক্ত নয় যে, দুর্যোগের মধ্যে তুমি বাইরে গিয়েছিলে। এবার নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে যে, তুমি যে আবার ডাক্তারী শুরু করেছ, একথা আমি জানলাম কি করে? খুব সহজেই জানলাম। কেউ ঘরে ঢুকলে যদি আইডোফর্মের গন্ধ পাওয়া যায়, সেই লোকের ডান হাতের তর্জনীতে যদি সিলভার-নাইট্রেটের কালো দাগ থাকে আর তার 'টপ্ হ্যাট'-এর ফুলে ওঠা পাশটা যদি বুঝিয়ে দেয় কোনখানে সে 'স্টেথোস্কোপ'-টা রেখেছে, তবে তো খুব সহজেই বোঝা যায় যে লোকটির পেশা হোল ডাক্তারী। এটুকু সঠিক অনুমান যদি করতে না পারি তবে তো আমাকে নিতান্ত নির্বোধই বলতে হয়।

হোমস্ এত সহজে তার অনুমান-পদ্ধতি বুঝিয়ে দিল যে আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'তোমার যুক্তিগুলো শুনবার পর মনে হয় এতো খুবই সোজা। এরকম অনুমান তো আমিও খুব সহজেই করতে পারতাম। কিন্তু যতক্ষণ তুমি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দাও ততক্ষণ আমি কিছুই বুঝতে পারি না। কিন্তু তা হলেও আমার স্থির বিশ্বাস আমার চোখদু'টি তোমার দু'চোখের চাইতে কোন অংশে খারাপ নয়।'

একটা সিগারেট ধরালো হোমস তারপর নিজের দেহটাকে একখানা আরাম কেদারায়

এগিয়ে দিয়ে সে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু। তোমার চোখ আমার চোখের চাইতে কোন অংশে খারাপ নয়। তবে আমাদের দু'জনের দেখার মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। তুমি শুধু দেখ কিন্তু যাকে পর্যবেক্ষণ বলে তা করো না। দেখা আর পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে কিন্তু বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। নীচের হলঘর থেকে এঘরে আসবার সিঁড়িটা তুমি অনেকবার দেখেছ।

—'দেখেছি,' আমি উত্তর দিলাম।

—'কতবার দেখেছ ?' হোমস প্রশ্ন করল।

—'অনেকবার।'

—'আচ্ছা বল দেখি সিঁড়িতে কতগুলি ধাপ আছে ?'

—'বলতে পারব না।'

—'তা হলে তুমি শুধু দেখেছ, কিন্তু পর্যবেক্ষণ করো নি। আমি কিন্তু জানি যে, ঐ সিঁড়িটায় মোট পনেরোটা ধাপ আছে। কারণ আমি শুধু দেখিনি, পর্যবেক্ষণও করেছি। এবার আমাদের দু'জনের দেখার মধ্যের পার্থক্যটা বুঝতে পারলে তো ?' যাক্ সে কথা। আমি জানি তুমি রহস্য ভালবাস। আমার কয়েকটি রহস্যভেদের কাহিনীও তুমি লিপিবন্ধ করেছ। মনে হয় এ ব্যাপারটায়ও তুমি কৌতূহলী হয়ে উঠবে।'

টেবিলের উপরে একখানা গোলাপী রঙের চিঠির কাগজ খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল। কাগজখানা বেশ মোটা। সেখানা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হোমস্ বলল, চিঠিখানা একটু আগের ডাকে এসেছে। জোরে পড় চিঠিখানা। চিঠিখানায় কোন তারিখ নেই। নীচে কোন স্বাক্ষর নেই। প্রেরকের কোন ঠিকানাও নেই সেখানে। শুধু লেখা আছে :

'একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য একজন ভদ্রলোক আজ রাত পৌনে আটটার সময়ে আপনার কাছে আসবেন। অল্পকিছুদিন আগে ইউরোপের একটি বিখ্যাত রাজপরিবারের যে উপকার আপনি করেছেন তাতে বুঝতে পারছি যে কোন গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় ব্যাপারে আপনার উপরে নির্ভয়ে আস্থা রাখা যায়। আপনার দক্ষতা সম্পর্কে আমরা নানা সূত্র থেকে সংবাদ পেয়েছি। আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আপনি পৌনে আটটার সময় অবশ্যই নিজের চেম্বারে থাকবেন। আপনার সঙ্গে যিনি দেখা করতে যাবেন তার মুখে যদি মুখোস থাকে তবে তাকে যেন ভুল বুঝবেন না।'

চিঠিখানা পড়ে বেশ রোমাঞ্চিত হলাম। হোমসের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এতো দেখছি বেশ রহস্যময় ব্যাপার। এ চিঠিখানা সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?'

হোমস্ বলল, 'কোন তথ্যই তো এখনও হাতে আসে নি। তথ্যের উপরে ভিত্তি করেই তো তত্ত্ব খাড়া করতে হয়। তা না করলে ভুল হবার বিরাট সম্ভাবনা থাকে। আগে তত্ত্ব খাড়া করলে তার সঙ্গে খাপ খাওবার জন্য মূল ঘটনাটাকেই বিকৃত করে ফেলবার

বিপদ থেকে যায়। এ আলোচনা থাক। বন্ধু ওয়াটসন, চিঠিখানাকে ভাল করে পরীক্ষা করো তারপর বলো এই রহস্যময় চিঠি থেকে তুমি কি অনুমান করতে পারলে ?'

চিঠির কাগজ আর লেখাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম, তারপর হোমসের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বললাম 'এই চিঠির লেখক ধনী। এরকম কাগজের 'প্যাকেট' 'আধ ক্রাউন'-এর কমে পাওয়া যায় না। চিঠির কাগজখানা বেশ পুরু এবং শক্ত। এ একখানা বিশেষ ধরনের কাগজ।'

হোমস্ বলল, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। কাগজখানা বিশেষ ধরনেরই বটে। এখানা এদেশের কাগজই নয়। আচ্ছা, এবার কাগজখানা আলোর সামনে ধরো দেখি।'

ধরলাম।

হোমস বলল, 'কি দেখছো ?

—'দেখছি বড় হাতের 'E'-র সঙ্গে ছোট হাতের 'g'। আরও দেখছি বড় হাতের একটি 'P'। তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে বড় হাতের 'G'-এর সঙ্গে ছোট হাতের 't' অক্ষরগুলি অবশ্য জলছাপ হিসেবেই রয়েছে।''

হোমস্ বলল, 'এবার বল কি অনুমান করলে ?

—'জলছাপটা অবশ্য ই কাগজ উৎপাদকের নাম অথবা 'মনোগ্রাম'।

—'হলো না বন্ধু, হলো না। বড় হাতের G আর ছোট হাতের t নিয়ে হলো Gt। এটি হোল জার্মান 'Gesellschaft' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হোল 'Company'। 'P' শব্দটি দিয়ে নিশ্চয়ই জার্মান Papier' বা ইংরেজী Paper' শব্দটিকে বোঝান হচ্ছে। এবার বাকী রইল শুধু Eg। এর অর্থ বের করাও খুব শক্ত হবে না। 'কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ার' খানা একবার দেখা যাক।

বই-এর 'র‍্যাক' থেকে একখানা মোটা বই বের করল হোমস্। বই-এর মলাটখানা বাদামী রঙের। বই-এর পাতা ওলটাতে ওলটাতে হোমস বলতে লাগল, 'এগ্রো এগ্রোনিৎস এই যে পেয়ে গিয়েছি জায়গাটা · জায়গাটা হলো এগ্রিয়া। এগ্রিয়া হচ্ছে বোহেমিয়ার একটা অঞ্চল। এ অঞ্চলের ভাষা জার্মান। জায়গাটা কার্লসবাড থেকে খুব বেশী দূরে নয়। ওয়ালেনস্টিন-এর মৃত্যু এখানেই হয়েছিল। এই অঞ্চল কাঁচ এবং কাগজের কারখানার জন্য বিখ্যাত।'

বিজয়গর্বে হাসল শার্লক হোমস্। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বন্ধু, এবার কি বুঝলে ?'

• হোমসের চোখ দু'টি উল্লাসে ঝক্‌মক্ করে উঠল। তার সিগারেট থেকে নীল ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল উপরের দিকে।

হোমস্ প্রশ্ন করল, 'বল কি বুঝলে ?'

—'চিঠির কাগজখানি বোহেমিয়ার এক কাগজের কারখানায় তৈরী হয়েছে,' আমি উত্তর দিলাম।

—'ঠিক তাই। আর কি বুঝলে ?'

—আমি চুপ করে রইলাম।

—হোমস্ বলল 'এই রহস্যময় চিঠি লিখেছেন তিনি একজন জার্মান।'

—'কি করে বুঝলে ?' চিঠিখানা তো ইংরেজী ভাষায় লেখা।

—'কেন কেন জার্মান কি ইংরেজী ভাষা শিখে সেই ভাষায় চিঠি লিখতে পারে না ?' হোমস পাল্টা প্রশ্ন করল।

—'তা পারে। কিন্তু পত্রলেখক যে জার্মান তা তুমি বুঝলে কি করে ?'

— বুঝলাম চিঠির রচনাশৈলী দেখে। কোন রুশ বা ফরাসী এভাবে চিঠি লেখেন না। একমাত্র জার্মানরাই এভাবে চিঠি লিখে থাকেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে বোহেমিয়ার কাগজে একজন জার্মান এই চিঠি লিখেছেন। তিনি আসবেন মুখোস পরে। দেখা যাক তাঁর সমস্যাটা কি ? এই যে আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে পত্র লেখক তো এসে গিয়েছেন।'

হোমসের কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে ঘোড়ার খুরের এবং গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল। গাড়িখানা এসে দাঁড়াল হোমসের বাসার সামনে। হোমস শিস্ দিয়ে উঠল। বলল, 'এইবার ব্যাপারটা বোঝা যাবে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে একখানা দু'ঘোড়ার গাড়ি এল।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আবার বলল, 'যা ভেবেছি ঠিক তা-ই। বাড়ীর সামনে একখানা ছোট্ট কিন্তু সুন্দর ব্রুহাম গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। দুটো সুন্দর ঘোড়া টেনে নিয়ে এসেছে গাড়িখানা। ঘোড়া দুটো খুবই তেজী। দেড়শো গিনির কমে ওরকম একটা ঘোড়া পাওয়া যায় না। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ওগুলির মালিক খুবই ধনবান। বন্ধু ওয়াটসন, এই মামলায় যে টাকা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

'আমি বললাম, 'তোমার মক্কেল এসে গিয়েছে. এবার তাহলে আমি চলি।'

—'মোটেই না মোটেই না। তুমি যেমন বসে আছ তেমান থাক। এই মামলাটা বেশ চিত্তাকর্ষক হবে বলেই মনে হচ্ছে। এ মামলায় তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই প্রথম থেকেই তোমার উপস্থিতি চাইছি আমি।'

—'কিন্তু তুমি চাইলেও তোমার মক্কেল হয়তো আমার উপস্থিতিটা পছন্দ করবেন না। তিনি হয়তো কোন গোপন পরামর্শের জন্যই তোমার কাছে এসেছেন।'

— তাঁর কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তোমার সাহায্য চাইছি, তিনিও হয়তো তোমার সাহায্য চাইবেন। আগন্তুক আসছেন। তুমি ঐ আরাম কেদারাখানায় গা এলিয়ে দিয়ে মন দিয়ে আমাদের দু'জনের কথাবার্তা শুনবে। তোমাকে আমি এই মুহূর্তে ছাড়তে পারছি না।'

সিঁড়িতে এবং 'প্যাসেজ'-এ একটা মন্থর ও ভারী পদক্ষেপের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দরজার ঠিক বাইরে এসে পদশব্দ থেমে গেল। তারপর একটা জোরালো এবং কর্তৃত্বসূচক

টোকা পড়ল দরজায়।

'ভিতরে আসুন !' হোমস্ বলল।

যে ব্যক্তি ঘরে ঢুকলেন তাঁর উচ্চতা ৬'ফুট ছ'ইঞ্চি থেকে একটুও কম নয়। তাঁর বিশাল বুক আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রীক পুরাণের হারকিউলিসের মত। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মূল্যবান -এত মূল্যবান যে ইংলণ্ডে এরকম পোশাক খুব খারাপরুচিরই সমতুল্য। আগন্তুকের জামার আস্তিনে এবং ডবল-ব্রেস্ট কোটের সামনে 'অস্ত্রাখানের' ভারী পট্টি দেওয়া, তাঁর গাঢ়নীল রঙের 'ক্লোক'-এ অগ্নিশিখার মত সিল্কের লাইনিং। একটা উজ্জ্বল মরকত মণির 'ব্রোচ্' দিয়ে 'ক্লোক,-টা গলার সঙ্গে লাগানো। জুতো জোড়া পায়ের ডিম পর্যন্ত উঠে এসেছে আরও উপরদিকের কিনারায় দামী বাদামী রঙের পশুলোমের পট্টি, আগন্তুকের সমস্ত শরীর জুড়েই বর্বর প্রাচুর্যের বহিঃপ্রকাশ প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁর হাতে একটা চওড়া কিনারাওলা টুপি। মুখের উপরের দিকটা একটা কালো মুখোশে ঢাকা। মুখোশটা নেমে গিয়েছে আগন্তুকের গালের হাড় ছাড়িয়ে। দেখে মনে হচ্ছে একটু আগেই তিনি মুখোসটা পরেছেন, কেননা তাঁর একখানা হাত তখনও মুখোসের উপরেই রয়েছে। আগুন্তুকের মুখের নিচের দিকটা অনাবৃত। তা দেখে মনে হয় শক্ত চরিত্রের মানুষ। তাঁর পুরু ঝোলানো ঠোঁট এবং লম্বা খাড়া চিবুক দেখে মনে হয় যে নিজের সংকল্পকে তিনি একগুয়েমির পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন। আগন্তুক ঘরে ঢুকলেন।

॥ ২ ॥ ॥ আগন্তুক ॥

'আমার চিঠি পেয়েছেন ?'

আগন্তুকের গলার স্বর গভীর এবং কর্কশ। তার কথায় জার্মান টান খুবই স্পষ্ট।

'চিঠিতে লিখেছিলাম, আমি আসব !'

আমাদের দু'জনের মধ্যে ঠিক কার সঙ্গে কথা বলবেন তা বুঝতে না পেরে তিনি একবার হোমস্ আর একবার আমার দিকে তাকাতে লাগলেন।

অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন' 'হোমস্ বলল, 'ইনি হলেন আমার বন্ধু এবং সহকর্মী ডক্টর ওয়াটসন, উনি প্রায়ই আমাকে তদন্তের ব্যাপারে সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলবার সম্মান লাভ করছি ?'

'আপনি আমাকে কাউন্ট ফন্‌ক্রাম বলে সম্বোধন করতে পারেন। আমি বোহেমিয়ার একজন অভিজাত ভূস্বামী। বোধ হচ্ছে আপনার বন্ধু এই ভদ্রলোক মানী এবং সুবিবেচক। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি এঁকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারি। তা না হলে আমি কেবল আপনার সঙ্গেই গোপনে কথা বলতে চাই।'

আমি যাবার জন্য উঠলাম। কিন্তু হোমস্ আমার কব্জি চেপে ধরে আমাকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার বক্তব্য হয় আমাদের দুজনকেই বলবেন, নয়তো

কাউকে বলবেন না। আপনি আমাকে যা বলতে চাইছেন, তা এই ভদ্রলোকের সামনেই বলতে পারেন।

নিজের চওড়া কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'তাহলে শুরু করছি আমার কাহিনী। আপনাদের দুজনকে আমি দু'বছরের জন্য এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দ্বারা আবদ্ধ রাখতে চাইছি। দু'বছর পরে অবশ্য এ ব্যাপারটার আর কোন গুরুত্ব থাকবে না। আপাততঃ এটুকু বললে বেশী কথা বলা হবে না যে ব্যাপারটার গুরুত্ব এত বেশী যে ইউরোপের ইতিহাসও এই বিষয়টি নিয়ে প্রভাবিত হতে পারে।'

'আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম,' হোমস বলল।

—'এবং আমিও,' আমি বললাম।

—'এই মুখোসের জন্য ক্ষমা করবেন' অপরিচিত আগন্তুক বললেন, 'যে মহান ব্যক্তি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তিনি চান তাঁর দূতের প্রকৃত পরিচয় আপনাদের কাছে অজানাই থ'কুক। স্বীকার করছি আমার যে পরিচয় আমি একটু আগেই আপনাদের কাছে দিয়েছিলাম, তা কিন্তু আমার আসল পরিচয় নয়।'

—'সেটা আমি জানি,' শুষ্কস্বরে হোমস্ বলল।

আগন্তুক বললেন, 'ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোপনীয়। কাজেই এক্ষেত্রে সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নইলে ইউরোপের একটি রাজপরিবার এক মহা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়বে। আচ্ছা সহজ-সরল ভাষাতেই বলছি। বোহেমিয়া রাজ্যের মহান ওর্মস্টিন রাজবংশ এই ব্যাপারটার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এই ব্যাপারটার গোপনীয়তার উপরেই রাজপরিবারের সম্মান এই মুহূর্তে নির্ভর করছে। 'আমি সেটাও জানি,' নিজের প্রিয় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে দু'চোখ বন্ধ করে হোমস্ নীচু গলায় বলল।

মুখোশধারী আগন্তুক শার্লক হোমস্ সম্পর্কে অনেক কথাই জেনে এসেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই শুনেছিলেন যে, হোমসের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কর্মতৎপর এবং উদ্যমী পুরুষ সমস্ত ইউরোপ মহাদেশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেও আর পাওয়া যাবেনা। হোমসের আরাম কেদারায় এলানো মূর্তির দিকে তাই তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বোধহয় ভাবলেন, এই কি এক কর্মতৎপর ব্যক্তি!

হোমস্ ধীরে ধীরে চোখ খুলল। অধৈর্যের দৃষ্টিতে তাকাল বিপুল দেহী আগন্তুকের দিকে। তারপর বলল, 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' যদি সদয় হয়ে মামলাটির কথা খুলে বলেন তবে আপনাকে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে অনেকটা সহজসাধ্য হবে।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন মুখোসধারী। অদম্য আবেগে তিনি ঘরের এক প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর বেপরোয়া ভাবে একটানে মুখ থেকে মুখোসটা খুলে ফেলে তিনি সেটাকে ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর চিৎকার করে

বললেন, 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমিই বোহেমিয়ার রাজা। আমি সেকথাটা আর গোপন করার চেষ্টাই বা করব কেন?'

মৃদুস্বরে হোমস্ বলল, 'নিশ্চয়ই, কেন গোপন করবার চেষ্টা করবেন? ইয়োর ম্যাজেস্টি কিছু বলবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি ভিলহেল্ম গট্সারিখ সিগিসমণ্ড ফন্ ওর্মস্টীন, গ্র্যাণ্ড ডিউক অব ক্যাসেল ফেলস্টিন এবং বোহেমিয়ার বংশানুক্রমিক রাজার সঙ্গেই কথা বলবার সৌভাগ্য লাভ করছি।'

আবার চেয়ারে বসলেন আগন্তুক। নিজের উঁচু সাদা কপালে হাত বোলাতে বোলাতে তিনি বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এ ধরনের কাজ আমি নিজে করতে অভ্যস্ত নই। ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে বিশ্বাস করে কাউকে আমি একথা বলতে পারিনি। কেননা কেউ আমার গোপন ব্যাপার জেনে ফেললে আমি তার হাতের পুতুলে পরিণত হব, কেননা সে আমাকে 'ব্ল্যাক মেইল' করবে। তাই কাউকে দূত হিসেবে না পাঠিয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য আমি নিজেই পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশে প্রাগ থেকে লণ্ডনে এসেছি।

আবার চোখ দুটি বন্ধ করে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে হোমস্ বলল, 'বেশ, এবার তাহোলে দয়া করে পরামর্শ করুন।

॥ ৩ ॥ আইরিন অ্যাডলার

রাজা বললেন, 'সংক্ষেপেই বলছি। বছর পাঁচেক আগে আমি ওয়াবশ-তে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি অনেক দিন ছিলাম। সেখানেই স্বনামধন্যা, দুঃসাহসিকা আইরিন অ্যাড-লারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মিঃ হোমস, এ নামটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে পরিচিত।'

চোখ না খুলেই হোমস্ মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ডাক্তার, আমার বর্ণানুক্রমিক তালিকা পুস্তকের মধ্যে নামটা খুঁজে পাও কিনা দেখ।'

অনেক বছর ধরেই হোমস্ কোন ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রে কিছু প্রকাশিত হলে তা নিজের তালিকা পুস্তকে তালিকাভুক্ত করে রাখবার অভ্যেস করেছিল। ফলে কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের সম্পর্কে তার কাছে কিছু উল্লেখ করলেই হোমস্ সেই ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু সংবাদ সরবরাহ করতে পারত। আইরিন অ্যাডলারের জীবনী ও তালিকা পুস্তকের মধ্যে পেয়ে গেলাম আমি। তার জীবনী রয়েছে একজন 'হিব্রু রাব্বি' (ইহুদি শাস্ত্রব্যাখ্যাতা বা আইনজ্ঞ) এবং 'স্টাফ কমাণ্ডার'-এর জীবনীর মাঝখানে।

এই 'স্টাফ কমাণ্ডার' আবার গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

—'তালিকা পুস্তকখানা এবার দেখতে দাও আমাকে।'

আমি হোমসের হাতে পুস্তকখানা তুলে দিলাম।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হোমস্ বলতে লাগল, 'হুম্! এই যে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে

নিউ জার্সিতে জন্ম। 'কনট্রালটো'—হুম্! 'লা স্কালা', হুম্! ওয়ারশ-র 'ইম্পিরিয়াল অপেরা'র প্রধানা গায়িকা—হ্যাঁ, হ্যাঁ! অপেরা মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ—হ্যাঁ! লণ্ডনে বসবাস—ঠিক তাই। মনে হচ্ছে 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' কোন ভাবে এই তরুণী নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। হয়ত অবিবেচকের মত তাকে কিছু চিঠিপত্র লিখেছিলেন। এখন এই চিঠিগুলি ফিরে পেতে চান আপনি।'

'সংক্ষেপে বলতে গেলে ঠিক তাই। কিন্তু কি করে

—'গোপন বিবাহ হয়েছিল?' হোমস্ প্রশ্ন করল।

'না' বোহেমিয়ার রাজা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

—'কোন আইন সঙ্গত কাগজপত্র বা 'সার্টিফিকেট' নেই তো?'

—'না'।

—'তা হলে তো 'ইয়োর ম্যাজেস্টি'-র কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এই তরুণী যদি 'ব্ল্যাকমেইল বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আপনার লেখা চিঠিগুলি প্রকাশ করবার জন্য উপস্থিত করে, তবে সেগুলি যে প্রামাণ্য তা সে প্রতিষ্ঠিত করবে কি করে?'

—'আমার হাতের লেখা তো রয়েছে', রাজা বললেন।

—'ফুঃ! ফুঃ! আপনার হাতের লেখা জাল করা হয়েছে।'

—'আমার ব্যক্তিগত লিখবার কাগজে চিঠিগুলি লেখা হয়েছে।'

—'আপনি বলবেন যে, আপনার চিঠি লিখবার কাগজ চুরি গিয়েছিল,' হোমস্ বলল।

রাজা বিব্রত ভাবে বললেন, 'আমার নিজস্ব সিল-মোহর রয়েছে যে।'

'বলবেন সিল-মোহর নকল করা হয়েছে। সেটা খুব একটা শক্ত কাজ নয়।'

—'কিন্তু আইরিনের কাছে আমার ফটোগ্রাফ রয়েছে যে', 'রাজা বললেন।

—'বলবেন, সে ফটো কেনা হয়েছে।'

—'কিন্তু সে ফটোগ্রাফে যে আমরা দুজনেই রয়েছি!'

—'হায় কপাল! এটা কিন্তু খুব খারাপ হয়েছে। 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' দেখছি খুবই অবিবেচকের মত কাজ করে ফেলেছেন।'

—'আমি তখন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম—বলতে পারেন একেবারে অপ্রকৃতিস্থ।'

—'মহারাজ, আপনি নিজেকে সাংঘাতিক ভাবে সন্দেহের পাত্র করে তুলেছেন।,

—'আমি তখন যুবরাজ ছিলাম। আমার বয়স ছিল অল্প। মোহে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'এখন আপনার বয়স কত?' হোমস্ প্রশ্ন করল।

—'তিরিশ,' রাজা উত্তর দিলেন।

—'আপনার লেখা চিঠিগুলি তাহলে অবশ্যই উদ্ধার করতে হয়', হোমস্ বলল।

—'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিফল হয়েছি,' রাজা উত্তর দিলেন।

'তা হলে 'ইয়োর ম্যাজেস্টিকে টাকা খরচ করতে হবে। চিঠিগুলি কিনতে হবে আপনাকে।'

'কিন্তু সে বেচবে না,' রাজা বললেন।

—'তা হোলে চুরি করতে হবে,' হোমস্ বলল।

—'সে চেষ্টা পাঁচবার করা হয়েছে। আমার কাছ থেকে টাকা পেয়ে চোরেরা দু' দু'বার তাব বাড়ীতে হানা দিয়েছে তন্ন তন্ন ববে খোঁজা হয়েছে আইরিনের বাসস্থান। কিন্তু চিঠিগুলি পাওয়া যায় নি, একবার আইরিনের ভ্রমণের সময় তার সঙ্গের মাল-পত্তর সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। দু'বাব পথের মাঝখানে আমাব লোকেরা তাকে অতর্কিতে আক্রমণও করেছিল। কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় নি।'

—'চিঠিগুলির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি?' হোমস্ প্রশ্ন করল।

—'না একেবারেই না।

হোমস্ হাসল। বলল 'এতো দেখছি একটি বেশ মজার সমস্যা। ভৎর্সনার সুরে রাজা বললেন 'আমার কাছে এটা মোটেই মজার ব্যাপার নয়, আমার কাছে এটা খুবই গুরুতর ব্যাপার।'

—'নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু ফটোগ্রাফখানা নিয়ে সে কি করতে চায়?'

—'আমার সর্বনাশ করতে চায় রাজা উত্তর দিলেন।

—'কিন্তু কি করে?' হোমস্ আবার প্রশ্ন করল।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার বিয়ে।'

—'হ্যাঁ এরকমই আমি শুনেছি,' হোমস্ বলল।

'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াব রাজার দ্বিতীয়া কন্যা ক্লোটিলডি লোথম্যান ফন স্যাক্সি—মেনিন জেনের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। আপনি হয়তো এই রাজ পরিবারের কঠোর নিয়মানুবর্তীতার কথা জানেন। এহ পবিবার কোন শৈথিল্যই বরদাস্ত করে না। রাজ কন্যা ক্লোটিলডি হলো মূর্তিমতী কমনীয়তা আর পবিত্রতা। আমার আচরণ সম্পর্কে সন্দেহের ছায়াটুকু দেখা দিলেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে। বিয়েটা আর হবে না।'

—'আইরিন অ্যাডলার কি করতে চায়?' হোমস্ প্রশ্ন করল।

—সে তাঁদের কাছে ফটোগ্রাফ খানা পাঠিয়ে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। সে তা করবেই। আমি জানি সে তা অবশ্যই করবে। আপনি তাকে জানেন না, কিন্তু আমি তাকে ভাল করেই জানি। আইরিনের হৃদয় ইস্পাতের মতই কঠিন। তার মুখখানা হলো এক পরমাসুন্দরী নারীর মুখ, কিন্তু মনটা হলো এক দৃঢ় সংকল্প পুরুষের মনের মতই স্থিরনিশ্চিত অটল অন্য নারীর সঙ্গে আমার বিবাহে বাধা দেবার জন্য সে অনেক দূর পর্যন্তই এগোতে পারে। তার অসাধ্য কিছু নেই। সে কিছুতেই অন্য মেয়ের সঙ্গে আমাকে মিলিত হতে দেবে না।

'আপনি কি নিশ্চিত যে আইরিন অ্যাডলার এখনও ফটোখানা পাঠায় নি ?' হোমস প্রশ্ন করল।

—'আমি নিশ্চিত' রাজা উত্তর দিলেন।

—'এতটা নিশ্চিত হবার কারণ কি ?' হোমস আবার প্রশ্ন করল।

—'কেননা আইরিন বলেছে যে যেদিন আমাদের বাক্‌দান প্রকাশ্যে ঘোষিত হবে, সেই দিনই সে ফটোখানা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজ পরিবারে পাঠিয়ে দেবে। আগামী সোমবার বিয়ের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে।'

একটা হাই তুলে হোমস্ বলল, 'ও, এখনও তাহলে আমাদের হাতে তিন দিন সময় আছে। এটা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার, কারণ এই মুহূর্তে আমার হাতেও দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। সেগুলির দিকে আমাকে নজর দিতে হবে। 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' এখন নিশ্চয়ই লণ্ডনে থাকবেন ?'

—'নিশ্চয়ই। আপনি ল্যাংহামে কাউণ্ট ফন্ ক্রাম নামে আমাকে পাবেন।'

—'তাহলে কাজ কতদূর এগোল তা আমি এক লাইন চিঠি লিখে আপনাকে জানিয়ে দেব।'

—'অনুগ্রহ করে তাই করবেন। আমি খুব উৎকণ্ঠায় থাকব।'

—'তাহলে টাকার ব্যাপারটা ?'

—'আপনাকে সই করে একখানা 'চেক' দিয়ে যাচ্ছি ; টাকার অঙ্কটা আপনি যেমন ইচ্ছে বসিয়ে নেবেন।'

—'শর্তহীন ভাবে তো ?' হোমস্ প্রশ্ন করল।

—'নিশ্চয়ই,' রাজা বললেন, 'ঐ ফটোগ্রাফখানা ফিরে পাবার জন্য আমি আমার রাজ্যের একটা প্রদেশও ছেড়ে দিতে রাজী আছি।'

'আর বর্তমানের খরচ পত্রের জন্য ?'

রাজা তাঁর 'ক্লোক'-এর নীচ থেকে শ্যামোয়া চামড়ার ভারী ব্যাগ বের করে টেবিলের উপরে রাখলেন ; তারপর বললেন, 'এখানে তিনশ' পাউণ্ড স্বর্ণ মুদ্রা এবং সাতশ' পাউণ্ডের নোট রয়েছে।'

হোমস্ নোট বুকের পাতায় একখানা রসিদ লিখে পাতাখানা ছিঁড়ে রাজার হাতে দিল।

'আর মাদ্ মো গেজেল (কুমারীদের সম্বোধনের আখ্যা বিশেষ)—এর ঠিকানা ?

—'ঠিকানাটা হোল ব্রিয়োনি লজ, সারপেনটাইন অ্যাভিনিউ, সেণ্ট জনস উড,' রাজা উত্তর দিলেন।

হোমস্ ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বলল, 'আর একটা প্রশ্ন, ফটোগ্রাফখানা কি 'ক্যাবিনেট সাইজের' ?'

—'ঠিক তাই ?'

—'তাহোলে শুভ রাত্রি, ইয়োর ম্যাজেস্টি। আমার বিশ্বাস শীগ্‌গিরই আপনাকে কোন সুসংবাদ জানাতে পারব।'

রাজার 'ব্রুহাম' গাড়ির চাকার শব্দ ক্ষীণ হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল। এবার আমার দিকে তাকিয়ে হোমস্ বলল, 'ওয়াটসন, তোমাকেও শুভরাত্রি জানাচ্ছি। কাল বিকেল তিনটে নাগাদ যদি একবার এখানে আস তবে এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।'

॥ ৪ ॥ ॥ হোমসের অভিযান ॥

পরদিন ঠিক তিনটের সময় আমি বেকার স্ট্রিটে গেলাম। কিন্তু হোমস্ তখনও ফিরে আসে নি। ল্যাণ্ডলেডি জানালেন সকাল আটটার একটু পরেই হোমস্ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, আগুনের পাশে গিয়ে বসলাম হোমসের ফিরতে যতই দেরী হোক আমি অপেক্ষা করব। হোমসের অনুসন্ধান কার্যে ইতিমধ্যেই আমার মনে যথেষ্ট আগ্রহ এবং কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। হোমস্ ইতিপূর্বে যে দুটি অপরাধের তদন্ত করেছিল তার বিবরণ আমি অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি। সে দুটি অপরাধের ক্ষেত্রে যে ভয়াবহতা এবং অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল, এ মামলার ক্ষেত্রে তা নেই। কিন্তু এই মামলার প্রকৃতি এবং মক্কেলের উচ্চ পদমর্যাদা নিঃসন্দেহে মামলাটিকে একটি নিজস্ব চরিত্র দান করেছে। বস্তুতপক্ষে বন্ধুবর হোমস্ এখন যে তদন্তে হাত দিয়েছে তার প্রকৃতির কথা ছেড়ে দিলেও যে কোন পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসবার এমন এক আশ্চর্য দক্ষতা এবং তীক্ষ্ম বিচার শক্তি তার আছে যার জন্য হোমসের কর্মপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করতে এবং যে দ্রুত এবং সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে সে মহাজটিল রহস্যেরও গ্রন্থি-মোচন করত তা অনুসরণ করতে আমি খুবই আনন্দ পেতাম। হোমসের নিয়ত একই রকমের সাফল্য দেখে আমি এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তার পরাজয়ের সম্ভাবনা-টুকু পর্যন্ত আমার মাথায় ঢুকত না।

চারটের কাছাকাছি সময়ে ঘরের দরজা খুলল, একটা ঘোড়ার সহিস ঢুকল। ওকে দেখলেই মাতাল বলে মনে হয়। লোকটার চুল এলোমেলো, মুখে গোঁফ কানের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে লম্বা জুলপি। মুখখানা উত্তেজনায় আগুন-রাঙা। ওর পরনে ময়লা এবং ছেঁড়া পোশাক। হোমসের ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা আমার জানা ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিনবার ভাল করে লক্ষ্য করবার পর বুঝতে পারলাম যে মাতাল সহিসের ছদ্মবেশে শার্লক হোমস্ নিজের ঘরে ঢুকেছে। আমার দিকে তাকিয়ে একবার মাথা নেড়েই হোমস্ শোবার ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই 'টুইড—স্যুট' পরে নিজের মাননীয় চেহারা নিয়ে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল হোমস্। দু'পকেটের মধ্যে দু'হাত ঢুকিয়ে আগুনের

সামনে নিজের পাদুখানা ছড়িয়ে দিল সে। তারপর বেশ কয়েক মিনিট ধরে নিজের মনের আনন্দে হাসল।

হঠাৎ হোমস্ চীৎকার করে উঠল, 'ওহে, আসলে!' হাসির দমকে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল। সে আবার হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে সে অসহায়ভাবে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিতে বাধ্য হলো।

'ব্যাপার কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

—'সে ভারী মজার ব্যাপার। তুমি আন্দাজই করতে পারবে না যে, আজ কিভাবে আমার সকালবেলাটা কাটল, শেষ পর্যন্ত আমি যা করলাম, তা-ও তুমি কল্পনা করতে পারবে না।'

—'না আমি কল্পনা করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, তুমি মিস আইরিন অ্যাডলারের আচার আচরণ এবং গতিবিধির উপরে নজর রাখছিলে। হয়তো তুমি মিস অ্যাডলারের বাসস্থানের উপরেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলে।'

—'ঠিক তাই', হোমস্ বলল, 'কিন্তু ঘটনার পরিশিষ্টটা হয়েছে বেশ অস্বাভাবিক।'

—'কি রকম? কৌতূহলী হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

—'তোমাকে সব কথাই খুলে বলছি। আজ সকাল আটটার একটু পরেই আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম। বেরিয়েছিলাম একজন বেকার সহিসের ছদ্মবেশে। ঘোড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষদের মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক সহানুভূতি এবং সহযোগিতার মানসিকতা থাকে। তাদের একজন হয়ে যাও, দেখবে তোমার যা কিছু জানবার তা সবই জানতে পারছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি 'ব্রিয়োনি লজ' খুঁজে পেলাম। বাড়ীখানা সত্যিই খুব সুন্দর। বাড়ীর পিছনে সুন্দর বাগান। ছোট্ট দোতলা বাড়ীখানার একেবারে সামনেই রাস্তা। বাড়ীর দরজায় মোটা এবং ভারী তালা। ডানদিকে সুসজ্জিত বড় বৈঠকখানা। বৈঠকখানার লম্বা জানালা প্রায় ঘরের মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে। জানালায় এমন ছিটকিনি যে একটা শিশু পর্যন্ত তা খুলতে পারে। পিছন দিকে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। অবশ্য গাড়ি রাখবার ঘরের ছাদ থেকে 'প্যাসেজ'-এর জানালায় যাওয়া যায়। বাড়ীখানার চারপাশ ঘুরে সবদিক থেকেই 'ব্রিয়োনিলজ'-কে দেখলাম। কিন্তু উল্লেখ করবার মত কিছুই দেখতে পেলাম না আমি।'

'রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। বাগানের পিছনদিকের গলিতে একটা আস্তাবল পেয়ে গেলাম। এই রকম একটা কিছু পাব বলেই আমি আশা করেছিলাম। আস্তাবলটা 'ব্রিয়োনিলজ'-এর বাগানের দেওয়ালের একেবারে লাগোয়া। অশ্বরক্ষকদের সাহায্য করবার জন্য এগোলাম। তাদের ঘোড়াগুলির গা বেশ ভাল করে ডলাই-মলাই করে দিলাম। আমার এই কাজের বদলে পেলাম দুটো পেনি, এক গ্লাস কড়া চা, দুটো চুরুট তৈরী করবার মত কড়া তামাক এবং মিস আইরিন অ্যাডলার সম্পর্কে আমি যতটা

চাই ততটা সংবাদ। তা ছাড়া আশে পাশের আধ ডজন মানুষ সম্পর্কেও অনেক কথা শুনেছিলাম আমি। তাঁদের সম্পর্কে আমার মনে কোন কৌতূহলই ছিল না। কিন্তু বাধ্য হয়েই তাঁদের জীবনী শুনতে হলো আমাকে।'

— আইরিন অ্যাডলার সম্পর্কে কি শুনলে ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

—'ওঃ। সেই মহিলা তো ঐ এলাকার সমস্ত পুরুষের মাথা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছে। সারপেনটাইন এভিনিউর আস্তাবলের প্রতিটি পুরুষের মুখে একটিই কথা—'আইরিন অ্যাডলার হলো পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দরী, সবচাইতে চমৎকার এবং সবচাইতে মিষ্টি মেয়ে।' আস্তাবল থেকে আইরিন অ্যাডলার সম্পর্কে যা জেনেছি তা হলো এই যে, এই মহিলা চুপচাপ থাকে, 'কনসার্ট'-এ গান গায়। প্রতিদিন পাঁচটার সময়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়, ডিনারের জন্য ফেরে ঠিক সাতটায়। গানের সময় ছাড়া অন্য সময়ে সে খুব কমই বাইরে যায়। তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন কেবল একজন পুরুষ মানুষ। লোকটি ঘন ঘনই আসেন। তার গায়ের রঙ খুব ফর্সা না হলেও তিনি সুদর্শন। ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে একজন উদ্যোগী পুরুষ। দিনে অন্ততঃ একবার তিনি আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে দেখা করতে আসবেনই। কখনও কখনও আবার দিনে দু-বারও আসেন। ভদ্রলোকের নাম মিঃ গডফ্রে নর্টন। তিনি ইনার টেম্পল-এর লোক। কোচোয়ানদের বিশ্বাসের পাত্র হবার কত সুবিধা দেখ। আমি তাদের কাছ থেকে কত কথা জানতে পারলাম। সার্পেনটাইনের আস্তাবল থেকে কোচোয়ানরা অনেকবার মিঃ নর্টনকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়েছে। কাজেই তারা মিঃ নর্টন সম্পর্কে সবকিছুই জানে। কোচোয়ান যা বলবার ছিল তা শুনবার পর আমি আবার ব্রিয়োনি লজের সামনে গিয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলাম। কি করে আমার অভিযান শুরু করা যায়, সে কথাই ভাবতে লাগলাম আমি।

বুঝলাম এই গডফ্রে নর্টন এই মামলায় একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি একজন আইনজীবি। সেটাই তো বিপজ্জনক ব্যাপার। আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে তাঁর কি রকম সম্পর্ক ? তিনি এখানে বার বার আসেনই বা কেন ? আইরিন কি তাঁর মক্কেল না বান্ধবী, না প্রেমিকা ? যদি মক্কেল হয় তবে ফটোগ্রাফখানা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে রেখে দিয়েছে আইরিন। বান্ধবী হলে অবশ্য সে সম্ভাবনা কম। এই প্রশ্নটার উপরেই নির্ভর করছে আমি ব্রিয়োনি লজে কাজ চালিয়ে যাব, না 'টেম্পল'-এর ভদ্রলোকের চেম্বারের দিকে মনোযোগ দেব। এটা কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে দিচ্ছে। ওয়াটসন, আমার ভয় হচ্ছে এই সব বিস্তৃত বিবরণ তোমার কাছে হয়তো খুবই একঘেয়ে লাগছে। তুমি হয়তো খুবই বিরক্তি বোধ করছ কিন্তু বন্ধু, অবস্থাটা সঠিক ভাবে বুঝতে হলে আমার এসব ছোট অসুবিধা-গুলির কথা তো তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে—বুঝতে হবে।'

—'না, আমি মোটেই বিরক্ত হয়নি, মন দিয়েই শুনছি তোমার কথা,' আমি উত্তর

দিলাম।

হোমস্ বলল, 'মনে মনে মামলাটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম এমন সময় একখানা 'হ্যানসম' গাড়ি এসে থামল ব্রিয়োনি লজের সামনে। এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে এলেন এক ভদ্রলোক। রং খুব ফর্সা না হলেও ভদ্রলোক খুবই সুদর্শন। তাঁর নাক টিকালো, মুখে গোঁফ, সম্ভবতঃ এই ভদ্রলোকের কথাই আমি শুনেছিলাম আস্তাবলের লোকদের কাছ থেকে। মনে হয় ভদ্রলোকের খুবই তাড়া ছিল। তিনি চীৎকার করে কোচোয়ানকে অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিলেন। একজন পরিচারিকা দরজা খুলে দিল। তার পাশ কাটিয়ে ভদ্রলোক দ্রুত গতিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। দেখে মনে হলো ব্রিয়োনি লজের সবই তাঁর খুব পরিচিত।'

'ভদ্রলোক প্রায় আধ ঘণ্টা বাড়ীর মধ্যে ছিলেন। বৈঠকখানা ঘরের জানালা দিয়ে আমি মাঝে মাঝে ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন, উত্তেজিত ভাবে কথা বলছিলেন, হাত নাড়ছিলেন। মহিলাকে আমি দেখতে পাইনি।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ভদ্রলোক ব্রিয়োনি লজ থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁকে আগের চাইতে আরও বেশী উত্তেজিত দেখা ছিল। গাড়িতে উঠে তিনি পকেট থেকে একটা সোনার ঘড়ি বের করে ব্যগ্রভাবে সেটা দেখে চীৎকার করে উঠলেন, 'শয়তানের মত গাড়ি চালাও। প্রথমে যাবে রিজেণ্ট স্ট্রিটের 'গ্রশ অ্যাণ্ড হ্যাংকি'-র দোকানে। তারপর সেখান থেকে সোজা যাবে এজওয়ার রোডের সেণ্ট মোনিকা গীর্জায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে যদি গীর্জায় পেঁাছে দিতে পার তবে ভাড়া ছাড়াও আধ গিনি বকশিস পাবে।

ওরা চলে গেল। আমি ভাবছিলাম ওদের অনুসরণ করব কিনা, এমন সময় গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একখানা ছিমছাম ছোট্ট 'ল্যাণ্ডো' গাড়ি। গাড়ির কোচোয়ানের কোটের অর্ধেক বোতামও তখনও লাগানো হয় নি। তার 'টাই'-টাও বাঁধা হয়নি। সেটা তখনও কোচোয়ানের কানের তলায়। ঘোড়ার জিন-ও তখনও কসা হয়নি। 'ল্যাণ্ডো'-খানা এসে বাড়ীর সামনে থামতে না থামতেই হলঘরের দরজা খুলে তীরের মত দ্রুতগতিতে সেই মহিলা গাড়িতে উঠে বসল। এক মুহূর্তের জন্য তাকে দেখতে পেলাম। আইরিন অ্যাডলার সত্যি সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী। ওরকম সুন্দর মুখের জন্য যে কোন পুরুষ হাসিমুখে মরণকে বরণ করতে পারে।

আইরিন চীৎকার করে আদেশ দিল, 'জন, সেণ্ট মোনিকা গীর্জায় চল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সেখানে পেঁাছতে পারলে 'আধ 'সভারিন' বকশিস পাবে।'

'বন্ধু ওয়াটসন, বুঝতে পারছ যে এমন সুযোগ হেলায় হারানো যায় না। ভাবছিলাম কি করে আমি অনুসরণ করব। ল্যাণ্ডোর পিছনে দৌড়াব, না গাড়িখানার পিছনে কোচোয়ান বা আরোহিনীর অজ্ঞাতসারেই চেপে বসব। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না।

মুশকিল আসান হয়ে গেল। একখানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি এসে গেল। আমার নোংরা সাজপোশাক এবং চেহারা দেখে কোচোয়ান দু'বার আমার দিকে তাকাল। কিন্তু তাকে কোন আপত্তি জানাবার সুযোগ না দিয়েই আমি একলাফে গাড়িতে উঠে বসলাম। বললাম, 'সেন্ট মোনিকা গীর্জায় চল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সেখানে যেতে পারলে আধ 'সভারিন পুরস্কার পাবে।' বারোটা বাজতে তখন মাত্র পঁচিশ মিনিট বাকী। বাতাসের গতি কোন দিকে তা তখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম।

আমার গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটল। মনে হয় না এর চাইতে দ্রুততর গতিতে আমি আগে আর কখনও গাড়িতে করে ছুটেছি। কিন্তু আমার আগেই ওঁরা দু'জন পেঁৗছে গিয়েছিলেন। আমি যখন সেন্ট মোনিকা গীর্জার সামনে গিয়ে পেঁৗছলাম তখন 'হ্যানসম' আর 'ল্যাণ্ডো এই দু'খানা গাড়িই গীর্জার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি দু'খানার ঘোড়াগুলি দ্রুত ছুটে আসবার জন্য হাঁপাচ্ছিল।

কোচোয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি গীর্জার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সেখানে যে দু'জনকে আমি অনুসরণ করেছিলাম সে দু'জন এবং সাদা আঙরাখা পরা একজন ধর্মযাজক ছাড়া আর কেউ ছিল না। মনে হচ্ছিল যাজক মশাই ওঁদের দু'জনকে মৃদু ভর্ৎসনা করছিলেন। ওরা তিনজন গীর্জার বেদীর সামনে জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অলসভাবে দিন কাটানো মানুষের মত আমি গীর্জার স্তম্ভ পরিবেষ্টিত ঘুরানো জায়গাটা দিয়ে সামনের দিকে এগোলাম। হঠাৎ তিনজনই ঘুরে আমার দিকে তাকলেন। সত্যি কথা বলতে কি আমি অবাকই হয়ে গেলাম। গডফ্রে নর্টন দ্রুত ছুটে এলেন আমার কাছে। চীৎকার করে বললেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমাকে দিয়েই কাজ চলবে। এস! এস! তাড়াতাড়ি এস।'

—'প্রশ্ন করলাম, "আমি এলে কি হবে?'

- 'আরে এসো · এসো আর মোটে তিন মিনিট সময় আছে। তা না হলে ব্যাপারটা বৈধ হবে না।'

গডফ্রে নর্টন আমাকে প্রায় টানতে টানতে বেদীর কাছে নিয়ে গেলেন। আমি কোথায় এসেছি, কেন এসেছি—এসব কথা বুঝবার আগেই বুঝতে পারলাম যে আমার কানের ভিতরে ফিস্‌ফিস্ করে যা বলা হচ্ছে, আমিও তা বিড় বিড় করে বলে যাচ্ছি। যে বিষয় সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা, সেই বিষয় সম্পর্কে ধর্মাধিষ্ঠানের পবিত্র বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি। আসল কথা হলো আমি কুমারী আইরিন এবং অবিবাহিত পুরুষ গডফ্রে নর্টনের বিবাহ বন্ধনকে সুদৃঢ় করবার জন্য সাধ্যমত সাহায্য করছি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিয়ের কাজ শেষ হয়ে গেল।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। আমার একপাশে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন, অন্য পাশে সেই ভদ্রমহিলা। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হাস্যোজ্জ্বল মুখে সেই যাজক মশাই। এরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে এর আগে আমি আর

কখনও পরি নি। সেই পরিস্থিতির কথা ভেবেই আমি এতক্ষণ হাসছিলাম। মনে হয় ওদের দু'জনের বিয়ের 'লাইসেন্স'-এর ব্যাপারে কোন বিধিবহির্ভূত বা লৌকিকতা বর্জিত বিষয় ছিল, তাই যাজক মশাই কোন একজন সাক্ষী ছাড়া তাঁদের বিয়ে দিতে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে গীর্জার ভিতরে ভবঘুরে বেশে আমার আবির্ভাব বরের অনেকটা খাটনি বাঁচিয়ে দিল। তাঁকে আর সাক্ষী জোগাড় করবার জন্য রাস্তায় ছুটতে হলো না। কনে আইরিন আমাকে একটা 'সভারিন' উপহার দিয়েছে। ঠিক করেছি এই ঘটনার স্মৃতি হিসেবে আমি ওটাকে আমার ঘড়ির চেনের সঙ্গে লাগিয়ে রাখব।'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা দেখছি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দিকে মোড় নিল। তারপর কি হলো?'

হোমস্ বলল, 'হ্যাঁ, আমার গোটা পরিকল্পনাটাই একটা মারাত্মক চোট খেল। মনে হলো নবদম্পতি হয়তো অনাবশ্যক কালবিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে পারে, কাজেই আমাকেও যা করবার তা তৎপরতার সঙ্গে ওরা স্থানত্যাগ করবার আগেই করে ফেলতে হবে।

কিন্তু গীর্জার দরজার কাছে এসেই ওঁরা দু'জনে আলাদা হয়ে গেলেন। বর গেলেন 'টেম্পল'-এ আর কনে চললেন নিজের বাড়ীর দিকে।

স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আইরিন বললেন, 'আমি যথারীতি গাড়ি করে পাঁচটার সময়ে পার্কে আসব।'

এর চাইতে বেশী আর কিছু শুনতে পেলাম না আমি।

ওঁরা দুজনে দু'দিকে চলে গেলেন। আমিও ফিরে এলাম নিজের ব্যবস্থা করবাব জন্য।

'সে ব্যবস্থাটা কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

—'কিছুটা শীতল গো-মাংস আব একগ্লাস বীয়ার' ঘণ্টা বাজিয়ে হোমস্ উত্তর দিল। তারপর আবার বলল, 'এত ব্যস্ত ছিলাম যে কিছু যে খেতে হবে সে কথা ভাববার ফুরসৎ-ই হয়নি। মনে হচ্ছে আজ সন্ধ্যায় হয়তো আমার ব্যস্ততা আরও অনেক বেড়ে যাবে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আজ সন্ধ্যায় তোমার সাহায্য এবং সহযোগিতা কিন্তু আমার চাই, ডাক্তার।'

—'তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি আনন্দিত হব,' আমি বললাম।

॥ ৫ ॥ ॥ পরিকল্পনা ॥

হোমস্ বলল, 'জানতাম তোমার সাহায্য আমি পাব। যাক্, আইন ভাঙতে তোমার আপত্তি হবে না তো?'

—'একটুও না, আমি উত্তর দিলাম।

—'গ্রেপ্তার হতে কি আপত্তি আছে ?

—'উদ্দেশ্য ভাল হলে তাতেও আপত্তি নেই।'

'ওঃ, উদ্দেশ্যটা খুবই ভাল !'

—'তা হলে আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আছি,' আমি বললাম।

—তোমার উপরে যে নির্ভর করা চলে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম।'

—'কিন্তু তুমি কি করতে চাও ? তোমার ইচ্ছাটা কি তাই বলো।'

'মিসেস টার্ণার যখন খাবারের 'ট্রে' নিয়ে এসেছেন তখন আমি এখন সব কথাই পরিষ্কার ভাবে তোমার কাছে খুলে বলব।'

ল্যাণ্ডলেডি যে সাধারণ খাবার নিয়ে এসেছিলেন সেদিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হোমস্ বলল, 'খেতে খেতেই তোমাকে বলছি, কেননা আমাদের হাতে বেশী সময় নেই। এখন প্রায় পাঁচটা বাজে। আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে পেঁছিতে হবে। মিস আইরিন অথবা ম্যাডাম বেড়িয়ে ফিরে আসবেন সাতটায়। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য সে সময়ে আমাদের অবশ্যই 'ব্রিয়োনি লজ'-এ যেতে হবে।'

—'এবং তারপর ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

—'সেটা আমার উপরেই ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে। যা ঘটতে যাচ্ছে তারসব ব্যবস্থাই আমি পাকা করে ফেলেছি। কেবল একটা বিষয়ের উপরই আমি জোর দিতে চাইছি। যাই ঘটুক না কেন তুমি হস্তক্ষেপ করবে না। বুঝতে পেরেছ ?

—'আমাকে তা হলে নিরপেক্ষ থাকতে হবে ?

—'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। সম্ভবতঃ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে। তাতে কিন্তু তুমি যোগ দেবে না। ঘটনার শেষে আমাকে 'ব্রিয়োনি লজ'-এর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হবে। চার কিম্বা পাঁচ মিনিট পরে বৈঠকখানা ঘরের জানালা খুলে যাবে। তুমি সেই খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে।'

—'বেশ', আমি বললাম।

—'তুমি আমার উপরে নজর রাখবে, কেননা আমাকে তুমি বেশ ভাল করেই দেখতে পাবে।'

—'হাঁ, নজর রাখব।'

'এবং তারপর যখন আমি হাত তুলব তখন তোমাকে আমি যে জিনিসটা ছুঁড়তে দেব সেটা বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুন আগুন বলে চীৎকার করে উঠবে। আমার কথা বুঝতে পারছ তো ?'

—'পুরোপুরি বুঝতে পারছি, আমি উত্তর দিলাম।

পকেট থেকে লম্বা 'সিগার'-এর মত একটা বস্তু বের করে হোমস্ বলল, 'এটা মারাত্মক কিছু নয়। এটা হলো 'প্লাম্বার'-দের একটা সাধারণ 'স্মোক রকেট' বা 'ধোঁয়া ভরা হাউই'। দু'দিকে 'ক্যাপ' লাগানো থাকায় এটা নিজে থেকেই জ্বলে উঠতে পারে।

ডাক্তার, তোমার কাজ এখানেই শেষ। তুমি যখন আগুন আগুন বলে চীৎকার করে উঠবে তখন দেখবে আরও অনেক লোক তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে একই চীৎকার করে উঠছে। তারপর তুমি রাস্তার শেষ প্রান্তে চলে যাবে। আমিও দশ মিনিটের মধ্যেই সেখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দেব।' আশা করি আমার কথাগুলি আমি ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি। তুমি বুঝেছ তো ?

—'আমি নিরপেক্ষ থাকব, জানালার কাছে যাব. তোমার উপর নজর রাখব, তোমার কাছ থেকে সংকেত পেলেই এই জিনসটা বৈঠকখানা ঘরে ছুঁড়ে দেব, তারপর আগুন আগুন বলে চীৎকার করে উঠব এবং সব শেষে রাস্তার শেষ প্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। কেমন, এই তো ?'

—'ঠিক এই', হোমস্ বলল।

আমি বললাম, 'তাহলে তুমি সম্পূর্ণভাবে আমার উপরে নির্ভর করতে পার।'

—'চমৎকার ! এবার আমি যে নতুন ভূমিকায় অভিনয় করতে যাচ্ছি, তার জন্য তৈরী হবার সময় হয়ে গিয়েছে তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি এক্ষুনি আসছি।'

শার্লক হোমস্ তার শোবার ঘরে ঢুকে গেল। কয়েক মিনিট পরেই সে ফিরে এল নতুন বেশে। এই নতুন বেশ হলো একজন ভদ্র, মধুর স্বভাব, সরল প্রাণ 'নন-কনফর্মিস্ট' (যে ব্যক্তি ইংল্যাণ্ডের সরকার অনুমোদিত গীর্জাকে মানে না) ধর্মযাজকের।

তার চওড়া কালো 'হ্যাট', ঢোলা 'ট্রাউজার', সাদা 'টাই' সহানুভূতি-মাখা হাসি, চোখের দৃষ্টি এবং পরোপকারেচ্ছু কৌতূহলী ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় যে, একমাত্র মিঃ জন হেয়ার ভিন্ন আর কেউ এ ব্যাপারে হোমসের সমতুল্য হতে পারে না। ছদ্মবেশ ধারণের সময় হোমস্ যে কেবল তার পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টায় তাই নয়. প্রতিটি নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সময়ে সে তার ভাবভঙ্গী, আচার-আচরণ, এমনকি তার নিজের আত্মাকে পর্যন্ত যেন পাল্টে ফেলে। হোমস্ যখন অপরাধ তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল, তখন বিজ্ঞান হারাল একজন সুতীক্ষ্ণ যুক্তিবাদীকে, আর রঙ্গমঞ্চ হারালো একজন সুদক্ষ অভিনেতাকে।

সোয়া ছ'টার সময়ে আমরা বেকার স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সারপেনটাইন অ্যাভিনিউতে পৌঁছলাম তখন এক ঘণ্টা পূর্ণ হতে আরও দশ মিনিট বাকী রয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায়মান হয়ে উঠেছে। আমরা দু'জনে 'ব্রিয়োনি লজ' এর সামনে পায়চারি করতে লাগলাম। রাস্তার আলোগুলো একে একে জ্বলে উঠল। আমরা ম্যাডাম আইরিনের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। শার্লক হোমসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে বাড়ীখানা সম্পর্কে আমি মনে মনে যে ছবি এঁকেছিলাম, বাড়ীখানা দেখলাম সে রকমই। কিন্তু ঐ অঞ্চলটা যতটা নির্জন হবে বলে মনে করেছিলাম বাস্তবে দেখলাম ততটা নির্জন নয়। বরং আশেপাশের শান্ত এলাকার মধ্যে এই ছোট রাস্তাটা যেন বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবেই জীবন্ত—প্রাণের আনন্দে চঞ্চল। এক কোণে নোংরা

পোশাক পরা একদল লোক ধূমপান করতে করতে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল। ছুরির কাঁচি শান দেবার একটা লোক তার চাকা নিয়ে ঘুরছিল। দু'জন পাহারাওয়ালা একটি নার্স মেয়ের সঙ্গে ছিনালি করছিল। কয়েকটি সুবেশ তরুণ রাস্তায় ঘুরছিল। তাদের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট'।

'ব্রিয়োনি লজ'-এর সামনে পায়চারি করতে করতে হোমস্ মন্তব্য করল, দেখ বন্ধু, এই বিয়ে ব্যাপারটাকে অনেক সহজ-সরল করে দিয়েছে। এই ফটোগ্রাফখানা এখন দু'মুখো অস্ত্রের কাজ করবে। আমাদের মক্কেল রাজামশাই যেমন চান না ঐ ছবিখানা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজকন্যার চোখে পড়ুক শ্রীমতী আইরিনও তেমনি চাইবেন না তাঁর স্বামী মিঃ গডফ্রে নর্টন ওখানা দেখুক। ছবিখানা মিঃ নর্টনের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো ফটোগ্রাফখানাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?'

—'সত্যিই তো, কোথায়?'

-'ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ফটোখানা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। সে সম্ভাবনা খুবই কম। ফটোখানা 'ক্যাবিনেট সাইজ'-এর। কাজেই একজন স্ত্রীলোকের পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে ওখানা বেশ বড়। তা ছাড়া মহিলা জানেন যে বোহেমিয়ার রাজার নিযুক্ত লোকেরা তাঁকে পথে আটক করে খোঁজাখুঁজি করতে পারে। রাজার লোকেরা এরকম চেষ্টা আগেও দু'বার করেছে। সুতরাং সঙ্গত ভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে ভদ্রমহিলা ফটোখানা সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন না।

'তা হলে ফটোখানা কোথায় রেখেছেন উনি?'

—'মহিলা তাঁর 'ব্যাঙ্কার' বা উকিলের কাছে ফটোগ্রাফখানা রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রে দু'টো সম্ভাবনাই রয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা ব্যাঙ্কার' বা উকিলের কাছে ওখানা রাখা হয়নি। মহিলারা প্রকৃতিগত ভাবেই গোপনতা প্রবণ। এই গোপন করবার কাজটা তারা নিজেরাই করতে চায়। মহিলা কেন অন্য কারও হাতে ফটোগ্রাফখানা তুলে দেবেন? বরং এটাই স্বাভাবিক যে ওখানা নিরাপদে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা উনি নিজেই করবেন। ফটোখানার রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে মহিলা যথেষ্ট সচেতন। তিনি জানেন ওখানা ইউরোপের দু'টি রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিকসম্পর্ক স্থাপনের সুনিশ্চিত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। 'ব্যাঙ্কার' বা উকিলের কাছে ফটোগ্রাফখানা রাখলে তাঁরা পরোক্ষ ভাবে এবং রাজনৈতিক ভাবে কতটা প্রভাবিত হবেন, তা জানেন না আইরিন। সুতরাং ফটোখানা তাঁদের কাছে রাখাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, তাছাড়া আর একটা কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। মহিলা কয়েকদিনের মধ্যেই 'ফটো'-খানা কাজে লাগাতে চান। সুতরাং ওখানাকে তিনি নিশ্চয়ই নিজের হাতের কাছেই রাখতে চাইবেন। অতএব ফটোগ্রাফখানা অবশ্যই মহিলার বাড়ির অর্থাৎ 'ব্রিয়োনি লজ'-এরই কোন না কোন জায়গায় লুকানো রয়েছে।'

—'কিন্তু বাড়িতে তো' দু'বার চুরি হয়ে গিয়েছে। আবারও যে চুরি হবে না, এমন

কথা জোর দিয়ে কে বলতে পারে।'

—'ফুঃ! রাজার নিযুক্ত চোরেরা খুঁজতেই জানে না।'

—'কিন্তু তুমি কি করে খুঁজবে?' আমি প্রশ্ন করলাম!

— আমি খুঁজবই না,' শার্লক হোমস্ বলল।

—'তবে?'

—'এমন কায়দা করব যে ভদ্রমহিলা নিজেই আমাকে দেখিয়ে দেবেন।

—'কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই তাতে রাজী হবেন না।'

—'তিনি রাজী না হয়ে পারবেন না। কিন্তু চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এটা তাঁরই গাড়ি। বন্ধু ওয়াটসন, এবার তোমাকে আমার কথা মত কাজ করতে হবে আমার নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে কিন্তু। তোমার কাজেব উপরেই কিন্তু আমার আজকের সাফল্য নির্ভর করছে।'

॥ ৬ ॥ ॥ প'াঁচ ॥

হোমসের কথা শেষ হতে না হতেই রাস্তার একটা মোড় ঘুরে একখানা ঘোড়ার গাড়ির পাশের দিককার আলো এসে রাস্তার উপরে ছড়িয়ে পড়ল। ছোট্ট এবং ছিমছাম 'ল্যাণ্ডো' গাড়িখানি এসে থামল 'ব্রিয়োনি লজ'-এব সামনে। সঙ্গে সঙ্গে কোণ থেকে একটা লোক বকশিসের লোভে গাড়ির দরজা খুলে দেবার জন্য ছুটে এল। একই উদ্দেশ্যে আর একজন লোক ছুটে এসে প্রথম লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ব্যাস, শুরু হলো প্রচণ্ড ঝগড়া। দু'জন পাহারাওয়ালা একটা লোকের পক্ষে এবং ছুরি কাচি শান দেবার লোকটা অন্য বকশিস লোভীর পক্ষে যোগ দেওয়ায় ঝগড়াটা আরও জোরদার হয়ে উঠল। শুরু হল ঘুষোঘুষি।

'ল্যাণ্ডো' থেকে নামতে গিয়ে ভদ্রমহিলা উত্তেজিত জনতার মধ্যে পড়ে গেলেন। লোকগুলো একে অন্যকে ঘুষি মারছে, হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করছে। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আইরিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন।

ঠিক এই রকম পরিস্থিতির জন্যই বোধহয় হোমস্ অপেক্ষা করেছিল। উত্তেজিত জনতার ভীড়ের মধ্য থেকে ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করবার জন্যই সে ছুটে গেল। কিন্তু মহিলার কাছে পেঁাছেই সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। তার মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার এই অবস্থা দেখে পাহারাওয়ালারা একদিকে ছুটে পালাল, আর অন্যরা দিল আর একদিকে ছুট। কয়েকজন সুবেশ যুবক এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখছিল। তারা এতে অংশগ্রহণ করে নি। এবার তারা মহিলাটিকে সাহায্য এবং আহত লোকটিকে সেবা করবার জন্য এগিয়ে এল।

আইরিন অ্যাডলার—হ্যাঁ, এখনও আমি তাঁকে ঐ নামেই ডাকব—দ্রুত পায়ে সিঁড়ি

দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘুরে রাস্তার দিকে তাকালেন। পিছনে হলঘরের উজ্জ্বল আলো। সেই আলোর পটভূমিকায় আইরিনকে অপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

—'বেচারি ভদ্রলোক কি খুব আঘাত পেয়েছেন?' ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

—'ভদ্রলোক মরে গিয়েছেন,' কয়েকটি লোক সমস্বরে বলে উঠল।

—'না, না, উনি এখনও বেঁচে আছেন, তবে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই ভদ্রলোক মারা যাবেন,' আর একজন লোক চীৎকার করে বলে উঠল।

—'লোকটি খুবই সাহসী', একজন মহিলা বললেন, 'উনি না থাকলে ওরা ভদ্রমহিলার টাকার 'ব্যাগ' আর ঘড়ি ছিনিয়ে নিয়ে যেত। বদমাসরা দল বেঁধে ছিনতাই করতে এসেছিল। আঃ। এই তো উনি নিঃশ্বাস ফেলছেন।'

—'কিন্তু ভদ্রলোক তো এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে পারেন না। আমরা কি ওঁকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাব, ম্যাডাম?'

'নিশ্চয়ই। ওঁকে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে আসুন। সেখানে একটা বেশ আরামদায়ক 'সোফা' রয়েছে। অনুগ্রহ করে এই দিক দিয়ে ওঁকে নিয়ে আসুন।'

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি সবকিছুই লক্ষ্য করতে লাগলাম। ঘরে আলো জ্বলছিল জানালার পর্দাও তোলা ছিল কাজেই ঘরের ভিতরে যা ঘটছিল তা আমি ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম দেখলাম কয়েকজন লোক ধরাধরি করে হোমস্‌কে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে একটা 'সোফা' য় শুইয়ে দিল।

'সোফা'-র উপরে শোয়ানো হোমস্‌-কে দেখতে আমার কোন অসুবিধাই হচ্ছিল না। তাকে দেখতে পাওয়াটা আমার কাছে খুবই জরুরী ছিল। কেননা তার কাছ থেকে সংকেত পাবার পরেই আমার কাজ শুরু করবার কথা। আর আমার কাজের সাফল্যের উপরেই নাকি আজকের ব্যাপারের অনেক কিছু নির্ভর করছে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই মুহূর্তে যে ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য হোমস্‌ অবতীর্ণ হয়েছিল তার জন্য হোমসের মনে বিবেক-যন্ত্রণা হচ্ছিল কিনা জানি না। কিন্তু যখন দেখলাম সেই সুন্দরী মহিলা কতখানি দরদ দিয়ে আহতের সেবা করছেন তখন কিন্তু সত্যি সত্যিই লজ্জা বোধ করলাম আমি। কেননা সেই দয়াবতী মহিলার বিরুদ্ধেই আমরা ষড়যন্ত্র করছি। কিন্তু হোমস্‌ আমাকে যে ভূমিকায় অভিনয় করবার দায়িত্ব দিয়েছে তা থেকে পিছিয়ে গেলে বন্ধুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তা আমি পারব না। মনকে শক্ত করে আমি অলেস্টারের ভিতর থেকে 'স্মোক-রকেট'-টা বের করলাম। ভাবলাম, যাই হোক আমরা তো ভদ্রমহিলার কোন ক্ষতি করছি না। আমরা কেবল তিনি যাতে অন্যের কোন অনিষ্ট করতে না পারেন, তার ব্যবস্থাই করছি।

হোমস্‌ "কোচ'-এর উপরে ধীরে ধীরে উঠে বসল। সে এমন একটা ভঙ্গী করল যাতে মনে হলো তার যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে—তার যেন আরও বাতাস চাই। একজন পরিচারিকা

ছুটে এসে জানালাটা ভাল করে খুলে দিল। আর তক্ষুনি হাত তুলল হোমস্। সংকেত পেয়েই আমি 'স্মোক-রকেট'-টা ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলাম, 'আগুন! আগুন! ··আগুন!'

কথাটা আমার মুখ থেকে বেরোতে না বেরোতেই রাস্তার লোকজন—সুবেশধারী, মলিন বেশধারী, ভদ্রলোক, সহিস, ঝি, চাকর, সাধারণ পথচারী সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, "আগুন আগুন।"

কালো ধোঁয়ার মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে আর খোলা জানালা পথে বেরিয়ে আসছে। দেখলাম ঘরের ভিতরে সবাই ছোটাছুটি করছে। মুহূর্তকাল পরে হোমসের কণ্ঠস্বর কানে এল। সবাইকে আশ্বস্ত করে বলল. "ভয় পাবেন না। ওটা একটা মিথ্যে বিপদ-সংকেত তার বেশী কিছু নয়।"

বাড়ির সামনে একটা ভীড় জমে উঠেছিল। সবাই উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করছিল। ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে আমি কোনক্রমে রাস্তার কোণে গিয়ে পেঁছিলাম। দশ মিনিটের মধ্যেই হোমস্ এসে আমার হাতে হাত রাখল হৈ-হট্টগোলের পরিবেশ থেকে দূরে আসতে পারায় আমি খুশীই হলাম।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটল হোমস্, আমরা এসে পড়লাম একটা শান্ত রাস্তায়। এই রাস্তাটা গিয়েছে এজোয়ার রোডের দিকে।

'তুমি চমৎকার কাজ করেছ ডাক্তার', এতক্ষণে হোমস্ কথা বলল, 'এর চাইতে ভাল করে কিছু করা যেত না। সব কাজই সঠিকভাবে হয়েছে।'

—'ফটোগ্রাফখানা পেয়েছ ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—'পাইনি। কিন্তু সেখানা কোথায় আছে তা জানতে পেরেছি।'

—'কি করে জানলে ?'

—'ভদ্রমহিলাই আমাকে দেখিয়ে জানিয়ে দিলেন। আমি তো আগেই তোমাকে বলেছিলাম যে, তিনি নিজেই আমাকে দেখিয়ে দেবেন।'

—'কিন্তু আমি তো এখনও আঁধারের মধ্যেই রয়েছি।'

হোমস্ হেসে বলল, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি কোন রহস্য সৃষ্টি করতে চাই না। ব্যাপারটা খুবই সহজ-সরল। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, রাস্তায় যারা ছিল তারা সবাই হলো আমার সাহায্যকারী। আজকের সন্ধ্যার জন্য ওদের কাজে লাগান হয়েছিল।'

—'আমিও তা-ই আন্দাজ করেছিলাম।'

—'তারপর যখন ধ্বস্তাধ্বস্তি আর ঘুষোঘুষি শুরু হলো তখন আমি আসরে নামলাম, কিছুটা তরল লাল রং হাতের তালুতে নিয়ে আমি ভীড়ের মধ্যে ছুটে গেলাম। এরপর মাটিতে পড়ে গিয়ে আমি রঙ-মাখা হাতটা মুখে ঘষে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে করুণার পাত্র হয়ে গেলাম আমি। এটা একটা পুরানো চাল।'

—'সেটাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম।'

হোমস্ বলল, 'তারপর সবাই মিলে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। আমাকে ভিতরে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে মহিলা বাধ্য। কেননা সবাই দেখেছে তাঁকে বাঁচাতে গিয়েই আমি আহত হয়েছি। আমাকে ভিতরে না ঢুকিয়ে তিনি করবেনই বা কি? আর তো কোন উপায় ছিল না। ওরা আমাকে নিয়ে গেল বৈঠকখানা ঘরে। আমিও এটাই চাইছিলাম। কেননা এই ঘরখানাকেই আমি বেশী সন্দেহ করেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল যে, বৈঠকখানা ঘর এবং শোবার ঘর—এই দু'খানা ঘরের কোন এক খানাতে ফটোগ্রাফখানা আছে। আমি দেখতে চাইছিলাম, কোন ঘরে সেখানা রয়েছে। ওরা আমাকে 'কোচ'-এ শুইয়ে দিল এবং আমিও আরও বাতাস পাবার জন্য ইঙ্গিত করলাম। ওরাও ভাল করে জানালা খুলতে বাধ্য হলো। ফলে তুমিও সুযোগ পেয়ে গেল।'

—'কিন্তু আমার কাজ কি করে তোমাকে সাহায্য করল?' আমি প্রশ্ন করলাম।

—'বন্ধু, তোমার কাজটাই তো সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কোন মহিলা যখন জানতে পারে যে তার ঘরে আগুন লেগেছে, তখন সহজাত অনুভূতির বশেই সে সবার আগে ছুটে যায় যে ব্যক্তি বা বস্তুকে সে সব চাইতে মূল্যবান মনে করে তার কাছে। এ হলো একটি অদম্য আবেগ। আমি একাধিকবার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছি। 'ডার্লিংটন সাবস্টিটিউশন স্ক্যাণ্ডাল' মামলায় এটা আমার কার্যোদ্ধার করতে সাহায্য করেছিল। আর্নস্ ওয়র্থ ক্যাসল' মামলাটির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে। আগুন লাগার মত বিপদের ক্ষেত্রেও বিবাহিতা মেয়েরা সবার আগে আঁকড়ে ধরে নিজের বাচ্চাকে, আর অবিবাহিতা ছুটে যায় তার গয়নার বাক্সের কাছে। আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম যে আমরা যে ফটোগ্রাফখানার খোঁজ পেতে চাইছি, সেখানা এ বাড়ির মধ্যেই কোথাও রয়েছে। আপাততঃ ঐ ফটোগ্রাফখানার চাইতে মূল্যবান কোন বস্তু ভদ্রমহিলার কাছে নেই। উনি অবশ্যই সেখানা বাঁচাতে চাইবেন। কাজেই সবার আগে মহিলা ছুটে যাবেন ফটোখানার কাছে। সে জন্যই আমি বাড়িতে যেন আগুন লেগেছে—এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলাম। কাজটা খুব সুন্দর ভাবেই করা হয়েছিল। যে রকম কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল এবং যে পরিমাণ হৈ চৈ শুরু হয়েছিল তা ইস্পাতের মত শক্ত স্নায়ুকেও ঝাঁকিয়ে দিতে পারে। আমার পরিকল্পনা সফল হলো। ভদ্রমহিলা চমৎকারভাবে সাড়া দিলেন। ফলে ফটোগ্রাফখানা কোথায় আছে তা আমি জানতে পারলাম।'

—'কোথায় আছে সেখানা?' আমি উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করলাম।

মুচকি হেসে হোমস্ বলল, 'ফটোগ্রাফখানা রয়েছে ডান দিকের ঘণ্টা-দড়ির ঠিক উপরে একটা ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায় এমন ঢাকনির পিছনের কুলুঙ্গির মধ্যে। আগুন · আগুন চীৎকার শুনে মহিলা মুহূর্তের মধ্যে সেখানে চলে গেলেন। তিনি 'ফটো-গ্রাফ'-খানার অর্ধেকটা টেনে বের করতেই সেখানা আমার চোখে পড়ে গেল। আমি

যখন চীৎকার করে উঠলাম, 'ভয় পাবেন না। ওটা একটা মিথ্যে বিপদ-সংকেত। তার বেশী কিছু নয়, তখন ভদ্রমহিলা 'ফটোগ্রাফ'-খানা আবার ওখানেই রেখে দিলেন। তারপর 'রকেট'-টার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আর তাঁকে আমি দেখি নি। আমি উঠলাম তারপর একটা ছুতো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। একটু ইতস্ততঃ করলাম, ফটোগ্রাফখানা কি এক্ষুনি নিয়ে যাব? কিন্তু তক্ষুনি ঘরে ঢুকল কোচোয়ানটা। সে এমন ভাবে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগল যে আমার মনে হলো যে, অপেক্ষা করাটাই অধিকতর নিরাপদ। অতি তৎপরতা সমস্ত ব্যাপারটাকেই নষ্ট করে দিতে পারে।

'এবার তাহলে কি করবে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

—'আমাদের তদন্ত কার্যতঃ শেষ হয়ে গিয়েছে। কাল বোহেমিয়ার রাজাকে নিয়ে ও বাড়িতে যাব। তুমিও ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে যেতে পার। আমাদের নিশ্চয়ই বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হবে। ভদ্রমহিলার ঘরে আসবার জন্য আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করতে হবে। কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি যখন আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঘরে ঢুকবেন তখন তিনি আমাদের দেখতে পাবেন না। ফটোগ্রাফখানাও আর খুঁজে পাবেন না তিনি। নিজের হাতে ফটোগ্রাফখানা উদ্ধার করতে পেরে 'হিজ ম্যাজেষ্টি নিশ্চয়ই খুব সন্তুষ্ট হবেন।

—'তোমরা কখন যেতে চাও?' আমি জিজ্ঞেস করলাম 'সকাল আটটায়। তখনও ভদ্রমহিলা ঘুম থেকে উঠবেন না, সুতরাং আমাদের রাস্তা পরিষ্কারই থাকবে। তাছাড়া খুব তৎপরতার সঙ্গেই আমাদের কাজটা করে ফেলতে হবে। হয়তো বিয়ের পরে ভদ্রমহিলার জীবনযাপনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। তাঁর অভ্যাসগুলির পরিবর্তন ঘটাও অসম্ভব নয়। যাক সে কথা এখন আমাদের প্রথম কাজ হলে বোহেমিয়ার রাজাকে একটা তার করে দেওয়া

বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে আমরা দরজার সামনে দাঁড়ালাম। হোমস্ পকেটে হাত দিয়ে চাবি খুঁজতে লাগল, এমন সময় রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একজন পথচারী বলল,

'শুভ রাত্রি, মিস্টার শার্লক হোমস্।'

ফুটপাথ দিয়ে তখন কয়েকজন লোক যাচ্ছিল কিন্তু মনে হলো অলেস্টার পরা একজন পাতলা চেহারার যুবকই যেন শুভেচ্ছা জানাল। দ্রুত পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে গেল যুবক।

নিষ্প্রভ আলোয় আলোকিত রাস্তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে হোমস্ বলল, 'ঐ কণ্ঠস্বর আমি আগেও শুনেছি। কিন্তু লোকটা যে কে তাতো ঠিক বুঝতে পারলাম না

॥ ৭ ॥ ॥ উপসংহার

সে রাতটা আমি বেকার স্ট্রিটেই ঘুমোলাম, পরদিন সকালে আমরা দু'জনে যখন কফি আর টোস্ট নিয়ে বসেছি, তখন বোহেমিয়ার রাজা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন। শার্লক হোমসের দুই কাঁধে হাত দিয়ে ব্যগ্রভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রাজা চীৎকার করে উঠলেন, 'আপনি কি ফটোখানা সত্যিই পেয়ে গিয়েছেন ?'

না, এখনও পাই নি,' হোমস্ উত্তর দিল।

— কিন্তু পাবার আশা তো করছেন ?'

—'হ্যাঁ আশা করছি।'

'তাহলে আসুন। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।'

—'আমাদের যাবার জন্য একখানা গাড়ি ডাকতে হবে।'

—'কোন প্রয়োজন নেই। আমার 'ব্রুহাম' নীচে দাঁড়িয়ে আছে।'

হোমস্ বলল, 'তবে তো যাওয়াটা বেশ সহজই হয়ে গেল।'

আমরা তিনজনে নীচে নামলাম। রাজার গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছুটল 'ব্রিয়োনি লজ'-এর দিকে।

'আইরিন অ্যাডলারের বিয়ে হয়ে গিয়েছে,' হোমস্ মন্তব্য করল।

—'বিয়ে হয়ে গিয়েছে! কবে ?' বোহেমিয়ার রাজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—'গতকাল'।

—'কিন্তু কার সঙ্গে ?' রাজা আবার প্রশ্ন করলেন।

—'নর্টন নামে একজন ইংরেজ উকিলের সঙ্গে।

—'কিন্তু আইরিন তো তাকে ভালবাসতে পারবে না, পারবে কি ?'

—'ভালবাসবে, এটাই আমি আশা করি।'

—'কেন এরকম আশা করছেন ?'

— কারণ মহারাজ তাহলে ভবিষ্যতে আর কোন ঝামেলায় পড়বেন না। তিনি নির্ভয়ে থাকতে পারবেন,—'কি রকম - কি বলছেন আপনি ?'

—'ঠিকই বলছি,' হোমস্ বলল, 'ভদ্রমহিলা যদি তাঁর স্বামীকে ভালবাসেন তবে মহারাজকে আর ভালবাসবেন না। আর যদি তিনি মহারাজকে ভাল না বাসেন তাহলে মহারাজের পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করবার কোন কারণই তাঁর থাকবে না।'

—'সত্যি কথা। কিন্তু তবুও .. !

—'হায়রে, মেয়েটা যদি আমার সমান সামাজিক স্তরের মানুষ হোত। কি অপূর্ব— কি আশ্চর্য রাণীই সে হতে পারত!'

আবেগে রাজার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। সারপেনটাইন অ্যাভিনিউতে পৌঁছবার আগে রাজা আর একটি কথাও বললেন না।

ব্রিয়োনি লজ'-এর দরজা খোলাই ছিল। একজন বয়স্কা মহিলা সিঁড়ির ধাপের

উপরে বসেছিলেন। আমরা 'ব্রুহাম' থেকে নামলাম। মহিলা ব্যঙ্গ ভরা চোখে আমাদের দেখতে লাগলেন।

আমরা কাছে আসতেই মহিলা বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনিই মিঃ শার্লক হোমস্, তাই না?'

—'হ্যাঁ, আমিই মিঃ হোমস্,' মহিলার দিকে সপ্রশ্ন এবং চমকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার সঙ্গী উত্তর দিল।

—'তাই বুঝি !আমার কর্ত্রী বলেছিলেন যে, আপনার আসবার খুবই সম্ভাবনা আছে। আজ সকাল পাঁচটা পনেরর ট্রেনে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে চেয়ারিং ক্রশ স্টেশন থেকে মহাদেশের (ইউরোপ মহাদেশের) দিকে যাত্রা করেছেন।'

—'কি!' বিস্ময়ে এবং বিরক্তিতে স্খলিত চরণে কয়েক পা পিছিয়ে গেল হোমস্, তারপর বলল, 'আপনি কি বলতে চান যে, আপনারকর্ত্রী ইংল্যান্ড থেকে চলে গিয়েছেন?'

-'আর কোনদিন ফিরবেন না,' বয়স্কা মহিলা বললেন।

—'আর কাগজপত্র?' রাজা ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—'সে সবও চলে গেল। এখন উপায়?'

—'সেটা দেখতে হবে।'

ভৃত্যাকে একদিকে সরিয়ে দিয়ে হোমস্ দ্রুতপায়ে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকল। রাজা মশাই এবং আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

ঘরের ভিতরে আসবাবপত্র চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তাকগুলো খালি, টানাগুলো খোলা। মনে হয় চলে যাবার আগে মহিলা খুব তাড়াতাড়ি তন্ন তন্ন করে সব কিছু খুঁজে দেখেছেন। হোমস্ ঘণ্টা-দাড়ির কাছে ছুটে গেল। ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায় এমন ঢাকনিখানাকে ভেঙ্গে সে কুলুঙ্গির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। বের করে আনল একখানা 'ফটোগ্রাফ' এবং একখানা চিঠি। 'ফটোগ্রাফ'-খানা সান্ধ্য পোশাকে সুসজ্জিতা আইরিন অ্যাডলারের। আর চিঠিখানার উপরে লেখা, শার্লক হোমস্, এস্কোয়ার। তিনি না চাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে। বন্ধু হোমস্ খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বের করল। আমরা তিনজন একসঙ্গেই চিঠিখানা পড়তে লাগলাম। চিঠিতে সময় দেওয়া আছে। সময়টা হলো গত তারিখের মধ্যরাত। চিঠিতে লেখা ঃ

'আমার প্রিয় শার্লক হোমস্,

আপনি সত্যিই চমৎকার কাজ করেছেন। আপনার অভিনয় অপূর্ব হয়েছিল। আপনি আমাকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছিলেন। আমি একেবারে বোকা বনে গিয়েছিলাম। আগুনের বিপদ-সংকেতের আগে পর্যন্ত আমার মনে একটুও সন্দেহের উদয় হয় নি। তারপর যখন বুঝলাম মুহূর্তের অসাবধানতায় নিজের কতখানি ক্ষতি করে ফেলেছি, তখন এবার কি করণীয় তাই নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। কয়েকমাস আগেই আপনার সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে বলা

হয়েছিল, রাজা যদি কোন 'এজেন্ট' বা অনুমোদিত প্রতিনিধিকে এ কাজের ভার দেন, তবে নিশ্চিতভাবে আপনিই হবেন সেই 'এজেন্ট,' কেননা আপনার সমতুল্য তীক্ষ্ণধী রহস্য সন্ধানী আর কেউ নেই। আপনার ঠিকানাও আমাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন, তা আমাকে দিয়েই প্রকাশ করিয়ে নিলেন। পুরুষের সাজ আমার কাছে নতুন কোন বিষয় নয়। এই সাজ নিলে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় তার সুযোগ আমি প্রায়ই নিয়ে থাকি।

কোচোয়ান জনকে আপনার উপরে নজর রাখবার নির্দেশ দিয়ে আমি ছুটে দোতলায় উঠে গেলাম। আমার বেড়াবার পোশাকটা পরে আমি নীচে নেমে এলাম। বৈঠকখানা ঘরে এসে দেখলাম আপনি চলে গিয়েছেন।'

'আপনার বাড়ীর দরজা পর্যন্ত আপনাকে অনুসরণ করলাম। অনুসরণ করে নিশ্চিত হলাম যে, আমি সত্যি সত্যিই খ্যাতনামা মিঃ শার্লক হোমসের কৌতূহলের বিষয় হয়ে পড়েছি। তারপর আমি কিছুটা অবিচক্ষণতা এবং হঠকারিতার সঙ্গে আপনাকে 'শুভ রাত্রি' জানিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য 'টেম্পল'-এর দিকে যাত্রা করলাম।'

'আমরা দু'জনে চিন্তা করে দেখলাম যে, এরকম একজন এবং প্রবল প্রতিপক্ষ যখন পিছু নিয়েছে, তখন আমাদের এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। পালানো ছাড়া আর কোন পথ বোধহয় আমাদের সামনে খোলা নেই। কাজেই কাল যখন আপনি আসবেন তখন দেখবেন বাসা খালি। এবার 'ফটোগ্রাফ'-খানা সম্বন্ধে বলি। ওখানা সম্পর্কে আপনার মক্কেল শান্তিতে থাকতে পারেন। এ ব্যাপারে তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ আর আমি হব না। তার চাইতে অনেক ভাল একজন মানুষকেই আমি ভালবেসেছি। আর তিনিও আমাকে ভালবেসেছেন। রাজা এখন যা করতে চান, তা-ই করতে পারেন। যার প্রতি তিনি নিষ্ঠুরভাবে অন্যায় আচরণ করেছিলেন তার দিক থেকে কোন বাধাই আর আসবে না। নিজেকে রক্ষা করবার জন্যই ওখানা আমার কাছে রেখেছিলাম আমি।

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস্ আন্তরিক ভাবে আপনার,

আইরিন নর্টন (পিতৃকুলের পদবী অ্যাডলার ।

আমরা তিনজনে চিঠিখানা পড়বার পর বোহেমিয়ার রাজা চীৎকার করে উঠলেন, 'কি মহিলা!—ওঃ কি মহিলা। আপনাকে বলি নি যে, কি দ্রুত বুদ্ধি এবং স্থির সংকল্পের অধিকারিণী সেই নারী! কি প্রশংসনীয় রাণীই সে না হতে পারত। এটা কি দুঃখের বিষয় নয় যে, ঐ নারী আমার সমান স্তরের নয়?'

ঠাণ্ডা গলায় হোমস্ বলল, 'ঐ মহিলাকে আমি যতটা দেখেছি, তাতে তো তাঁকে মহারাজ থেকে ভিন্ন স্তরের বলেই মনে হচ্ছে। আমি দুঃখিত যে, মহারাজের কাজটাকে আরও সফল সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারলাম না।'

রাজা চীৎকার করে বললেন, 'অপর পক্ষে আমি বলতে পারি যে, এর চাইতে

সফলতর পরিণতি আর কিছুতেই হতে পারত না। আমি জানি যে, ঐ নারী কখনও নিজের কথার খেলাপ করে না। ফটোগ্রাফ'-খানা সম্বন্ধে আমার কোন দুশ্চিন্তা রইল না। ওখানা এখন খুব নিরাপদেই রইল। 'ফটো -খানা আগুনে ফেলে দিলেও বোধহয় এর থেকে বেশী নিরাপদ হত না।'

—'ইয়োর ম্যাজেস্টির কথা শুনে খুব আনন্দ পেলাম।'

বোহেমিয়ার রাজা বললেন, 'আপনার কাছে আমি দারুণ ভাবে ঋণী। অনুগ্রহ করে বলুন কিভাবে আপনাকে পুরস্কৃত করতে পারি ? এই আংটিটা ··'

আঙুল থেকে মরকত মণির সাপ-আংটি টা খুলে রাজা সেটাকে নিজের হাতের পাতায় রেখে হাতখানা হোমসের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

হোমস্ বলল, 'মহারাজের কাছে এমন একটা জিনিস আছে যাকে আমি ঐ আংটির চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান বলে মনে করি।'

—'শুধু সেই জিনিসের নামটা বলুন,' বোহেমিয়ার রাজা বললেন।

—'এই 'ফটোগ্রাফ'-খানা।'

বোহেমিয়ার রাজা বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকালেন। তারপর চীৎকার করে বললেন, 'আইরিনের ফটোগ্রাফ! নিশ্চয়ই। আপনি চাইলেই তা পাবেন।'

—'মহারাজকে ধন্যবাদ। এ ব্যাপারে আর কিছু করবার নেই তাহলে। আপনাকে 'সুপ্রভাত'—হ্যাঁ 'অতি সুপ্রভাত' জানাবার সম্মান আমি লাভ করছি।'

মাথা নীচু করে বোহেমিয়ার রাজাকে অভিবাদন করল হোমস্। তারপর রাজার প্রসারিত হাতের দিকে একবারও না তাকিয়ে হোমস্ আমাকে সঙ্গে নিয়ে তার নিজের 'চেম্বার'-এর দিকে রওনা দিল।

এই ভাবে বোহেমিয়া রাজ্য একটা বিরাট কেলেঙ্কারির হাত থেকে রক্ষা পেল। সেখানকার রাজাও মুক্তি পেলেন সেই মহা কেলেঙ্কারি থেকে। তীক্ষ্ণধী শার্লক হোমস্-এর সবচাইতে ভাল পরিকল্পনাটাও পরাজয় স্বীকার করল একটি নারীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে। আগে নারীর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সে হাসি ঠাট্টা করত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে হোমস্‌কে আর সেরকম হাসি-ঠাট্টা করতে শুনি নি। সে যখনই আইরিন অ্যাডলারের কথা বা তাঁর 'ফটোগ্রাফ'-এর কথা উল্লেখ করে তখনই সে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলে, 'সেই ভদ্রমহিলা'।

* * *

এ স্ক্যাণ্ডাল ইন বোহেমিয়া

অনুবাদ—অনিরুদ্ধ চৌধুরী

• • •

দ্য স্পেকেল্‌ড ব্যান্ড



স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

সেটা ছিল এপ্রিলের প্রথম দিকের কোন এক সময়ের ঘটনা। এক দিন খুব ভোরে প্রিয় বন্ধু 'শার্লক হোমসের' ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

'আমি খুবই দুঃখিত ওয়াটসন, এই অসময়ে তোমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যে'—সে বললে।

'না না তাতে কি হয়েছে, নিশ্চয়ই কোন জরুরি বিষয়।'

'না, তেমন কিছুই নয়, তবে এই কাক ডাকা ভোরেই এক মক্কেলের আগমন ঘটেছে। আমার ভৃত্যটি জানালে, এক ভদ্রমহিলা আমার খোঁজ করছে, খুবই জরুরি প্রয়োজন, বর্তমানে সে বৈঠকখানায় বসে আছে আমার সাক্ষাতের অপেক্ষায়, এখন কথা হল এত সকালে যখন নাকি সব মানুষই সুখ নিদ্রায় বিভোর এমন অসময়ে একজন অ-বিবাহিত যুবতীর আগমন, নিশ্চয়ই বিষয়টি অত্যান্ত জরুরি, মনে হয় কোন চমকপ্রদ কেস, তাই তোমাকে ডাকতে এলাম।'

'আরে ভাই, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। সময় ব্যয় না করেই আমি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জামা প্যান্ট পরে হোমস্‌কে অনুসরণ করলাম, আমরা বৈঠকখানায় হাজির হয়ে দেখি কালো পরিধানে আবৃতা এক তরুণী বসে আছেন জানালার সামনে।

'সুপ্রভাত ম্যাডাম' হোমস্‌ হাসিমুখে বললে, 'আমার নাম শার্লক হোমস্‌, এ— আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন, এর সামনেই আপনি নিশ্চিন্তে সব কথা বলতে পারেন।'

এক নজর দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, কোন এক অজানা আশঙ্কায় ভদ্রমহিলার মুখমণ্ডল ভয়ে ও আতঙ্কে পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে, ক্লান্তিকর ভয়চকিত চাহনি দেখে মনে হয় যেন কোন শিকারী পশুর ধাওয়া খেয়ে এসেছে। তরুণীটির বয়স ত্রিশের কোঠায়, কিন্তু এর মধ্যেই তার মাথার চুল সাদা হয়ে এসেছে।

'আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন? শান্ত হয়ে বসুন, সব কথা খুলে বলুন নিঃসন্দেহে বলতে পারি আপনি খুব ভোরের ট্রেনে চড়েই এখানে এসেছেন?'

অবাক বিস্ময়ে সে বলে, 'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

'না, কিন্তু আপনার বা হাতের দস্তানায় ট্রেনের ফিরতি পথের রিটার্ন টিকিটটা উঁকি মারছে দেখেই তা বুঝলাম, মনে হয় কাকডাকা ভোরে খুবই তড়িঘড়ি ব্যস্ততার মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, এবং যতক্ষণ না স্টেশনে পৌঁছতে পারেন ততক্ষণ মরিয়া হয়ে ছুটেছেন, কোন দিকে না তাকিয়েই, এরপর স্টেশন থেকে এক্কা গাড়ীতে এসেছেন কারণ আপনার জামার হাতার বিভিন্ন স্থানে কাদার ছিটে লেগে রয়েছে।'

অত্যাশ্চর্য ভাব মহিলাটির চোখে মুখে প্রকাশ পায়, স্মিত হাস্যে সে বলে, 'আপনাব কথা বর্ণে বর্ণে ঠিক, আমি আমার বাড়ী থেকে ভোর ছটার আগেই রওনা দিয়ে দিনের প্রথম ট্রেন ধরেছি। মিঃ হোমস্‌ আমি প্রচণ্ড মানসিক আতঙ্কে ভুগছি, তবে এইভাবে কিছু সময় চললে দুঃশ্চিন্তায় দুঃশ্চিন্তায়, আমি পাগল হয়ে যাবো সন্দেহ নেই।'

হোমস্‌ চট করে তার ডেস্ক থেকে ছোট্ট একটা নোটবই নিয়ে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বললে, 'ম্যাডাম আমি আপনার কেস হাতে নিচ্ছি সুযোগ মত আপনার হাতে অর্থ এলে যা খুশি দেবেন, কিন্তু এখন আর সময়নষ্ট না করে আপনার সমস্যার কথা খুলে বলুন।'

—'আমার নাম হেলেন স্টোনার। আমার সৎ পিতা ডাঃ রয়লেটের গৃহেই আমার বসবাস সে ছিল পুরোন লণ্ডনের বাসিন্দা এক প্রাচীন বনেদি পরিবারের লোক। আমাদের বর্তমান নিবাস স্টোক মরানে-এ। কোন এক সময় ঐ পরিবারের হাতে বেশ পয়সাকড়ি ছিল, কিন্তু আমার ঠাকুদ্দার থেকেই অবস্থার অবনতি ঘটে, সে ছিল এক নম্বরের জুয়াড়ী। জুয়া খেলতে খেলতে তাঁর সব সম্পত্তি চলে যায়, কেবল মাত্র স্টোক মরানের দু'শ বছরের প্রাচীন বাড়ী ও কিছু জমি ছাড়া ঐটুকুই ছিল শেষ সম্বল, তারই একমাত্র ছেলে ডাঃ রয়লেট আমার সৎ পিতা হিসেবে আমাদের আত্মীয় হন, আমার মাকে বিবাহ করে। সে মেডিক্যাল ডিগ্রি লাভ করে পসার জমাতে কলিকাতায় পাড়ি জমায়, এবং সেখানে ডাক্তারী করে বেশ পসার লাভ করে। আর সে যেমন বলশালী তেমন তার

উগ্র চণ্ডালে রাগ অতি সামান্য কারণে হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে যান। আর রেগে গেলে মাথার ঠিক রাখতে পারে না।

এক সময় তার বাড়ীতে একদল ডাকাতের উপদ্রব ঘটে, সে কারণে সে তার চাকরের উপর অকারণ খেপে গিয়ে তাকে এমন মারধোর করে যে সে বেচারা মারা যায়, ফলে বেশ কিছুদিন তাকে জেল হাজতে খাটতে হয়। দীর্ঘ হাজত-বাসের পর সে দেশে ফিরে আসে একরাশ হতাশা ও নৈরাশ্যকে সঙ্গে নিয়ে।

ডাঃ রয়লেট যখন ভারতে ছিলো তখনই তিনি আমার মাকে বিবাহ করেন, আমার পিতা জেনারেল ষ্টোনার কাজ করতেন বেঙ্গল আর্চিলারীতে, তিনি হঠাৎ মারা যাওয়ায় তার স্ত্রী (অর্থাৎ আমার মা) সদ্য বিধবা, মিসেস ষ্টোনার ডাঃ রয়লেটকে ভারতবর্ষে বসেই বিয়ে করেন, তখন আমাদের বয়স মাত্র দু বছর। আমার মা বেশ কিছু অর্থ একটি শর্তে ডাঃ রয়লেটের নামে ব্যাংকে রেখেছিলেন। শর্তটি হলো ঐ অর্থের যে বাৎসরিক সুদ পাওয়া যাবে তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আমরা পাবো যখন আমরা বিবাহ করবো। এরপর দেশে ফিরে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এক আকস্মিক ট্রেন দুর্ঘটনায় আমার মা মারা যান, সে সময়েই ডাঃ রয়লেট আমাদের নিয়ে আসে তার সেই পুরনো বাড়ী ষ্টক মরানে এবং সেখানেই আমরা বসবাস শুরু করি। আমার মা যে অর্থ রেখে গিয়েছিলেন তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিবাহের পর ভবিষ্যৎ জীবন যেন আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে কাটে।

কিন্তু তখন থেকেই লক্ষ্য করি আমার সৎ পিতার মনোভাবের যেন অস্বাভাবিক পরিবর্তন হচ্ছে। বন্ধুবান্ধব বা পাড়া-প্রতিবেশিদের বাড়ীতে যাওয়া আসা তিনি পছন্দ করতেন না, ফলে তাদের যাতায়াত বন্ধ হলো, এমন কি তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলা-মেশাও বরদাস্ত করতেন না। আগেই বলেছি তার ছিল প্রচণ্ড বদরাগি স্বভাব, সামান্য কোন কারণেই তিনি ক্ষেপে যেতেন, তার বদরাগি স্বভাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটায়, ঐ বৃহৎ অট্টালিকার আশেপাশেও কেউ আসতে সাহস পেত না।

'ইতিমধ্যে পরস্পর বার দুয়েক আমাদের বাড়ীতে এমন লজ্জাকর, অপমানজনক ঘটনা ঘটেছে যা শেষ পর্যন্ত তাকে পুলিশ কোর্টে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল, ফলে গ্রাম-বাসীদের মনে তিনি একজন আতঙ্কগ্রস্থ মানুষ হিসেবে চিহ্নিত। এ কারণেই ওখানকার সকলে তার থেকে দূরে সরে থাকাই শ্রেয় মনে করে।

'তার কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না, কেবল কয়েকজন অদ্ভুত দর্শন জিপসী ছাড়া। সে তাদের বসবাসের জন্য আমাদের সীমানার মধ্যেই বেশ কিছু জমি ছেড়ে দিয়েছেন। ঐ জিপসীদের মধ্যেই তার যতো মেলামেশা, মাঝে মাঝেই তাদের ডেরায় যায়। কখনো কখনো সপ্তাহের কয়েকটা দিন ওখানেই কাটায়। এ ছাড়াও তার বন্য জন্তু পোষার শখ আছে, একটা চিতাবাঘ ও একটি বেবুন। ঐ জন্তু দুটো সর্বদাই স্বাধীন ভাবে বাগানে বিচরণ করে, যার জন্যে গ্রামবাসীদের মন সর্বদা ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে থাকে।

'এবার আপনারাই চিন্তা করে দেখুন, আমি এবং আমার বোন জুলিয়া কি আতঙ্কের মধ্যে দুঃখে কষ্টে জীবন কাটাতাম, কোন চাকর বাকর আমাদের বাড়ীতে বেশিদিন টিকতো না। বাড়ীর প্রায় সব কাজই আমাদের নিজেদের হাতে করতে হতো। আমার প্রিয় বোন জুলিয়া যখন মারা যায়, তখন তার বয়স মাত্র ত্রিশ বছর, আর হ্যাঁ বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ঐ বয়সেই তার চুল ঠিক আমার মতই সাদা হয়ে গিয়েছিল নানা দুশ্চিন্তায়।'

'সে কি। আপনার বোন মারা গিয়েছে?'

'সে মারা গিয়েছে ঠিক দু বছর আগে, এবং সেই বিষয়েই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, আমার মাসি মিস অনরিয়া ওয়েষ্ট ফেইনের বাড়ীতে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি মিলত। আমরা বছর দুয়েক আগে কি এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তার বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাই। সেই সময় খ্রীষ্টমাস উৎসব উপলক্ষে জুলিয়া সেখানে যায়, সেখানে একঅবসর প্রাপ্ত সৈনিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, প্রণয় জমে ওঠে। এরপর সেও ভদ্রলোককে বিয়ে করবে স্থির করে, মাসির বাড়ীর থেকে ফিরে এসে সে আমার সৎ পিতাকে জানায়। এ ব্যাপারে আমার সৎ পিতা কোন অমত পোষণ করেন নি। কিন্তু বিয়ের যখন আর মাত্র দিন পনের বাকি ছিল ঠিক সেই সময়েই ঘটল সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, যার জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

হোমস্ বললেন, 'দয়া করে পুরো ব্যাপারটাই বিস্তারিত বলবেন।'

—'বিষয়টি খুবই সাধারণ মনে হবে। সে সব ঘটনাগুলো এখনও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে, বাড়ীটি বহু আগেকার, অবশ্য এটা আগেই আপনাকে বলেছিলাম, বহু পুরোনো, এখনও ঠিক তেমন অবস্থাতেই আছে, এর একটি মাত্র অংশ ব্যবহারযোগ্য, এই অংশের নিচের তলাতে একই করিডোরে পরপর তিনটি ঘরকে আমরা শয়নকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করি। প্রথমটি ডাঃ রয়লটের, দ্বিতীয়টি আমার বোনের জন্য নির্দিষ্ট এবং তৃতীয় ঘরটি আমি শয়ন কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতাম। আমাদের ঘরগুলোতে যাতায়াতের জন্য আলাদা কোন দরজা নেই, কেবল মাত্র একটি করিডোর দিয়েই সকলে যাতায়াত করতাম। আশা করি বিষয়টি আপনি বুঝতে পেরেছেন।'

'নিশ্চয়! বলে যান।'

—'তিনটি ঘরের জানালাই লনের দিকে, সেগুলো দিনেমানে খোলা থাকতো। সেদিন রাতে ডাঃ রয়লেট বেশ তাড়াতাড়ি তার ঘরে ঢুকলেন, কিন্তু তিনি যে ঘুমোতে যাননি তা আমরা বুঝতে পারলাম, তার ঘর থেকে প্রচণ্ড কড়া (ভারতীয় তামাকের সিগার) গন্ধ আসতে থাকায় বিরক্ত হয়ে আমার বোন আমার ঘরে চলে আসে। কারণ তিনি যে তীব্র কটু গন্ধ যুক্ত ভারতীয় সিগার ব্যবহার করতেন তার গন্ধ আমার বোন সহ্য করতে পারতো না। আমার ঘরে বসে সে বেশ কিছুক্ষণ নানা গল্প-গুজব করে কাটালো, বেশির ভাগ কথাই ছিল তার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে। প্রায় রাত এগারটা নাগাদ সে আমার ঘর ছেড়ে চলে যায়, আমিও শুতে যাব ভাবছি, এমন সময় সে ফের এসে দরজায়

টোকা মারল, দরজা খুলে আমি বলি, কি ব্যাপার ?

'জিজ্ঞাসু নেত্রে সে আমায় বললে আচ্ছা হেলেন, মধ্য রাত্রে তুমি কি কোন বাঁশির মত শিসের আওয়াজ শুনতে পাও ?'

'কক্ষনো না ! আমি বলি। কিন্তু কেন বলোতো, হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করছো ? কারণ, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে আমি মধ্য রাত্রে একটা তীব্র এবং স্পষ্ট শিসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, আমার ঘুম খুবই পাতলা, তাই এই আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি বুঝতে পারছি কোথা থেকে এই আওযাজ আসে, কখনো মনে হয় পাশের ঘর থেকে, কখনও মনে হয় লন থেকে, ভাবলাম তুমিও বোধহয় বিষয়টা জান তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে আসা।

উত্তরে আমি বলি, না এ সম্পর্কে আমি তো কিছুই জানিনা, তবে আমার মনে হয় ঐ ভয়ংকর দর্শন জিপসীদেরই কাজ এটা।

তা অবশ্য হতে পারে এবং এটাও ঠিক যে বাইরের লন থেকে যদিও সে রকম আওয়াজ হয় তাহলে তুমি কেন শুনতে পাবেনা—তা ভেবেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তা হলে তো তোমারও তা শোনা উচিত।

'ও এই ব্যাপার।—আমার কথা শুনে সে বলে কোন ব্যাপারই নয়'—এরপর সে আমার ঘবের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যে পাশের ঘর থেকে তালায় চাবি লাগানোর আওয়াজ শুনতে পাই।'

— সর্বদাই শুতে যাওয়ার আগে আপনারা কি ঘরের দরজায় তালা মেরে শুতে যান ?

'হ্যাঁ সব্বর্দাই।'

—'কিন্তু কেন ?'

'আপনাকে আগেই বলেছিলাম, নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ডাক্তার রয়লেট দুটি বন্যজন্তু পোষেন। একটি চিতাবাঘ, অন্যটি বেবুন। যারা সর্বদাই স্বাধীন ভাবে আমাদের বাড়ীর এলাকায় ঘোরাফেরা করে, সে কারণেই আমরা নিজেদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করি ফলে রাত্রে দরজা ভিতর দিয়ে তালা লাগিয়ে শুতে হয়।'

—'ও ! বুঝতে পেরেছি, বেশ বলে যান তারপর কি হলো ? ঝড়, বৃষ্টি বাদলা হাওয়া এসব মিলে সে দিনটা ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ। ঐ ভয়ংকর রাত্রে বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেলেও, আমার ঘুম কিছুতেই আসছিল না, আমি বিছানায় শুয়ে কেবল এপাশ ওপাশ করছি। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় বাতাস, জানালায় তারই ঝাপটার শব্দ। সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যেই সব আওয়াজ ছাপিয়ে অকস্মাৎ একটা মেয়েলি আর্ত-চিৎকার আমার কানে এলো। পাশের ঘর থেকে আসা ঐ আতঙ্কগ্রস্ত ভীতিপ্রদ আর্তনাদ শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম সেটা আমারই সহোদরার গলা।

'সেই আওয়াজ শোনামাত্র, আমি উৎকীর্ণ হয়ে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠলাম। একটা কোট কোন রকমে গায়ে জড়িয়ে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোরে এলাম।

করিডোরে বোনের ঘরের দরজার সামনে আসতেই আমার কানে খুব হাল্কা একটা শিসের আওয়াজ আসে, ঠিক একটু আগেই আমার বোন যেরকম আওয়াজের কথা বলেছিল। এর পরেই সেই আওয়াজটা আর শুনতে পেলাম না, কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই মেঝেতে ধাতব কোন বস্তু পড়লে যেমন আওয়াজ হয় সেরকম ঝন ঝন করে একটা শব্দ হলো। আমার চোখ বোনের ঘরের দরজার দিকে, সেও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই আমি তাকে দেখে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। ভয়ে, উত্তেজনায় আতঙ্কে তার মুখমণ্ডল একদম সাদা হয়ে গিয়েছে, মনে হল সে যেন সাহায্য চাইছে, তার সারা শরীরই থর থর করে কাঁপছিল। আমি ছুটে গিয়ে দু হাত প্রসারিত করে তাকে জড়িয়ে ধরলাম কিন্তু তখন সে টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে পড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। তার ঠোঁট শুকনো হয়ে গিয়েছে, ভয়ে এবং আড়ষ্টভাবে তার শরীর প্রায় ঠাণ্ডা আমি যখন তাকে জড়িয়ে ধরি তখন হঠাৎ অস্ফুট স্বরে সে একটা কথাই কেবল বলেছিল, যা আমি জীবনে কোনদিনই ভুলতে পারবো না সে বললে, হেলেন, একটা ডোরাকাটা ফেটি! (স্পেকলেড ব্যাণ্ড) অর্থাৎ চামড়ার বা কাপড়ের ডোরা দাগ ফুটকি যুক্ত কোন ফেটি বা ফিতে জাতীয় বস্তু। এরপর সে আঙুল দিয়ে ডাঃ রয়লেটের ঘরের দিকে কি যেন দেখাতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলোনা, অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল।

আমি চেঁচিয়ে আমার সৎ পিতাকে ডাকলাম, সে দ্রুত একটা নাইট গাউন পরেই তার ঘর থেকে বেরুল। যখন আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে তখন জুলিয়া অজ্ঞান, তৎক্ষণাৎ ডাঃ রয়লেট তাকে কিছু জরুরী চিকিৎসার জন্য গ্রামের ডাক্তারের কাছে পাঠাল কিন্তু দুর্ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থাতেই তার মৃত্যু হলো। এই হলো সেই দু বছর আগেকার আমার প্রিয় ভগ্নীর করুণ মর্মান্তিক মৃত্যু-কাহিনী।

'এক সেকেণ্ড', হোমস বললে, 'সেই শিসা এবং কোন পাত্র পড়ে যাওয়ার ঝন ঝন শব্দ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত ? সত্যি কি আপনি ওরকম আওয়াজ শুনেছিলেন ?'

'অনুসন্ধান তদন্তকারীরাও আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, অনুসন্ধান করতে এসে, আমার মনে হয়, আমি ঠিক ঐ রকম আওয়াজই শুনতে পেয়েছিলাম, যদিও তখন ঝড় ঝঞ্ঝার এলোমেলো বাতাস বইছিল।—এরপর তারা অনুসন্ধান করে কি পেল ?

'কোন কিছুই নয়, এই মৃত্যু সম্বন্ধে তারা সন্দেহজনক কোন সূত্রই পায়নি।'

—'আপনার বোনের মৃত্যু সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?'

আমার বিশ্বাস, আমার বোন মারা যাওয়ার অন্যতম কারণ, অত্যধিক দুশ্চিন্তা। ভয়, আতঙ্ক ও দুর্বলতা হেতু মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরেই সে মারা যায়, কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনা করেও এর আসল কারণ জানতে পারিনি।'

'জিপসীর দল সে সময়ে কি বাগানে ছিল ?'

'হ্যাঁ, তারা তো সব সময়েই আমাদের বাগান বাড়ীর সীমানার মধ্যেই থাকে।'

'আচ্ছা, আপনি জ্ঞান হারানোর ঠিক আগেব মুহূর্তে তার কাছ থেকে কি যেন শুনেছিলেন, সে চিৎকাব কবে বলেছিল একটা ডোরাকাটা ফুটকী দাগযুক্ত ফেটির কথা, একটি স্পেকলেড ব্যাণ্ড, তাই না ?'

—'কখনো কখনো মনে হয়, একটা বাঁধা পূর্ণ কথা, কখনো মনে হয় সে হয়তো মাথায় ডোবা কাটা ফেটি বাঁধা কোন জিপসীর কথা বলতে চেয়েছে। কারণ জিপসীরাই সাধারণতঃ ও ধবনের বস্তু ব্যবহার কবে।'

হোমস্ মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলে এই কথা তার ঠিক মনঃপূত হয় নি।—'ব্যাপারটা গভীর চিন্তার বিষয়' সে বললে। 'ঠিক আছে, আপনি বলে যান।'

'এই ঘটনাব পব দু'বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তখন থেকেই আমার জীবন দুঃসহ একাকিত্বের মধ্যে কাটছে, মাসখানেক আগে, আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বহুদিন আগে থেকেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়, সে আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। আমি রাজি হয়ে বিষযটি সৎ পিতার গোচরে আনি, সব শুনে আমার পিতা এবারেও আমার বিয়ের ব্যাপারে কোন আপত্তি করেন নি, এটা অবশ্য কয়েক সপ্তাহ আগেকার কথা।

'গত দু দিন হলো আমার ঘরের বাইরের দেওয়ালের কিছু মেরামতির কাজ শুরু হযেছে। সে কারণেই মধ্যবর্তী যে ঘবটায় আমার বোন জুলিয়া মারা গিয়েছিল সেখানেই আমার শোয়াব বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই বোনের শয্যাই আমার বিছানা হিসেবে ব্যবহার করতে হচ্ছে, ভাবতে পারেন ? • আমার আতঙ্ক শুরু হয় গতকাল রাত থেকেই। আমি তখন বিছানায় শুয়ে আছি কিন্তু ঘুম আসছে না, বার বারই জুলিয়ার শেষ সময়ের আতঙ্কগ্রস্ত মুখটা এবং তার সেই কথাগুলো মনে পড়ছিল, নানা রকম দুশ্চিন্তায় সময় কিভাবে কাটছিল জানিনা, কটা বাজে তা খেয়াল নেই, তবে নিশুতি রাত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই. হঠাৎ আমার কানে এলো একটা মৃদু শিস-এর আওয়াজ, যা আমার বোন মৃত্যুর আগে আমাকে জানিয়েছিল, ঐ আওয়াজ শোনামাত্র আমি কোন এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, এবং তৎক্ষণাৎ এক লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে ল্যাম্প জ্বালালাম, চারিদিকে চেয়ে কিন্তু ঘরের মধ্যে দৃশ্যতঃ কিছুই দেখতে পেলাম না, কিন্তু মন থেকে উৎকণ্ঠা না কাটায় বাকি রাত কোন রকমে জেগেই কাটালাম, ভোর না হতেই কোন রকমে জামাকাপড় পড়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তড়িৎগতিতে ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে ছুটলাম। ষ্টোক মরান থেকে ফার্স্টট্রেনে সোজা লণ্ডন, সেখান থেকে আপনার এখানে চলে এসেছি অনেক আশানিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে এবং এই বিষয়ে পরামর্শ নিতে।'

'আপনি এখানে এসে বুদ্ধিমতীর কাজই করেছেন' হোমস্ বললে, 'কিন্তু একটা কথা, আপনি কি সব ঘটনাই আমার কাছে খুলে বলেছেন কোন কিছুই বাদ দেন নি তো ?'

মিস ষ্টোনার উত্তরে জানায়—'না, কোন বিষয়ই আমি বাদ দিইনি, আমার জানত সমস্ত ঘটনাই আপনাকে খুলে বলেছি।'

কিছুক্ষণের জন্য সারা ঘরটায় স্তব্ধতা নেমে এলো, হোমস্ যে নোট বইটায় এই কেস

সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি লিখেছিল সেটা পকেটস্থ করে বললো, 'এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ধরুন যদি আমরা আজই ষ্টোক মরানে যাই, তা হলে আপনার সৎ পিতার অবর্তমানে অথবা তাকে না জানিয়ে ঐ ঘরগুলি পরীক্ষা করে দেখা কি সম্ভব হবে ?'

—'অবশ্যই ! কারণ ওনার কাছেই শুনেছিলাম উনি নাকি আজ লণ্ডনে আসবেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে। অতএব এই সুযোগে তার অবর্তমানে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে ঘরগুলি পরীক্ষা করে দেখতে তেমন কিছু অসুবিধা হবে না।'

'বা ! বেশ ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই এই ভ্রমণের বিরুদ্ধে যাবে না ?'

'না, কখনোই নয়।'

'বেশ, তবে এই ঠিক রইল, আমরা দুজনে আপনার বাড়ীতে যাচ্ছি, আর হ্যাঁ আপনি এখন কি অন্য কোথাও নিজের কোন কাজে যাচ্ছেন ?'

'আমি বেলা বারটার ট্রেনে বাড়ী ফিরবো এবং আপনাদের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করবো। আপনারা কখন পৌঁছবেন বলে আশা করা যায় ?'

'বিকেলের মধ্যেই আপনি আমাদের দেখা পাবেন বলে আশা রাখি, তার আগে আমার আরও সামান্য কিছু কাজ সারতে হবে। আপনি কি একটু অপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ করে যাবেন ?'

—'না আমাকে এখুনি যেতে হবে, আপনাকে সব কথা খুলে বলাতে আমার মনটা খানিকটা হাল্কা হলো, ভাগ্য ভাল আপনার দেখা পেয়েছিলাম, না হলে আমার যে কি অবস্থা হতো তা আমি চিন্তাই করতে পারছি না। আমি এখন চলি, আশা করি বিকেলে পুনরায় আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

'আমারও মনে হচ্ছে, অবশ্য এর কারণ, আজই আমরা ষ্টোক মরানে গিয়ে জানার চেষ্টা করবো, আশা করি এ বিষয়ে একটা সূত্র নিশ্চয়ই মিলবে।'

আচমকা দরজাটি বাইরে থেকে ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলো দৈত্যাকৃতি একজন ক্রুদ্ধ মানুষ, দেখতে যেমন লম্বা তেমনই চওড়া, সে এতই লম্বা ছিল যে, ঘরে ঢোকার সময় তার টুপিটি দরজার মাথায় লেগে যাচ্ছিল। স্বাস্থ্যবান, বিরাটাকার মুখমণ্ডল, মুখময় কাটাকাটা দাগে ভর্তি, চোখে তার রক্ত হিম করা তীক্ষ্ন দৃষ্টি। তার ভাবভঙ্গী এবং মুখমণ্ডল ক্রোধে পরিপূর্ণ, সে সোজা আমাদের দুজনের সামনে এসে অত্যন্ত রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভীষণ গম্ভীর স্বরে বললে, 'তোমাদের মধ্যে হোমস্ কার নাম ?'

'আমি-ই হোমস্, কিন্তু আপনাকে তো মশাই চিনতে পারলাম না।'

'আমি ষ্টোক মরানের ডাঃ রয়লেট !'

'তাই নাকি ! বেশ, বেশ, আসুন ডাক্তারবাবু, আসন গ্রহণ করুন'।

'আমি এখানে বসতে আসিনি, আমার সৎ কন্যা এখানে এসেছিল, তাকে আমি ফলো করেই এখানে এসেছি, সে তোমাকে কি বলেছে ?'

'বছরের এই সময়টা বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা বাড়ে' —হোমস্ বললে।

'আমি জানতে চাই যে, তোমাকে সে কি বলেছে', উত্তেজিত হয়ে সে বললে।

'কিন্তু আমি যে শুনলাম, এ বছর ফলন ভালই হচ্ছে' একইভাবে হোমস্ বলে।

'ও! তুমি আমাকে বলবে না, আচ্ছা ঠিক আছে?' হিংস্র চিৎকার ছাড়ে আমাদের দানবাকৃতি নতুন অতিথি, 'আমি তোমাকে চিনি, তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল, এর আগেও আমি তোমার নাম শুনেছি।

তুমি হলে অনিষ্টকারীর হোতা। তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমার বিষয়ে অযথা নাক গলাবার চেষ্টা করো না।'

* * *

বেলা প্রায় একটা নাগাদ শার্লক হোমস্ বাসায় ফিরে এলো। তার হাতে কিছু কাগজপত্র, যাতে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য আছে।

'আমি মৃত মিসেস্ ষ্টোনারের উইল দেখে এসেছি' হোমস্ জানায়, 'বার্ষিক বর্তমান আয় আনুমানিক ৭৫০ ডলার। অর্থাৎ প্রতি মেয়েই বিবাহের পর বার্ষিক ২৫০ ডলার দাবী করতে পারে। যদি দুই মেয়েই বিয়ে করে তবে তাদের প্রাপ্য অর্থ দিয়ে ডাঃ রয়-লেটের থাকে মাত্র ২৫০ ডলার। যা তার কাছে সামান্যই, এই থেকেই বোঝা যায় যে ডাঃ রয়লেটের মন, তার মেয়েদের বিয়ের আগেই সরিয়ে দেওয়ার প্রতি খুব জোরাল ভাবে কাজ করছে।'

স্টেশনে এসে আমরা ষ্টোক মরানগামী ট্রেনে উঠলাম। ষ্টোক মরান ষ্টেশনে পেঁছে সেখান থেকে ফের ট্যাক্সিতে করে চার পাঁচ মাইল যেতেই মনোরম গ্রাম্য পরিবেশের দৃশ্য চোখে পড়লো।

আমরা সেই বাড়ীর প্রধান ফটকের সামনেই আমাদের গাড়ী থামালাম। মিস ষ্টোনার দোর গোড়াতে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন, আমাদের আগমনে তার মুখ চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সামনে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বললেন 'আমি অধীর আগ্রহে আপনাদের আগমনের অপেক্ষায় আছি। ডাঃ রয়লেট লণ্ডনে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে শুনলাম তিনি না কি সন্ধ্যের আগেই বাড়ীতে ফিরবেন।'

'তার সঙ্গে আমাদেরও মোলাকাত হয়েছে' এই বলে হোমস্ ডাঃ রয়লেটের আগমন বার্তার পুরো বর্ণনা সংক্ষেপে জানালো।

সব শুনে মিস ষ্টোনারের উৎকণ্ঠা যেন বেড়ে গেল, তিনি তা গোপন করতে না পেরেই চিৎকার করে বললেন, 'হায় ভগবান! ঐ পাষণ্ডটা কি রকম শয়তান দেখেছেন, আমি বুঝতে পারছি না কি উপায়ে আমি ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো। ফিরে এসে আমাকে কি জ্বালাতন করবে কে জানে?'

হোমস্ তাকে সান্ত্বনা দেয়, 'মিস ষ্টোনার আপনি আজকের রাত্রিটার মত ওর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করুন। কোন ভয় নেই, যদি এর মধ্যে ঐ দৈত্যটা

বদমায়েশি করে তখন দেখা যাবে। প্রয়োজন হলে আপনাকে আমরা আপনার মাসীর বাড়ীতে পৌঁছে দেবো কিন্তু এখন আমাদের এই মূল্যবান সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একবার ঘরগুলো ভেতর ও বাইরে থেকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আমরা প্রথমেই লনের দিকে বাড়ীটির বাইরের দেওয়াল ও জানালা পরীক্ষা করতে এগিয়ে গেলাম।

বহু পুরোন সন্দেহ নেই, জানালাগুলো কোন কোনটা ভেঙে পড়েছে, এবং সে গুলোকে আবার কাঠ বোর্ড দিয়ে আটকানো হয়েছে। দেওয়াল পুরোন বলে কোন কোন অংশে ঝড় বৃষ্টির দাপটে চুন-বালি খসে খসে পড়েছে। বাড়ীর এক অংশে সম্প্রতি মেরামতির কাজের জন্য বাঁশের মাচা করা হলেও, কাজের কোন লোকজন বা মিস্ত্রি নজরে এলোনা। হোমস্ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বাইরের দিকে জানালা পরীক্ষা করে দেখতে দেখতেই মিস ষ্টোনারের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, সম্ভবতঃ শেষের এই ঘরটাতেই আপনি থাকেন, মাঝেরটা আপনার বোন ব্যবহার করতো আর সামনের দিকে ঐ ঘরটা ডাঃ রয়লেটের ঘর ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু বর্তমানে আমি মাঝের ঘরটিতে চলে এসেছি।'

হোমস্ মিস ষ্টোনারের ঘরের বাইরের দেওয়াল খুব ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, 'চোখে পড়বার মত তেমন কোন ভাঙা-চোরা অবস্থা এই ঘরের দেওয়ালে নেই, যাতে এখুনি এটা মেরামত করা প্রয়োজন আমার মনে হয় এর পিছনে নিশ্চই অন্য কোন কারণ আছে !'

সঙ্গে সঙ্গে মিস ষ্টোনার জবাব দেয়, 'আমারও বিশ্বাস, এটা উপলক্ষ মাত্র, আসল উদ্দেশ্য আমাকে মাঝের ঘরে স্থানান্তরিত করা ও সেখানে শুতে বাধ্য করান।'

'ঠিকই ধরেছেন, এটাই হতে পারে, আচ্ছা আপনারা দু বোনই তো রাত্রে ঘরের ভিতর দিয়ে তালা লাগিয়ে শুতেন ! এই দিকে দিয়ে আপনাদের ঘরের ভিতর ঢোকার তো কোন রাস্তা বা ফাঁক ফোঁকর দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে, আপনি আপনার ঘরে ঢুকে জানালার পাল্লাগুলো বন্ধ করে দিন দেখি।'

এই ভাবে সবকিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ তার নজর পড়ল বিছানা থেকে প্রায় ফুট ছয়েক উপরে ছোট্ট একটা ভেন্টিলেটারের দিকে।

আশ্চর্য ব্যাপার। হোমস কৌতূহলী হয়ে ওঠে, যে মিস্ত্রি ঘরটা করেছে, তার মাথায় কি এক বারের জন্যেও এই ব্যাপারটা ঢোকেনি যে দু ঘরের মাঝামাঝিতে ভেন্টিলেটার করলে তার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না।

—'আরে তাই তো আশ্চর্য ! এর আগে তো ওটা আমি খেয়াল করি নি।'—মিস ষ্টোনারের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

'মিস ষ্টোনার এবার আমরা একবার পাশের ঘরটা দেখতে চাই, যেখানে আশ্চর্য জনক এই ভেন্টিলেটারের যোগাযোগ রয়েছে।'

হোমসের আগ্রহে মিস ষ্টোনারের পিছু পিছু আমরা পাশের যে ঘরটিতে প্রবেশ

করলাম সেটাই ছিল ডাঃ রয়লটের শয়ন কক্ষ, ঘরটি অন্য ঘর দুটির তুলনায় বেশ বড়, অত্যন্ত সাধারণ ছিমছাম ভাবে সাজান গোছান, একটা সিঙ্গেল খাট বিছানা, একটি ছোট কাঠের বুক সেল্ফ. তাতে বই ভর্তি, বিছানার পাশেই রয়েছে একটা আরাম কেদারা, দেওয়ালের গা ঘেষে ভেন্টিলেটারের ঠিক নিচেই একটা কাঠের চেয়ার, এরই বিপরীত দিকে একটা গোলাকৃতি টেবিল আর সেই সঙ্গে রয়েছে বিরাটাকৃতি এক লোহার সিন্দুক, ঘরের এটাই বোধহয় বিশেষ দ্রষ্টব্য। হোমস অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে পুরো ঘর হেঁটে দেখলে সতর্ক দৃষ্টিতে। এরপর প্রতিটি দ্রব্য সামগ্রী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলে, এইভাবে লোহার সিন্দুকের কাছে এসে তাতে হাত থাবড়ে জিজ্ঞাসা করলে, এর মধ্যে কি থাকে ?’

‘মনে হয় সৎপিতার ব্যবসা সংক্রান্ত দলিল-পত্রাদি, এছাডা আর কি থাকবে।

‘আচ্ছা ধরুন যদি এর মধ্যে কোন বিড়াল থাকে ?’

‘না। না। এ কি ধরনের আশ্চর্য রকম কথাবার্তা বলছেন ?’

‘ঠিক আছে, তাহলে অনুগ্রহ করে একবার এদিকে দেখুন,’ হোমস সেই লোহার সিন্দুকের ওপর রাখা ছোট্ট একডিশ ভর্তি দুধের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালে।

দুধেব ডিশ দেখে মিস ষ্টোনার বলেন, বেড়াল ? আমরা সেটা পছন্দ করি না তবে আপনাকে তো আগেই বলেছি যে আমার সৎপিতা একটা চিতা আর একটা বেবুন পোষেন।’

‘সত্যিই তো বলেছিলেন বটে, যদিও চিতাকে বেড়ালের বড় সংস্করণ বলা যায় তবুও বলি, চিতার দুধে কোন রুচি নেই, বিড়ালের দুধ প্রিয় হলেও চিতা দুধ ছোঁয় না।’ হোমসের মন্তব্য শোনা যায়।

আমি কিন্তু আমার বন্ধু উৎসাহব্যঞ্জক কোন সূত্র খুঁজে পেয়েছে কিনা তা তখন বুঝতে পারিনি। হোমস তখনকার মত তার অনুসন্ধান শেষ করলে, আমরা সবাই লনে ফিরে এলাম। বাগানে ইতস্ততঃ পায়চারি করতে করতে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো, এবার হোমস প্রথম মুখ খুললে, ‘মিস ষ্টোনার, এটা খুবই জরুরী. আমি যা বলছি আপনি মন দিয়ে শুনুন, এবং আশা করি আপনি আপনার জীবনের স্বার্থেই তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন।’

‘আপনি যা বলবেন, আমি তা করতে সর্বদাই প্রস্তুত আছি।’

‘বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কাজটা বিপজ্জনক, বিন্দুমাত্র অসাবধানতায় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, অর্থাৎ আপনার মৃত্যু আপনারই হাতে। যদি একবার অসতর্ক হন তবে মুশকিল হবে।’

‘আমি কথা দিচ্ছি, আপনার নির্দেশ মতই চলবো।’

‘প্রথম কথা হল, আমি এবং আমার বন্ধু আজ আপনার ঘরেই রাত কাটাবো। না। না। অবাক হওয়ার কিছু নেই, আগে আমায় বিষয়টা বিস্তারিত বলতে

দিন। আপনার কাজ হলো, যখন আপনার সৎ পিতা বাড়ীতে ফিরে আসবেন তখন আপনি খুব মাথা যন্ত্রণা করছে এরকম ভান করে এ ঘরেই শুয়ে থাকবেন, এবং যখন সে শুতে যাবে তখন জানালা খুলে একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে আমাদের সংকেত দেবেন।'

সপ্রতিভ দৃষ্টিতে মিস ষ্টোনার বলে, 'এতো খুবই সহজ এবং সোজা প্রস্তাব—আমি নিশ্চয়ই এক রাত পাশের ঘরে কাটাতে পারবো কিন্তু আপনারা সে ঘরে কি করবেন ?'

'আমরা রাতভোর সে ঘরে নিঃশব্দে জেগে অপেক্ষা করবো এবং সেই বিরক্তিকর আওয়াজ ও সন্দেহ যাতে দূর হয় তার প্রচেষ্টা চালাবো'—হোমস্ জানায়।

'আমি আশা করি মিঃ হোমস্, আপনি ইতিমধ্যে নিশ্চই আমার বোনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছুটা অন্দাজ করতে পেরেছেন'

'মাপ করবেন, ঠিক এখুনি আমি আপনাকে কিছু বলতে চাইনা কারণ আরও কিছু অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তবে আশা রাখি যথা সময়েই জানতে পারবেন,' হাতের রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে হোমস্ বললে, 'মিস ষ্টোনার, আমরা মিঃ রয়লেটের আগমনের আগেই এখান থেকে চলে যেতে চাই, যাতে তিনি আমাদের আগমন বার্তা জানতে না পারেন, আশা করি আজ রাত্রে আবার দেখা হবে, এখন বিদায়। আপনাকে যে ভাবে বলেছি, সেই ভাবেই কাজ করবেন, সাবধান এর যেন অন্যথা না হয়।'

* * *

আমরা এখন ডাঃ রয়লেটের বাগানের শেষ প্রান্তের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছি। হোমস্ বললে, 'বুঝলে ওয়াটসন, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মন চাইছে না, ওখানে একটা ভীষণ বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।'

'নিশ্চই। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা সেই ক্ষুদ্র ভেণ্টিলেটারটা কি বিপদের কারণ হতে পারে, আমার তো মনে হয় ওটা একটা হীন অতি ক্ষুদ্র ভেণ্টিলেটার মাত্র এবং ওটা এতই ছোট যে একটা ইঁদুর পর্যন্ত এর মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না।'

'এখানে আসার আগেই আমি মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম যে, সে রকম ছোট্ট একটা ভেণ্টিলেটার হয়তো আমরা দেখতে পাবো। - বুঝলে হে।'

'কেন—হঠাৎ এরকম চিন্তা তোমার মাথায় এলো ?'

'কেন, জানতে চাও ? তোমার নিশ্চই মনে আছে, প্রথম সাক্ষাতে ভদ্রমহিলা বলেছিলেন যে ডা রয়লেট যে ভারতীয় সিগ্রেট ব্যবহার করতেন তার তীব্র কটু গন্ধ তার বোনের নাকে যেত ফলে সে ঘুমোতে পারতো না।

সে বিছানাটার খাটের চারটি পায়া মেঝের সঙ্গে বিশেষ ভাবে আটকানো আছে। কাজেই বিছানাটাকে বা খাটটাকে ইচ্ছে মত কোথাও সরান বা নড়ান চড়ান যাবে না।'

ইতিমধ্যে রাত বেশ গভীর হয়েছে. ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন বিরাট অট্টালিকার নিচের তলার একটা জানালায় উজ্জ্বল আলোর নিশানা দেখা গেল।

'এই আমাদের সংকেত এসেছে', হোমস্ বললে এবং তিড়িং করে লাফিয়ে উঠেই সে চলতে শুরু করলাম।

*   *   *

আমরা পা টিপেটিপে গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গিয়ে জানালা বেয়ে সেই ঘরে ঢুকলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বাগানের দিক থেকে খস খস ও ঘর ঘব আওয়াজ শুনে বুঝলুম চিতাটা সঠিক সময়েই তার পাহারার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর কয়েক মুহূর্ত আগেই যদি ও টহল দিতে শুরু করতো তবে বুঝতেই পারছেন আমাদের কি অবস্থা হতো ?

হোমস্ আমার কানে কানে বললে 'আমাদের আপাততঃ অন্ধকারেই সময় কাটাতে হবে, তা না হলে ডাঃ রয়লেট ভেন্টিলেটার মারফৎ আমাদের দেখে ফেলতে পারে। তুমি বসো এই চেয়ারে।'

আমি তার কথা শুনতে পেয়েছি ইশারায় তা জানিয়ে দিয়ে তারই নির্দেশমত রিভালবারটা হাতে নিয়ে টেবিলের পাশে থাকা চেয়ারটা দখল করে বসলাম।

হোমস্ বাগান থেকে ছপটি আকাবের একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সে আমার একটু তফাতে থাকা সেই বিছানাটাতেই পায়ে পা লাগিয়ে বসে থাকল। সঙ্গে এক বাক্স দেশলাই ও একটা ল্যাম্প নিয়ে, এখন এই ঘরটাতে এতই অন্ধকার বিরাজ করেছে যে পাশাপাশি থাকা কোন বস্তু পর্যন্ত দেখা যায় না, সময় আর শেষ হতে চায় না। অজানা এক রহস্য ভেদের আশায়। হঠাৎ ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে একটা আলোর ঝলকানি নজরে এলো।—অবশ্য সেটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটা অদৃশ্য হতে বুঝতে পারলাম পাশের ঘরে কেউ কোন ল্যাম্প বা বাতি জ্বালিয়েছে। এরপর কিছুক্ষণ ধরে পাশের ঘরে মৃদু মন্দ গতিতে কারুর পায়চারির আওয়াজ কানে এলো। ফের কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। এরপর সে ঘর থেকে অন্য একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম আমরা, বেশ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে শোনা যাচ্ছিল আওয়াজটা যেন এক কেটলি ঢাকা দেওয়া ফুটন্ত জল থেকে বাষ্প বেরিয়ে যাচ্ছে। এই আওয়াজ শোনা মাত্র হোমস্ লাফ দিয়ে বিছানা থেকে খানিকটা তফাতে সরে গেল, সেই সঙ্গে ফস করে একটা দেশলাই জেবলে সপাং সপাং করে তার হাতের ছপটিটা দিয়ে বিছানার ওপর কশাঘাত করতে লাগলো, অত্যন্ত ভয় ভীত হয়ে।

*   *   *

'ওয়াটসন কোন কিছু দেখলে?' হোমস্ আতঙ্কগ্রস্তের মত প্রায় চেঁচিয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করে। আমি নিরুত্তর, কারণ সত্যি কথা বলতে কি আমি কিন্তু তখনও কিছু দেখতে পাইনি। তবে হোমস্ যখন বিছানাতে ছপটি মারতে ব্যস্ত তখন

আমি মুখ দিয়ে শব্দ করার মত একটা শিসের আওয়াজের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম সে শব্দ হোমসেরও কানে গিয়েছিল। হঠাৎ হোমস্ আলো জ্বালালো, আমার সামনে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের অবতারণা হলো। আমি হতভম্ব হয়ে দেখি আমার বন্ধু ভয়াতঙ্কে অত্যন্ত কঠিন মুখে সেই ভেণ্টিলেটারের দিকে চেয়ে আছে, তার মুখ অত্যন্ত ঘৃণাযুক্ত, ইতিমধ্যে সে এমন কিছু বিভীষিকাময় বস্তু প্রত্যক্ষ করেছে যার ফলে সে অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত এবং উত্তেজিত হয়েও কোন কিছু ঘটনার জন্য যেন সে প্রস্তুত।

ঠিক তখনই ভেণ্টিলেটারের অপর প্রান্ত থেকে অত্যান্ত ভয়াল এক আর্ত চিৎকার কানে আসতেই, আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেল, মাথার প্রতিটি চুল ও দেহের লোম কুপ খাড়া হয়ে উঠলো। এরকম মৃত্যুযন্ত্রণাময় আর্ত চিৎকার আমি জীবনে কখনো শুনিনি। সেই আর্তনাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো চড়া পর্দায়। অত্যাধিক ভয়, ঘৃণা, আতঙ্ক, জ্বালা আর ক্রোধ মিশ্রিত সেই চিৎকার বিকট একটা আওয়াজ করে রাত্রির অন্ধকার নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হল বেশ কিছুক্ষণ যেন এর প্রতিধ্বনি সারা এলাকাটায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে. আমরা উৎকর্ণ চিত্তে রুদ্ধশ্বাসে সেই শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা করা আওয়াজ শুনলাম।

আমি কৌতূহল চাপতে না পেরে হোমস্‌কে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এর মানে কি বলতো ?'

'এর মানে ? এই অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি'—হোমস্ উত্তর দেয়, 'ওয়াটসন তোমার রিভালবারটা হাতে নাও এবং চলো যাই ডাঃ রয়লেটের ঘরে, দেখি ওখানে কি ঘটলো।' এই বলে হোমস্ নিজেই বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে ডাঃ রয়লটের দরজার সামনে এসে, দুবার টোকা মারলো, কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলনা, এবার সে দরজার হাতল ঘুরিয়ে দরজা উন্মুক্ত করে ভিতরে প্রবেশ করলে, পিছনে পিছনে আমি রিভালবার হাতে নিয়ে ঢুকলাম।

ডাঃ রয়লেটের ঘরে ঢুকে দেখা গেল, টেবিলের ওপরে একটা বাতি জ্বালানো আছে। সেখান থেকে মৃদু আলোর রোশনাই পড়েছে, উন্মুক্ত লোহার সিন্দুকটার ওপর, এরপর ডাঃ রয়লেটের দিকে চোখ ফেরাতেই আমরা যা দেখলাম সেরকম দৃশ্য জীবনে কখনও দেখবো বলে ভাবতেই পারিনি। আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম, তাকে দেখে।'টেবিলের পাশে যে কাঠের চেয়ারটি ছিল তাতেই বসে আছে ডাঃ রয়লেট স্বয়ং, গায়ে একটা ধুসর বর্ণের নাইট গাউন, পায়ে লাল রং এর শ্লিপার, হাতে রয়েছে একটা চাবুক, তার মুখ উপর দিকে, চোখের দৃষ্টি শিলিং এর উপর নির্দিষ্ট, মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে প্রচণ্ড ভয় ও আতঙ্কে যে সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ, কোটরগত চোখ যেন দেহ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার মাথায় পাক দেওয়া আছে একটা পাগড়ির মত অদ্ভুত ধরনের হলুদ ফুটকীওয়ালা ফেটি। তাতে আবার ডোরাকাটা দাগও আছে। আমরা যখন ঘরে ঢুকলাম, ডাক্তার তখন ঐভাবেই ছিলেন, আমাদের সঙ্গে কথা বলা তো

দূরের কথা তিনি একটুও নড়াচড়া পর্যন্ত করলেন না।

'ঐ সেই ডোরাকাটা ফেটি'—হোমস্ আঙুল দিয়ে আমাকে দেখাল। আমি কৌতূহল বশতঃ এক পা এগুতেই বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, পাগড়ীটি যেন বেশ খানিকটা নড়ে চড়ে উঠলো। এরপর সেটা আস্তে আস্তে আলগা হয়ে খুলতে আরম্ভ করলে দেখা গেল সেটা লম্বা দেহ চ্যাপ্টা চৌকোনা মুখওয়ালা একটা হলুদ ডোরা ও ফুটকী দাগে কারুকার্য মণ্ডিত সর্পবিশেষ।

'খবরদার সামনে আর এক পা-ও এগিও না,' 'হোমস্ সতর্ক করে দেয় আমাকে! ওটা একটা প্রচণ্ড বিষাক্ত এ্যাডার সর্প। হিন্দুস্থানের সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বিষধর সাপের মধ্যে এটি একটি। এর মৃত্যু দংশনে কারুরই ইহলোকে টিকে থাকার কোন উপায় নেই। ওটার সেই দংশনের জন্যেই মাত্র ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে ডাঃ রয়লেট ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

এরপর হোমস্ অতি সন্তর্পণে তার হাতের সেই ছড়ি দিয়ে সর্প মহাশয়কে আলগা ভাবে জড়িয়ে নিয়ে ফের সিন্দুকের গবাক্ষে ফেরৎ পাঠিয়ে সিন্দুক বন্ধ করে দিয়ে বললে, আমাদের আরও দুটো কাজ এখনও বাকি আছে। প্রথমত মিস ষ্টোনারকে কোন একটা নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দিয়ে আসা, দ্বিতীয়ত ডাঃ রয়লেটের মৃত্যু সংবাদটা বিস্তারিত বিবরণ সহ পুলিশকে জানান।'

এই হলো ষ্টোক মরানোর প্রকৃত ঘটনা। ডাঃ রয়লেটের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটলেও, পরদিন প্রত্যুষে আমরা মিস্ ষ্টোনারকে তার মাসির বাড়ীতে পেঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। লণ্ডনে ফেরার পথে হোমস্ পুলিশকে সংবাদ দিলে তাদের প্রয়োজনীয় কর্তব্য করার জন্যে।

* * *



দ্য স্পেকেলড্ ব্যাণ্ড

অনুবাদ —বেণুগোপাল দাস



স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

১৮৯০-এর এক শারদ প্রভাতে আমার বন্ধু শার্লক হোমসের বাড়িতে গিয়ে দেখি যে, সে একজন গাট্টাগোট্টা লালমুখো ভদ্রলোকের সংগে তন্ময় হয়ে আলাপ করছে। ভদ্রলোকটির চুলের রঙও একেবারে গনগনে আগুনের মত লাল। ঘরে ঢুকে পড়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, কিন্তু হোমস্ ঝট করে আমাকে ঘরের মধ্যে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিলে ও বলল, "ভাই ওয়াটসন, খুব ভাল সময়েই তুমি এসে পড়েছ।" তারপর আগন্তুকটির দিকে ফিরে সে বলল, "শ্রীযুক্ত উইলসন আমার অনেক সার্থক অনুসন্ধানের কাজে এই ভদ্রলোক আমার সহযোগী এবং আমি নিঃসন্দেহ যে আপনার ব্যাপারটিতেও ওঁর সাহচর্যে আমি বিশেষ উপকৃত হব।" মোটাসোটা ভদ্রলোকটি তাঁর চেয়ারে অল্প ওঠে আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে সমাদর জানালেন—তাঁর দৃষ্টিতে ছিল প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা।

হোম্‌স্‌ তার আরাম কেদারায় বসে বলল, "ভাই ওয়াটসন আমি জানি, যা কিছু প্রাত্যহিক জীবনের গতানুগতিকতার বাইরে, যা কিছু উদ্ভট, তার প্রতি তোমার আকর্ষণ আমারই মত। ক'দিন আগেই তোমাকে বলছিলাম মনে আছে নিশ্চয়, বিচিত্র কার্যকারণ ও অত্যাশ্চর্য যোগাযোগের সন্ধান জীবনের মধ্যেই পাওয়া যায়, এত দুঃসাহসিক ঘটনার সমাবেশ কল্পনায় আসেনা। যাক শ্রীযুক্ত জাবেজ উইলসন আজ এখানে যে ঘটনার কথা আমাকে শোনাতে শুরু করেছেন, মনে হচ্ছে, বেশ কিছুকাল এমন বিচিত্র পরিস্থিতির সন্ধান আমি পাই নি। সেজন্য আমি অনুগৃহীত বোধ করছি। এখন শ্রীযুক্ত উইলসন, আপনার গল্পটি আবার শুরু করুন।

মোটাসোটা ভদ্রলোকটি একটু যেন অহংকারে বুক ফুলিয়ে তাঁর ওভারকোটের পকেট থেকে একটি নোংরা ভাঁজ-পড়া খবরের কাগজ বার করলেন। তিনি যখন ঐ কাগজটির বিজ্ঞাপনের পংক্তিগুলির দিকে চোখ ফেরালেন, আমিও আমার বন্ধুর পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর দিকে ভাল করে তাকালাম, যদি চেহারা ও পোশাক-আশাক থেকে তাঁর চরিত্রের কিছু হদিশ পাওয়া যায়।

আমি অবশ্য কিছুই বুঝলাম না। আমাদের আগন্তুকটির চেহারা হুবহু একজন সাধারণ ইংরেজ ব্যবসায়ীর মতই—একটু বেশি মোটা, আত্মম্ভরী ও মন্থর। তাঁর পরনে ছিল ছোট ছোট চেক কাটা ছাই-রঙা কাপড়ের একটা ঢলঢলে প্যান্ট, একটা আধময়লা কালো রঙের ফ্রক কোট—সামনের দিকের বোতাম খোলা, আর একটা মেটে রঙের ওয়েস্ট কোট। যতই তাকিয়ে দেখি না কেন, আগন্তুকটির ঐ গনগনে লাল চুল ছাড়া বলার মত আর কোন বৈশিষ্ট্যই নজরে পড়ল না।

চট্‌ করে একবার আমার দিকে ফিরে আমি কিছু বুঝতে চাইছি দেখে শার্লক হোম্‌স্‌ একটু হেসে মাথা নাড়ল ও বলল, "উনি একসময় কায়িক পরিশ্রম করতেন, অন্ততঃ একবার চীন দেশে গিয়েছেন এবং ইদানীং বেশ কিছু লেখালেখির কাজ করছেন,—ওঁর সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছুই এখনো জানতে পারিনি।"

জাবেজ উইলসন চমকে উঠে চেয়ারে নড়ে চড়ে বসলেন ও জানতে চাইলেন, "দোহাই আপনার শ্রীযুক্ত হোম্‌স্‌, এসব জানলেন কী করে? আমি এক সময় কায়িক পরিশ্রম করতাম, খাঁটি সত্যি, আমি জীবন শুরু করেছিলাম একটা জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ নিয়ে, কিন্তু আপনি তা কেমন করে জানলেন?"

"আপনার ডান হাতটা বাঁ হাতের চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। আপনি ঐ হাতেই কাজ করতেন—ঐ হাতের পেশীগুলিও অনেক বেশি শক্তপোক্ত।"

"বেশ, তা নয় হ'ল, কিন্তু ঐ লেখালেখি?"

"তাছাড়া আর কেনই বা আপনার জামার ডান হাতার চুড়ি ইঞ্চি পাঁচেকের মত অত চকচকে থাকবে, আর বাঁ হাতার কনুই এর কাছে, লেখালেখির সময় লোকে যেখান দিয়ে টেবিলে ভর দেয়, সেখানে ওইরকম একটা দাগ পড়বে বলুন?"

"বেশ, কিন্তু চীনদেশের ব্যাপারটা ?"

"আপনার ডান কব্জির ঠিক ওপরেই যে মাছের উলকি আঁকা আছে, ঐ ধরনের কাজ একমাত্র চীনদেশেই হয়। আমি এই উলকি আঁকা বিষয়ে কিছু পড়াশোনা করেছি। মাছের আঁশগুলোয় অমন হাল্কা লাল রঙের ছোপ দেওয়ার কৌশল একমাত্র চীনারাই জানে।"

জাবেজ উইলসন বেশ জোরে হেসে উঠলেন, "ওঃ তাই বলুন। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি একটা দারুণ আবিষ্কার করে ফেলেছেন—এখন দেখছি, না তেমন কিছু নয়।"

হোমস্ বলল, "দেখ ওয়াটসন, রহস্যটা ফাঁস করা আমার ভুল হয়েছে, এত স্পষ্টবাদী হলে আমার যা কিছু একটু নাম হয়েছে তা ধুলোয় মিশিয়ে যাবে। যাক্ শ্রীযুক্ত উইলসন, বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পেয়েছেন ?"

"হ্যাঁ পেয়েছি, এই যে, তাঁর লাল আঙুলটা গালের মাঝখানে ঠেকিয়ে বললেন, "এই বিজ্ঞাপন দিয়েই শুরু। নিন্, পড়ে দেখুন, মশাই ?"

আমি তাঁর হাত থেকে কাগজটি নিয়ে পড়লাম।

"লোহিত-কেশী সংঘের উদ্দেশে ঃ—যুক্তরাষ্ট্রের লেবাননের প্রয়াত এজেকিয়া হপকিন্স্-এর উইলের শর্তানুসারে সংঘের সদস্যদের জন্য নামমাত্র কাজের বিনিময়ে সাপ্তাহিক চার পাউণ্ড বেতনের আরো একটি পদ খালি হয়েছে। একুশের বেশি বয়স্ক, শরীরে ও মনে সুস্থ যে কোন লোহিত-কেশী ব্যক্তিই এই পদের জন্য বিবেচিত হবার যোগ্য। ফ্লীট স্ট্রীটের ৭ নম্বর 'পোপ্স্ কোর্ট' সংঘের দপ্তরে সোমবার সকাল ১১ টার সময় উপস্থিত হয়ে ডান্কান্ রস-এর নিকট আবেদন করুন।"

এই অনন্যসাধারণ ঘোষণাটি দুবার পড়ার পর আমি বলে উঠলাম, "ধ্যেৎ এর কোন মানে হয় নাকি!"

হোমস্ মুখ টিপে হেসে চেয়ারে বসেই তার দেহটাকে মোচড়াতে লাগল—খুব ফুর্তি হ'লে সে একরম করে থাকে। বলল, "অদ্ভুত লাগছে, তাই না ? যাক্, শ্রীযুক্ত উইলসন এখন আপনার কথা কিছু বলুন তো—আপনার ঘরসংসারের কথা। আর আপনার আর্থিক অবস্থার উপর এই বিজ্ঞাপনের কী প্রভাব হ'ল তাও বলুন। ওয়াটসন, কাগজটার নাম ও তারিখটা দেখে রেখো।"

"এটা ৭ই আগষ্ট, ১৮৯০ এর মর্নিং ক্রনিক্ল্। এই প্রায় দু'মাস আগের।"

"বেশ! শ্রীযুক্ত উইলসন! শুরু করুন।"

জাবেজ উইলসন বলল, "হ্যাঁ, এই যা বলছিলাম, শ্রীযুক্ত হোমস্। সাক্সে কোবার্গ স্কোয়ারে' আমার একটা তেজারতি কারবার আছে—তেমন বড়সড় কিছু নয়, ইদানীং পড়ন্ত—এই আমার নিজেরটা কোনরকমে চলে যায়। আগে দু'জন সহকারী রাখতাম,

এখন একজনই আছে—তার মাইনে দেওয়াও কঠিন, তবে কিনা সে কাজ শিখবে বলে অর্ধেক মাইনেতেই কাজ করছে।"

"এই বিনয়ী তরুণটির নাম?" হোমস্ জানতে চাইল।

"তার নাম ভিনসেন্ট স্পল্ডিং—সে তেমন ছেলেমানুষ নয়। তার বয়স অবশ্য আন্দাজ করা কঠিন। তবে হ্যাঁ, খুবই চটপটে। আমি জানি, ইচ্ছে করলে ও এর দ্বিগুণ রোজগার করতে পারে—কিন্তু সে যখন এতেই খুশি, ওর মাথায় এ-সব ঢোকাবার আমার কী দরকার বলুন?"

"ঠিকই তো। আপনি ভাগ্যবান বটে। জানতাম না যে আপনার সহকারীটি এই বিজ্ঞাপনের মতই একটি জ্ঞাতব্য বিষয়।"

"অবশ্য ওর দোষও আছে। এরকম ফোটোগ্রাফ পাগল লোক আমি আর দেখি নি মশাই! যখন তার কাজের সময়, তখন সে এখানে ওখানে ফোটো তুলে বেড়াচ্ছে, আর তারপরই সেই ফোটোগুলো রাসায়নিক দিয়ে সম্পূর্ণ করার জন্য টুক করে মাটির নীচের ঘরে ঢুকে পড়ছে যেমন করে ইঁদুর তার গর্তে সেঁদোয়। তবে, সব মিলিয়ে বিচার করলে তাকে ভাল কর্মীই বলতে হবে। আমি বিপত্নীক—ছেলেপিলে হয়নি, ওই স্পলডিং, আর বছর চোদ্দ বয়সের একটা মেয়ে, একটু আধটু রান্নাবান্না করে আর ঘরদোর ঝাট দেয়, ব্যাস, এই আমার সংসার। কোন ঝঞ্ঝাট ঝামেলাই ছিল না—এই বিজ্ঞাপনটাই অসুবিধায় ফেলল। আট সপ্তা আগে স্পল্ডিং একদিন এই কাগজটা এনে বলল, "হায় হায়, শ্রীযুক্ত উইলসন, আমার চুলগুলো যদি লাল হত!"

"আমি জানতে চাইলাম, এ-কথা বলছ কেন?"

"সে বলল, কেন? এই দেখুন, লোহিত-কেশী সংঘের একটা বিজ্ঞাপন! যে এ-কাজটা পাবে, তার পোয়া বারো!"

"আমি বললাম, কেন? ব্যাপারটা কী? আসলে কী জানেন, শ্রীযুক্ত হোমস্, আমি খুব ঘরকুনো লোক। আমাকে তো কাজের সন্ধানে বাইরে যেতে হয় না—কাজই আমার কাছে আসে। ফলে এমনও হয় যে সপ্তার পর সপ্তা আমি বাড়ির চৌকাঠও ডিঙোই না। কাজেই বাইরের দুনিয়ার খবর আমি কিছুই রাখি না, তাই একটু আধটু খবর পেলে আমার ভালই লাগত।

স্পল্ডিং আমাকে বলল, "আপনি লোহিত-কেশী সংঘের কথা কোনদিন শোনেন নি?"

আমি বললাম, "না কক্ষনো না।"

সে বলল, "কী আশ্চর্য! আপনিই তো এ পদটি পেতে পারেন।"

আমি জানতে চাইলাম, "কী পাওয়া যাবে?"

সে বলল, 'বছরে মাত্র দু'শ' পাউন্ড, আর কাজও যৎসামান্য নিজস্ব অন্য কাজকর্ম চালিয়ে যেতেও কোন অসুবিধে নেই।'

"বুঝতেই পারছেন, আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। বললাম, 'সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বল'।"

"সে আমাকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে বলল, 'এই যে, ঠিকানা দেওয়া আছে· এখানে গেলেই আপনি সব জানতে পারবেন। তবে, আমি যা বুঝছি, এজেকিয়া হপ্‌কিন্স নামে আমেরিকার এক ক্ষেপাটে কোটিপতি এই সংঘটি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নিজের চুলের রঙ ছিল লাল, এবং লোহিত-কেশী মানুষদের জন্য তাঁর ছিল প্রচুর সহানুভূতি তাই মারা যাবার আগে তাঁর বিশাল সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করে তাঁদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে যেন যাদের চুল লাল তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।"

আমি বললাম, "কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোহিত কেশী মানুষ তো এই পদের জন্য আবেদন করবে।"

বলল, "সে আপনি যত ভাবছেন, তত নয়। দেখছেন না, এটা শুধু লণ্ডনের বাসিন্দাদের জন্যই, এবং তাও প্রাপ্তবয়স্ক না হলে চলবে না। আমেরিকার এই ভদ্রলোক তরুণ বয়সে সম্ভবত লণ্ডনেই তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন—তাই তিনি এই প্রাচীন শহরটির কল্যাণ কামনা করতেন। তাছাড়া আমি শুনেছি, প্রকৃতপক্ষে আগুনের মত উজ্জ্বল লাল রঙ ছাড়া অল্প লাল বা কালচে লাল ইত্যাদি হলে তাদের আবেদন বিবেচিত হবে না।"

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে, আমার চুলের রঙ টকটকে লাল, কাজেই আমার মনে হ'ল, কাজটা পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভবনা আছে। তাই ভেবে স্পলডিংকে বললাম সেদিনকার মত দোকান বন্ধ করে আমার সংগে আসতে। ছুটি পাওয়ায় সেও খুব খুশি হ'ল, এবং আমরা বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত ঠিকানার সন্ধানে বেরিয়ে পরলাম।

"ওঃ! এরকম একটা দৃশ্য আর কখনো দেখব বলে মনে হয় না, শ্রীযুক্ত হোমস্‌। উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম চতুর্দিক থেকেই যার মাথার চুলে একটু লাল রঙের ছোঁয়া আছে এমন সব লোক বিজ্ঞাপনটির জবাবে দলে দলে চলে এসেছে। ফ্যাকাশে হলুদ, ও ফিকে নীল, কমলা, পাটকিলে, লালচে বাদামী, খয়েরী, মেটে সব রকম রঙই ছিল, কিন্তু উজ্জ্বল টকটকে লাল খুব বেশি ছিল না। এত লোক অপেক্ষা করছে দেখে আমি তো ফিরে আসতেই চাইছিলাম, কিন্তু স্পলডিং কিছুতেই রাজী হ'ল না। সে আমাকে নিয়ে ভীড় ঠেলে ধাকাধাকি করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সিঁড়িতে তখন একদল লোক আশায় আশায় উঠছে, আর একদল হতাশ হয়ে নামছে, ওই অবস্থাতেও গাদাগাদি মানুষের ফাঁকফোকর গলে আমরা ওদের অফিসঘরে পৌঁছে গেলাম।"

শ্রীযুক্ত উইলসন একটু থামলেন এবং পেল্লায় এক টিপ নস্যি নাকে গুঁজে তাঁর স্মৃতি চাংগা করে নিলেন।

হোম্‌স্‌ বলল, "তারপর ? বলে যান।"

"অফিসঘরে একটা ছোট টেবিল ও দুটো কাঠের চেয়ারে ছাড়া আর কিছুই ছিল না। টেবিলের ওপাশে একটি ছোটখাটো চেহারার লোক বসেছিলেন, যাঁর মাথার চুল আমার চেয়েও লাল। প্রত্যেকটি প্রার্থীর সংগেই তিনি দু'চারটি কথা বলছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত কোন একটা খুঁত দেখিয়ে নাকচ করে দিচ্ছিলেন। যখন আমাদের পালা এল, তাঁকে অন্যদের তুলনায় আমার প্রতি বেশি সদয় বলে মনে হ'ল—আমরা ঘরে ঢোকার পরই তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন যাতে নিভৃতে কথা বলা যেতে পারে।

"আমার সহকারীটি বলল, ইনি জাবেজ উইলসন আপনাদের সংঘের শূন্য পদটিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক।"

"লোকটি বললেন, 'এবং এই পদের জন্য ও'র যোগ্যতা সন্দেহাতীত, এত সুন্দর লাল রঙ আর কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।' তিনি এক পা পিছিয়ে মাথাটা একপা'শে হেলিয়ে আমার চুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন—আমার তো লজ্জাই করছিল। তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে আমার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালেন। বললেন, 'দ্বিধা করলে অন্যায় হবে, তবে, ক্ষমা করবেন কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমাদের নিতেই হয়।' এই কথা বলে তিনি দু'হাত দিয়ে আমার চুলগুলো মুঠো করে ধরে টানতে লাগলেন—এত জোরে টানলেন যে আমি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম। চুল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনার চোখে জল এসে গেছে দেখছি—না, সব ঠিকই আছে, কিন্তু আমাদের তো সতর্ক হতেই হবে—এর আগে দু'বার আমরা ঠকেছি, একবার চুলে রঙ করার জন্য।' তারপর তিনি জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন যে, শূন্য পদটি ভর্তি হয়ে গেছে। নীচ থেকে একটা হতাশার আর্তনাদ শোনা গেল, এবং ভীড় সরে গেল।"

"লোকটি বললেন, 'আমার নাম ডানকান রস্‌—আমি নিজেও আমাদের মহান দাতার সম্পত্তির আয় থেকে বৃত্তি ভোগ করি। তা, শ্রীযুক্ত উইলসন, আপনি কবে এই কাজে যোগ দিতে পারবেন ?"

"আমি বললাম, সমস্যা এই যে আমার নিজের একটা কারবার আছে।"

'ভিন্‌সেণ্ট স্পলডিং বলে উঠল, আরে, সেজন্য কিছু ভাববেন না, শ্রীযুক্ত উইলসন। আপনার হয়ে আমিই ওই কারবারের দেখাশোনা করতে পারব।"

"আমি জানতে চাইলাম, কাজের সময় ?"

"লোকটি বললেন, দশটা থেকে দু'টো।"

"তেজারতি কারবারের কাজ সাধারণতঃ সন্ধ্যার দিকেই হয়, শ্রীযুক্ত হোম্‌স্‌, বিশেষ করে বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, অর্থাৎ সাপ্তাহিক বেতনের দিনের আগে, কাজেই সকালের দিকে এই বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থা আমার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। তাছাড়া,

আমার সহকারীটি ভাল, কিছু কাজ এলে সে দেখতে পারবে।"

"আমি বললাম, আমার কোন অসুবিধে নেই। বেতন ?"

"সপ্তায় চার পাউণ্ড, আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ে অফিসেই থাকতে হবে—অন্ততঃ এই বাড়িটির মধ্যে, এর মধ্যে আপনি যদি বাইরে যান তাহলে আপনার নিয়োগ বাতিল হয়ে যাবে। উইলের শর্ত এ বিষয়ে একেবারে পরিষ্কার, কোন কৈফিয়ৎই চলবে না।"

"আমি বললাম, বাইরে যাবার কোন প্রশ্নই নেই। আর, কাজ ?"

"কাজ হ'ল এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বইটির নকল করা। বইটির প্রথম খণ্ড ঐ তাকে রয়েছে। তবে আপনাকে কাগজ, কলম, কালি ও ব্লটিং পেপার নিয়ে আসতে হবে—আমরা শুধু এই টেবিল আর একটা চেয়ার দেব। আপনি কি কাল থেকেই শুরু করবেন ?'

"আমি বললাম, করব।"

"তাহলে এখন আসতে পারেন, শ্রীযুক্ত উইলসন, ভগবান আপনার সহায় হোন। আপনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি পাওয়ার জন্য আপনাকে আর একবার অভিনন্দন জানাচ্ছি।" এই বলে লোকটি সামনের দিকে ঝুঁকে আমাকে অভিবাদন জানালেন, এবং আমিও এই সৌভাগ্যে বিশেষ খুশি হয়ে আমার সহকারীর সংগে বাড়ি ফিরে এলাম।

"দেখুন, তারপর আমি সারা দিন ধরে ভেবেছি, এবং সন্ধ্যে নাগাদ আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে সমস্ত ব্যাপারটাই বিরাট ধোঁকাবাজি, যদিও কী যে এর উদ্দেশ্য হতে পারে তার কোন কূলকিনারা পাই নি। কেউ যে এরকম একটা উইল করতে পারে, বা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে নকল করার জন্য কেউ যে এত টাকা খরচ করতে পারে, আমার তা পুরোপুরি অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। তবু ভাবলাম যে দেখাই যাক এবং পরের দিন সকালে এক বোতল কালি, একটা পালকের কলম ও সাতখানা ফুলস্ক্যাপ নিয়ে 'পোপ্‌স্ কোর্টে'র দিকে রওনা হলাম।

"দেখে ভাল লাগল কিছুটা বিস্ময়ও, যে সব কিছুই ঠিকঠাক আছে, আমার কাজ শুরু করতে যাতে কোন অসুবিধে না হয় তা দেখার জন্য শ্রীযুক্ত ডান্‌কান্ রস্ উপস্থিত ছিলেন। 'এ' অক্ষর দিয়ে আমাকে শুরু করিয়ে তিনি বিদায় নিলেন আবার মাঝে মাঝে এসে সব ঠিকঠাক চলছে কিনা দেখেও গেলেন। ঠিক দু'টোর সময় তিনি আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন, আমার কাজের পরিমাণ দেখে আমার প্রশংসা করলেন, এবং আমি বেরিয়ে আসার পর ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন।

"দিনের পর দিন এইভাবেই চলতে লাগল, শ্রীযুক্ত হোম্‌স্, এবং শনিবার ওদের কর্মাধ্যক্ষ আমার সাপ্তাহিক মজুরী চার পাউণ্ড দিয়ে গেলেন। পরের সপ্তায়, তার পরের সপ্তায় একই নিয়ম কাজ চলল—পরিবর্তনের মধ্যে এই যে শ্রীযুক্ত রস্ পরের দিকে শুধু সকালে একবারই আসতেন, এবং শেষের দিকে তিনি আদৌ আসতেনই না। তবু, আমি

কখনো ঘর ছেড়ে বেরোতে সাহস করিনি, কারণ তিনি যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন, আর চাকরীটা এতই ভাল যে আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই নি।"

"এইভাবে আট সপ্তা চলল, আমি 'এ্যাবটস্', 'আর্চারি', 'আর্কিটেকচার' এবং 'আর্মার' পর্যন্ত লিখে ফেলেছি। ফুলস্ক্যাপ কাগজ কিনতে আমার সামান্য কিছু খরচ হয়েছিল আর আমার লেখা কাগজে তাক প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছিল, এমন সময় হঠাৎ কাজটা চলে গেল।"

"কাজটা চলে গেল ?"

"হ্যাঁ, স্যার, চলে গেল। আজ সকালে যথারীতি আমি সকাল দশটায় ওখানে গেলাম, কিন্তু গিয়ে দেখি, দরজায় তালা ঝুলছে, আর দরজার গায়ে একটা পিচ্‌বোর্ড পেরেক দিয়ে আঁটা। "এই যে, দেখুন" বলে তিনি একটা চিঠি লেখার কাগজের আকারের একটা সাদা পিচ্‌বোর্ড এগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল—

"লোহিত কেশী সংঘ উঠে গেল। ১০ই অক্টোবর, ১৮৯০।"

শার্লক হোম্‌স্ এবং আমি এই সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটি নেড়ে চেড়ে দেখলাম, এই ঘোষণার ফলে যিনি বিষাদগ্রস্ত তাঁকেও, এবং তারপর সমস্ত বিষয়টি সব কিছু ছাপিয়ে, এত কৌতুকাবহ বলে বোধ হ'ল যে আমরা দু'জনে একসংগে সশব্দে হেসে উঠলাম।

আমাদের মক্কেলটির মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, "এতে মজাটা কী, বুঝলাম না তো! তা, আপনারা যদি উপহাস করা ছাড়া আর কিছু না করতে পারেন তো অন্য কোথাও যাই।"

হোম্‌স্ চিৎকার করে বলে উঠল, "না, না, তা হবে না, সারা দুনিয়ার বিনিময়েও আপনার ব্যাপারটা আমি হাতছাড়া করব না। এটা একটা মনোরম অসাধারণ ঘটনা! তবে, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, এর মধ্যে একটু মজাও আছে। যাক, তা আপনি দরজার গায়ে লাগান পিচ্‌বোর্ডটি দেখার পর কী করলেন ?"

"আমি আশেপাশের অফিসগুলোতে খোঁজ নিলাম—তাঁরা কেউ এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বললেন। তখন আমি বাড়িওয়ালার কাছে গেলাম তিনি – একজন হিসাব রক্ষক, একতলায় থাকেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম লোহিত-কেশী সংঘের খবর, তিনি বললেন যে এরকম কোন সংঘের নাম তিনি কোনদিন শোনেন নি। আমি জানতে চাইলাম, তাহলে ডান্‌কান্ রস্ এখানে কী করতেন ? তিনি জানালেন যে, ঐ নামের কোন লোককে তিনি চেনেন না।

"আমি বললাম, চার নম্বর ঘরের ঐ ভদ্রলোকটি কে ?"

"তিনি বললেন, ও! ওঁর নাম উইলিয়াম মরিস, উনি একজন আইন-ব্যবসায়ী। ওঁর সাময়িক অসুবিধার জন্য আমার ঘরটি নিয়েছিলেন, গতকাল ছেড়ে দিয়েছেন।"

হোম্‌স্, "তারপর আপনি কী করলেন ?"

"আমি বাড়ি ফিরে আমার সহকারীর সংগে পরামর্শ করলাম। সে বেশি কিছু বলতে পারল না— কেবল বলল যে অপেক্ষা করলে ডাকে খবর পেয়ে যাব। কিন্তু শ্রীযুক্ত হোম্‌স্, ওর পরামর্শ আমার মনঃপূতঃ হল না। লড়াই না করে এভাবে আমি কাজটা হারাতে চাই না। শুনেছি, গরিব লোকেদের প্রয়োজনে আপনি খুব ভাল পরামর্শ দেন, তাই সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।"

হোম্‌স্ বলল, "খুব ভাল করেছেন। আপনি ঘটনার যে বিবরণ দিলেন, তাতে আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায় তার চেয়ে গুরুতর কোন বিষয় এর সংগে জড়িত থাকার আশংকা রয়েছে।"

জাবেজ উইলসন বললেন, "আমি প্রতি সপ্তায় চার পাউণ্ড খোয়ালাম—এটাই তো যথেষ্ট গুরুতর ব্যাপার।"

হোম্‌স্ বলল, "বরং বলতে পারেন, আপনি ত্রিশ পাউণ্ডের মত লাভবান হয়েছেন—এ' অক্ষর দিয়ে শুরু শব্দগুলি সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করলেন তার মূল্য যদি হিসাবে না-ও ধরি।"

"কিন্তু আমি জানতে চাই তারা কে, এবং এটা যদি মজাই হয় তো আমাকে নিয়ে এ মজা করার উদ্দেশ্যই বা কী?"

"হ্যাঁ, এ রহস্যগুলোর সমাধান করার চেষ্টা আমরা করব। তবে, আরো দু'একটা প্রশ্ন আছে, শ্রীযুক্ত উইলসন। আপনার এই যে সহকারীটি প্রথম এই বিজ্ঞাপনটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সে কতদিন আপনার সংগে রয়েছে?"

"ঐ বিজ্ঞাপনের তারিখের মাসখানেক আগে থেকে।"

"সে আপনার কাছে এল কী ভাবে?"

"একটা বিজ্ঞাপনের সূত্রে।"

"ও-ই কি একমাত্র প্রার্থী ছিল?"

"না, তা দশ-বারো জন ছিল।"

"ওকেই নেওয়া স্থির করলেন কেন?"

"কারণ তাকে সংগে সংগেই পাওয়া যাচ্ছিল, এবং সে অর্ধেক মাইনেতেই কাজ করতে রাজী হল।"

"এই যে লোকটা ভিন্‌সেণ্ট স্পলডিং, সে দেখতে কেমন?"

"ছোটখাটো, গাট্টাগোট্টা, খুব চট্‌পটে, মাকুন্দ, কপালে এ্যাসিডে পোড়া সাদা দাগ।"

"হুঁ!" বলে হোম্‌স্ গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। "আচ্ছা, আপনার অনুপস্থিতিতেও সে আপনার কারবার দেখাশোনা করছিল।"

"নালিশ করার মত কিছু পাইনি, স্যার। তাছাড়া সকালের দিকে করার মত তেমন কিছু থাকেও না।"

"এতেই হবে, শ্রীযুক্ত উইলসন,দু'একদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে আমার মতামত আপনাকে জানাতে পারলেই খুশি হব। আশা করি, সোমবারের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে।"

আগন্তুক বিদায় নেবার পর হোমস্ বলল, "কী, ওয়াটসন, কী বুঝলে?"

আমি না রেখে ঢেকেই বললাম, "কিছুই বুঝিনি—খুবই রহস্যময়!"

হোমস্ বলল, "সাধারণতঃ, ঘটনা যত বেশি উদ্ভট হয়, তার মধ্যে রহস্য তত কম থাকে। সাদাসিদে বৈশিষ্টহীন অপরাধই বেশি জটিল। তবে, যা করার চট্‌পট্ করতে হবে।"

"তুমি এখন কী করতে চাও?"

"ধূমপান করতে। রহস্যের জট খুলবে তিন প্রস্থ 'পাইপ' টানার পর তোমাকে অনুরোধ, এখন মিনিট পঞ্চাশ আমার সংগে কথা বল না।" এই বলে সে দেহটাকে গুটিয়ে রোগা রোগা হাঁটুদুটো তার খাড়া নাকে প্রায় ঠেকিয়ে বসে চোখ বন্ধ করল—তার কালো রঙের 'পাইপ'টা এক বিচিত্র পাখির ঠোঁটের মত বেরিয়ে রইল। আমার মনে হ'ল সে ঘুমিয়ে পড়েছে—আমি নিজেও ঢুলছিলাম, এমন সময় সে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, এবং পাইপটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখল—ভাব দেখে বুঝলাম, সে মন স্থির করে ফেলেছে।

—সে বলল, "আজ বিকালে 'সেণ্ট জেমস্ হল' এ 'সারাসাতে'র বাজনা আছে। অনেক জার্মান বাজনাও প্রোগ্রামে রয়েছে। এই বাজনার মধ্যে একটা অন্তর্দৃষ্টি থাকে, এবং আমি আজ একটু নিজের ভিতরটা দেখতে চাই। যাবে নাকি আমার সংগে? তবে প্রথমে আমি 'সাক্সে-কোবার্গ স্কোয়ার'-এ যাব—পথে কোথাও খেয়ে নেওয়া যাবে।"

আমি রাজী হলাম, এবং আমরা পাতাল রেলে চড়ে অলডারসগেট পর্যন্ত গিয়ে অল্প একটু হেঁটে আজ সকালে যে বিচিত্র ঘটনার বিবরণ শুনেছি তার অকুস্থলে পৌঁছে গেলাম। একটা ছোট্ট জায়গা, অপরিচ্ছন্ন কিন্তু ভদ্র. চারটি মলিনদর্শন ইটের দোতলা বাড়ির সারি ঘাস ও আগাছায় ভরা একটা বেড়া দেওয়া মাঠের প্রান্তে এসে ঠেকেছে। কোণের দিকের একটা বাড়িতে তিনটে চকচকে ধাতুর বল দিয়ে আঁটা সাদা রঙে 'জাবেজ উইলসন' লেখা বোর্ড দেখে বোঝা গেল যে, এখানেই আমাদের লোহিত-কেশী মক্কেলটির নিবাস ও কারবার। হোমস্ বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা হেলিয়ে সারা বাড়িটা দেখল—তার কোঁচকান চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। তারপর সে ধীরে ধীরে প্রতিটি বাড়ি খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে রাস্তাটির এ-মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাঁটল, শেষে ঐ বাড়িটার কাছে ফিরে এসে বাড়ির সামনের 'ফুটপাথ'-এর ওপর তার লাঠি দিয়ে দু'তিনবার বেশ জোরে জোরে ঠুকল এবং তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল। একটি পরিষ্কার করে দাড়িগোঁফ কামান বুদ্ধিমান যুবক দরজা খুলে ভিতরে আসতে বলল।

হোম্‌স্‌ বলল, 'ধন্যবাদ, আমি কেবল জানতে চাইছিলাম, এখান থেকে 'স্ট্র্যান্ডে' যাব কী ভাবে?

যুবকটি চট্‌পট্‌ উত্তর দিল, "ডান দিকের তৃতীয় রাস্তা, বাঁ দিকে চতুর্থ।"

ওখান থেকে চলে যেতে যেতে হোম্‌স্‌ মন্তব্য করল, "বেশ বুদ্ধিমান ছোকরা, আমার বিবেচনায় লণ্ডনের মধ্যে চতুর্থ, এবং দুঃসাহসের দিক থেকে তৃতীয় বলে গণ্য হতে পারে। আমি আগে এর কিছু পরিচয় পেয়েছি।"

আমি বললাম, "লোহিত-কেশী সংঘের রহস্যে শ্রীযুক্ত উইলসনের এই সহকারীটির নিশ্চয় বড় রকমের হাত আছে। আমি নিঃসন্দেহ যে ওকে দেখবার উদ্দেশ্য নিয়েই তুমি ওখানে রাস্তার খোঁজ নিতে গিয়েছিলে।"

"ওকে নয় - ওর হাঁটু দুটো দেখতে।"

"কী দেখলে?"

'যা দেখব ভেবেছিলুম, ঠিক তাই।"

"তুমি ফুটপাথটা ওভাবে ঠুকে দেখলে কেন?"

"ভাই ওয়াটসন, এটা কথা বলার সময় নয়—কেবল লক্ষ্য করে যাও। আমরা শত্রুর আস্তানায় গুপ্তচরের কাজ করছি। 'সাক্সে কোবার্গ স্কোয়ার' সম্বন্ধে কিছুটা আমরা জানি—যা জানি না তা-ই এখন জানবার চেষ্টা করতে হবে।"

নিরালা সাক্সে কোবার্গ স্কোয়ারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আমরা যে রাস্তায় এসে পড়লাম তার সংগে ঐ এলাকার বিস্তর ফারাক—যেন একটা ছবির সামনের দিক ও পিছনের দিক। এটা শহরের উত্তরে ও পশ্চিমে যাবার একটা প্রধান রাজপথ। রাস্তাটিতে চলমান গাড়ির অফুরন্ত স্রোত—কিছু আসছে, কিছু যাচ্ছে।

রাস্তার কোণের দিকে দাঁড়িয়ে হোম্‌স্‌ বলল, "দাঁড়াও একটু ভেবে নিই। ঐ রাস্তায় বাড়িগুলোর ক্রমবিন্যাস মনে রাখতে হবে। লণ্ডন শহরের সংগে নির্ভুল পরিচয় করার ইচ্ছা আমার একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। তামাক-সিগারেটের দোকান, তারপর খবরের কাগজের স্টল, তারপর নিরামিশ ভোজনের রেস্তোরাঁ, তারপর সিটি এণ্ড সাবারবান ব্যাংকে'র কোবার্গ শাখা, আর তারপর ম্যাকফারলেন'-এর গাড়ি তৈরী কারখানার গুদাম। এখন, ডাক্তার, আমাদের কাজ শেষ—এবার অবসর বিনোদনের পালা। একটু কফি আর স্যাণ্ডউইচ খেয়ে নিয়ে চল যাই বেহালার রাজ্যে, যেখানে সবই মধুর ও সংগীতময়, যেখানে কোন লাল-চুলো মক্কেল আমাদের বিরক্ত করবে না।

আমার বন্ধুটি ওই প্রমোদ কেন্দ্রে বাজনার তালে তালে পরম আনন্দে নিজের লম্বা রোগারোগা আঙুলগুলি নাচাতে নাচাতে সারা সন্ধ্যা কাটিয়ে দিল—তার হাসিমাখা মুখ আর স্বপ্নমাখা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে মনেই হবে না যে, এ সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি অদম্য গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌স্‌। ওর বিচিত্র চরিত্রে ভ্রান্তিহীন বিচক্ষণতার পাশাপাশি এই

কাব্যিক ও ধ্যানমগ্ন মূর্তি' মাঝেমাঝেই প্রধান হয়ে ওঠে—আবার দেখেছি যখনই দিনের পর দিন সংগীতসুধা পান করতে করতে সে তার আরাম-কেদারায় আলস্যে গড়াতে থাকে, তখন সে হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য, তখন হঠাৎ জেগে ওঠে তার গোয়েন্দা প্রকৃতি এবং তার অনন্য সাধারণ বিচারশক্তি তখন সজ্ঞাত অনুভূতির স্তরে উত্তীর্ণ হয়। সেদিন সন্ধ্যায় সেণ্ট জেম্‌স্ হল'এ তাকে সংগীতে এভাবে মগ্ন হ'তে দেখে বুঝলাম যে সে যাদের ক্রিয়াকলাপ অনুসন্ধানে এখন নিজেকে নিযুক্ত করেছে তাদের বড়ই দুঃসময়।

প্রমোদ কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে সে আমাকে বলল, ' ডাক্তার, বাড়ি যাবে তো ?"

"হ্যাঁ, গেলেই হয়।'

"আমার একটু কাজ আছে—কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। একটা বড় গোছের অপরাধের প্রস্তুতি চলছে। আমার বিশ্বাস, ঠিক সময়েই তা আটকাতে পারব। তবে, আজ শনিবার হওয়ায় একটু যা অসুবিধে। রাত দশটায় তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে।

"আমি ঠিক দশটায় বেকার স্ট্রীটে হাজির থাকব।"

"খুব ভাল। তবে, ডাক্তার, একটু বিপদের ভয়ও আছে—কাজেই তোমার সেনাবাহিনীর রিভলভারটি পকেটে রেখো।" এই বলে সে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

আমার বিশ্বাস, আমার প্রতিবেশি স্বজন বান্ধবদের চেয়ে আমি বেশি নির্বোধ নই, কিন্তু শার্লক হোম্‌স্'এর সংগে কোন কাজে নামলে একটা নির্বুদ্ধিতার বোধ আমাকে সর্বদাই পীড়া দেয়। যেমন, এই ব্যাপারটায় সে যা শুনেছে, আমিও তা শুনেছি—সে যা দেখেছে, আমিও তা দেখেছি—অথচ, সমস্ত ব্যাপারটাই যখন আমার কাছে হতবুদ্ধিকর ও উদ্ভটই হযে গেছে, ওর কথায় বোঝা গেল, কেবল যা ঘটেছে তাই নয়, যা এখনো ঘটে নি, কিন্তু ঘটার উপক্রম হয়েছে, তা-ও সে বুঝে ফেলেছে !

কেনসিংটন-এ আমার বাড়িতে গাড়ি চালিয়ে আসতে আসতে আমি পুরো ব্যাপারটা ভাবলাম—সেই লোহিতকেশীর এনসাইক্লোপিডিয়া নকলের কাহিনী থেকে শুরু করে 'সাক্সে কোবার্গ স্কোয়ার' পরিদর্শন এবং বিদায়কালে হোম্‌স্'-এর ইংগিতপূর্ণ মন্তব্য পর্যন্ত। এই নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্য কী আমাকে সশস্ত্রই বা যেতে বলল কেন ? হোম্‌স্'-এর কথা থেকে একটা আন্দাজ করা যায় যে উইলসনের ওই মাকুন্দ সহকারীটি ভয়ংকর প্রকৃতির লোক, গভীর কোন ষড়যন্ত্রের নায়ক হতে পারে। আমি রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করলাম ও শেষে হতাশ হয়ে ক্ষান্ত দিলাম।

সওয়া ন'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি বেকার স্ট্রীটের দিকে রওনা হলাম। গিয়ে দেখলাম দু'টো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরের বারান্দা থেকে দোতলায় কথাবার্তার শব্দ পেলাম। হোম্‌স্'-এর ঘরে ঢুকে দেখলাম, সে দু'জন ভদ্রলোকের সংগে জমিয়ে গল্প

করছে। একজনকে চিনতে পারলাম, সরকারী পুলিশের কর্তাব্যক্তি পিটার জোন্‌স্, অন্যজন লম্বা, রোগা, বিষণ্ণবদন, মাথায় একটা চকচকে টুপি ও গায়ে দুর্দান্ত একটা ওভারকোট।

আমাকে দেখে হোম্‌স্ বলে উঠল, "বাঃ! সবাই এসে গেছে।" তারপর কোটের বোতাম এঁটে তাক থেকে তার ভারী বাঁকানো মাথা ছড়িটা নিয়ে বলল, "ওয়াটসন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর জোন্‌স্ সাহেবকে তুমি তো চেন—আমাদের অভিযানের অপর সংগী শ্রীযুক্ত মেরিওয়েদারের সংগে পরিচয় করিয়ে দিই।"

জোন্‌স্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভংগিতে বললেন, "দেখছেন ডাক্তার, আমরা আবার জোড়ায় জোড়ায় শিকারে বেরোচ্ছি। আমাদের এই বন্ধুটি তদন্তে সিদ্ধহস্ত—কেবল ছুটোছুটি করার জন্য ওঁর একটি বিশ্বাসী কুকুরের দরকার।"

শ্রীযুক্ত মেরিওয়েদার গম্ভীরভাবে বললেন, "আশা করি, আমাদের এত ছোটাছুটি শেষে অনর্থক হয়রানিই সার হবে না।"

পুলিশ কর্তাটি গর্বের সংগেই বললেন, "শ্রীযুক্ত হোম্‌স্-এর প্রতি আপনি পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন, স্যার! ওঁর নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে, যেগুলো ওঁর অনুমতি নিয়েই বলছি, একটু বেশি মাত্রায় তত্ত্বগত ও কল্পনাশ্রয়ী, কিন্তু গোয়েন্দা হবার সব গুণই ওঁর আছে স্বীকার করতে বাধা নেই যে দু'একটা ক্ষেত্রে সরকারী পুলিশের চেয়ে ওঁর বিচারেই রহস্যের বেশি কাছাকাছি পৌঁছান গিয়েছিল।"

ভদ্রলোকটি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই বললেন, "আপনি যখন বলছেন শ্রীযুক্ত জোন্‌স্ তখন তা-ই হবে। তবু, আমার তাস খেলাটা মাটি হ'ল—সাতাশ বছরের মধ্যে এই প্রথম শনিবার।"

হোম্‌স্ বলল, "আমার মনে হয়, আজ রাতের এই খেলাটায় আপনি আরো বেশি মজা পাবেন। শ্রীযুক্ত মেরিওয়েদার, এ খেলায় আপনার বাজি প্রায় ত্রিশ হাজার পাউণ্ড—আর জোন্‌স্, যে লোকটিকে ধরার জন্য তুমি হয়রান হচ্ছ, সেই তোমার বাজি।"

জোন্‌স্ বলল, "খুনী, চোর, দাংগাবাজ, জালিয়াত জন ক্লে এই অল্প বয়সেই দলপতি। লণ্ডনের অন্য যে কোন অপরাধীকে ধরার চেয়ে তাকে ধরতে পারলে আমি বেশি খুশি হব। এই যুবক, জন ক্লে, একটি অদ্ভুত চরিত্র। তার ঠাকুর্দা ছিলেন একজন অভিজাত ভূস্বামী, সে নিজে 'ইটন' ও 'অক্সফোর্ড'-এ পড়াশোনা করেছে। তার মাথা যেমন পরিষ্কার, আঙুলও তেমনিই দক্ষ—এই হয়ত স্কটল্যাণ্ডে কোন বাড়িতে সিঁদ কাটছে, আবার পরের সপ্তাহেই কর্ণওয়ালে একটা অনাথ আশ্রম নির্মাণের জন্য চাঁদা তুলেছে। বছরের পর বছর আমি ওর পিছনে ঘুরছি, কিন্তু ধরতে পারছি না।"

হোম্‌স্ বলল, "আমি আশা করি, আজ রাত্রে তার সংগে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারব। এখন দশটা বেজে গেছে—এবার বেরিয়ে পড়া দরকার। তোমরা দু'জন সামনে থাকবে, আমি ওয়াটসনকে নিয়ে পিছনের গাড়িতে থাকব।"

পথে হোম্‌স্‌ বেশি কথা বলে নি—'সিটে' হেলান দিয়ে বসে বিকেলে শোনা বাজনার সুর গুনগুন করে গাইছিল। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আমরা ফ্যারিংডন স্ট্রীট-এ পেঁছালাম।

হোম্‌স্‌ বলল, "আমাদের বন্ধু মেরিওয়েদারের নিজস্ব স্বার্থ এর সংগে জড়িত। ভাবলাম, জোন্‌স্‌কেও সংগে নিয়ে নিই। লোকটি খারাপ নয়, যদিও ওর পেশাসংক্রান্ত বিষয়ে বিন্দুমাত্র যোগ্যতা নেই। তবে, ওর একটা বিশেষ গুণ হচ্ছে এই যে ও শিকারী কুকুরের মত সাহসী, আর যদি কাউকে একবার ধরতে পারে তো গলদা চিংড়ির মত নাছোড়বান্দা।"

সকালে দেখে যাওয়া সেই রাজপথে আমরা পেঁছিবার পর, গাড়ি দুটো ছেড়ে দেওয়া হ'ল, এবং শ্রীযুক্ত মেরিওযেদারকে অনুসরণ করে আমরা একটা সরু গলির ভিতর দিয়ে একটা বাড়ির খিড়কি দরজায় গিয়ে হাজির হলাম। উনি দরজাটা খুলে দিলেন। ভিতরে ছোট বারান্দা দিয়ে গিয়ে একটা বিশাল লোহার ফটকের সামনে এলাম। এটিও উনি খুলে দিলেন ও আমাদের নিয়ে একটা ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আর একটি বিরাট ফটকের সামনে এলেন। তারপর একটু থেমে তিনি একটি লণ্ঠন জ্বালালেন ও একটা অন্ধকার সোঁদা-গন্ধ গলির ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে আরো একটি দরজা খুলে একটি প্রকাণ্ড ভূগর্ভস্থ ঘরে আমাদের নিয়ে এলেন। ঘরটির চতুর্দিকে বাক্সপ্যাটরা গিজ্‌গিজ্‌ করছে।

হোম্‌স্‌ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওপর থেকে ভয়ের কিছু নেই, তাই তো?'

শ্রীযুক্ত মেরিওয়েদার বললেন, "নীচের দিক থেকেও না।" তারপর তাঁর ছড়িটা পাথর দিয়ে বাঁধান মেঝের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, "আরে, এ কী! কেমন যেন ফাঁপা লাগছে!"

হোম্‌সে কড়াভাবে বলল, "বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনার অত ছটফট করা চলবে না। আমাদের অভিযানের সাফল্য আপনি প্রায় মাটি করে দিচ্ছিলেন। দয়া করে এখন ঐ একটা বাক্সের ওপর চুপ করে বসে থাকুন।"

শ্রীযুক্ত মেরিওয়েদার গম্ভীরভাবে একটা বাক্সের ওপর গিয়ে বসলেন, মুখ দেখে বোঝা গেল তাঁর অভিমান হয়েছে। হোম্‌স্‌ মেঝের উপর হাঁটু মুড়ে বসল, এবং লণ্ঠনটি নিয়ে বিবর্ধক কাচ দিয়ে পাথরের ফাটলগুলি পুংখানুরূপে পরীক্ষা করল। কয়েক সেকেণ্ডেই তার পরীক্ষা শেষ হল—তখন উঠে দাঁড়িয়ে কাচটি পকেটে রেখে বলল, "আমাদের হাতে এখনো অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় আছে, কারণ আমাদের ওই নিরীহ বন্ধকী-কারবারী ভদ্রলোকটি না ঘুমান পর্যন্ত ওরা কিছু করবে না। তারপরে, অবশ্য ওরা এক মিনিট সময়ও নষ্ট করবে না, কেন না কাজ যত তাড়াতাড়ি সারতে পারবে, পালাবার সময় তত বেশি পাবে। ডাক্তার, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, আমরা লণ্ডনের অন্যতম প্রধান ব্যাংকের

ভূগর্ভস্থ কক্ষে রয়েছি। শ্রীযুক্ত মেরিওয়েদার এই ব্যাংকটির পরিচালক সমিতির সভাপতি। উনিই তোমাকে বলতে পারবেন কেন দুঃসাহসী অপরাধীদের এখন এই খবরটির দিকে নজর পড়েছে।

সভাপতি ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন, "কারণ ফরাসী সোনা। এখানে ডাকাতির চেষ্টা হতে পারে বলে আগেও কয়েকবার আমাদের সতর্ক করা হয়েছে।"

"এখানে ফরাসী সোনা রয়েছে?"

"হ্যাঁ, কয়েকমাস আগে আমাদের সংস্থান বাড়াবার মত অবস্থা হয়েছিল, এবং আমরা 'ব্যাংক অব ফ্রান্স' থেকে ত্রিশ হাজার 'নেপোলিয়ন' আনিয়েছি। সেটা ব্যবহার করা হয় নি—এই বাক্সগুলির মধ্যেই আছে, এ খবর জানাজানি হয়ে গেছে। সাধারণতঃ কোন ব্যাংকের একটি শাখায় যে পরিমাণ সোনা গচ্ছিত থাকে, এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি আছে। এ ব্যাপারে আমাদের পরিচালকবর্গও দুশ্চিন্তায় আছেন।"

হোমস্ মন্তব্য করল, "দুশ্চিন্তা খুবই সংগত। যাক্ এখন আসুন আমাদের ছোট্ট পরিকল্পনাটা ছকে ফেলি শ্রীযুক্ত মেরিওয়েদার, এই লণ্ঠনটি একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া দরকার।"

"আমাদের অন্ধকারে বসে থাকতে হবে?"

"নান্যপন্থাঃ। আমি অবশ্য এক জোড়া তাস পকেটে করে এনেছিলাম—ভেবেছিলাম আপনার 'হুইস্ট' খেলার নেশা মেটান যাবে—কিন্তু এখন দেখছি, শত্রুপক্ষ কাছাকাছি এসে পড়েছে, আলো জ্বালিয়ে রাখার ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। এরা দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক, যদিও আমরা সুবিধাজনক অবস্থায় আছি, তবু একটু অসতর্ক হলেই বিপদে পড়তে পারি। আমি এই বাক্সটার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকব—তোমরা ঐগুলোর পিছনে লুকিয়ে থাক। যেই আমি ওদের মুখে আলো ফেলব তোমরা এগিয়ে আসবে। আর, ওয়াটসন, ওরা যদি গুলি ছোড়ে, কোনরকম দয়ামায়া না করে তোমার যন্ত্রটি কাজে লাগাবে।"

আমি যে কাঠের বাক্সটার পিছনে গুটিসুটি হয়ে বসলাম, আমার রিভলভারটার ঘোড়া টেনে তার উপরেই রাখলাম। হোমস্ লণ্ঠনটার সামনে ঢাকা দিয়ে দিল এবং ঘরটা প্রায় নিছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেল। এই অন্ধকারে আমি কেমন যেন বিষণ্ণ ও হতোদ্যম হয়ে গেলাম।

হোমস্ ফিসফিস করে বলল, "ওদের পালাবার একটাই পথ আছে পিছিয়ে গিয়ে ওই বাড়িটার ভিতর দিয়ে 'সাক্সে কোবার্গ' স্কোয়ারে' ওঠা। জোনস্, তোমাকে যা করতে বলেছিলাম, ঠিক আছে তো?"

"বাড়িটার সামনে একজন ইন্সপেক্টর ও দুজন অফিসার অপেক্ষা করছে।"

"তাহলে সব ফাঁক-ফোকড়ই বন্ধ। এখন আমাদের চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে।"

ওঃ! সময় যেন আর কাটে না। আমার মনে হয়েছিল যে, রাত্রি শেষ হয়ে সূর্যোদয়ের প্রস্তুতি চলছে, কিন্তু পরে হিসেব করে দেখেছি, মাত্র একঘণ্টা পনের মিনিট আমাদের

অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমার অংগ প্রত্যংগগুলো যেন সব অবশ হয়ে গিয়েছিল এদিকে নড়াচড়া করারও সাহস হচ্ছে না। উত্তেজনায় টানটান অবস্থা আমার শ্রবণ শক্তি এত বেড়ে গিয়েছিল যে আমি সকলের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম এমন কি বুঝতে পারছিলাম কোন্‌টি মোটাসোটা জোন্‌সের আর কোন্‌টাই বা রোগাপাতলা মেরি-ওয়েদারের। আমি যে ভাবে বসেছিলাম তাতে বাক্সের ওপর দিয়ে মেঝে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা আলোর রেখা চোখে পড়ল।

প্রথমে মেঝের পাথরের ওপর জ্বলজ্বলে আলোর একটা রেখা দেখা দিল পরে সেটা হলুদ আভায় ছড়িয়ে পড়ল, তারপর নিঃশব্দে মেঝে ফাঁক করে একটা হাত উঠে এল ও আলোকিত এলাকায় কিছু অনুভব করার চেষ্টা করল। মিনিট খানেক কি আর একটু বেশি, ঐ হাতের আঙুলগুলি মেঝের এপারে নড়েচড়ে বেড়াল—তারপর যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ সরে গেল. আবার ঘরে অন্ধকার নেমে এল, কেবল মেঝের ওপরে ওই জ্বলজ্বলে আলোর রেখাটি থেকে গেল আর তাতেই মেঝের পাথরের মধ্যে একটা ফাঁক চোখে পড়ল।

হাতটা সরে গিয়েছিল অবশ্য ক্ষণিকের জন্য। একটু পরেই একটা বিকট কানফাটা আওয়াজ তুলে মেঝের একটা বড় পাথর একপাশে উল্টে পড়ল. মেঝেতে একটা চৌকো গর্ত হয়ে গেল, আর একটা লণ্ঠনের আলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। গর্তটির মধ্য দিয়ে দাড়ি-গোঁফের লেশহীন একটা বালক-সুলভ মুখ উঁকি দিল, চারদিক খুঁটিয়ে দেখল ও তারপর গর্তটির দুপাশের মেঝের উপর হাতের চাপ দিয়ে শরীরটা তুলতে লাগল, প্রথমে কাঁধপর্যন্ত তারপর কোমর পর্যন্ত ও শেষে গর্তটির ধারে একটা হাঁটুর চাপ দিয়ে পুরো শরীরটা তুলে নিল। তারপর গর্তটির পাশে দাঁড়িয়ে সে তার এক সংগীকে টেনে তুলল—ওরই মত ছোটোখাটো ও চট্‌পটে ফ্যাকাশে মুখ, মাথাভর্তি টকটকে লাল চুল।

লোকটা ফিসফিস করে বলল, "সব ঠিক আছে। বাটালি আর বস্তা এনেছ তো, গুরু? শুরু কর, আর্চি, চটপট্‌ কিছু গোলমাল হলে খুন করে ফেলব ফাঁসি হয় সে-ও আচ্ছা!"

হোম্‌স্‌ একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার জামার কলার চেপে ধরল। অপর লোকটি গর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল—জোন্‌স্‌ তার কোটটা ধরে টান দিতে ফড়ফড় করে তা ছিঁড়ে গেল। লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল লোকটির হাতের রিভলবারের ওপর, কিন্তু সে তার সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পেল না—তার আগেই হোম্‌স্‌'এর ছড়ি এসে পড়ল তার কব্জিতে রিভলবারটা ঠক্‌ করে পড়ল পাথরের মেঝেতে।

হোম্‌স্‌ শান্তভাবে বলল, "কোন লাভ নেই, জন্‌ ক্লে, তোমার সব রাস্তাই বন্ধ।"

ক্লে-ও খুব শান্তভাবে বলল, "তাই তো দেখছি। তবে, আশা করি, আমার সংগীটি নিরাপদ, যদিও তার কোটের খানিকটা ছিঁড়ে তোমাদের হাতে এসে গিয়েছে।"

হোম্‌স্‌ বলল, "তার জন্য ওদিকের দরজার সামনে তিনজন লোক অপেক্ষা করছে।"

তাই বুঝি! তোমরা দেখছি সব আটঘাট বেঁধেই এসেছ। তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

হোম্‌স্‌ বলল, "আমিও তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমার লাল-চুলের পরিকল্পনাটি একেবারেই নতুন এবং কার্যকরও বটে।"

জোন্‌স্‌ বলল, "তোমার বন্ধুর সংগে শীগগিরই দেখা হবে—একটু হাতটা বাড়িয়ে দাও—হাতকড়াটা পরিয়ে দিই।"

বন্দীটির দুই হাতে যখন হাতকড়া পরাবার টং ট' শব্দ হচ্ছে, সে বলল, 'দেখো, তোমার ঐ নোংরা হাতের ছোঁয়া আমার গায়ে যেন না লাগে, হয়ত জান না যে, আমার ধমনীতে রাজরক্ত বইছে, আর হ্যাঁ, আমাকে 'স্যার' বলবে এবং যথোচিত সম্মান দেখাবে।"

জোন্‌স্‌ হাসি চেপে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, "যথা আজ্ঞা! এখন, স্যার আপনি কি অনুগ্রহ করে উপরে উঠবেন, যাতে আমরা রাজবংশজাত মহামান্য অতিথিকে থানায় নিয়ে যাবার জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি।"

ক্লে গম্ভীরভাবে বলল. "হ্যাঁ, এইভাবে কথা বলাই ভাল।" তারপর সে মাথা ঝুঁকিয়ে আমাদের তিনজনকে অভিবাদন জানিয়ে জোন্‌স্‌-এর সংগে হাঁটতে লাগল।

ঐ ভূগর্ভস্থ ঘর থেকে বেরিয়ে হোম্‌স্‌কে অনুসরণ করতে করতে শ্রীযুক্ত মেরিওয়েদার বললেন, "সত্যি, শ্রীযুক্ত হোম্‌স্‌. আপনার কাছে আমাদের ব্যাংক চিরঋণী হয়ে রইল। ব্যাংক ডাকাতির এই জবরদস্ত প্রচেষ্টা আপনার জন্যই প্রতিহত করা গেল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"

হোম্‌স্‌ বলল. "এই তদন্তে আমার যা সামান্য কিছু ব্যয় হয়েছে, সেটুকু ব্যাংক পরিশোধ করলেই হবে, তার বেশি কিছু চাই না। যে অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা আমি এই ব্যাপারে অর্জন করেছি, তাতেই আমি সন্তুষ্ট।"

ভোররাতে যখন আমরা বেকার স্ট্রীটে একটু হুইস্কি আর সোডা নিয়ে বসেছি, হোমস্‌ বলল, "দেখ, ওয়াটসন, আমার প্রথম থেকেই ধারণা হয়েছিল যে লোহিত-কেশী সংঘের ঐ বিচিত্র বিজ্ঞাপন এবং এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নকল করান'র সম্ভাব্য উদ্দেশ্য উইলসনকে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য বাড়ির বাইরে রাখা। পদ্ধতিটা খুবই অদ্ভুত, সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চেয়ে ভাল পদ্ধতি আবিষ্কার করাও সহজ নয়। অবশ্যই, ক্লের সংগীর চুলের রঙই কৌশলী ক্লের মাথায় এই বুদ্ধি যুগিয়েছিল। সপ্তায় চার পাউণ্ডের লোভে উইলসন টোপ গিলবেই, আর যারা হাজার হাজার পাউণ্ডের ধান্দায় রয়েছে. তাদের কাছে এ তো অতি সামান্য ব্যাপার। ওরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিল—একটা শয়তান একটা সাময়িক অফিস খুলল, আর অন্য শয়তানটি উইলসনকে প্ররোচিত করল এবং দু'জনের যৌথ প্রচেষ্টায় রোজ সকালে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য বাড়িতে উইলসনের অনুপস্থিতি চূড়ান্ত হয়ে গেল। যে মুহূর্তে আমি শুনলাম যে, ঐ সহকারীটি অর্ধেক বেতনে কাজ করছে, তখনই বুঝেছি, কাজটা নেওয়ার পিছনে ওর বিশেষ তাগিদ আছে।"

"কিন্তু ওর উদ্দেশ্যটা তুমি অনুমান করলে কী করে ?"

"বাড়িতে যদি কোন যুবতী মেয়ে থাকত, আমি হয়ত অন্যরকম ভাবতাম। কিন্তু, এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ছিল না। লোকটির ব্যবসাও তেমন বড় কিছু নয় এবং সে বাবদ এত খরচ এবং এত প্রস্তুতির সার্থকতা থাকতে পারেনা। অতএব, ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু বাড়ির বাইরে কোথাও। কিন্তু সেটা কোথায় ?

সহকারীটির ফোটোগ্রাফির প্রতি আসক্তি এবং প্রায়ই ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে অন্তর্ধানের ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখলাম। ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ! জট খুলতে শুরু করল। তারপর এই রহস্যজনক সহকারীটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম যে, এই লোকটা লণ্ডনের প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অসমসাহসিক অপরাধীদের অন্যতম। বুঝলাম যে, সে ঐ ভূগর্ভস্থ ঘরে এখন কিছু করছে যা শেষ করতে প্রচুর সময় লাগে। অন্য কোন বাড়ির সংগে সুড়ংগপথে যোগাযোগ তৈরী কবা ছাড়া তা আর কী হতে পারে!

'আমরা যেদিন অকুস্থলে গেলাম, আমার ছড়িটা দিয়ে ফুটপাথ ঠুকতে দেখে তুমি বিস্মিত হয়েছিলে। আমি বোঝবার চেষ্টা করছিলাম সুড়ংগটা বাড়ির সামনের দিকে হচ্ছে, না পিছনের দিকে। দেখলাম, সামনের দিকে নয়। তখন দরজায় কড়া নাড়লাম। আমি যেমন ভেবেছিলাম, ঐ সহকারীটিই দরজা খুলে দিল। এর আগে ওর সংগে আমার দু'একটা ঘটনা হয়েছে কিন্তু আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। এবারও আমি ওর মুখের দিকে তাকাই নি—আমি দেখতে চেয়েছিলাম ওর হাঁটু। তুমি নিশ্চয় দেখেছ, হাঁটুর কাছে ওর প্যাণ্ট কিরকম ছেঁড়াখোঁড়া ও ময়লা। ও যে মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ছে তা বোঝা গেল। সুড়ংগটা কোথায় গিয়ে উঠছে সেই খবরটাই শুধু জানতে বাকী রইল। আমি একটু ঘোরাফেরা করলাম – দেখলাম যে ঐ বাড়িটার গায়েই রয়েছে 'সিটি এ্যাণ্ড সাবারবান ব্যাংক'। ব্যস, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেল। প্রমোদকেন্দ্র থেকে তুমি যখন বাড়ি চলে গেলে, আমি গেলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড'এ এবং ঐ ব্যাংকটির পরিচালক সমিতির সভাপতির কাছে। ফল যা হ'ল তুমি তো দেখতেই পেলে।"

আমি জানতে চাইলাম, "তুমি কী করে বুঝলে যে আজ রাত্রেই ওরা ওদের লক্ষ্যস্থলে পেঁছাবে ?"

"দেখ, ওরা যখন সংঘের অফিস তুলে দিয়েছে, তখন আর জাবেজ উইলসনের বাড়িতে উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে ওদের কিছু যায় আসে না—অর্থাৎ, সুড়ংগ কাটা শেষ হয়ে গেছে। এদিকে, দেরী করাও সম্ভব নয়, কারণ সুড়ংগটির বিষয় জানাজানি হয়ে যেতে পারে, ওরা ব্যাংকের 'ভল্ট' থেকে সোনাটা সরিয়েও নিতে পারে। আবার, শনিবার কাজ করাই সব চেয়ে নিরাপদ এক্ষেত্রে পালাবার জন্য ওরা একদিন সময় হাতে পাবে। এইসব কারণেই আমার মনে হয়েছিল যে আজ রাত্রেই ওরা অভিযানে নামবে।"

আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় বললাম, 'তোমার যুক্তির জাল ভারী সুন্দর সাজিয়েছিলে!

দীর্ঘ এই প্রবাহের প্রতিটি অনুমানই যথার্থ।"

সে হাই তুলে বলল, "এই তদন্তের কাজে আমার অবসাদ দূর হয়েছিল—কিন্তু হায়, আবার যেন সেই অবসাদই আমাকে ঘিরে ধরছে। গতানুগতিক জীবনযাত্রার বাইরে যাবার প্রচেষ্টাই আমার জীবনের মূল সুর। এই সব ছোটখাটো সমস্যাগুলিই আমার অভীষ্ট সাধনে সহায়তা করে "

আমি বললাম, "তুমি মনুষ্যজাতির এক উপকারী বন্ধু।"

সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "হবেও বা হ্যাঁ, কিছু কাজ তো হয়ই। গুস্তভ ফ্লবার্ট জর্জ স্যান্ড্‌কে ঠিকই লিখেছিলেন, 'মানুষের কী দাম আছে। তার কাজের মধ্যেই সে বেঁচে থাকে।'

* * *

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ঃ জন্ম ১৮৫৯ এডিনবার্গে। শার্লক হোমস এই শতাব্দীর সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র হিসাবে আজও পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে গোয়েন্দা ঈর্ষিত আসনে আসিন। তাঁর অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তায় হারিয়ে গেছে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল যিনি অসাধারণ সফলতায় এমন এক কালোত্তীর্ণ চরিত্রের জন্ম দিয়েছেন। কপর্দকহীন তরুণ ডাক্তারের অবসর বিনোদন থেকে লেখা গোয়েন্দা গল্প যে একক কালে তাঁকে পৃথিবীজোড়া খ্যাতির মুকুট এনে দেবে কে জানত।

তীক্ষ্ন বুদ্ধির স্বর্ণছটায় বিশ্লেষণের মায়াবী আকর্ষণে এবং চরিত্রের জীবন্ত অস্তিত্বে শার্লক বুঝি চলমান এক শিহরণ। শার্লক হোমস তাঁর স্রষ্টা পুরুষ ডঃ কোনান ডয়েল হতেও অনেক নামী ও দামী মানুষ। জীবনে মাত্র একবার এই সুচতুর গোয়েন্দা তাঁর ২২১ বি বেকার স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিল ভৌতিক রহস্যের সমাধান করতে। তাই দি অ্যাডভেঞ্চার অব "দি সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার" আজ এক ইতিহাস হয়ে গেছে। তবে ভৌতিক কাহিনী বিন্যাসে তাঁর দক্ষতা থাকলেও গোয়েন্দা কুট কৌশল আর তার অন্বেষণ, নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, গ্রহণ, বর্জন ইত্যাদির নব নব পদ্ধতির উদ্ভাবন তাঁকে বিশ্বসাহিত্যে এক অসাধারণ মহিমায় উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্বের অধিকার দান করেছে।

* * *

দ্য রেড হেডেড লিগ্

অনুবাদ ঃ শ্রীনীতীশ মুখোপাধ্যায়



সাপের মাথার মণি

আলফ্রেড্ হিচকক্

ঝলমলে সকাল। জেরী একটি চিঠি রেজিস্ট্রি করতে গিয়েছিল। তার কাকার চিঠি।

সার্কাসের তিন কোণা তাঁবুটার পাশ দিয়ে জেরী ফিরে এল।

সার্কাসের তাঁবুটি দেখেই জেরী বিরক্ত হয়ে উঠল।

এটি হলো ক্লাপ্টন সার্কাস।

দলটির বেশ সুনাম আছে।

ইদানীং কালের কিছু ঘটনা সার্কাসটিকে সকলের কাছে অশুভ করে তুলেছে। এই শহরটির নাম গ্রীসসিটি।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে সার্কাসটি জাঁকিয়ে বসেছে।

সামনে সাঁইত্রিশটি মাল বওয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

খেলোয়াড়দের জন্য আছে আরও কয়েকটি গাড়ি।

খেলোয়াড়দের থাকার জন্য আছে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট তাঁবু। জেরী আর ওর কাকার জন্য একটি গাড়ি আছে।

ওরা যে তাঁবুটিতে থাকে সেটি আবার ওদের অফিসের কাজেও লাগে।
জেরীর কাকা ফ্রাঙ্ক ম্যাসন এই সার্কাসের মালিক।
ওর কাকা জেরীকে এই সার্কাসে নিয়েছে।
জেরী ক্লাউনের খেলা দেখায়। সে সবচেয়ে ছোট।
সকলেই তাঁকে সমীহ করে চলে। যেহেতু, তার কাকা সার্কাসের মালিক।

ইদানীং বিভিন্ন ধরনের বেশ কিছু চুরি হবার জন্য সার্কাসের মালিক ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসনের মুখের হাসি চলে গেছে।

এই চুরি হবার ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে খেলোয়াড়দের মধ্যেও এক ধরনের অশান্তি দেখা দিয়েছে। এই ভাবে চুরি হতে থাকলে এই সার্কাসকে আর বেশীদিন টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

খেলোয়াড়েরাও ক্লাণ্টন সার্কাস ছেড়ে অন্য সার্কাসে চলে যাবার কথা ভেবেছে।

যাদের জিনিসপত্র চুরি গেছে তারা ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। এবার সার্কাসটি যেখানে বসেছে সেটি হলো মিলারটন মিউজিয়ামের খুব কাছাকাছি।

এই মিউজিয়ামের গায়ে আছে একটি আইভি লতা।
সম্প্রতি মিউজিয়াম থেকে একটি সবুজ পাথর চুরি গেছে।
পাথরটির মূল্য প্রায় পাঁচ হাজার ডলার।

পুলিশের ধারণা সার্কাসের লোকেরাই পাথরটি চুরি করেছে।

পুলিশ আরও এরকম ধারণা পোষণ করছে যে, যারা চুরি করেছে তারা ধরা পড়ে যেতে পারে এ রকম মনে করে তারা পাথরের বাক্সটি জঙ্গলে ফেলে রেখেছে।

একদিন সার্কাস চলছে।
এরকম সময়ে হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির।

পুলিশ এসে সবজিনিস লণ্ডভণ্ড করে দামী সবুজ পাথরটি খোঁজ করতে আরম্ভ করল।

দর্শকেরা ভয়ে সার্কাসের তাঁবু ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করল। খেলোয়াড়দের একে একে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করল।

চারদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসন লজ্জায় পড়ে গেল। এই ঘটনার পর থেকে সার্কাসটি ক্রমশঃ প্রাণহীন হয়ে পড়তে লাগল।

এভাবে কিছুদিন চলতে লাগল জেরীর আজকেও মনে হতে লাগল আবার হয়ত সার্কাসের তাঁবুতে কিছু একটা ঘটেছে।

প্রতিদিন দু'টো করে শো হয়। কিছুক্ষণ পরেই প্রথম শোটি আরম্ভ হবে।
সবাই শোর আগে একটু শরীর গরম করে নেয়।
কিন্তু আজ সকলের মধ্যেই এক ধরনের উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সার্কাসের

'প্লাস্টিক মানুষ" নট চুপচাপ ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

সে খেলার সময় তার শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দেয়।

কিন্তু, আজ তার অনুশীলনের দিকে কোনরকম মন নেই।

জেরী আস্তে আস্তে এন্ডারসনের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

এন্ডারসন দড়ির খেলা দেখায়।

দর্শকেরা তার খেলা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আজ, এন্ডারসন অন্যমনস্ক ভাবে দড়িটা নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করছে।

মাঝে মাঝে শূন্যে দড়িটা ছুড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছে।

জেরীর মনে হলো এন্ডাসনের স্ত্রী কি অসুস্থ ?

নাকি চুরির খবরে সেও দিশাহারা হয়ে পড়েছে ?

খানিক দূরে, এন্ডারসনের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল যাদুকর ইঁমো আর ফিস্।

ওরা জাপানী। খুব কথা বলে। সাতে পাচে থাকে না। খেলা দেখিয়েই চলে যায়। অথচ এখন জেরী দেখতে পাচ্ছে ওর বিস্ময় ভরা চোখ নিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসনের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

অপরদিকে দাঁড়িয়ে আছে আমেদ আর আবদুল্লা।

ওরা ব্যালেন্সের খেলা দেখাতে ভীষণ দক্ষ।

দর্শকেরা ওদের খেলা ভীষণ তারিফ করে।

এখন, ওরা ওদের লম্বা লম্বা পাগুলো ফাঁক করে অলস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আবদুল্লার মাথাতে ছ'ফুট লম্বা ও চার ইঞ্চি চওড়া একটি এ্যালুমিনিয়ামের গোল বল।

একটা রবারের ঢাকনার উপরে বলটি বসানো আছে।

আর, আমেদ একটি রডের উপর দেহটিকে এলিয়ে রেখেছে।: হঠাৎ জেরীকে দেখে ওরা বিহ্বল হয়ে পড়ল।

আমেদ মাটিতে পড়ে যেতে যেতে সামলিয়ে নিয়ে এল।

রডটি আওয়াজ তুলে মাটিতে পড়ে গেল।

পরে, যে গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে সেটি হলো মেজর মাউন্ট ও আর একটি বিরাট দেহী লোকের। বিরাট দেহী মানুষটি আটফুট চার ইঞ্চি লম্বা।

সে বাইশ মাপের জুতো পড়ে। সকলের সংগে সে মেশে।

তার ঠোঁটে সবসময় অর্থপূর্ণ হাসি। মেজর মাউন্টের সংগে তার খুব ভাব। লম্বা লোকটি বলল, বুঝলে জেরী দিনের পর দিন একটা না একটা চুরি হচ্ছে। আমাদের ভালো লাগছে না। লম্বা লোকটি বলল, মেজর মাউন্টের দামী ঘড়িটি হারিয়ে গেল।

আমার এত সুন্দর লম্বা জুতোটা হারিয়ে গেল।

এভাবে চলতে থাকলে, আমরা আর এখানে থাকব না। লম্বা লোকটা বলল।

মেজর বলল, না, আমি ওর মধ্যে নেই। আমার ঘড়ি না পাওয়া পর্যন্ত আমি সার্কাস ছাড়ছি না।

জেরী সব দেখেশুনে ভাবতে থাকল যাদের নিয়ে সার্কাস তারা সবাই চলে গেলে সার্কাস চলবে কাদের নিয়ে ?

হঠাৎ জেরী শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে।

পিছন ফিরে দেখল যে ভাগ্য ওকে ডাকছে।

ভাগ্য অজানা ভবিষ্যতের কথা বলতে পারবে।

ওর কব্জির উপর একটি অজানা পাখী বসে থাকে।

ওকে ভাগ্য আদর করে নাম দিয়েছে ময়না।

ভাগ্য জেরীকে জানালো যে, উইনিফ্রেড্ ভীষণ বিপদে পড়েছে।

উইনিফ্রেড্ হলো সার্কাস পার্টির সাপুড়ে।

জেরী বলল, কি হয়েছে ? অসুখ বিসুখ করে নিতো ?

ভাগ্য বলল, না। অসুখ বিসুখ করেনি। ওকে চুরির অভিযোগে ধরা হয়েছে।

জেরী প্রশ্ন করল, উইনিফ্রেড কোথায় ?

ভাগ্য বলল, সে এখন তোমার কাকার কাছে।

হেরী কাকার কাছে যেতে যেতে ভাবল সার্কাস বোধহয় শেষ পর্যন্ত উঠেই যাবে।

ভাগ্যর কথাটা কী যাচাই করবার জন্য জেরী যখন জোড় পায়ে হেঁটে যেতে লাগল তখন হঠাৎ উইনিফ্রেডের চিৎকার ওর কানে এল।

জেরী থমকে দাঁড়ালো।

উইনিফ্রেড কাছে এসে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল যে সে তার বেলকে খুঁজে পাচ্ছে না।

বেল হলো উইনিফ্রেডের পোষা সাপ।

সাপটি সব সময় উইনিফ্রেডের হাতে পেঁচানো থাকে। সাপটি দেখতে ভারী সুন্দর। সাদা ধবধবে রং এবং উপর কালো ডোরা কাটা দাগ। সাপটি এখন বুড়ো হয়ে গেছে। ওর বিষ দাঁত ভাঙ্গা।

জেরী বলল, আবার সেই চুরি !

ততক্ষণে, ফ্র্যাঙ্কও সেখানে এসে হাজির হয়েছে।

সেও সমস্ত বিষয়টি শুনল।

তারপর, গম্ভীর ভাবে বলল, আপনি ঠিক জানেন যে, সে চুরি হয়েছে ?

জেরীও ওর কাকার সংগে সুর মিলিয়ে বলল, সাপটি ছোটখাট কোন ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

উইনিফ্রেড দৃঢ়ভাবে বলল যে, না তা হয় নি।

গাড়িটিতে মাত্র একটি জানালা।

সেটিও আবার জাল দিয়ে ঘেরা।

সবাই মিলে জানালাটি লক্ষ্য করে দেখল যে, জালটি কাটা আছে।

উইনিফ্রেড বলল, দেখলেন তো। এবারও কি বলবেন যে তাকে চুরি করা হয় নি?

উইনিফ্রেড একটু ক্ষোভের সংগেই কথাগুলো বলল।

উইনিফ্রেড্ একজন পরোপকারী মহিলা।

সহজ, সরল ও সাধাসিধা।

শীতের সময় সার্কাসের লোকজন সকলের জন্য নিজের আগ্রহে সোয়েটার বুনে দেয়।

ফ্র্যাংক, অনেকক্ষণ পর উইনিফ্রেড্কে বলল, তুমি চিন্তা করো না।

আমরা দেখি কি করতে পারি।

একথা বলে জেরীকে নিয়ে ফ্র্যাংক হাঁটতে লাগল।

যেতে যেতে ফ্র্যাংকের ভীষণ রাগ হতে লাগল।

একের পর এক সার্কাসে সব অদ্ভুত ধরনের চুরি হচ্ছে।

লম্বুর জুতো, মেজরের ঘড়ি, তারপর একে এক তরবারী, ছুঁড়ি আর শেষে এই সাপ।

ফ্র্যাংক ভেবে ভেবে যে এর কোন কূল কিনারাই করে উঠতে পারছে না।

জেরী ফ্র্যাংকের সংগে কথা বলতে বলতে বলল, কাকা আপনি হয়ত লক্ষ্য করেননি যে গাড়ির কাছে বিরাট জুতোর ছাপ ছিল।

ফ্র্যাংক বলল, তাই নাকি?

জেরী বলল, হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে কাল রাতে গাড়ির কাছে লম্বু এসেছিল।

ফ্র্যাংক বলল, লম্বু এ কাজ করতে পারে না। কারণ লম্বু সাপকে ভীষণ ভয় করে।

জেরী বলল, হয়ত মেজরকে সাহায্য করতে লম্বু এসেছিল।

ফ্র্যাংক বলল, লম্বুর তো আগেই জুতো হারিয়েছে।

জেরী বলল, সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ত সাজানো। এখন, আর কাউকেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

ফ্র্যাংক বলল, আমার মনে হয় ইনস্যুরেন্সের ডিটেকটিভকে ফাঁকি দেবার জন্যই, এসব ঘটনা ঘটছে।

ফ্র্যাংক আরও বলল যে, হয়ত সেই সবুজ পাথর চুরির ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্যও এসব ঘটনা ঘটানো হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ফ্র্যাংক জেরীকে বলল।

আমার আর এসব ব্যাপার ভাল লাগছে না। তুমি ডিটেকটিভ পার্কারকে খবর দাও। যখন খেলা চলবে তখন পার্কারকে নিয়ে আমরা সব ভাল করে খুঁজবো।

পার্কার এর কাছে জেরী এসে সমস্ত কিছু বলল।

গতরাতের সাপ চুরির ঘটনাও বলল।

এদিকে সেই সবুজ রং-এর দামী পাথরটি চুরি যাবার পর ইনস্যুরেন্স কোম্পানী থেকে গোয়েন্দা পার্কারকে সার্কাস দলের মধ্যে রাখা হয়েছে।

জেরীর কাছে সব কথা শুনে পার্কার জেরীকে আদর করে বসালো।

পার্কার জেরীকে খুব নরম গলায় বলল, জেরী আমার মনে হয় মূল্যবান পাথর চুরির ব্যাপারটা তুমি জান।

আমার বিশ্বাস কেউ আইভিলতা বেয়ে কোন সার্কাস দলেরই লোক পাথরটি চুরি করেছে।

পার্কার আরও বলল যে, এখন পুলিশের ভয়ে মূল্যবান পাথারটি বাজারে বিক্রী করতে পারবে না।

সে কারণে পাথরটি সেই লোকের কাছেই আছে।

জেরী বলল, আপনি বেলকে বের করে দিন। আমি আপনাকে সাহায্য করব।

জেরী আরও বলল যে, গতরাত্রে এক ঝুড়ি সেদ্ধ ডিমও চুরি হয়েছে।

এই বলে জেরী কাকার ঘরের দিকে ফিরে যেতে লাগল।

রাস্তাতে ভাগ্যের সংগে দেখা। ভাগ্যকে দেখে জেরীর ভাগ্যটাকে জানতে ইচ্ছে হলো।

সে ভাগ্যের কাছে গিয়ে ময়নাটিকে পাঁচ শিলিং-এর একটি মুদ্রা দিল।

ময়নাটি এক গাদা স্লিপের মধ্য থেকে একটি স্লিপ বার করে দিল।

জেরী পড়ে দেখল, তাতে লেখা আছে "সহজভাবে ভাবো। তাহলেই ফল পাবে।"

জেরী ফিরে এসে দেখল কাকা ও পার্কার সব কিছু খুঁজছে।

জেরী দেখল যে, পার্কার বাজনার ড্রাম, হাতির খাবার চৌবাচ্চা এসব একে একে খুঁজে যাচ্ছে।

জেরীর পার্কারের খোঁজা দেখে পার্কারকে খুব বোকা বলে মনে হলো।

ফ্র্যাংকও কিছুই খুঁজে পেল না।

ওরা যখন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছে তখন জেক্ ফেরেল ফ্র্যাঙ্কের সংগে দেখা করে বলল যে,—

সাপটি ছাড়া সব কিছুই পাওয়া গেছে।

জেক্ ফেরেল বলল, রান্নার তাঁবুর পিছনে নরম নতুন ঢোড়া সাপটি দেখে ওর সন্দেহ হয়।

তখন ও নীচু হয়ে মাটিটা সরিয়ে দেখল যে তারমধ্যে একটি শবাধার। সেই শবাধারের মধ্যে তরবারি।

লম্বুর জুতো, দড়ি, ছড়ি সবই আছে।

সব শুনে ফ্র্যাংক নীচু গলাতে জেক ফেরেলকে ওগুলো সরিয়ে নিতে বলল। আর, এই ব্যাপারটা কাউকে জানাতে না করল।

ফ্র্যাংক জেরীকে তৈরী হয়ে নিতে বলল।

জেরী ক্লাউনের পোশাক পড়ে সার্কাসের যেখানে খেলা চলছে সেই তাঁবুতে চলে গেল।

এদিকে, প্রায় এক ঘণ্টা খেলা হয়ে গেছে।

অথচ, আজকের খেলা একেবারেই জমছে না।

খেলোয়াড়রা কোনরকমে দায়সারা ভাবে খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে।

জানোয়ারদেরও সেই একই অবস্থা।

হাতী নাচল না। সিংহের খাঁচাতে সিংহেরা মারামারি আরম্ভ করে দিল। চারিদিকে শুধু বিশৃঙ্খলা।

ইমোর জ্বলন্ত মশালের মধ্যদিয়ে ঝাঁপ দিতে গিয়ে হাত পুড়ে গেল।

আমেদ আর আবদুল্লা ব্যালান্সের খেলা দেখাতে এল।

দর্শকেরা একটি ভাল খেলা দেখতে পাবে বলে নড়ে চড়ে বসল।

হঠাৎ, খেলা দেখাতে গিয়ে দু'ফুট লম্বা অ্যালুমিনিয়ামের রড্‌টি মাটিতে ধপ করে পড়ে গেল।

জেরী সমস্ত ব্যাপারটি দেখে অবাক হয়ে গেল।

ট্রাপিজের খেলা শুরু হলো।

এটিই শেষে খেলা।

ফার্ডিনাণ্ড ও মিসেস ফার্ডিনণ্ড ট্রাপিজে শূন্যে ঝুলছে।

হঠাৎ, ফার্ডিনাণ্ডের কয়েক সেকেণ্ড দেরী হবার জন্য মিসেস্ ফার্ডিনাণ্ড শূন্য থেকে নীচের জালে ছিট্‌কিয়ে পড়ে গেল।

দর্শকেরা সবাই ধিক্কার জানাতে লাগল। ফার্ডিনাণ্ড মাথা নীচু করে তার দল নিয়ে ফিরে চলে গেল।

হঠাৎ জেক্ জেরীর কাছে এসে গলা নামিয়ে বলল যে, সবাই এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছে।

এণ্ডারসন্ ইতিমধ্যেই শহর ছেড়ে চলে গেছে।

মেজর ও লম্বুও পালানোর ব্যবস্থা করেছে।

জ্যাক জেরীকে আরও বলল যে, তার কাকা ওদের ধরবার জন্য ওদের পিছু নিয়েছে।

সব কিছু শুনে জেরীর কানে একটি শব্দ বাজতে থাকে।

সাথে সাথেই জেরী আর দেরী না করে ছুটতে ছুটতে একটি চলন্ত গাড়িতে পিছন থেকে উঠে পড়ে।

উঠেই জেরীর যা নেবার দরকার ছিল তাই নিয়ে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে।

জেরীকে লাফ দিয়ে নামতে দেখেই গাড়িটা থেমে গেল।

দুটি লোক গাড়ি থেকে নেমে জেরীর পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে জেরীকে ধরে ফেলে এবং এক ল্যাং মেরে জেরীকে মাটিতে ফেলে দেয়।

ততক্ষণে বেশ লোক জড়ো হয়ে যায়।

লোকেরা লোক দু'টোকে ধরে ফেলে।

খানিকক্ষণ পর জেরী চোখ খুলে দেখে যে, তার চারদিকে ঘিরে সার্কাসের সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

জেরী শুয়ে থাকা অবস্থাতেই বলল যে, সেও পুলিশের সংগে একমত।

দামী পাথরটি সার্কাসের লোকেরাই নিয়েছে।

সবাই বলে উঠল, কি রকম ?

জেরী বলল সার্কাসের লোক পাথরটি চুরি করার পর অন্যান্য জিনিস চুরি করে পাথর চুরি হবার বিষয়টি চাপা দিতে চেষ্টা করে।

এই চুরি হবার বিষয়টি যাতে ধরা না পড়ে তার জন্য সমস্ত জিনিসগুলো শবাধারের মধ্যে রাখা হয়েছিল।

উইনফ্রেড্ সাপটিকে সেদ্ধ ডিম খাওয়াত।

সে কারণে সেদ্ধ ডিমের মধ্যে দিয়ে পাথরটিকে সাপের পেটের মধ্যে চালান করার জন্য সাপ ও একঝুড়ি সেদ্ধ ডিম চুরি করা হলো।

আর, সাপ চুরির বিষয়টি যাতে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় তারজন্য লম্বুর বড় জুতো পায়ে দিয়ে সাপটি চুরি করা হলো।

শেষ পর্যন্ত তাই করা হলো।

কিন্তু চোরদুটো শেষরক্ষা করতে পারল না।

সবাই এক সাথে প্রশ্ন করে উঠল, তাহলে চোর কারা ?

জেরী বলল, সাপটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলে অ্যালুমিনিয়ামের রডের মধ্যে।

ওই রড্‌টি নিয়ে আমেদ ও আবদুল্লা খেলা দেখাতো।

আমার সন্দেহ হলো তখনই যখন খেলা দেখাতে গিয়ে রড্‌টি মাটিতে পড়ে গেল তখন টুং শব্দ না হয়ে একটি ভারী শব্দ হলো।

জেরীর কথা শুনে চোরগুলো পালাতে চাইল।

কিন্তু, লম্বু ওদের আটকিয়ে দিল।

এন্ডারসন আর আমেদের যাওয়া হলো না।

এ্যালুমিনিয়ামের রড্‌টি থেকে বেল অর্থাৎ সাপটিকে বার করা হলো।

সাপটি দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে। বেলের পেট চিড়ে দামী সবুজ রং-এর পাথরটি পাওয়া গেল।

পরে জানা যায় যে, এণ্ডারসন, আমেদ এরা পাকা চোর। এদের জাত ব্যবসাই হলো চুরি করা।

এরা কিছু খেলাধুলাও জানে।

বিভিন্ন সময়ে, খেলা দেখানোর নাম করে এরা সার্কাসে ঢুকে পড়ে নিজেদের কাজ হাসিল করে।

সমস্ত কিছু শুনে পার্কার এসে বলল, জ্যাক মূল্যবান পাথরটি তুমিই উদ্ধার করেছ। তুমি অর্ধেক নয় পুরো পুরস্কারটিই পাবে।

জেকও ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে পার্কারের কথাতে সম্মতি জানাল।

লেখক পরিচিতি ঃ—আলফ্রেড হিচকক্—গোয়েন্দা সাহিত্যে আলফ্রেড হিচকক্ একটি অতি পরিচিত নাম। তিনি অপরাধ রহস্যের চলচ্চিত্রের স্রষ্টা হিসাবেও পরিচিত। তার চলচ্চিত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

রবার্ট ব্লচের 'সাইকো' বইটি চলচ্চিত্রে রূপ দিয়ে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। শুধু এই বইটির জন্যই তিনি দর্শকদের মধ্যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন।

এছাড়াও তিনি আমাদের বহু রসোত্তীর্ণ ছবি উপহার দিয়েছেন এদের মধ্যে প্রধান হলো বার্ডস্, দি রোপ, দি ম্যান হু নিউ টু মাচ, মার্নি, দি ক্যাট অন এ হট টিন রুফ ইত্যাদি।

হিচককের আরও একটা পরিচয় আছে।

তিনি বহু বছর ধরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখকের গল্প নিয়ে সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করছেন।

বিষয় বৈচিত্র্যে, বিন্যাসে, শব্দ নির্বাচনে, উপস্থাপনাতে তার প্রতিটি গল্প বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। তাঁর সম্পাদিত ভৌতিক গল্পের সংকলনগুলিও তাঁর ভৌতিক চলচ্চিত্রের ন্যায় সবার প্রিয়।

উল্লেখিত গল্পটি আলফ্রেড হিচককে একটি বিশিষ্ট গল্প।

* * *

অনুবাদ ঃ সুভাষকান্তি চক্রবর্তী



আগাথা ক্রিষ্টি

মিঃ মারকাস হাডʼম্যান চতুর্দশতম বারের জন্য জানালেন—'কিন্তু সব সময়েই এটা দেখতে হবে, যেন ব্যাপারটা বাইরে জানাজানি হয়ে না যায়।”

ছোটখাট, মোটাসোটা চেহারার মিঃ হার্ডম্যানের গলার আওয়াজটি বেশ শ্রুতিমধুর। সৌখিন আরামপ্রিয় হাডʼম্যান উচ্চবিত্ত সামাজিক মহলে বেশ ফুর্তিবাজ, দিলদরিয়া লোক হিসাবেই পরিচিত। ওর 'হবি' বা নেশা হল পুরোন জিনিস সংগ্রহ করা। খাঁটি সংগ্রাহক বা 'কালেক্টর' বলতে যা বোঝায়, মিঃ হাডʼম্যান ঠিক তাই। পুরোন লেস, পুরনো পাখা, প্রচুর অ্যানটিক রত্ন বা 'জুয়েলারি'—এ সবই ওর সংগ্রহের বস্তু, নতুন কোন সস্তা জিনিসের প্রতি তাঁর কোন মোহ নেই।

ওঁর কাছ থেকে জরুরী অনুরোধবার্তা পেয়ে পয়রো আর আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। এসে দেখি উনি খুব মানসিক অস্থিরতা আর দোটানার মধ্যে পড়েছেন—পুলিশকে খবর দেবেন কি না, তা ঠিক করে উঠতে পারছেন না। ঘটনা যা ঘটেছে, তাতে পুলিশকে খবর দিলে এ ব্যাপারটা বাইরে জানাজানি হয়ে যাবে। আবার পুলিশকে কোন রকম খবর না দিলেও ওঁর নিজের সংগ্রহের কিছু মূল্যবান রত্ন ওঁকে হারাতে হয়। তাই উনি পয়রোকে ডেকে একটা মাঝামাঝি পথ বেছে নিয়েছেন।

"ওঃ মঁসিয়ে পয়রো, আমার সেই চুনীগুলো, আর সেই পান্নার নেকলেসখানা—ওটা নাকি ক্যাথারিন দ্য মেডেসি'-র গলাতেই সবসময় থাকত। হায় হায় কি হবে বলুন তো?"

পয়রো ওর উচ্ছ্বাসে বিশেষ বিচলিত না হয়ে খুব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি কি ঘটনাগুলো গুছিয়ে নিয়ে আমাকে সব বলবেন?"

"বলছি, বলছি, একটু অপেক্ষা করুন। গতকাল বিকেলে আমি একটা চা-চক্রের আয়োজন করেছিলাম। নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার। জনা ছয়েক লোকমাত্র হাজির ছিল পার্টিটাতে। আমি মাঝে মাঝেই এইরকম অনুষ্ঠান করে থাকি। যাই হোক. কাল বিকেলে আমি নিমন্ত্রিতদের আমার মধ্যযুগীয় রত্নাবলীর সংগ্রহশালাটা দেখাচ্ছিলাম। ঐ যে ওখানটায় দেওয়ালে বসানো একটা সিন্দুক আছে দেখছেন, ঐ খানেই রত্নগুলো থাকে। তারপরে আমরা পুরোন পাথর সংগ্রহগুলো দেখতে যাই। এই সব দেখা টেখা হয়ে গেলে ষ্টুডিওতে গিয়ে একটু ভাল বাজনা শুনলাম আমরা। সবাই চলে যাওয়ার পরে রত্নের সিন্দুকটা দেখতে গিয়ে তো আমার মাথায় হাত—রত্নগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই আমি সিন্দুকটা ঠিকমত বন্ধ করিনি, আর চোর সেই সুযোগটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছে। ও হো হো, মঁসিয়ে পয়রো, ঐ চুনীগুলো পান্নার নেকলেসগুলো—সারা জীবন ধরে সংগ্রহ করা। ওগুলো ফেরত পাওয়ার জন্যে আমি যত টাকা লাগে খরচ করতে রাজী আছি। কিন্তু এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোন আলাপ আলোচনা হওয়াটা একেবারেই চলবে না, মঁসিয়ে পয়রো। যারা কাল এসেছিল, তারা সবাই আমার অতিথি, আমার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধু। তাই, এই চুরির ঘটনা বিন্দুমাত্রও জানাজানি হয়ে গেলে কেলেংকারির একশেষ হবে।

"আপনি যখন ষ্টুডিও চলে যান তখন এই ঘর থেকে একেবারে শেষকালে কে বেরিয়ে গিয়েছিলেন?"

'মিঃ জনষ্টোন। চেনেন নাকি ওঁকে—দক্ষিণ আফ্রিকার এক কোটিপতি। উনি কয়েক মুহূর্ত পরে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু মঁসিয়ে পয়রো, আপনি নিশ্চয়ই ওঁকে সন্দেহ করছেন না?"

"আপনার কোন বন্ধু কি কোন ছুতোয় এই ঘরে আবার ফিরে এসেছিলেন?"

"আপনি যে এই প্রশ্নটাই এইবার করবেন, সেটা আমি জানতাম। তিনজন এসেছিলেন,

কাউণ্টেস ভেরা রোসাকভ, মিঃ বার্নার্ড পার্কার। আর লেডি রুণ কর্ণ।"

"ওদের সম্বন্ধে একটু খুলে বলুন।"

"কাউণ্টেস রোসাকভ খুবই আকর্ষণীয়া এক সম্ভ্রান্ত রাশিয়ান ভদ্রমহিলা—রাশিয়ার পুরোন জমানার সমর্থক। সম্প্রতি উনি এই দেশে এসেছেন। উনি আমাকে আগেই বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। তাই আমি ওঁকে আবার এই ঘরে পুরোন পাখাগুলোর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে বেশ একটু আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক তাই না?"

"সন্দেহজনক তো বটেই—খুবই সন্দেহজনক। কিন্তু এবার অন্যদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

"মিঃ পার্কার এ ঘরে এসেছিলেন আমার কথা মতই—আমি একসেট নকল রত্ন লেডি রাণকর্ণকে দেখাতে চাইছিলাম। সেটা নিতেই এসেছিলেন মিঃ পার্কার।"

"আর লেডি রাণকর্ন নিজে?"

"লেডি রাণকর্ন এক মধ্যবয়সী। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভদ্রমহিলা। নানা রকম দাতব্য সংস্থার কাজকর্ম নিয়েই উনি প্রায় সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। ওঁর হাতব্যাগটা যে কোথায় রেখেছেন, তা ওঁর মনে পড়েছিল না—সেইটা খুঁজতেই উনি এই ঘরে এসেছিলেন।"

"তাহলে, মঁসিয়ে হার্ডম্যান, চারজন সন্দেহভাজন লোক আমরা পাচ্ছি—রাশিয়ান কাউণ্টেস্, লেডি রুণকর্ন। ঐ দক্ষিণ আফ্রিকার কোটিপতি মশাই, আর মিঃ বার্নার্ড পার্কার। ভাল কথা, এই মিঃ পার্কারটি কে বলুন তো?'

মিঃ হার্ডম্যান এই প্রশ্নে কেমন যেন একটু হতচকিত, বিব্রত হয়ে গেলেন। একটু আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন উনি—'মিঃ পার্কার মানে উনি একজন তরুণ ভদ্রলোক। মানে, আমার পরিচিত এক তরুণ।

পয়রো খুব গাম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছিলাম। তা, এই মিঃ পার্কার করেন কি"

উনি এই শহরেরই একজন উঠতি যুবক—মানে, ঠিকমত কিছু এখনো করেন না। ঠিক আমাদেরও শ্রেণীতে উনি পড়েন না।"

"তাহলে উনি আপনার বন্ধু হয়ে উঠলেন কি করে?"

ইয়ে মানে উনি দু একবার আমার হয়ে কিছু কিছু কাজ করে দিয়েছেন।"

"বলে যান'—গম্ভীর ভাবে জানাল পয়রো।

মিঃ হার্ডম্যানকে খুবই বিব্রত দেখাচ্ছিল উনি মোটেই আর কিছু বলতে চাইছিলেন না। কিন্তু পয়রোর অটল গাম্ভীর্যের সামনে ওকে হার মানতেই হল। "বুঝলেন, মিঃ পয়রো—হার্ডম্যান বলে গেলেন—"আমি প্রাচীন রত্নাবলী সংগ্রহ করি। অনেক সময়ই এই সব রত্নের সংগে উত্তরাধিকারের প্রশ্নটিও জড়িয়ে থাকে। এই সব শেষে যার হাতে

রত্নটা আছে, সে কখনোই খোলা বাজারে বা কোন ডিলারের কাছে জিনিসটা বিক্রী করবে না। তবে আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে এরকম জিনিস যদি কেউ বিক্রী করে, তাহলে সেটা হবে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। এই জাতীয় ব্যক্তিগত ও গোপনীয় কিছু কেনাবেচার ব্যাপারগুলোই পার্কার দেখাশোনা করে। পার্কার ক্রেতা ও বিক্রেতা—এই দুই পক্ষের সঙ্গেই যোগাযোগ করে এবং এর ফলে কোনরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারেনা। এই তো, কাউন্টেস রোসাকভ কিছু পারিবারিক রত্ন বিক্রী করবার জন্য এসেছেন পার্কা'ই এই বেচাকেনার সবকিছু বন্দোবস্ত করবেন।

পয়রো বেশ কিছুটা চিন্তান্বিত ভাবে মন্তব্য করল "ঠিক আছে। তা, আপনি পার্কারকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন তো?"

"নিশ্চয়ই করি। অবিশ্বাস করার কোন কারণ তো পাইনি।"

"আচ্ছা, মিঃ হার্ডম্যান. আপনার পরিচিত এই চারজনের মধ্যে কাকে আপনার সব চাইতে বেশী সন্দেহ হয়?"

"ও: মিঃ পয়রো, এরকম প্রশ্নের কি উত্তর দেব বলুন তো? এরা সকলেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু স্থানীয়। এঁদের কাউকেই আমি যে সন্দেহ করি না। কিংবা সবাইকেই সমান সন্দেহ করি—যেভাবে আপনি ব্যাপারটাকে দেখেন।"

আপনার কথা মানতে পারলাম না, মিঃ হার্ডম্যান আপনি এই চারজনের একজনকে আপনি নিশ্চয়ই সন্দেহ করেন। প্রশ্ন হল কে তিনি?—অবশ্যই তিনি কাউন্টেস রোসাকভ নন, মিঃ পার্কার তো ননই। তাহলে কি তিনি লেডি রুণকর্ণ, না মিঃ জনষ্টন?

মিঃ হার্ডম্যান এবার হতাশভাবে বলে উঠলেন—"না, মঁসিয়ে পয়রো, আপনি আমাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছেন। কিন্তু কারো নামে যেন কোন কলঙ্ক না ছড়ায়, সেটাই আমার একমাত্র চিন্তা। লেডি রুণকর্ণ তো ইংলণ্ডের কয়েকটা খানদানী ও পুরোন পরিবারের অন্যতম একটির অংশের সদস্যা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওঁর এক খুড়ি, অর্থাৎ লেডি ক্যারোলিনের এক দুরারোগ্য অসুখ ছিল যখনই উনি কোন দোকানে যেতেন তখনই সেই দোকানের মালিক হুঁশিয়ার হয়ে যেত, কোন্ জিনিষটা আবার সরে যাবে কে জানে? লেডির পরিচারিকা অবশ্য কাঁটাচামচ থেকে শুরু করে সব কিছুই সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিয়ে দিত। তাই বুঝতেই পারছেন আমি কিরকম একটা দোটানার মধ্যে পড়েছি।'

"ও, তাহলে লেডি রুণকর্ণের এক খুড়িমা 'ক্লেপটো-ম্যানিয়াক। মজার ব্যাপার তো! তা, এই সিন্দুকটা একবার খুলতে পারি কি?"

মিঃ হার্ডম্যানের সম্মতি পেয়ে পয়রো সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেললেন। ভেলভেট মোড়া খাল সিন্দুকের ভেতরটা যেন আমাদের হেসে অভ্যর্থনা জানাল।

"এখনও ডালাটা ঠিকমত বন্ধ হচ্ছে না কেন?"— পয়রো মন্তব্য করলেন—"এর কারণটা কি? ও, এই তো। ডালার ফাঁকে একটা দস্তানা আটকে আছে। কোন পুরুষ মানুষের দস্তানা!"—বললে বলতে দস্তানাটা তুলে হার্ডম্যান কে দিল পয়রো।'

মিঃ হার্ডম্যান জানালেন—"এটা আমার দস্তানা নয়।"

"আরে! এটা আবার কি?" বলতে বলতে পয়রো নীচু হয়ে সিন্দুকের খালি মেঝে থেকে একটা চ্যাপ্টা কালো রংয়ের সিগারেট কেস তুলে আনল।

মিঃ হার্ডমান প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন—"আরে, এটাতো আমার সিগারেট কেস!"

"আপনার, না, না, মঁসিয়ে, এটা আপনার নয়। নামের এই আদ্যক্ষরগুলো অন্যলোকের।" বলতে বলতে পয়রো প্ল্যাটিনামে খোদাই করা দুটি অক্ষরের দিকে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

মিঃ হার্ডম্যান কেসটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে মন্তব্য করলেন—"আপনি ঠিকই বলেছেন। আদ্যক্ষরগুলো অন্যলোকেরই। 'বি আর পি'· হায় ভগবান,—এটা তাহলে পার্কারের!"

"তাই তো মনে হচ্ছে"—পয়রো বলে উঠল—"ছোকরাটিকে বেশ অসাবধান স্বভাবের বলেই মনে হচ্ছে বিশেষতঃ এই দস্তানাটাও যদি ওরই হয়ে থাকে। একসঙ্গে একেবারে একজোড়া সমাধান সূত্র, অ্যাঁ?"

মিঃ হার্ডম্যান মৃদুস্বরে মন্তব্য করলেন, "বার্নার্ড পার্কার! ওঃ, বাঁচা গেল যা হোক্। শুনুন, মঁসিয়ে পয়রো এই রত্নগুলো উদ্ধার করার ভার আমি আপনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। যদি দরকার মনে করেন, পুলিশেই খবর দেবেন—মানে যদি পার্কারই সত্যিকারের অপরাধী হয়ে থাকে তবেই।"

মিঃ হার্ডম্যানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরে আসবার সময় পয়রো আমাকে বলল—"দেখলে হে, মজাটা? মিঃ হার্ডম্যানের কাছে অভিজাত খেতাবওয়ালা লোকেদের জন্য একরকমের আর সাধারণ লোকেদের জন্য অন্যরকমের আইন। কিন্তু আমি তো খেতাব পাওয়া কোন লোক নই। তাই আমার সহানুভূতি সাধারণ লোকদের জন্যই থাকবে। এই ছোকরার জন্য আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে, তাই না? মিঃ হ্যার্ডম্যান সন্দেহ করেছিলেন লেডি রুনকনকে, আমার সন্দেহ ছিল কাউন্টেস আর জনষ্টোনের ওপর। আর এদিকে আসল অপরাধী হল গোবেচারা মিঃ পার্কার।"

"তুমি কেন ঐ দুজনকে সন্দেহ করেছিলে?"—প্রশ্ন করি আমি।

"এটাও বুঝলে না! আরে রাশিয়ার শরণার্থী বা দক্ষিণ আফ্রিকার কোটিপতি সাজা তো খুবই সহজ—কে আর দেখতে যাচ্ছে তারা আসল না নকল? যাক্‌গে, আমরা বেরি স্ট্রিটে এসে পড়েছি দেখছি। আমাদের অসাবধানী বন্ধু এখানেই থাকে। চল, লোহা গরম থাকতে থাকতেই তাতে ঘা মারা যাক।"

বার্নার্ড পার্কার বাড়িতেই ছিল,—আমার যখন গেলাম তখন ছোক্‌রা বেগুনি রংয়ের ড্রেসিং গাউন পরে একটা সোফায় হাত পা ছড়িয়ে বসে আমার করছিল। কেন জানিনা, ছোকরার মেয়েলী চেহারা আর আধো আধো কথা শুনে ওকে দেখলেই রাগে আমার গা জ্বলে যেত।

পয়রো কোনরকম ভনিতা না করে ওকে বলল "সুপ্রভাত, মসিঁয়ে। গতকাল মিঃ হার্ডম্যানের বাড়ির পার্টিতে ওঁর সমস্ত রত্ন খোয়া গিয়েছে। আচ্ছা দেখুন তো মসিঁয়ে, এটা কি আপনার দস্তানা?"

পার্কার খানিকক্ষণ হাঁ করে দস্তানাটার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন ওর মাথায় কিছুই ঢুকছে না। শেষ পর্যন্ত ও অবশ্য জিজ্ঞেস করল—"এটা আপনি কোথায় পেলেন?"

"তার আগে বলুন এটা কি আপনারই দস্তানা?"

পার্কার এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে উত্তর দিল—"না, এটা আমার নয়।"

"আর এই সিগারেট কেস? এটা কি আপনার?"

"একদম না আমি রুপোর সিগারেট কেস ব্যবহার করি।"

"ঠিক আছে, মসিঁয়ে। আমি পুলিশকেই বরং সব জানিয়ে দিই।"

"আরে আরে, শুনুন। আমি হলে কিন্তু এরকমটি করতাম না"—পার্কারকে খুব বিচলিত দেখাল। "পুলিশের কোনরকম মায়াদয়া নেই। একটু অপেক্ষা করুন। আমি একবার মিঃ হার্ডম্যানের কাছে যাই, বুঝলেন? একটু দাঁড়ান, প্লিজ।"

পয়রো কিন্তু একদম দাঁড়লনা, সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। রাস্তায় এসে পয়রো মুচকি হেসে আমাকে বলল—"ছোকরা এবার বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করবার খোরাক পেয়েছে। আগামী কাল আমাদের একটা ফয়সালা হয়ে যাবে এই ব্যাপারে।"

আমাদের কিন্তু আর শেষ পর্যন্ত একটা দিনও অপেক্ষা করতে হল না। সেদিনই বিকেল বেলা একেবারে ঘূর্ণীঝড়ের মত আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন স্বয়ং কাউন্টেস রোসাকভ। খুবই বিচলিত দেখাচ্ছিল ওঁকে। ঘরে ঢুকেই উনি যেন ফেটে পড়লেন—"এই যে, আপনিই তো মসিঁয়ে পয়রো? এসব আপনি কি আরম্ভ করেছেন বলুন তো? একটা গোবেচারা ছেলেকে একেবারে চোর বানিয়ে দিয়েছেন? পার্কার একেবারে এক নম্বরের ভীতু, চুরি করবার মত সাহসই ওর নেই। তবে, আমার জন্য ও অনেক কিছু করেছে, প্রাণ দিয়ে খেটেছে। আর আমি কিনা ওকে চোখের সামনে বিনাদোষে জবাই হতে দেখব? না, কিছুতেই তা আমি হতে দেব না।"

ওঁর বাক্যবাণ শেষ হলে পয়রো খুব শান্তভাবে ওঁকে জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, ম্যাডাম এই সিগারেট কেসটা মিঃ পার্কারের?"

কাউন্টেস কয়েক মুহূর্ত ওটা দেখলেন। তারপর বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিলেন—"হ্যাঁ, ওটা ওরই। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? পার্টির দিন আমরা সবাই তো একসঙ্গেই ছিলাম। সেখানেই নিশ্চয় পার্কার ওটা অসাবধানে ফেলে দিয়েছিল। ওঃ আপনারা মানে পুলিশরা রাশিয়ার কুখ্যাত "রেডগার্ড"-দের চাইতেও বেশি ভয়ংকর।"

"আর এটা? এটা কি ওঁর দস্তানা?"—পয়রোর আবার নির্বিকার প্রশ্ন।

"সেটা আমি কি করে জানব? সব দস্তানাই দেখতে একরকম। শুনুন মশাই, এ সব উল্টোপাল্টা কথা বলে আমাকে চুপ করাতে চাইবেন না। ওকে এখুনি ছেড়ে দিতে হবে—

ওর চরিত্রেও কোনরকম কলঙ্কের দাগ লাগানো চলবে না। আপনাকেই এটা করতে হবে। দরকার হলে আমার গয়না বেচে যত টাকা লাগে আপনাকে দেব।"

"এসব কি বলছেন, ম্যাডাম?"

"তাহলে ঐ কথাই রইল, কেমন? না, না, তর্ক করবেন না। পার্কার বেচারি প্রায় কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসেছিল। আমি ওকে আশ্বাস দিয়েছি যে, ওকে আমি বাঁচিয়ে দেবই,—ও যেন আমার হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। যাক, ব্যাপারটা তো চুকে বুকেই গেল, তাই না? আমি এবার চলে যাচ্ছি।"

যেমন দমকা হাওয়ার মত কাউণ্টেস এসে ঘরে ঢুকে ছিলেন, তেমন সজোরেই আবার উনি প্রস্থান করলেন, পেছনে রেখে গেলেন উগ্র উত্তেজক একটা আতরের গন্ধ। ওর এই ঝটিকা আক্রমণের বেগ সামলে উঠে আমি মন্তব্য করলাম "আরে ব্বাস! জবরদস্ত ভদ্রমহিলা বটে!"

"তা যা বলেছ"—পয়রো জবাব দিল। "নাঃ, ভদ্রমহিলা যে খাঁটি রাশিয়ান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে, আমাদের বার্নার্ড সাহেব আর একটুও দেরী না করে কাউণ্টে-সের কাছে দৌড়িছিলেন দেখছি।"

"যাক্ সিগারেট কেসটাতো পার্কারেরই। ঐ দস্তানা ওরই কিনা—?"

আমার কথা শেষ না হওয়ার আগেই পয়রো আর এক পাটি দস্তানা ওর পকেট থেকে বার করে অন্য পাটিটার পাশে রাখল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল দস্তানা জোড়া একই লোকের।

"এই দ্বিতীয় পাটিটা আবার কোথা থেকে এল, পয়রো?"

"বেরি স্ট্রিটে পার্কারের বাড়ির হলঘরের টেবিলের ওপরেই এটা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সত্যি, পার্কার খুবই অসাবধানী ছোকরা। যাকগে, হেস্টিংস সব কিছুর শেষ দেখে নেওয়াই ভাল। চল, পার্ক লেনে একবার মিঃ জনস্টনের বাড়িটা ঘুরে এসে নিঃসন্দেহ হওয়া যাক।"

মিঃ জনস্টনের বাড়ি গিয়ে দেখি, উনি বেরিয়ে গিয়েছেন। ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে অবশ্য অনেক কিছু শোনা গেল। সেক্রেটারি মশাই জানালেন, মিঃ জনস্টন অতি সম্প্রতি এই প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইংলণ্ডে এসেছেন। পয়রো নানা কথার মধ্যে ওঁকে জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, উনি কি দামী রত্নের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন?"

সেক্রেটারিটি হেসে উত্তর দিলেন "আপনার অনুমান কিন্তু ঠিক নয়। বরং বলতে পারেন, সোনার খনি নিয়েই ওঁর যত কাজ কারবার।"

মিঃ জনস্টনের বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পর পয়রোকে বেশ চিন্তিত দেখলাম। সন্ধে বেলায় দেখি ও একটা রাশিয়ান ভাষার ব্যাকরণ বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম—"কি হে পয়রো, তুমি কি কাউন্টেসের সঙ্গে তাঁর মাতৃভাষাতেই কথা বলতে চাইছ নাকি?"

"কি আর করি বল, হেস্টিংস—উনি যে আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথাই বলতে চাইবেন না।"

"তাতে কি হল? জাননা অভিজাত রাশিয়ানরা ফরাসী ভাষাটা খুব ভাল ভাবেই বলতে পারেন?"

"সত্যি, হেস্টিংস তোমার জবাব নেই। কত খবরই না তুমি রাখ। যাক্‌গে এই রইল আমার রাশিয়ান ভাষাচর্চা।"

পয়রো খুব নাটকীয় ভাবে রাশিয়ান ব্যাকরণখানা ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু ওর চোখের চাউনি দেখে আমি বুঝলাম ও কোন ব্যাপারে খুব খুশি হয়ে উঠেছে। ব্যাপারখানা কি, তা জানবার জন্য আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম—'আচ্ছা পয়রো, তোমার বোধহয় সন্দেহ হয়েছে যে কাউণ্টেস সত্যি সত্যি রাশিয়ান নন, তাই না? সেটা যাচাই করে দেখতে চাইছ?"

"আরে না না। উনি সত্যি সত্যিই খাঁটি রাশিয়ান।"

"তাহলে—?"

"হেস্টিংস, তুমি যদি সত্যি সত্যিই এই কেসটার ব্যাপারে কিছু বুঝতে চাও, তাহলে তোমাকে রাশিয়ান ভাষার এই প্রথমে পাঠখানা পড়তেই হবে।"—পয়রো হাসতে হাসতে কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু ওর পেট থেকে আর কোন কথাই বার করা গেল না। আমি বইখানা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলাম বটে, কিন্তু পয়রোর মন্তব্যের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

পরদিন প্রাতঃরাশের পর পয়রো জানাল, সে তখনই একবার হার্ডম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ভদ্রলোককে বাড়িতেই পাওয়া গেল। পয়রো যেতেই উনি ব্যগ্রভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলেন—"তারপর মসিঁয়ে পয়রো, কোন খবর আছে কি?"

পয়রো ওর হাতে একটুক্‌রো কাগজ গুঁজে দিয়ে বলল—"মসিঁয়ে হার্ডম্যান, আপনার রত্নচোরের নাম এতে লেখা আছে। এখন আমি কি করব—পুলিশকে সব কিছু জানাব, না ওসব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে আমিই রত্নগুলো উদ্ধার করে আনব?"

মিঃ হার্ডম্যান অনেকক্ষণ একদৃষ্টে কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি বলে উঠলেন—"কি আশ্চর্য! না, না এ ব্যাপার নিয়ে যেন কোন কেচ্ছাকাহিনী না ছড়ায়! মসিঁয়ে পয়রো এ আপনার ওপরেই সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, যা করবার আপনিই করুন।"

মিঃ হার্ডম্যানের বাড়ি থেকে বেড়িয়েই একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা সোজা চলে এলাম 'কার্লটন' হোটেল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলাম, পয়রো রিসেপশন-এ খোঁজ করে আমাকে নিয়ে সোজা চলে গেল কাউণ্টেস রোসাকভ-এর স্যুইটে। খুব জমকালো, পাতলা একটা পোশাক পরিহিতা কাউণ্টেস দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন—"আসুন, আসুন, মসিঁয়ে পয়রো। তারপর, ঐ বাচ্চা ছেলেটাকে আপনি বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পেরেছেন তো?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম। আপনার বন্ধু পার্কার এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

"সাবাস মসিঁয়ে পয়রো সাবাস। সত্যিই আপনার কোন জবাব নেই। খুব তাড়াতাড়ি তো সব-কাজ সেরে ফেলেছেন।"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম। তবে আমি আবার মসিঁয়ে হার্ডম্যানকে কথা দিয়ে এসেছি যে, ওঁর রত্নগুলো আমি আজকেই ওঁকে ফেরৎ দিয়ে দেব।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। তাই, আপনি যদি দয়া করে এখুনি ওগুলো আমার হাতে দিয়ে দেন, তাহলে খুবই বাধিত হব। এত তাড়াহুড়ো করে আপনাকে বিব্রত করতে আমার খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু কি করি বলুন, ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি যে যদি দরকার হয়, তাহলে এখুনি আমাকে 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে' যেতে হবে কিনা। আমরা মানে বেলজিয়ানরা, খুব হিসেব করে চলি তো—পয়সাকড়ির ব্যাপারে আমরা খুব মিতব্যয়ী।"

কাউণ্টেস ইতিমধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। কয়েক মুহূর্ত উনি একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে থেকে ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে পয়রোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে ওর দেরাজটার কাছে গিয়ে তার ড্রয়ার থেকে একটা কালো সিল্কের থলি বার করে পয়রোর দিকে সেটা বেশ খোসমেজাজে ছুঁড়ে দিলেন। খুব স্বাভাবিক গলায়, একেবারে হাল্কা চালে উনি বলে উঠলেন—"আমরা, রাশিয়ানরা আবার পয়সাকড়ির ব্যাপারে খুবই বেহিসেবি। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় তার জন্য যথেষ্ট রেস্ত থাকা দরকার। থলিটা খুলে দেখার কোন প্রয়োজন নেই, মসিঁয়ে। সব ঠিকঠাক আছে।"

পয়রো এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল "ম্যাডাম আপনার এই তীক্ষ্ন বুদ্ধি আর দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"কি আর করা যাবে বলুন। আপনি আবার ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছেন যে!"

"সত্যি, ম্যাডাম আপনার ব্যবহার অতুলনীয়। তা, লণ্ডনে কি আপনি বেশ কিছুদিন থাকবেন নাকি!"

"তা, আর তো তা সম্ভব হবেনা—আর তারজন্য সবটুকু ধন্যবাদ আপনারই প্রাপ্য।"

"আমি দুঃখিত ম্যাডাম।"

"হয়তো আবার আমাদের অন্য কোথাও দেখা হবে।"

"তাই আশা করছি, ম্যাডাম।"

"কিন্তু আমি সেটা মোটেই চাইছিনা।"—কাউণ্টেস আবার হেসে উঠে মন্তব্য করলেন। "এটা বলে কিন্তু আমি আপনার খুব বেশি প্রশংসাই করছি। আমি ভয় করে চলি এমন মানুষ সারা পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আচ্ছা, মসিঁয়ে পয়রো, বিদায়।"

"বিদায় কাউণ্টেস মহোদয়া—ওঃ হো একেবারে ভুলেই গিয়েছি। এই নিন আপনার সিগারেট কেস।"—বলতে বলতে পয়রো সিন্দুকের ভেতর থেকে পাওয়া সেই কালো সিগারেট-কেসটা কাউণ্টেসের হাতে তুলে দিল। কেসটা ফেরৎ নেওয়ার সময়েও কাউণ্টেসের চোখমুখে কোন ভাবান্তর ঘটল না। উনি খালি ভুরু তুলে অস্ফুট স্বরে একবার বললেন—"আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পয়রো উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠল—"অপূর্ব! চমৎকার! সত্যি ভদ্রমহিলা অসাধারণ! কোনরকম তর্কাতর্কি মিথ্যে ওজর—এসবের মধ্যে তিনি গেলেন না। একবার তাকিয়েই উনি বুঝতে পেরেছিলেন, ব্যাপারটা কোথায় গড়িয়েছে। বুঝলে হেস্টিংস যে ভদ্রমহিলা এরকম হাসতে হাসতে নির্বিকার ভাবে হার মেনে নিতে পারে—সে অনেক কিছুই করে ফেলতে পারে। এ রকম ইস্পাতের মত কঠিন স্নায়ু—।"

আমি এবার পয়রোর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললাম—"ঠিক আছে, সব বুঝতে পেরেছি। এবার বলতো, কাউন্টেসকে তুমি কখন প্রথম সন্দেহ করতে শুরু করলে?"

"বুঝলে পারলে না? ঐ যে দস্তানা এবং সিগারেট কেস—এই জোড়া সূত্রই আমাকে একটু ভাবিয়ে তুলেছিল। বার্নার্ড পার্কারের পক্ষে এর কোন একটা পেছনে ফেলে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু পরপর দুটো জিনিসই ফেলে যাওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল আমার। ঠিক এইভাবেই যদি কেউ পার্কারকে ফাঁসানোর জন্য এ কাজ করে থাকে, তাহলেও হয় সিগারেট কেস নয়তো দস্তানা এর যে কোন একটিই যথেষ্ট ছিল। তাই আমি স্থির সিদ্ধান্তে এলাম যে এই দুটি জিনিসের একটি পার্কারের নয়। প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম, সিগারেট কেসটাই বোধহয় পার্কারের, দস্তানাটা নয়। পরে দেখলাম যে দস্তানাটাই পার্কারের। তাহলে সিগারেট কেসটা কার? লেডি রুণকর্ণের নিশ্চয়ই নয়, কারণ কেসের গায়ের আদ্যাক্ষরগুলো ওঁর নামের সঙ্গে মিলছে না। তাহলে কি মিঃ জনস্টোন? কিন্তু ওঁর সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে বুঝলাম যে মিঃ জনস্টোন পুরোপুরি নির্দোষ। বাকি রইলেন খালি কাউন্টেস। পার্কারের দস্তানা জোড়ার একটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে সেটাকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দেওয়াটা ওঁর পক্ষে খুবই সহজ কাজ। তবে তা করতে গিয়ে যে ওঁর নিজস্ব সিগারেট কেসটা সিন্দুকের মধ্যে পড়ে যাবে এটা অবশ্যই কাউন্টেস চাননি।"

"কিন্তু 'কেস'টা যদি ওঁরই হয়ে থাকে তাহলে ওটার ওপর 'বি পি' খোদাই করা ছিল কেন? কাউন্টেসের নামের আদ্যাক্ষর তো হবে 'ভি আর'।"

পয়রো এবার আমার দিকে ফিরে একগাল হেসে বলল - "ঠিক তাই তো হয়েছে বন্ধু আমার। রাশিয়ান বর্ণমালায় ইংরেজীর 'বি' হচ্ছে 'ভি' এবং 'পি' হচ্ছে আর'।

"তা, সেটা আমি কি করে জানব? আমি কি রাশিয়ান ভাষা জানি নাকি?"

"আমিও জানিনা, হেষ্টিংস। তাই তো আমি রাশিয়ান বর্ণপরিচয় শিখতে এ ব্যাকরণ বইটা কিনেছিলাম, তোমাকেও পড়তে বলেছিলাম।"

পয়রো আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সখেদে বলে উঠল—"না হে, ভদ্রমহিলা সত্যিই অসাধারণ। আমি বেশ বুঝতে পারছি, খুব শিগগীর-ই ওঁর সঙ্গে আমার আবার মোলাকাত হবে। তবে সেটা কবে এবং কোথায় হবে সেটাই ভাবছি।"

ডাবল ক্লু

অনুবাদ :—ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী



স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

আঠারোশো ছিয়াশির দশই নভেম্বর। আমার পুরনো নোট বই-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সেদিনের কথা দেখতে পেলাম। উঃ। কি দুর্যোগ ছিল সেদিন! সময়টা ঠিক বিকেলের শেষ আর সন্ধের শুরু। কিন্তু বাইরের অবস্থাটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন অনেক রাত হয়ে এসেছে। আমাদের বেকার স্ট্রিটের রাস্তার ল্যাম্পগুলো বরফের ঝাপ-টাতে প্রায় বুজে গিয়েছিলো। ফাঁকা জায়গাগুলো দিয়ে ক্ষীণ আলো জনশূন্য ফুটপাতের উপর পড়ে রাস্তাঘাটকে একটা ভূতুড়ে পরিবেশের মত করে তুলেছিল।

আমি আর হোম্‌স এই দুর্যোগের রাতে গৃহবন্দী। ঘরের উপরের টালিতে সমানে খটাখট্ শব্দে বরফ পড়ে চলেছে। জল আর বরফের ঝাপটাতে আমাদের কাঁচের জানলা-

গুলোর অবস্থা প্রায় কাহিল। ফায়ার-প্লেসের বাঁদিকে চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছি। ওপাশে হোমস্‌ও আরামকেদারায় বসে সামনের দিকে ঝুকে অলস-ভঙ্গিতে একটা বই-এর পাতা সমানে উল্টে চলেছে। 'বাসকারভিলের হাউন্ড'-এর সম্বন্ধে ওতে লেখা আছে জানি। হয়ত হোমস্‌ তাই কিছু দেখছে। আমি হোমসের দিকে তাকাতে তাকাতে কখন যেন চোখ বুজে ফেলেছি, বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ কানে আসছে। খুব মনসংযোগে শুনলে মনে হবে বুঝি বাইরে কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, এ সময় হঠাৎ মনে হলো বাইরের দরজাতে কেউ যেন বেল বাজালো। একমুহূর্ত হোমসের সঙ্গে চোখাচোখি হল আমার।

'দেখত ওয়াটসন, সম্ভবত কোন ভিজিটর,' হোমস্‌ আমাকে বলল।

আমি উঠে নীচে একতলায় যাবার আগেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আমার কানে এল। সম্ভবত কোন কারণে আমাদের দরজাটা খোলাই ছিল, সেটা দেখে ভিজিটর বেল বাজিয়েই উপরে উঠে আসছে। বুঝলাম ও পক্ষের কাজের গুরুত্বটা খুব বেশি।

এক ভদ্রলোক হুড়মুড়িয়ে ঢুকে গেলেন ঘরে। দৈহিক উচ্চতা খুব বেশি নয় ভদ্রলোকের। এদেশে একেতো অল্পবয়সীরা বেঁটে বলেই খেঁপাবে, চোখদুটো বাদামী, মাথায় লম্বা টুপি, গায়ে লম্বা ওভার কোট। সেটা থেকে ফোটা ফোঁটা বাইরের বৃষ্টির জল মেঝের কার্পেটের উপর পড়ছে। গলায় জড়ানো রয়েছে দামী কম্ফোর্টার। হোমস্‌ আর আমার সঙ্গে কর-মর্দন করার সময় উনি নিচু হতেই লক্ষ্য করলাম কম্ফোর্টার আর ওভারকোটের নীচে জামার কলারের উপর সুন্দর একটা 'বো' আটকান রয়েছে। এটা খানসামারা ব্যবহার করে। অন্ততঃ যতদূর আমার জানা আছে।

"আপনি এই ঠাণ্ডায় একদম ভিজে গেছেন, আগে কোটটা খুলে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে একটু গরম হয়ে নিন।" হোমস্‌ দেখলাম বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল।

অতিথিকে বেশ উদ্‌ভ্রান্ত মনে হলো আমার। প্রথমেই উনি বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়বার জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং বলতে লাগলেন, "আমি খুব ভয় পেয়েছি....ভয় পেয়েছি ঐ পরিস্থিতির জন্য, আমাকে শাঁসানো হয়েছে ·· শাঁসানো··· ।"

"ওয়াটসন্‌ ধরো ধরো" হোমস্‌-এর আচমকা চিৎকারে অতিথিকে ধরবার আগেই দেখলাম উনি অজ্ঞান হয়ে ধপ্‌ করে মেঝের কার্পেটের উপর পড়ে গেলেন। শুশ্রূষা করার সময় দেখলাম দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, ফলে ওর মুখের মধ্যে ব্রাণ্ডি ঢোকাতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল।"

হোমস্‌ জিজ্ঞাসা করল, "কি মনে হচ্ছে ওয়াটসন ?" উত্তর দিলাম, ' কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না। অ্যাপিয়ারেন্স দেখেও মনে হচ্ছে উঁচু সমাজের কোনো সম্মানীয় ব্যক্তির খানসামা, ওর সম্বন্ধে আরও জানতে গেলে জেগে ওঠা অবধি অপেক্ষা করতেই হবে।"

কিন্তু হোমসের মন ওর অজ্ঞান অবস্থাতেই কাজ চালাতে চাইল এটা বুঝলাম। হোমস্‌

অতিথির নরম থলথলে বুড়ো আঙুল তুলে আমাকে দেখাল এবং অপর হাতে ওর গলার কম্ফোর্টারটায় একটু সরিয়ে দিলো। ভিতরের খানসামার মত 'বো' টা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এর মধ্যেই ভদ্রলোক চোখ খুললেন।

হোমস্ তাঁকে বললেন, "ওঠবার চেষ্টা করুন আমি আর ওয়াটসন আমাকে সাহায্য করছি।"

ভদ্রলোককে কোনরকমে ওঠতেই হোমস্ আবার বললেন, "একটু বিশ্রাম নিয়ে আমাদের সব খুলে বলুন।" হঠাৎ দেখলাম বিশ্রাম নেবার কথাতেই তার ভেতরটা চমকে উঠল। প্রায় তীক্ষ্ম চিৎকারে উনি বলে উঠলেন, "বিশ্রাম! অত সময় নেই ওরা আমার পিছন পিছন এসে পড়ল বলে।"

"কারা আসবে?" হোমসের প্রশ্ন।

"স্যার জন, পুলিশ সমেত আসবেন। অ্যাবাস রুবী চুরী হয়ে গেছে।"

হোমস্‌কে দেখলাম ওর লম্বা ঘাড় ঝুঁকিয়ে দিয়ে ওর হাতের লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে হাতের কব্জি চেপে ধরে অতিথির কথা শুনছে।

"আমার নাম এনড্রু ক্রোলিফ। গত দু বছর ধরে আমি স্যার জন এবং লেডী ডোভারটন-এর কাছে খানসামার চাকরি করি। উনারা ম্যানচেস্টার স্কোয়ারে থাকেন।"

হোমস্ বললেন, 'উনাদের আমি চিনি। স্যার জন বিখ্যাত হর্টিকালচারিস্ট। উনি উনার রেড ক্যামেলিয়া ফুলের জন্য বিখ্যাত।"

মি এনড্রু মাথাটাকে বিরাট ভাবে ঝাঁকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ স্যার, আর একথাও বলতে চাই যে ওদের একটা বহু মূল্যবান অ্যাবাস রুবী আছে। এটা দেখতে অনেকটা বড় এক ফোঁটা রক্তের মতো। ওটার দিকে তাকলে কেমন ভয় ভয় করে। মনে হয় ওটার ভেতর শয়তানের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। গত দু বছরের মধ্যে আমি এটাকে মাত্র একবারই দেখেছি। আজ রাতে স্যার জনের বাড়িতে এক ঘরোয়া পার্টিতে আমি এটাকে দ্বিতীয় বার দেখলাম।"

হোমস্ জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন বার করা হয়েছিল এটা, পার্টিতে কেউ দেখতে চেয়েছিলো?"

মিঃ এনড্রু বললেন, "হ্যাঁ, পার্টিতে ক্যাপটেন মাস্টারম্যান স্যার জনকে বললেন সে তার হেপাজতে যে রুবীটা আছে সেটা আমন্ত্রিত অতিথিদের দেখান উচিত।"

"কিন্তু তবুও স্যার জনের ইচ্ছা ছিলনা ওটা দেখবার, সেটা আমি ওনার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, এবং মাস্টারম্যানও সেটা বুঝতে পেরে অন্যান্য অতিথিদের বেশ উদগ্রীব হয়ে অনুরোধ করছিলেন যাতে তারাও আব্যাস রুবী দেখবার জন্য স্যার জনকে চাপ দেয়, মাস্টারম্যানের কথায় দেখলাম অন্যান্য অতিথিদের সাথে মিসেস ডোভারটনও স্যার জনকে চাপ দিলেন রুবীটা আনবার জন্যে।"

"মাস্টারম্যান ছাড়া পার্টিতে আর কে কে ছিলেন?"

হোমস্ জিজ্ঞাসা করল। মিঃ এনড্রু বলল, "মাস্টারম্যান স্যার জনের শ্যালক, এছাড়া ছিলেন লর্ড ও লেডী ব্রেকমিন স্টার, মিসেস ডানবার, উইলিয়াম রেড ফোর্ড, (পার্লামেন্ট মেম্বার), এবং মিসেস ফিটজমিনস্ লেমিং।"

"বলে যান," হোমস্‌কে গম্ভীর ভাবে বলতে শুনলাম।

"—আমি লাইব্রেরিতে সবাইকে কফি পরিবেশন করবার জন্য তখন সেখানে। পুনরায় রুবী পাথর দেখবার জন্য অতিথিদের মধ্যে থেকে অনুরোধ উঠলো। তখন স্যার জন কনজারভেটরিতে (যে কক্ষে কোমল গাছ ফুল সমেত রক্ষা করা হয়) গিয়ে তার গর্বের রেড ক্যামেলিয়া দেখবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করলেন। একটা রেড ক্যামেলিয়া তখন স্যার জনের স্ত্রীর গাউনে শোভা পাচ্ছিল কিন্তু শেষে মিসেস ডোভারটন-এর মিষ্টি হাসির অনুরোধে স্যার জন উপরে যান এবং জুয়েলারীর বাক্স নিচে নিয়ে এসে সেটা একটা টেবিলের উপর খুলে রুবীটা সবাইকে দেখান। অতিথিরা চারদিকে গোল করে ঘিরে রুবীটা দেখতে লাগলেন। তখন ম্যাডাম (স্যার জনের স্ত্রী) আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন কনজারভেটরীর ভেতর যেন আমি একটা আলো রেখে আসি। যাতে অতিথিরা ওর ভেতরে ক্ষণিকের জন্য গিয়ে রেড ক্যামেলিয়াগুলো দেখে আসতে পারেন। আমি আলো নিয়ে কনজারভেটরিতে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। ঘরময় সেই বিখ্যাত গুল্ম ছিল তার একটাও নেই, শুধু তাই নয় ষৎ সামান্য পাপড়িও নজরে পড়লো না।

"আমি ছুটে বেরিয়ে এসে সব জানালাম। 'অসম্ভব বলে ম্যাডাম লেডী ডোভারটন ছুটে এলেন, ডিনারের একটু আগেই তিনি ওখান থেকে একটা ক্যামেলিযা তুলে তার গাউনে লাগিয়েছিলেন বললেন। স্যার জন ধপাস করে জুয়েলারীর বাক্সটা বন্ধ করলেন এবং সেটা টেবিলের ড্রয়ারে রেখেই কনজারভেটরিতে পাগলের মতো ছুটে এলেন। দেখলেন না একবারও যে মূল্যবান ঐ রত্ন তিনি কোথায় রেখে গেলেন। তার পিছন পিছন সবাই এলেন সেখানে, কিন্তু মিঃ হোমস্ ক্যামেলিয়াগুলো একেবারে উধাও।"

"আচ্ছা ওগুলো শেষ কখন দেখা গিয়েছিলো?" হোমস্ গম্ভীরভাবে পাইপে অগ্নি-সংযোগ করতে করতে প্রশ্ন রাখল। "দুপুর দুটোর সময় আমি দেখছি, কিন্তু ম্যাডাম বললেন আটটার সময় পার্টি শুরু হবার আগে একটা ক্যামেলিয়া তুলে নিজের গ্রাউনে রেখেছেন, ডিনারের সময় নিজেকে আকর্ষণীয় করবার জন্য। কিন্তু ঐ ফুলগুলো আসল ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার অ্যাবাস রুবী।"

"ও হো।"

"তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য লাইব্রেরি ঘরটা একদম ফাঁকা হয়ে গিয়েছিলো। ওদিকে স্যার জন ফুলের শোকে কনজারভেটরি থেকে প্রায় পাগলের মত টেবিলের কাছে ফিরে এলেন এবং ড্রয়ার খুললেন। দেখা গেল ক্যামেলিয়া ফুলের মত জুয়েলারী বাক্স সমেত রুবীটাও নেই।"

এর পরই কয়েক মুহূর্ত মিঃ এনড্রু একদম চুপ হয়ে গেলেন। আমাদের ঘরে কোথাও

কোন শব্দ নেই। বহুক্ষণ পর আবার বাইরের প্রাকৃতিক তান্ডবের শব্দ কানে এল। ছাদের টালির উপর বরফপড়ার শব্দ। বাইরের ঠান্ডা বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ ইত্যাদি ইত্যাদি। হোমস্‌কে দেখলাম সে খুব গম্ভীর। মি: এনড্রুকে বলল, "তারপর।" এবং ক্যাপটেন মাস্টারম্যানই আমাকে স্যার জনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মাস্টারম্যানকে তারপর আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। কারণ ওখানে চাকরি তার জন্যই হয়েছিল। শুধু তাই নয় ওখানকার পারিশ্রমিকে আমি এত বেশি সন্তুষ্ট ছিলাম যে আমার ঠিক করা ছিল যতদিন না একটা সিগার শপের মালিক হচ্ছি ততদিন ওখানেই থাকব।"

"আজ তারপর আমাকে হলঘরের মাঝে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল এবং সবাই পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ ভিতরের দরজার ফাঁক দিয়ে মাস্টারম্যানের গলা পেলাম, সত্যই খুব লজ্জার ব্যাপার হল জন। শিক্ষা হল আমার যে কয়লাকে কখনও সাদা করা যায় না। নিজেকেই দোষী মনে হচ্ছে জন, কারণ আমি ওকে তোমার কাছে খানসামার জন্য চাকুরি দিয়েছিলাম. লোকটার অতীত ইতিহাস খারাপ। আমি নিশ্চিত সবাই যখন কনজার-ভেটরিতে গিয়েছিল তখনই ও রুবীটা সরিয়েছে।"

হঠাৎ দেখলাম হোমস্‌ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এনড্রু ··জোলিফ, সেই তিন বছর আগের কার্টুন ডায়মন্ড ডাকাতির সঙ্গে জড়িত নাম, তাই না?"

মিঃ এনড্রু অল্পবয়সীদের মত দোষ স্বীকার করে বলে উঠলেন, "স্যার আপনি তো সবই জানেন, এবং এটাও বুঝতে পারছেন ছাড়া পেযে স্যার জনের বাড়িতে কাজ পেয়ে আমি ভাল হবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এ চাকরিটা আমার অতীত জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিয়ে ছিলাম। কিন্তু আজকের ঘটনা আমার অতীত ইতিহাস কলঙ্কিত বলে ঐ মাস্টারম্যানই আমাকে জড়াতে চাইছেন। জানিনা কেন।

"তাই মাস্টারম্যানের ও কথা শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম আপনার কাছে আসার। কারণ আপনার নাম আগে অনেক শুনেছি। এক ছুটে বেরিয়ে এলাম স্যার জনের বাড়ি থেকে। ছুটতে ছুটতে ফুটম্যান রোজারকে বললাম, যেই খুঁজুক আমাকে শার্লক হোমসের বাড়িতে পাবে। বলেই এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ছুটে এলাম এই বেকার স্ট্রিটে। এখন সঠিক বিচার সবটাই আপনার হাতে। আপনিই এখন আমার একমাত্র আশা মিঃ হোমস্‌।"

এনড্রুর কথা শেষ হতেই সিঁড়িতে পদশব্দ পেলাম। কান অবধি ঢাকা লম্বা চুলের এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে। তার টুপি থেকে বরফগুলো জল হয়ে আমাদের কার্পেটে পড়ছে। ভদ্রলোককে দেখেই হোমস্‌ বললেন, "আসুন, আসুন মিঃ গ্রেগসন। আমি জানতাম আপনি আসবেন।"

উনাকে আমিও চিনি। লোকাল এরিয়ার পুলিশ ইনস্‌পেকটার মিঃ গ্রেগসন। গ্রেগসন বললেন, "নিঃসন্দেহে হোমস্‌, কারণ ঐ ভদ্রলোককে (মিঃ এনড্রু) আমি নিয়ে যেতে এসেছি। ইনি স্যার জনের মূল্যবান রুবী চুরী করেছেন।"

আমাদের ভিজিটর ওকথা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন, "না না আমি নির্দোষ, আমি ওটা

ছুঁইনি," গ্রেগসন কোন কথা না বলে একটা নিশ্চিন্ততার হাসি হেসে পকেট থেকে একটা বাক্স বের করে মিঃ এনড্রুর চোখের নীচে ধরে বললেন, "এটাকে চিনতে পারছেন মিষ্টার?"

"আরে এটা তো সেই অ্যাবাস রুবীর বাক্স।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ এবং এটা পাওয়া গেছে আপনার ম্যাট্রেসের নীচে থেকে।"

আমার নজর এড়াল না একথা শুনেই আমাদের ভিজিটার-এর মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন।

"ওটা আমি ছুঁইনি, ওটা আমি দেখিনি মিঃ হোমস্ আপনি কিছু বলুন।"

"এক মিনিট মিঃ গ্রেগসন" হোমস্ বললো, "আমি একবার বাক্সটা দেখতে চাই।" বলে বাক্সটা নিতেই গ্রেগসন বললেন, "মিঃ হোমস্ রুবীটা কিন্তু পাওয়া যায়নি।" হোমস্ দেখলাম কোন কথা না বলে বাক্সটা তার টেবিল ল্যাম্পের আলোর তলায় নিয়ে গিয়ে খুললেন এবং বললো, "লক্ ঠিক আছে, কবজাটা একেবারে গেছে।" হোমস্ টেবিল ল্যাম্পের তলার বাক্সটাকে এবং তার ভিতরের ভেলভেট খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। অন্তত মিনিট দশেক তিনি বাক্সটাকে ন না ভাবে দেখলেন। তারপর একটা "হুমঃ" শব্দ করে বললেন, "আচ্ছা মিঃ এনড্রু রুবীটা কি কোন কিছুতে বাঁধানো অবস্থায় ছিলো।"

"হ্যাঁ, মিঃ হোমস্ ওটা সোনার লকেট সমেত চেন এর মধ্যে আটকান থাকত, কিন্তু কেন?"

"ঠিক আছে. ঠিক আছে মিঃ এনড্রু আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে সাহায্য করব, এই ভদ্রলোক আপনাকে নিতে এসেছেন। আপনি দয়া করে উনাকে সহযোগিতা করুন। কোনো ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাকুন আমি আছি।"

তবুও আমাদের ভিজিটরের চোখমুখ খুব অতৃপ্ত দেখলাম। বারবার করুণ চোখে তিনি আমার আর হোমসের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। মিঃ গ্রেগসন একটা হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দিলেন মিঃ এনড্রুর হাতে; এবং বললেন, "তাহলে আসি মিঃ হোমস্, মিঃ ওয়াটসন।" এক সাথেই মাথা নেড়ে আমরা দুজন সম্মতি জানালাম। তারপর দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। নীচে দরজাটা বন্ধ হবার আওয়াজ পেলাম।

এরপর বেশ খানিকটা চুপচাপ হয়ে গেলাম আমরা। খানিক পরে হোমস্ আচমকা আমাকে বলল, "ননপার্লিয়া ক্লাবের নাম শুনেছ ওয়াটসন?"

আমিও অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম কিন্তু না, ওনামের কোন ক্লাবের নাম মনে পড়ল না। পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম, "ও ক্লাব কি আমাদের লণ্ডনেই আছে হোমস্?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"তাহলে চিনি না হোমস্, এমন কি নামটাও আমার কাছে নতুন।"

ভেবেছিলাম হয়ত এই অজ্ঞতার জন্য হোমস্ মৃদু ধমকানি দেবে। কিন্তু তার বদলে বললো. "লণ্ডনে যতগুলো ভদ্রবেশী অখ্যাত ক্লাব আছে ওয়াটসন, ননপার্লিয়া তার মধ্যে একটা। আমারও জানা থাকত না ক্লাবটার নাম কিন্তু কয়েকবছর আগে ঐ ক্লাবটার সাথে পরিচয় হয় একটা মর্ডারের কেসের জন্য, মনে আছে তখন ওখানকার সান্ধ্যকালীন কুখ্যাত পরিবেশে কাটিয়েও এসেছি কয়েক ঘণ্টা।"

আমি বললাম, "সব তো বুঝলাম কিন্তু ওসব ক্লাবের কথা ছেড়ে আমাদের কি স্যার জনের অ্যাবাস রুবীর কথাই ভাবা উচিত নয়।"

আমাকে চমকে দিয়ে হোমস্ বলল, "তাইতো ননপার্লিয়া ক্লাবের কথা ভাবছি।"

আমি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ননপার্লিয়া ক্লাবের সাথে ঐ রুবী চুরির কি সম্পর্ক আছে ?"

হোমস্ বলল, "কি জানি হয়ত কোন সম্পর্কও নেই আবার হয়ত আছে। ওয়াটসন, ক্যাপটেন মাস্টারম্যান আর ননপার্লিয়া ক্লাবের সম্বন্ধে কয়েক বছর আগের ঐ কেস নিয়ে চোখ বুলিয়ে ছিলাম বললাম না।

"ননপার্লিয়া লণ্ডনের সবচেয়ে বড় জুয়ার ক্লাব। শুনলে অবাক হবে সমাজের কেউকেটারা ওখানে আসে। ওখানে অপরাধের প্রবণতা আর অর্থ, সম্পত্তি পরস্পরকে তাড়া করে।

"আমি তখনই শুনেছিলাম ক্যাপটেন ম্যাস্টারম্যান ঐ ক্লাবের সেক্রেটারী। হিলারী ডিয়ারবর্ণ-এর পৈতৃক সম্পত্তির দলিল জালের ব্যাপারেও ওই ম্যাস্টারম্যান নামটা জড়িত। আচ্ছা ওয়াটসন, রাত্রিকালীন এক্সকারশানে তোমার আপত্তি নেই তো, তাহলে বন্ধু রেডী হয়ে নাও।"

বাইরে তখন বরফ পড়া প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল কিন্তু ঠাণ্ডায় কমতি ছিল না হোমস্ স্বাভাবিক থাকলেও আমার অবস্থা প্রায় জমে যাবার মত হয়েছিলো। ম্যানচেস্টার স্কোয়ারে স্যার জনের বাড়ির সামনে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগল না আমাদের। ও বাড়ির ফুটম্যান রোজার হোমসের পরিচয় পত্র দেখে সম্মানের সঙ্গে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। লাইব্রেরীতে স্যার জন এবং লেডী ডোভারটন ছাড়া বিশেষ কাউকে পেলাম না ; বুঝলাম অতিথিরা চলে গেছেন।

সামান্য সৌজন্য বিনিময়ের এবং আমাদের আসার কারণ বলার পর হোমস্ ইচ্ছা প্রকাশ করল ওঁদের কনজারভেটরী দেখবার। তখন মুখ দেখে বুঝলাম লেডী ডোভারটন-এর ঠিক মনঃপুত হয়নি হোমসের প্রস্তাব। স্যার জনকে স্বাভাবিক লাগল না, বুঝলাম ঐ অ্যাবাস রুবী হারিয়ে উনি খুব মানসিক বিপর্যস্ত। কিন্তু আশ্চর্য লাগল লেডী ডোভারটনের স্বাভাবিকতা দেখে। আমাদের প্রস্তাব শুনে তিনি ঠাট্টা করে বললেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা মিঃ হোমস্ কনজারভেটরীর ক্যামেলিয়ার সঙ্গে অ্যাবাস রুবী হারাবার সম্পর্ক কোথায় ?"

"তবু একবার দেখতে চাই," হোমস্ বলল এবং হোমসের সিদ্ধান্তের নড়চড় হচ্ছে না দেখে উনি বললেন, "কেসটা পুলিশকে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, সম্ভবত চোরও এতক্ষণে ওদের হেপাজতে জেরার মুখে পড়েছে। এটা আপনার মনে রাখা উচিত।"

এরপর হঠাৎ ওর স্বভাব বিরুদ্ধ কাউন্টার আক্রমণের ভঙ্গিতে হোমস্ বলল, "ওফ! আপনার মত বুদ্ধিমতী মহিলার মাথায় কি এটা এলনা যে অতীতের রত্ন চোরের কলঙ্ক নিয়ে সে আবার তার নিয়োগকর্তার মূল্যবান রত্ন চুরি করতে পারে না। বা নিলেও বোকার মত ম্যাট্রেসের তলায় তার বাক্স রেখে যাবে না। আপনারা যাকে সন্দেহ করছেন হয়ত সে নাও হতে পারে।

"বা এমনও হতে পারে কেউ নিজের দোষ ঢাকবার জন্য তড়িঘড়ি করে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে, যেহেতু সে পেশায় খানসামা তাই তাকে দোষ দেওয়া খুব সহজ।"

মুখ দেখে বুঝলাম লেডী ডোভারটন মুখে কিছু না বললেও ভেতরে ভিতরে প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হলেন।

ওখানে আর সময় নষ্ট না করে হোমস্ আর স্যার জনের পিছন পিছন আমি কনজারভেটরীতে ঢুকলাম। ছিলাম ওখানে মিনিট বিশেক। এর মধ্যে দুটো জিনিসের উপর আলোকপাত করল হোমস্। প্রথমতঃ স্যার জনের ধারণা ছিল ক্যামেলিয়াগুলো নিয়ে যাবার সময় ধারাল ছুরি দিয়ে ওগুলোকে বলি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাটার পর গাছগুলো এবং ছেঁড়া ফুলের পাপড়ি দেখিয়ে হোমস্ স্যার জনকে বুঝিয়ে দিলেন ওগুলো ছুরি নয় নেলসিজার দিয়ে কাটা হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ আমরা খুঁজে পেলাম অন্যদিক থেকে কনজারভেটরীতে ঢোকার একটা পথ। স্যার জন বোঝালেন ওটা ট্রেডার্সদের আসার জন্য। কিন্তু হোমসের মুখ দেখে বুঝলাম এটাতে সে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়নি।

বেরিয়ে আসার মুখেও লেডী ডোভারটনের ব্যাঙ্গোক্তির মুখে পড়লাম আমরা।

'কি মিঃ হোমস্ কিছু পেলেন?"

হোমস্ জানালেন, "না ম্যাডাম আপাততঃ কিছু পাইনি। তবে পাব বলে আশা করি এবং সেটা খুব শিগগীর।"

"ফুঃ! মি হোমস্, অহংকারের স্তূপের উপর বিরাজ করছেন আপনি।"

"ম্যাডাম যারা এ শর্মা অর্থাৎ শার্লক হোমস্‌কে বহু দিন ধরে চেনে তারা সবাই একটা কথা খুব ভাল ভাবেই জানে যে আমার আর যাই থাক অন্ততঃ অহংকার বস্তুটা নেই, আশা রাখি এবার থেকে আপাততঃ কথাটা মনে রাখবেন।"

হাতের নখ দাঁতে ঘষতে ঘষতে লেডী ডোভারটন বললেন, "দেখা যাক, আপনার মত অতিবিখ্যাত রহস্য অনুসন্ধানী অন্ততঃ এ কেসে কতটা সফল হন।"

"হ্যাঁ ম্যাডাম সবটাই আপনাদের শুভেচ্ছায় ফলপ্রসূ হবে, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব লেডী ডোভারটন?"

"করুন।"

"ম্যাডাম আপনি আপনার হাতের নখ ম্যানিকিওর করেন বাইরে মানে বিউটি পারলারে না বাড়িতে?"

'বাড়িতে! কেন?"

"না ঠিক আছে ধন্যবাদ, আচ্ছা স্যার জন আসি তাহলে। শুভরাত্রি।"

"শুভরাত্রি।"

ফেরার পথে বেশিদূর যেতে হলনা আমাদের। হোমসের ইচ্ছানুসারে আমরা আবার ফিরে গেলাম ম্যানচেষ্টার স্কোয়ারে। গোটা বাড়ি তৎক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। বুঝলাম স্যার জন এবং লেডী ডেভারটন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

নিঃশব্দে হোমসের পিছনে যেতে যেতে আমরা বাড়ির পিছনটার এমন জায়গায় পৌঁছলাম সেখান থেকে কনজারভেটরীতে যাবার ট্রেডার্স পথ শুরু হয়েছে। হোমস্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চারিদিকে টর্চের আলো ফেলে তন্ন তন্ন করে কিছু খুঁজতে লাগল। খানিক পরে আচমকা ট্রেডার্স পথের ঠিক পাশে তাপ্পিমারা একটা হোল খুঁজে পেলাম আমরা। তাপ্পি সরিয়ে দেখা গেল গর্তটার মধ্যে চারিদিকে নরম পেঁজা তুলোর মধ্যে স্তূপীকৃত কিছু ফলের সন্ধান পেলাম। ওগুলোকে হাতের তেলোতে এনে আলো ফেলতেই হোমস আর আমার কণ্ঠস্বর একসঙ্গে বলে উঠল "আরে ঐ তক্যামেলিয়া গুচ্ছ!"

"তাহলে এবার স্যার জনকে ডাকব হোমস্?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'না ওয়াটসন' বাধা দিল হোমস্, এক ধরনের লাম্পট্য এটা, অন্ততঃ আমি তাই মনে করি, স্যার জনের মনের অবস্থা ভাল নয়, ওকে বিশ্রাম নিতে দাও। বরং ভবিষ্যতের জন্যে এটা রাখ, লাম্পট্যকারীকে আমরা সরাসরি বলব বরং চল ননপালির্য়া ক্লাবে যাই, এখানে আর কিছু দরকার নেই।"

এরপর আর আমরা ওখানে সময় নষ্ট করিনি। গাড়ি নিয়ে সোজা রওনা দিয়েছি ননপালির্য়া ক্লাবে। তখন মধ্যরাত্রি হতে কয়েক মিনিট বাকি।

সৌভাগ্যবশতঃ ক্যাপটেন মাস্টারম্যানকে ওখানেই পেয়ে গেলাম। "কি চাই?" তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন। হোমস্ খুব শান্তভাবে সরাসরি বলল, "অ্যাবাস রুবীটা"।

মাস্টারম্যান আশা করেননি কেউ তাঁকে এভাবে সরাসরি আক্রমণ করতে পারেন।

"দেখুন এ ব্যাপারে এই মাঝরাতে ক্লাবে এসে বিরক্ত করবেন না, আপনি এনড্রু জোলিফকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন।"

"তারসাথে কথা সবার আগেই হয়েছে," হোমস্ বলল।

"ও, তাহলে আপনি খানসামার প্রতিনিধি?"

"আমি সঠিক বিচারের প্রতিনিধি।"

মাস্টারম্যানের মুখটা দেখলাম হঠাৎ গম্ভীর হলো, তিনি বললেন "আমার স্বপক্ষে

প্রমাণ আছে ? যদি না হয় মনে হয় মনে রাখবেন এই প্রতারণার জন্য পাঁচ হাজার গিনি (ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা) দাবি করব। বেরিয়ে যান · বেরিয়ে যান ক্লাব থেকে।"

হোমস্ কোন উত্তেজনা না দেখিয়ে নিজের ঘড়ির সাথে ক্লাবের ঘড়ির সময় মিলিয়ে বললেন, "কাল সকাল নটার মধ্যে আমার বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে যেন অ্যাবাস রুবী পেঁছে যায়।"

বেরিয়ে আসার মুখে পিছনে চিৎকার শুনলাম, "কোন প্রমাণ নেই আমি দোষী।"

হোমস্ সামান্য একটা শুকনো হাসি ছড়ালো, তারপর বলতে শুরু করল, "মিঃ মাস্টারম্যান আপনি পেশাদার কনভিক্ট নন। জুয়ার জন্য আপনার মাঝে মাঝে প্রচুর অর্থের দরকার হয়। তাই নিজের বোনের সাথে যোগসাজস করে ঐ অ্যাবাসী রুবী আপনি নিয়েছেন।"

সন্ধের ডিনার পার্টিতে তাই আপনিই প্রথম স্যার জনকে অনুরোধ করে রুবীটা সবার সামনে আসেন। স্যার জন তাতে রাজী না হওয়ায় অন্যান্য অতিথিদের চাপ দিয়ে অনুরোধ করিয়ে আপনি ওটা আনান। তারপর আপনার বোনের মাধ্যমে কনজারভেটরীর মধ্যে এনড্রু জোলিফকে পাঠিয়ে ক্যামেলিয়া উধাও-এর ঘটনাটা সর্বসমক্ষে বলানোটাও ছিল আপনার এবং আপনার বোনের পূর্বপরিকল্পিত। যাতে লাইব্রেরি হলটা তড়িঘড়ি করে কয়েক মুহূর্তের জন্য ফাঁকা হয়।

"কিন্তু আপনি এবং আপনার বোন দুজনেই দুটো ভুল করেছেন। আপনি ঐ রুবীর বাক্সের মত নকল একটা বাক্স তৈরী করে সেটা এনড্রু জোলিফের ম্যাট্রেসের তলায় রেখেছিলেন। কিন্তু একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছিল। আপনার নকল বাক্সটার ভেতরের ভেলভেট এমন সিস্টেমে ছিল যে ঐ সিস্টিমে চেনে ঝোলানো কোন পাথর রাখা যায়না, আর অ্যাবাস রুবীটা ছিল চেনে ঝোলানো।

"দ্বিতীয়ত আপনার বোন বলেছেন যে ডিনার-এর একটু আগেই তিনি একটা ক্যামেলিয়া তুলে গাউনে লাগিয়েছেন। তাহলে আটটা অবধি ক্যামেলিয়াগুলো থাকার কথা। আর ঐ ক্যামেলিয়াগুলো আমরা পেয়েছি। আপনার বোন ওগুলোকে নেল সীজার দিয়ে উপরে পাশেই জানলার নীচে পেঁজা বরফের তলায় গুঁজেছেন, আমি নিশ্চিন্ত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করলে প্রমাণ হবে ওগুলো আটটার অনেক আগেই উপড়ানো হয়েছে। আপনি আর কি শুনতে চান মিঃ মাস্টারম্যান ?"

ক্যাপটেন মাস্টারম্যানকে দেখলাম প্রচণ্ড রাগত মুখে লাফিয়ে উঠে ঘরের কোণে একটা ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়ালেন !

হোমস্ শান্তভাবে বলল, "ওসবের দরকার নেই. আমি নিজেও চাই না এ কেসের খবর জনসমক্ষে ছড়িয়ে পড়ুক। কারণ এতে আপনার সম্মানীয়া বোনের সম্মানও জড়িত। আপনি কাল সকাল নটার মধ্যে আবাস রুবী আমার বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে পেঁছে-

দেবেন। আপনারা দুজনেই অপেশাদার অপরাধী। আর আপনাদের জন্য স্যার জনের মত নিরীহ লোক আর এনড্রু জোলিফের মত প্রায়শ্চিত্তকারী অযথা কষ্ট পাচ্ছে।"

"..চল ওয়াটসন," বেরিয়ে আসার মুখে দেখলাম ক্যাপটেনের চোখ মুখ ক্রুদ্ধ আহত বাঘের মত জ্বলছে।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসেই আবার সেই জমাট ঠাণ্ডার মুখোমুখি হলাম। বেকার স্ট্রীটে যখন এলাম তখনও রাস্তাকে মনে হচ্ছে বরফের মরুভূমি। কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে দরজার সামনে এলাম। কিন্তু দরজার লক খোলবার মুখেই রাস্তায় একটা ফিটন গাড়ির আওয়াজ আমাদের দৃষ্টি সেদিকে ঠেলে দিল। গাড়িটা এসে একদম আমাদের সামনে দাঁড়াল এবং আমাদের অবাক করে দিয়ে তার থেকে নামলেন লেডী ডোভারটন। এত রাতে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা একা ম্যানচেস্টার স্কোয়ার থেকে এই বেকার স্ট্রীটে!—আমি একটু অবাকই হলাম। দেখলাম উনি খুব জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। দেখে খুব মানসিক ক্লান্ত লাগল যেটা একটু আগে ওর মধ্যে দেখিনি। আমি ভাবছি এর মধ্যেই বা কি হল।

কিন্তু হোমস্ আমাকে দরজা খুলতে ইশারা করে লেডী ডোভারটনকে বললেন, "আমি জানতাম আপনি আসবেন তবে রাতে আসবেন বুঝিনি। ভেবেছিলাম খুব ভোরে এসে উঠবেন।"

ভদ্রমহিলাকে দেখলাম উথলে ওঠা অহংকারী দৃষ্টি নিয়ে হোমসের দিকে তাকালেন। কিন্তু মুখে কোন কথা বললেন না।

ইতিমধ্যে দরজা খোলা হয়ে গিয়েছিলো, তিনজনেই ভেতরে এলাম, আমাদের বসার ঘরে ঢুকে বসামাত্র তিনি হোমস্কে ঠুকে বলে উঠলেন।

"আপনি একজন সবজান্তা হলেও, মহিলাদের চেনা আপনারও কম্ম নয়।"

খুব শান্ত ভাবে অনেকটা সেকথা জেনে নেবার ভঙ্গিতে হোমস্ বললেন, "হয়ত তাই।"

লেডী ডোভারটন তাঁর সুন্দর মুখখানা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, "অ্যাবাস রুবী হারানোটা নেহাতই একটা দুর্ভাগ্য। আমি শুধু জানতে এসেছি আমাদের বাড়িতে ওরকম সর্বজ্ঞের মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এসে কি রত্নটা পেলেন? .. ওটা আপনি কোন মতোই পাবেন না।"

হোমস্ কখনও মহিলাদের সামনে নিজেকে জাহির করেনা, অন্তত: এতদিন করেনি। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম যে তার স্বভাবের বাইরে গিয়ে বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, "শুধুমাত্র এটুকু জানার জন্য এত রাতে এতদূর আসেন নি ম্যাডাম। শুনুন আমরা এইমাত্র ননপালিয়া ক্লাব থেকে আসছি, সেখানে আমরা ক্যাপটেন মাষ্টারম্যানকে ব্যাখ্যা করে চলে এসেছি কিভাবে উনি আপনার সাহায্যে রত্নটা হারিয়েছেন।"

'হোয়াট। কি বলতে চান আপনি?" লাফিয়ে উঠে বলে উঠলেন লেডী ডোভারটন।

দেখলাম তাঁর চোখ দুটো আচমকা রাগজনিত বিস্ময়ে বড় হয়ে গেছে। হোমস্ বলে চললেন, "আস্তে আস্তে আমি সবই বুঝতে পেরেছি কিভাবে আপনি আপনার ভাইকে সাহায্য রেছেন। আপনার কনজারভেটরীর পিছনে লুকোনো ছেঁড়া কুচিকুচি কামেলিয়া-গুলোও পেয়েছি। তবে এটুকুও জানি আপনি গোটা কাজটাই করেছেন অনিচ্ছাকৃত ভাবে।"

কোথায় যেন হারিয়ে গেল ভদ্রমহিলার সেই উথলে ওঠা অহংকার ভাব, কাঁদো কাঁদো মুখ করে তিনি দু হাতে তাঁর কোর্টের কলার চেপে ধরে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন একদম হঠাৎ।

হোমস্ আস্তে তাঁকে তুলে সোফার উপর বসিয়ে দিল। বলল, "যদি নতজানু হতেই হয় তবে কৃতকর্মের জন্য আপনার স্বামীর সামনে নতজানু হবেন। অবশ্য বাস্তবিকই আপনাকে অনেক জবাবদিহি করতে হবেন।"

লেডী ডোভারটন অসহায় করুণ দৃষ্টি নিয়ে হোমসের দিকে তাকিয়ে আছে দেখলাম। ভদ্রমহিলার এ রূপ খুব বিরল। হোমস্ বলল, "আমি কথা দিচ্ছি তাঁকে কিছুই বলব না। কাল সকালে আমি চেষ্টা করবো যাতে পুলিশ এনড্রু জোলিফকে মুক্তি দেয়, মনে হয় কাল সকালেই অ্যাবাস রুবী পর্বটা মিটে যাবে।"

লেডী ডোভারটনের দৃষ্টিটা দেখলাম কৃতজ্ঞতায় বদলে গেলো। তিনি বললেন, 'ভগবান যীশু আপনাকে আরও ভালবাসেন। আমি সত্যি এসব করতে চাইনি কিন্তু আমার ভাই ক্রমাগত জুয়াতে হেরে হেরে টাকার জন্য আমাকে পাগল করে তুলেছিলো।'

'ওফ্। হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। মনে হয় এ পর্ব মিটে গেলে সেও আর হয়ত ভবিষ্যতে অপরাধ করবে না। কাল সকালে নটার পর আমি একবার ফোন করে স্যার জনকে আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাব। তখন হয়ত রুবীটাও ফেরৎ দিতে পারব আর তখন আমি একবার অনুরোধ করব, আমি যদি মাস্টারম্যানকে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সৈন্যদলের ক্যাপটেন করে পাঠিয়ে দি তাহলে সে ননপার্লিয়া ক্লাবের পরিবেশ থেকে দূরে গিয়ে সৎভাবে বাঁচতে পারবে। লেডী ডোভারটন কিছুই উত্তর দিলেন না, মুখ চেপে চুপচাপ বসে রইলেন সোফায়। খানিক পর হোমস্ বলল, "আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আসুন রাত প্রায় শেষ, আপনাকে একটু এগিয়ে দি। ওয়াটসন দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

পরদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙল প্রায় তখন দশটা বাজে। যদিও শুয়েছি প্রায় ভোরবেলা তবুও খুব লজ্জা লাগল এতক্ষণ ঘুমোবার জন্য। হাত মুখ ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে নীচের বসার ঘরে এসে দেখি হোমস্ পাইপ ধরিয়ে বেশ আমেজের সঙ্গে একটা বই পড়ছে। ওর পাশে এসে বসতেই এত দেরীতে ওঠবার জন্য দু চারটে ঠাট্টার মন্তব্য লেনদেন হল আমাদের মধ্যে। বেশ উৎফুল্ল দেখলাম হোমস্‌কে। কথা প্রসঙ্গে অ্যাবাস রুবীর কথা আসার পরই হোমস্ বলল—

"জান ওয়াটসন কাল রাতে ঐ কনজারভেটরীতে যখনই দেখলাম নেলসীজার দিয়ে ক্যামেলিয়াগুলো ওপড়ানো তখনই বুঝলাম এ কোন মহিলার কাজ। ওটা মেয়েদের কাছেই সর্বদা থাকার কথা। তার উপর জেনে নিলাম যে মিসেস ডোভারটন তার নথ বাড়িতে মানিকওর করে। তখন কোন সন্দেহই রইলনা যে ঐ চুরির ব্যাপারে কে জড়িত। দেখলে না কনজারভেটরিতে যেতে যেতেই উনি কেমন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চুরিতে উনি ঠিক অভিজ্ঞ নন ফলে প্রথম থেকেই ওনার ধরা পড়বার ভয় ছিলো এবং সেই ভয়ই তাকে অত রাতে এখানে টেনে এনেছে।'

রুবীটা ফেরৎ এসেছে কিনা হোমসকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। হোমস্ মাস্টার-ম্যানকে সেই রকমই একটা ধমক দিয়ে এসেছিলো। হঠাৎ বাইরের দরজায় কে যেন বেল বাজাল। দেখি স্যার জন এই সকালেই আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন।

'কি ব্যাপার মিঃ শার্লক হোমস্? এই সকালে ফোন করে ডেকে আনলেন।'

খুবই ক্লান্ত লাগছিল স্যার জনকে, বোঝা গেল রুবীটার জন্য উনার ইনসমনিয়া ধরে গেছে।

'আরে বসুন বসুন।'

'রুবীটা কি পাওয়া যাবে মিঃ হোমস্?'

'নিশ্চয় খুব শীঘ্র আপনি ওটা ফেরৎ পাবেন। স্যার জন সোফায় বসে উদাস ভাবে ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তখন হোমস্ বলল।"

"আচ্ছা স্যার জন, আপনার শ্যালককে যদি আমি উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সীমান্তে সেনা বাহিনীর প্রধান করে পাঠাবার ব্যবস্থা করি তাহলে আপনার কোন আপত্তি নেই ত?"

'আপত্তি?' 'না না, এ-ত ভাল কথা।'

'বেশ, আচ্ছা।' এরপর ভিনটেজ ওয়াইনের জন্য অনুরোধ করে।

স্যার জনকে দেখলাম কোন আপত্তি উনি করলেন না। হোমস্ উঠে গিয়ে তাকের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে ওয়াইন গ্লাসে ঢেলে, দিল। আমরা তিনজন তিনটে গ্লাস নিয়ে মুখের কাছে ধরলাম।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা ·· তারপরই দেখলাম স্যার জন লাফিয়ে উঠলেন আর হোমসও হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ল একটা লাল রংয়ের পাথর। 'এই ত আবাস রুবী।' বলে উঠলেন স্যার জন।'

'হ্যাঁ ওটা নিয়ে যান' আর এই নিন ওর চেনটা, আমাদের সৌভাগ্য ওটা এক রাত্তিরেই ফিরে পেলাম।

....ব্যাপারটা খুলেই বলি। হোমস্ নির্দিষ্ট সময়েই রুবীটা ফেরৎ পেয়েছিলো। তারপরই ফোনে ডেকে পাঠিয়েছিলো স্যার জনকে। তার পর চেন থেকে রুবীটা খুলে

ওটাকে ভিনটেজ ওয়াইনের একটা গ্লাসের মধ্যে ফেলে দিয়ে সেটাকে দিয়েছিলেন স্যার জনকে খেতে। তাই পিছন ফিরে ওয়াইন ঢালছিল ও।

রুবী ফেরৎ পাবার ব্যাপারে স্যার জনের তরফ থেকে একটা আর্থিক পুরস্কার ঘোষিত ছিল। অংকটা পাঁচহাজার পাউণ্ড। স্যার জন পকেট থেকে চেক বই বার করে হোমস্‌কে চেকটা লিখতে উদ্যত হলে হোমস্‌ বলল—'স্যার দয়া করে দুটো আড়াই হাজার পাউণ্ডের চেক লিখুন। একটা শার্লক হোমসের নামে, আর একটা এনড্রু জোলিফের নামে। কারণ সে আদৌ অপরাধী নয়, অবশ্য আসলে অপরাধীর নাম আমি বলব না। আজ সকালেই সে ছাড়া পাবে। আমি চাইনা এত অপমানের পরও সে আপনার ওখানে চাকরী করুক। তার খুব ইচ্ছা আছে একটা সিগার শপের মালিক হওয়া। ঐ চেকটা পেলে তাঁর স্বপ্ন সত্যি করার পথে সে অনেকটা এগিয়ে যাবে, তাকে স্বাধীন ও সৎভাবে বাঁচার এটুকু সুযোগ দিন।'

স্যার জনকে দেখলাম নির্দ্ধিধায় দুটো চেকে সই করলেন।

* * *

অনুবাদক—গৌতম কুমার ভট্টাচার্য



মিষ্টার ব্রিশারের গুপ্তধন

এইচ. জি. ওয়েলস্

—"বুঝলে হে, ভেবেচিন্তে বিয়ে করাটা একেবারেই সহজ কাজ নয়।"

মিস্টার ব্রিশার তাঁর শিকারীর মতন গোঁফজোড়া মুচড়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। দেখে তাঁর কথা দিয়েই আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করি—'হ্যাঁ সেই জন্যেই তো—?'

মিস্টার ব্রিশার আমার মুখের কথাটা কিন্তু শেষ করতে দিলেন না, যেন আমি বুঝে-শুনে বিবাহ করতে যাচ্ছি কিনা, সে ব্যাপারে আর কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করার নেই তাঁর, এমন ভাবে বললেন—'বহু আছে হে, বহু আছে! অনেক মানুষ আছে এই শহরে, আমি তাদের অনেককে চিনি। কিন্তু ভেবেচিন্তে বিয়ে করার মতন বুদ্ধিমান মানুষ কটা আছে, বলতে পারো? সবাই সাময়িক মোহে ভোগে, জানো তো সে কথা?"

সন্দেহ নেই, মিস্টার ব্রিশার ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, চোখের চাহনি ঘন হয়ে উঠছে তাঁর, মুখে উগ্র মদের গন্ধ। নারীজাতির প্রতি এমন প্রগাঢ় অবিশ্বাস, আমি খুব

কম মানুষেরই দেখেছি। এর কারণটা অবশ্য তিনি নিজেই বললেন, খানিকক্ষণ পর—"দেখো, অল্প বয়স থেকেই আমি কিছুটা সতর্ক প্রকৃতির। কিন্তু তাও একদিন পড়ে গেলাম এক সুন্দরীর মায়াজালে, দেখলাম দুজনেই রাতারাতি কেমন করে একে অন্যের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি।"

আমি তো শুনে অবাক—"আপনি প্রেমে পড়েছিলেন!"

—"তাহলে শোনো সেই কাহিনী। তোমাকে দেখছি সব খুলে বলতেই হবে।"

—মিস্টার ব্রিশার আমার সন্নিবিষ্ট হয়ে বসলেন, গলার স্বর বয়েক খাদ নেমে এল, গভীর স্নেহের সঙ্গে টেনে ধরলেন আমার একটি হাত,—"শুনবে? পরে সেই মেয়েটির আর কোনো খবর পাই নি, জানি না সে বেঁচে আছে কিনা। তবে যদি সে বেঁচে থাকে, এবং যদি শুনি যে সে আজও অবিবাহিতা—তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে এখনও তাকে বিয়ে করতে রাজি আছি!

সব সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো বা নাই করো, তাতে আমার কিছু আসে যায় না—আমি একবার গুপ্তধন পেয়েছিলাম মাটি খুঁড়ে,—রীতিমতন গুপ্তধন।

ধন সন্ধানের পর বাড়ি ফিরে আসি। ভাবছো বুঝি গুপ্তধনের সঙ্গে মেয়েটির কি সম্পর্ক, তাই না? বলছি শোনো, যাতে পরে বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়—আমার প্রেমিকাটি ছিল বনেদী বংশের এক অসামান্য সুন্দরী।

এখান থেকে অনেক দূর, এসেক্সের কথা বলছি। কলচেস্টারের পাশেই। আমাকে এক সময় লণ্ডন থেকে সেখানে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাছে যেতে হয়েছিল। আমি তখন—বিশ্বাস করো, এক অল্পবয়সী তরুণ যুবক; যেমন সুঠাম স্বাস্থ্য আমার, তেমনি ছিলাম স্মার্ট। যৌবনের কথা চিন্তা করলে এখন গর্ব হয়। যাই হোক, তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল এক বন্ধুর মাধ্যমে, সে আবার ছিল তার দিদির প্রেমিক। প্রথম দেখা এক মাংসের দোকানে। সঙ্গে ছিলেন এক খিটখিটে মাসী বোনঝিদের প্রতি কড়া নজর রাখতে যিনি সদা প্রয়াসী। বড় বোনটিকে কখনই তার প্রেমিকের সঙ্গে একা ঘুরতে দিতেন না, যার জন্য ছোটবোন সবসময় সঙ্গে সঙ্গে থাকত। যাই হোক তাতে আমারই সুবিধা হল।

সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করলাম, দেখলাম তার সঙ্গে হবুস্ত্রী এবং হবুশালীও রয়েছেন। হবু মাসী শাশুড়িটি কেনাকাটা করতে যেই দোকানের মধ্যে ঢুকলেন, সুযোগ পেয়ে বন্ধুর প্রেমিকার বোন, অর্থাৎ আমার কাহিনীর নায়িকার সঙ্গে অনেকক্ষণ পাশাপাশি হাঁটবার সুযোগ পেয়ে গেলাম, তারপর ভালো করে পরিচয় হল রবিবার দিন বিকেলে এক পার্কে বসে। আমি কিরকম সুপুরুষ ছিলাম তা তো শুনলেই, আমার সঙ্গিনীটিও ছিল আমার উপযোগী, একধারে যেমন সুন্দরী তেমনি আধুনিকা! সুতরাং প্রথম দর্শনেই প্রেম। এসব ব্যাপারে হয়ত তোমারও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দিই আমি।

—"তারপর, আমার বন্ধুটি তো এক শুভদিন দেখে এর দিদিকে বিয়ে করে ফেলল, বেশ চটপটে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সারল কাজটি। তারপর দুজন বাসা নিল কলচেস্টারে, যার খুব কাছেই ছিল শ্বশুর বাড়ি, ফলে আমি যেমন ঘনঘন তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতাম, তেমনি আসত তার শালীটিও। ফলে আমাদের দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও খুব নিবিড় হল, আমি এক নতুন রূপ সাগরে ডুব দিলাম; বিবাহ চুক্তিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম দুজনে হ্যাঁ, আইন সম্মত অঙ্গীকারবদ্ধ।

সে থাকত তার মা বাবার সঙ্গে—আগেই বলেছি সে বনেদী বংশীয়া। তাদের ছিল চারদিক বাগানে ঘেরা একটি সুন্দর বাড়ি, তারা যে যথেষ্ট ধনী ছিল সে বিষয়ে কারোর সন্দেহ থাকা উচিত নয়, সত্যিই এমন একটি পরিবারের জামাই হতে যাচ্ছি ভেবে আমার আনন্দের আর অবধি থাকত না।

বাড়িটি কিন্তু তাদেব নিজেদের তৈরী নয, দ্বিতীয় বাগান সমেত তাঁব এটি কিনেছিলেন। বেশ সস্তায়ই কিনেছিলেন। এর আগে যে মালিক ছিল, সে নাকি ছিল, দস্যু, জেলখাটা একজন কযেদী আসামী। তার হাতে গড়া ছোট্ট ছোট্ট আরাম-কুটীরভরা বিস্তৃত বাগান-টির সঙ্গে ঐ বাড়ি, সম্পত্তি হিসবে খুবই লোভনীয় জিনিস হয়ে গিয়েছিল কোনো সন্দেহ নেই।

বাগান এত সুন্দব ছিল বলেই না আমি আসল ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। ওদের বাড়িতে একটা পিয়ানো ছিল আমার হৃদয়েশ্ববী জেন, প্রতি রবিবার নিয়ম করে পিয়ানো বাজাত, ভারী মিষ্টি ছিল তার হাত। সুব শুনলে মনে হত ও বিদ্যে তার অনন্ত অনবদ্য —যে এব্যাপারে গুরু তারই পিতা, সে সময় চ্যাপেলের যিনি এক গণ্যমান্য মানুষ বলে সর্বত্র সম্মানিত হতেন। কোনো রবিবার হয়ত তাঁকে দেখেও থাকবে, যদি তুমি এর মধ্যে কোনোদিন কলচেস্টারে যাও, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, যাঁর উদ্যতকণ্ঠ চার্চের প্রতি কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে, ঈশ্বরকে নিবেদন করা সঙ্গীতের সুর মূর্ছনায় মানবচিত্তকে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করে রাখার ক্ষমতার যিনি অধিকারী সেই মিস্টার 'ই' ছিলেন জেনের পিতা, অর্থাৎ আমার হবু শ্বশুরমশাই। আমি তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতাম।

একদিনের ঘটনায় ব্যাপারটির শুরু। কাজ সেরে লণ্ডনে ফিরে আসবার পর থেকে প্রতিমুহূর্তে জেনের জন্য মনটা ছটফট করত, তাই এক গ্রীষ্মের ছুটিতে ঠিক করলাম সাসেক্সে যাবো, সপ্তাহখানেক মতন সময় কাটিয়ে আসবো ওদের বাড়িতে।

যেই ভাবা সেই কাজ। কিন্তু এসেই মনে হল কোনো একটা গোলমাল হয়ে গেছে, কেমন যেন একটা থমথমে ভাব, চারদিকে। রহস্যটা উদ্ধার হল দু চার ঘণ্টা মধ্যেই। জানোই তো আমি আর জেন চুক্তিবদ্ধ কিন্তু মিস্টার 'ই' আমাকে হঠাৎ এমন একটা উপদেশ দিলেন, যা শুনে আমি তাজ্জব। বললেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করার আগে, বরং নিজেকে কিভাবে ভালো করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো সে ব্যাপারেই যেন নজর দিই। আরো জানালেন সমাজে তো ভালোবাসাটাই একমাত্র ব্যাপার নয়, মান—ইজ্জতের একটা বড়

প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আমি দেখলাম এই বিপদ, মিস্টার 'ই' বড়লোক হতে পারেন, কিন্তু আমি সে তুলনায় কিছুই নই, আর অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারটা যদি কেউ চিন্তা করেন, তাহলে এই বিয়ে কোনোদিনই হবে না। নিজের চালাক চতুর ভাবটা দেখানোই বোধ হয় সংকটত্রাণের একমাত্র পথ, যা বলা হয় তাই করি, অন্ততঃ আমি যে একজন সম্ভবনাময় যুবক এবং অদূর ভবিষ্যতেই যে নিজ কৃতিত্বে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবো, এইরকম একটা ভাব সব সময়ই দেখিয়ে যেতে লাগলাম।

একদিন সুযোগটা এসে গেল।

মাঝে মাঝে ওদের অনুমতি নিয়ে বাগানে গিয়ে মাটি কোপাতাম। দেখাতে চাইতাম ওনাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে আমার কত আগ্রহ। একদিন হবু শ্বশুরমশাইকে বললাম —আপনাদের অমন সুন্দর বাগনে একটা দোলনা বসালে হয় না? আপনারা বসে দিব্য আরাম করতে পারবেন।

—'দূর অত খরচ কে করতে যাবে?'

এই সুযোগ বললাম—'আপনাকে একটা পেনিও খরচ করতে হবে না স্যার। আমি নিজেই এগুলো বানাতে ওস্তাদ আমার মাকে একটা দোলনা বানিয়ে দিয়েছিলাম। আপনি যেমন চান সে রকমই বানিয়ে দিতে পারবো।'

মিস্টার 'ই'র দিক থেকে আর কোনো আপত্তি দেখলাম না। এবং সেই কাজেই মিলল আমার পুরস্কার–গুপ্তধন। কিভাবে পেলাম? ঐ দোলনা ঝুলানোর মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মাটির নিচে পোঁতা ছিল-এক কাঁড়ি টাকা, এবং তোমার কাছে অকপটে জানাচ্ছি —এর জন্যই শেষ পর্যন্ত আমার বিয়ে হল না।

একফুটও গভীর নয়, লুকোনো ছিল গুপ্তধনের বাক্সটা। দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠল, কিন্তু অন্তরাত্মা চিৎকার করে যেন বললো—

এই সুযোগ ছেড়ো না, সাবধান কেউ যেন দেখতে না পায়। এসব ব্যাপারে যা সরকারী আইন, তা আমার জানা আছে বলো দেখি আইনটা কি?

আমি মনোযোগ সহকারে তাঁর গল্প শুনছিলাম— বললাম— নিয়মটা বোধহয় আপনি জানেন, তার মাত্র এক শতাংশ রেখে বাকীটা মহামান্য সরকার বাহাদুর কেড়ে নেবেন, যাক গে বলুন তারপর কি হল?

ধীরে ধীরে বাক্সের ডালাটা খুললাম, বাগানে কেউ ছিল না—ভাগ্যিস। জেন ছিল ভিতরে, তার মাকে ঘর কন্নার কাজে সাহায্য করছিল। আমি প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম বলা বাহুল্য। প্রথমে তালাটা ভাঙতে না পেরে কব্জাগুলো ধীরে ধীরে খুলতে লাগলাম –কাঁড়ি কাঁড়ি রূপার পয়সা! আমার কি ভাগ্য, কাছে পিঠে ঝাড়ুদারটাও নেই। আর কেউ ঐ পয়সাগুলো দেখলে সম্ভবতঃ হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত আমার! এই সময় শব্দ শুনলাম দরজার দিকে মিস্টার 'ই' আসছেন গাছে জল দেবেন, এবার আমি মরিয়া হয়ে সব সরাবার চেষ্টা করতে থাকি।

কোনোমতে লাথি মেরে বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে এক ধাক্কায় একরাশ মাটি ফেলে দিই তার উপর, গুপ্তধনের চিন্তা টাইফুনের মতন আমার মনের মধ্যে পাক খেতে থাকে। শত শত পাউণ্ড। যতটা পারলাম দোলনা বানাবার সব জিনিসপত্র একরাশ এনে ঢেলে দিলাম বাক্সটার উপর, তখন দরদর করে ঘামছি। জেনের পিতা মিস্টার 'ই' পিছনে এসে দাঁড়ালেন, অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাকে দেখে হয়ত একটু অবাক হয়ে গেলেন, তবে মুখে কিছু বললেন না।'

—আমি সব শুনছিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম—'কতদিন ধরে বাক্সটা ছিল?'

—'নিশ্চয়ই বেশ কিছুদিন ছিল।'

—'ভর্ত্তি?'

—'রৌপ্যমুদ্রায় ভর্ত্তি', যতদূর দেখেছিলাম। হাজার হাজার পাউণ্ড হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার একটিও কড়ি আমাদের হাতে পৌঁছালো না।'

—'সেকি। ওঁরা কি করে সন্ধান পেলেন?'

—'সবই বলছি শোনো, আসল ঘটনাটা হচ্ছে – আগেই বলছি, বাড়িটি ছিল এক ডাকাতের, পরে সেটা মিস্টার 'ই' কিনে নিয়েছিলেন। আর সেই দস্যুটির জীবনের তো কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না, তাই সাবধানবধানতাবশতঃ একারাশ লুঠ করা রৌপ্যমুদ্রা তার বাগানে সম্ভবতঃ পুঁতে রেখেছিল সে। ধনের বাক্সটা তারই। আমি বসে একনাগাড়ে ঘামতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলাম, আমার কি করা উচিত, হবু শ্বশুরকে সব বলবো—না কি বেমালুম চেপে যাবো? ভদ্রলোকের সততা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে, তবু জামাই হিসাবে শ্বশুরকে একটা সত্যিকারের গুপ্তধনের সন্ধান দিলে, সম্মানটা অবশ্য খুবই পাওয়া যাবে। হ্যাঁ বলা উচিত, তবে এখনও তিনদিন বাকি আছে, তাড়াহুড়ো না করাই বোধহয় ভালো। আমি তখন জেনের প্রেমে পাগল, সামান্য কয়েকটা রুপার টাকা তখন আমার কাছে তুচ্ছ। অবশ্য বাক্সের ভিতরের পয়সাগুলো স্পষ্টভাবে দেখা দরকার, যা আমি তখনও পারিনি। খালি ভাবছি আর ভাবছি, সত্যি দেখলাম না, সবটাই কল্পনা? বারবার ঘুরে ফিরে বাগানের সেই সেই চিহ্নটার কাছে চলে যাই, যার নিচে আছে সাত রাজার ধন মণিমাণিক্য। মাঝে মাঝে জেনের মাকে বাগানে দেখি ভদ্রমহিলা কি কিছু সন্দেহ করছেন?

সেই থেকে আমার আর এক নতুন দুশ্চিন্তা বাড়ল, গুপ্তধনটা শেষ পর্যন্ত অপাত্রে গিয়ে পড়বে না তো? বাইরে বেরিয়ে দেখি—না বেড়াটা ঠিকই আছে, কোনো দুষ্টু ছেলে এখনও বেড়া ভেঙে ঢোকে নি।

কিন্তু একটা জিনিস আমি ভুল করেছিলাম। মিস্টার 'ই' যে কতবড় পাষণ্ড, আগে বুঝতে পারি নি। কি হয়েছিল জানো? তাঁকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম—একটি ছেলে আমার ওভারকোটটা ধার করেছিল; ব্যাটা এমন গাধা, যে ফেরৎ দেবার সময় দেখছি ওটার গায়ের একজায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে, তার ওপর একটা রিপু মারা। কথাটা হবু

শ্বশুরঠাকুরকে একটু বাজাবার জন্যও বলেছিলাম। ফলটা হল বিশ্রী, আদ্যোপান্ত না শুনেই 'ই' বুড়োতো একমুখ বিদ্বেষ নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল—ওহে, তোমার দেখছি এইরকমই সব বন্ধু, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে একটা কোট পর্যন্ত কিনতে পাবে না ভ্যাগাড়ে পার্টি সব, ছিঃ ছিঃ যে আমার জামাই হবার স্বপ্ন দেখে, সে এইসব শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মেশে ।

তাহলেই বুঝেছো কি মানুষ আমার জেনের বাবা? আমাকে বোঝালেন—শোনো ইয়ংম্যান, এ জগতে কাউকে বিশ্বাস করবে না, কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না, বুঝলে? জীবনে খালি ! ইত্যাদি আরো অনেক কথা বললেন, যা শুনে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল। একমাত্র জেনকে কথা দিয়েছিলাম যে তার বাবার সঙ্গে কখনো তর্ক করবো না, তাই অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে রাখলাম। তবে ফের শিক্ষা হল, এই বুড়োকে বিশ্বাস করে কখনোই গুপ্তধনের সন্ধান দেবো না, আমি একাই হাতাবো সব। তখন কি আর জানতাম, বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন?

মনে মনে পরিকল্পনাটা পাকা করে ফেললাম। এই বাড়ি থেকে চলে যাবো, তারপর একদিন রাতের বেলায় চুপিচুপি এসে নিয়ে যাবো গুপ্তধন।

গুপ্তধনের চিন্তায় তখন আমার রাত্রে ঘুম আসে না, মানসিক উত্তেজনায় উত্তেজনায় ক্ষুধা-তৃষ্ণাও হয় না, দিনদিন আমি শুকিয়ে যেতে থাকি। আমার এই পরিবর্তন একদিন জেনেরও নজরে এল, আমাকে একান্তে জিজ্ঞেস করল - তোমার কি হয়েছে বলো তো? সারাদিন কি রকম মনমরা হয়ে থাকো।

আমি যতই জেনকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে আমার চেহারা মোটেই খারাপ হচ্ছেনা, আর ও নিজের বাপকে ভালো করেই চেনে অথচ স্বীকার করতে চাইবে না, বরং ততই ওর ধারণা আমি নিশ্চয়ই অসৎ কোনো মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। এ আমার আরেক নতুন বিপদ হল, একদিন তো রীতিমতন ঝগড়াই হয়ে গেল।

অবশেষে একদিন গভীররাতে পরিকল্পনা মতন নেমে পড়লাম গুপ্তধন উদ্ধারে। সব টাকা আমিই নেবো মিস্টার' ই'কে কিছুই দেবো না।

আস্তে আস্তে পিছনের দরজা খুলে পা টিপে টিপে বেরুলাম, আমার একমাত্র ভয় শ্বশুরকে। জানি বুড়োর কাছে একটা বন্দুক আছে, তাঁর ঘুম খুব পাতলা।

এবং বাধাও পেলাম। 'ই কে আসতে দেখে মিথ্যা একটা গল্প বানিয়ে বলতে হল বাইরে জল খেতে গিয়েছিলাম—আমার ওয়াটার বটলে জল নেই। বুড়ো তাও আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে, লক্ষ্মী ছেলের মতন গুটিগুটি ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

পরদিন আর একটা বুদ্ধি মাথায় এল। দোলনাটা তো আগে বানানো শেষ করি। চারিদিকে পাথরের ওপর ভালো করে সিমেন্ট করে যেখানটায় গুপ্তধনের বাক্সটা লুকিয়ে

আছে, তার উপরে করলাম সবুজ রং। মিস্টার 'ই' সেদিন সপরিবারে আমার কাজ দেখলেন, বেশ পরিতৃপ্ত হলেন বলে মনে হল, ঘোৎ ঘোৎ করে বললেন—"সব কাজে যদি তোমার এমন নিষ্ঠা থাকত হে, তবে তো কথাই ছিল না !"

কাজ হয়ে গেলে পর, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলাম লণ্ডনের পথে, কিন্তু সত্যিকারের লণ্ডনে তো আমি এখন যাচ্ছি না। কলচেস্টারে নেমে পড়লাম।

মাঝ রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে চলেছি, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি মিস্টার 'ই'র বাগানবাড়ির দিকে, ষাট গজের কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামালাম। বেশ ভালোসময়ই বেছেছি, আকাশ-ভরা মেঘ, চারিদিকে থমথমে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার ! মাঝে মাঝে অবশ্য বিদ্যুত চমকাতে লাগল। মনে হচ্ছে বাজও পড়বে। আমি সাবধানে 'ই'র বেড়া পার হলাম, চুপিচুপি অগ্রসর হলাম বাগানের দিকে। দেরী হল না, পেয়ে গেলাম বাক্স। পাগলের মতন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়ালাম, আনন্দ উত্তেজনায় আমি তখন প্রায় অমানুষ হয়ে গেছি—অর্থ, প্রচুর অর্থ এখন আমার মুঠোর মধ্যে—'হে ঈশ্বর আর একটু দয়া করো।' কিন্তু ভাগ্য যার বিরূপ, তার কাছে সব প্রার্থনাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়—ঠিক সেই মুহূর্তেই দিনের আলোর মতন জ্বলে উঠল এক ঝলক বিদ্যুৎ। দেখতে পেলাম বৃদ্ধ ভদ্রলোক বারান্দা থেকে নেমে আসছেন, তাঁর হাতে উদ্যত পিস্তল। সর্বনাশ। হাত থেকে সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মতন পাঁচিলের দিকে ছুটলাম—বৃদ্ধের চোখ হায়নার মতন, অন্ধকারেও তার নিশানা চলে।

তারপর ? তারপর একসময় পেঁাছে গেলাম লণ্ডনে।

আমি গালে হাত দিয়ে মিস্টার ব্রিশারের কাহিনী শুনছিলাম, না বলে পারলাম না।

—আপনি আর ফিরে যান নি ?

—পাগল। আর ধনরত্ন তো সব বুঝেই হাতিয়েছে, ওখানে গিয়ে লাভটা কি হবে আমার ?

—জেনের কি হল ?

জবাব পেলাম না, ব্রিশার চোখ বুজে গম্ভীরভাবে চিন্তা করছেন, এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না বলে মনে হল, অবশেষে মুখ মুছে আস্তে আস্তে বললেন মিস্টার 'ই' নিশ্চয়ই টের পেয়েছিলেন যে এটা আমারই কাজ।

তবে দৃষ্টি সজাগ রাখতাম, চুপচাপ বসে খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলো রোজ তন্নতন্ন করে পড়াই ছিল আমার প্রধান কর্তব্য, কারণ কারুর হাতে হঠাৎ প্রচুর অর্থ এলে সে এমন কোন না কোনো একটা ঘটনা ঘটাবেই, যেটা একদিন কাগজে আসবে, সেটা এল অবশ্য-কিন্তু, কিছুটা অন্যভাবে। শুনবে ?

—শুনবো, বলুন আপনি।

—খবরের কাগজে একদিন মিস্টারের নাম ছাপা হল, যিনি বাজারে কিছু অচল টাকা চালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন।

—সে কি।

—হ্যাঁ, পরিণতিটা দুঃখের কোনো সন্দেহ নেই, তবে মাটি খুঁড়ে টাকা পয়সা যা উনি পেয়েছিলেন, মানে আমি পেয়েছিলাম তার সবই ছিল জাল। সবকটা অচল হয়ে যাওয়া পুরনো দিনের পয়সা, আজকালকার যুগে যেগুলোর কানাকড়িও মূল্য নেই।

* * *

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক হার্বার্ট জর্জ ওয়েল্‌স (১৮৬৬-১৯৪৬) ছিলেন শিক্ষণ প্রাপ্ত একজন বিজ্ঞান শিক্ষক। তাই তাঁর অধিকাংশ ছোট গল্প ও উপন্যাসগুলি বিজ্ঞানের পট ভূমিকায় রচিত। বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাঁর লেখায় সূক্ষ্ম রস বোধের পরিচয় মেলে। তাঁর অধিকাংশ রচনায় তিনি আধুনিক সমাজের অনিষ্টকর দিকটি তুলে ধরেছেন, বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ বিষয়ে হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি অনেকগুলি ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করে বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ছোটগল্প গুলির ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো দি কানট্রি অবদি ব্লাইনড, দি ম্যান হু কুডওয়ার্ক মিরাকুল, দি মথ, প্রভৃতি।

* * *

অনুবাদ—অনিন্দ্য শঙ্কর রায়

রাজা যখন গোয়েন্দা



চেম্বার্স নিউ স্কিম হিষ্ট্রি থেকে

প্রাচীনকালে ইংরেজদের সবচেয়ে প্রিয়, সবচাইতে ভালো রাজা ছিলেন আলফ্রেড। তিনি এতই ভালো ছিলেন আর তাঁর প্রজারা তাকে এতই ভালবাসত যে, তারা তাঁকে 'আলফ্রেড দ্যা গ্রেট'—'মহানুভব আলফ্রেড' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

ছেলেবেলায় আলফ্রেড বই খুবই ভালোবাসতেন, কিন্তু পড়তে পারতেন না। আলফ্রেড কেন, সে যুগের অধিকাংশ ছেলে মেয়েই ছিল নিরক্ষর। লিখতে পড়তে পারত সামান্য কয়েকজন। মুদ্রণ-যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়নি সে সময়—বই পত্র লেখা হতো কালি-কলমে।

একদিন আলফ্রেডের মা তাঁর ছেলেদের কাছে ডেকে, মেদস্ফীত একটা বই দেখালেন। বইটির পাতায় পাতায় রঙীন ছবি। সুন্দর সুন্দর ছবি দেখে, ছেলেরা অভিভূত হলো। তারা রাণীকে জিজ্ঞেস করে, ছবির নীচে আশে-পাশে, পিঁপড়ের সারির মতো ঐগুলি কি?

রাণী বললেন, 'এগুলিকে অক্ষর, বর্ণ বা লিপি বলে। অক্ষর সাজিয়ে শব্দ বা পদ তৈরি হয়। এগুলি পড়তে শিখলে, ছবিগুলির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবি।'

পাতা উল্টিয়ে তিনি তাদের আরও অনেক ছবি দেখালেন। বললেন, 'তোদের ভেতর যে প্রথম পড়তে শিখবে, তাকেই বইটি দেব।' রাণীর কথায় চার ছেলে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে পড়তে শুরু করল। কিন্তু আলফ্রেড ছাড়া আর তিনজন বর্ণ পরিচয়ে ক্লান্ত হয়ে বল আর তীর-ধনুক নিয়ে খেলতে গেল।

আলফ্রেড ছিলেন সবার ছোট। অসীম তাঁর ধৈর্য আর অধ্যাবসায়, অনন্ত কৌতূহলে অচিরেই তিনি বইটি পড়তে শুরু করলেন। রাণী সন্তুষ্ট হয়ে কনিষ্ঠ পুত্রকেই বইটি সমর্পণ করলেন। অনিঃশেষ জ্ঞান তৃষ্ণায় অনেক বই পড়ে ফেললেন তিনি এবং যথাসময়ে ইংলণ্ডের বিদগ্ধ আর মহানুভব রাজা হলেন।

সে সময় ইংলণ্ডের রাজা হওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। নিষ্ঠুর নির্মম দিনেমার দস্যুরা সমুদ্র পথে জাহাজ করে আসত। লুটপাট সেরে ইংরেজদের বাড়ি ঘর-দোর পুড়িয়ে তাদের খুন জখম করে, নারকীয় উল্লাসে ফিরে যেত। ইংরেজদের মতো দিনেমাররা খ্রিস্টের পূজারী ছিল না। তারা ছিল তাদের পুরানো দেবদেবীর প্রতি আস্থাবান।

ক্রমে ক্রমে দিনেমার দস্যুরা ইংলণ্ডেই থেকে গেল। তাদের তাড়াবার জন্যে আলফ্রেডকে বহুবার তাদের সংগে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু একবার অগণিত দিনেমার শত্রুদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি তাঁরই এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের পর্ণকুটিরে আত্মগোপন করেছিলেন। রাজা আলফ্রেড তাঁর ভৃত্যকে বলেছিলেন, 'দেখিস, কেউ যেন টের না পায়, আমি তোর কাছে আছি।'

ভৃত্যটি অক্ষরে অক্ষরে প্রভুর আদেশ পালন করে। সে জানত স্ত্রী-লোকের পেটে কথা থাকে না। তাই স্ত্রীকেও সে রাজার কথা জানায় নি। তার স্ত্রী ভেবেছিল, লোকটি নিশ্চয়ই তাদের চেয়েও গরীব, এখানে এসেছে তাদের কাজে সহায়তা করতে। ছদ্মবেশী রাজাকে দিনরাত খাটাত সে। এইভাবে ভৃত্যের কুটিরে আলফ্রেডের নিরুপায় নিস্তরঙ্গ দুঃখময় জীবন কাটতে লাগলো।

চাকরটির স্ত্রী একদিন কি একটা কাজে বাইরে গেল। বেরবার সময় রাজাকে আদেশ করে সে, 'এই শোন্‌ এদিকে আয়। উনানে সেঁকার জন্য কেক রইল। এপিঠ-ওপিঠ করে ভালভাবে সেঁকবি। দেখিস যেন পুড়ে না যায়।'

একটা ধনুক তৈরি করেছিলেন আলফ্রেড আর তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন, কিভাবে দিনেমারদের ইংলণ্ড ছাড়া করবেন। তাই কেক দেখতে ভুলে গেলেন তিনি। কাজ সেরে ফিরে এসে মহিলাটি দেখে কেকগুলি ভস্মীভূত হয়েছে। ক্রোধে উত্তেজনায় সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'পাজি হতভাগা গাধা, অকর্মার ঢেঁকি! এখুনি বেরিয়ে যা।'

ভৃত্যের পর্ণকুটির ছেড়ে আলফ্রেড একদিন তাঁর সেনাদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হলেন। মরণ পণ করে আর একবার দিনেমারদের সংগে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য মনস্থির করে

ফেললেন। আলফ্রেড ভাবলেন, দিনেমাররা কি করছে। স্বচক্ষে দেখবেন তিনি।

দোরে-দোরে যারা বীণা বাজিয়ে ভিক্ষে করে, তাদের পোশাক পরে বীণা হাতে নিয়ে রাজা বেরিয়ে পড়লেন। তাঁবুর কাছে এসে বীণা বাজাতে লাগলেন আলফ্রেড। দিনেমাররা বীণা শুনতে খুবই ভালোবাসত।

একজন বলল, 'লোকটা কি সুন্দর বীণা বাজায়! শুনলে মনে হয় কানে যেন কে মধু ঢেলে দিচ্ছে মাইরি। চল একে সর্দারের তাঁবুতে নিয়ে যাই। পানাহার করতে করতে দিনেমার সর্দার তার বিশ্বাসভাজন অনুচরদের সঙ্গে গল্প করছিল, করছিল শলাপরামর্শ।

বীণা বাজাতে বাজাতে, সুদক্ষ গোয়েন্দার মতো কান খাড়া করে, আলফ্রেড তাদের আলাপ আলোচনা আর পরিকল্পনার কথা শুনছিলেন। সর্দারের প্রিয়পাত্র এক দিনেমার বললে, আলফ্রেড কেটে পড়েছে। ইংলণ্ড এখন আমাদের। আর একজন বললে, মারের নাম বাবাজী। ইংলণ্ড ছেড়ে গিয়ে, মনের দুঃখে বনে পালিয়েছে। আর আমাদের কোন ভয় নেই, আমরা এখন মুক্ত। এখন স্ফুর্তি কর এস সকলে মিলে আমোদ করি।'

তারা কেউ জানতেই পারেনি, সামান্য একজন বীণাবাদকের ছদ্মবেশে, ইংলণ্ডের রাজা পরাক্রমশালী আলফ্রেড তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! নির্জন বনভূমিতে রাত্রি নামলে আলফ্রেড হামাগুড়ি দিয়ে শত্রুশিবির থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে তখন গা ছমছমে অন্ধকার। ঝিমঝিম করে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। রাত জাগা একটা পাখি উড়ে গেল।

দ্রুত পায়ে রাজা এলেন সেনাপতির কাছে। বললেন, 'এই মুহূর্তে দিনেমারদের তাঁবু ঘিরে ফেল।' স্বপ্নেও ভাবেনি তারা অন্ধকার এই নিশুতি রাতে কেউ তাদের আক্রমণ করতে পারে। আলফ্রেডের সেনাদল অতর্কিতে আক্রমণ করল দিনেমারদের। দিনেমার দস্যুরাও লড়াই করল, কিন্তু চোখে তাদের ঘুমের ঘোর। অচিরেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল।

সিংহাসনে বসলেন আলফ্রেড। মহানুভব রাজা, প্রজাদের দুঃখ বিপদ আর দারিদ্র্যকে আপনার দুঃখ-বিপদ আর দারিদ্র্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। প্রজাদের দুঃখ হরণই ছিল তাঁর ব্রত—তিনি তাই সত্যিকারের রাজা হতে পেরেছিলেন।

অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করার জন্যে অনেক স্কুল করেছিলেন তিনি। শিক্ষার্থীদের জন্য বই লিখেছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে আইন তৈরি করেছিলেন। তাইতো প্রজারা তাঁকে ভালোবাসত, তাইতো তিনি 'মহান আলফ্রেড'।

* * *

দি লিট্‌ল এণ্ড আলফ্রেড এণ্ড দি ডেন্‌স

অনুবাদ—তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়



ও. হেনরি

মহানগরীর নিরুদ্দিষ্ট মানুষটি ঠিক যেন আচমকা বাতির আলো নিভে যাওয়ার মতোই মিলিয়ে যায়। আর তারপরেই খোঁজ খোঁজ রব ওঠে, সক্রিয় হয়ে ওঠে.পুলিসের কুকুর শহরের খাঁজ খোঁজ যাদের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার সেই সব মানুষগুলো আর অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত-টানা কল্পনাবিলাসী গোয়েন্দারা। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিখোঁজ মানুষটির আর সন্ধান মেলে না। আবার দূরের কোন দেশে কিংবা ছায়া সুনিবিড় কোনো শান্তশ্রী কোন গ্রামে তার চকিত আবির্ভাবও ঘটে থাকে। তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলে সে বলতে পারে না, স্মৃতি বলতে কিছুই আর তার অবশিষ্ট থাকে না। কিংবা তার সন্ধানে নদীতীর, হোটেল তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয় সব কিছু। সন্ধান ও হয় তো মেলে কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট লোকটি ততক্ষণে অন্যত্র সরে পড়েছে ; কালো বোর্ডে যেমন খড়ির আঁচড় মুছে যায়।

নাটকে এইসব দৃশ্য দেখে আমরা আনন্দ পাই। আর মিঃ মিক্‌সের বোন বাহান্ন বছরের মেরি স্নাডারের ঘটনাটিও এই রকমের এবং বেশ চিত্তাকর্ষক, চাঞ্চল্যকর। মহানগরীর ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলের একটি বাসায় তাঁর বিধবা বোন বছর খানেক ধরেই বাস করছেন এই খবর পেয়ে মিক্‌স এসেছেন ন্যুইয়র্ক থেকে। নির্দিষ্ট বাসায় খোঁজ করে তিনি শুনলেন মাস খানেক আগে মিসেস মেরি স্লাইডার সেখান থেকে অন্য কোথায় চলে গেছেন - কেউ জানে না কোথায় তিনি গেছেন!

মিক্‌স রাস্তায় প্রহরারত একজন পুলিশকে বললেন, 'আমার বোন মিসেস মেরি স্লাইডার বড়ই গরীব। সম্প্রতি আমি সীসের খনিতে কাজ করে ভালো রকমের রোজগার করেছি। আমি তাই তাঁর খোঁজে এখানে এসেছি। এখন থেকে তাকে আমার কাছেই রাখতে চাই। কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই বাকি কাজ সমাধা হবে—আমার বোন লেখাপড়া জানে না। এ ব্যাপারে আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন তাহলে বড় ভালো হয়।'

মিক্‌সের কথা শুনে পুলিশটি এমন একটা ভাব দেখাল যে, তাঁর মনে হলো সে যেন এখুনি তাঁর বোনকে এনে দেবে। এখুনি তিনি তাঁর বোনকে ফিরে পাবেন এই আনন্দে তাঁর নীল রঙের টাইয়ে অশ্রুনীর ঝরে পড়ে।

পুলিসটি বলে, 'এক কাজ করুন মশাই। একটা ঠেলাগাড়ি কিনে ফেলুন। ক্যানেল স্ট্রিটে গিয়ে ঐ গাড়ি ঠেলবেন। এ রাস্তায় বুড়িরা হামেশাই ঠেলাগাড়িতে ঠোক্কর খায়।

মিক্‌স থানাতেই গেলেন। থানা তাঁকে সহায়তা করতে কার্পণ্য করেনি। এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত খবর পাঠানো হলো। মিসেস স্নাইডারের ছবির কপি কত যে থানায় পাঠানো হলো তার আর ইয়ত্তা নেই। মালবেরি স্ট্রিট থানার বড়বাবু মিক্‌সের হারিয়ে যাওয়া বোনকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিলেন বাবা গোয়েন্দা মালিন্‌স্‌কে।

মালিন্‌স্‌ মিক্‌স্‌কে বললেন, 'আপনার বোনকে খুঁজে পেতে আদৌ বেগ পেতে হবে না। গোঁফ কামিয়ে, পকেটে কিছু চুরুট নিয়ে বিকেল তিনটেয় আমার কাছে যাবেন। ওয়ালডর্ফ-কাফেতে আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

মালিন্‌সের নির্দেশে মিক্‌স নির্দিষ্ট সময়েই ওয়ালডর্ফ কাফেতে গেল। মদের গ্লাস হাতে মালিন্‌স, মিকস্‌কে তার বোনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। মালিন্‌স্‌ বললে, 'ন্যুইয়র্ক জনবহুল বিরাট শহর হলে কি হবে, এখানে আমাদের বিভাগটিকে ঢেলে সাজিয়েছি। মেরি স্নাইডারকে খুঁজে বের করার দুটি মাত্র পথ। তাঁর বয়স কত—বাহান্ন?

—'হ্যাঁ।

অতঃপর মালিন্‌স্‌ মিক্‌সকে সঙ্গে নিয়ে সর্বাধিক প্রচারিত এক সংবাদপত্রের অফিসে গেলেন। সেখানে সংবাদপত্রে প্রচারের জন্য তিনি এই বিজ্ঞাপনটি লিখলেন—'একটি গীতিনাট্যে অভিনয়ের জন্য একশো জন সুন্দরী মহিলা আবশ্যক। যোগাযোগ করুন।'

বয়ান পড়ে মিক্‌স্ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে 'আপনি কি খেপেছেন মশাই ? বাহাত্ত বছরের খেটে খাওয়া শরীর আমার বোনের, সে আসবে গীতিনাট্যে অভিনয়ের জন্যে !'

—'তাহলে এ পথটি আপনার মনঃপূত হল না। বেশ, আর একটি পথ অবশ্য খোলা আছে, তবে তা ব্যয় সাপেক্ষ।

—'খরচ করতে রাজী আছি।'

—'তাহলে ওয়ালডর্ফে চলুন। সেখানে দুটি ঘর ভাড়া করতে হবে।'

ওয়ালডর্ফের পাঁচতলায় সুন্দর একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করা হলো। ইজিচেয়ারে বসে মালিন্স্ একটা চুরুট ধরালেন, বেশ ভালো ঘরই মিলেছে, কিন্তু সময়টা আর একটু বাড়িয়ে মাস খানেকের জন্যে ভাড়া নিলে বোধহয় ভালো হতো।

—'বলেন কি মশাই, এক মাস ?'

আমি তো আগেই বলেছিলাম দ্বিতীয় পথটি ব্যয় সাপেক্ষ। নতুন ডাইরেকটরী প্রকাশিত হবে আগামী বসন্তে। তাতে আপনার বোনের নাম ঠিকানা উঠতে পারে। কাজেই আমাদের মাসখানেক থাকতে হচ্ছে।

সেই মুহূর্তেই মিক্‌স সেই গোয়েন্দাকে ছেড়ে ন্যুইয়র্কের নাম করা গোয়েন্দা মিঃ স্যামরক জোনসের কাছে এলেন। রহস্য অনুসন্ধানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার, তবে পারিশ্রমিক বড়ো বেশি। ঘণ্টা দুই বসে থাকার পর মিকসের ডাক এল। উজ্জ্বল লাল ড্রেসিং গাউন পরে মিঃ স্যামরক জোন্স হাতির দাঁতের একটা চেয়ার টেবিলের সামনে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলেন শাণিত তাঁর দৃষ্টি, বুদ্ধি-ভাস্বর তাঁর মুখ। আত্মস্থ হয়ে হয়তো তিনি কোন না কোন দুরূহ রহস্যভেদের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন।

মিক্‌সের কাছে সবকিছু শুনে তিনি বললেন, 'আপনার সমস্যার সমাধান করে দিলে আমায় পাঁচশ ডলার দিতে হবে। বলা বাহুল্য মিক্‌স সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন।

মিঃ স্যামরক জোন্স বললেন, 'শহর থেকে মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আর তার অনুসন্ধান করা বড়ই আগ্রহোদ্দীপক। বছর খানেক আগে একটা ফ্ল্যাট থেকে ক্লার্ক পরিবারের আকস্মিক নিরুদ্দেশ হওয়ায় মাস দুই আমি ফ্ল্যাটটির ওপর কড়া নজর রাখলাম। একদিন দেখি গোয়ালা আর দোকানদারদের পিছু ক্লার্ক পরিবার গুটি গুটি ওপরে উঠছে। আর যাবে কোথায়। অচিরেই রহস্যের সমাধান করে ফেললাম ঐ বাড়ির ওপর একটি ফ্ল্যাটে ক্লার্কের পরিবর্তে ক্ল্যাঙ্ক পদবিতে তারা বহাল তবিয়তে বাস করছিল।

কিছুদিন আগে মেরি স্লাইডার যে বাড়িতে ছিলেন মিঃ জোন্স আর মিক্‌স সেখানে গিয়ে শুনলেন যে তিনি চলে গেলে এ পর্যন্ত আর কেউ সে ঘরে থাকেনি।

অন্ধকার ছোট্ট একটি খুপরি। মিক্‌স নড়বড়ে একটা চেয়ারে বসলেন। মিঃ জোন্স সূত্রের সন্ধানে খেলো আসবাব-পত্রগুলি মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন। আধ ঘণ্টার নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াসে তিনি সস্তাদরের কালো টুপির একটি পিন, থিয়েটারের

প্রোগ্রামের একটা ছিন্ন অংশ, একটা ছেঁড়া কার্ড চয়ন করলেন। কার্ডের টুকরোয় লেখা ছিল ব্যস আর সি ১২'।

মিনিট দশেক তন্ময় হয়ে ভাবতে থাকেন স্বনামধন্য গোয়েন্দা মিঃ স্যামরক জোন্‌স। তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, সমাধান সারা হলো এবার চলুন আপনার বোনের কাছে। এখন আর তিনি গরীব নন, অনেক টাকার মালিক আর তাই খুব সুখেই আছেন।'

এত বড় একটা সমস্যার চকিত সমাধানে বিস্মিত হলেন মিক্‌স। তিনি বললেন 'কি ভাবে আপনি সমস্যার সমাধান করলেন মিঃ জোন্‌স। মিঃ জোন্‌স তাঁর সমাধান পদ্ধতির বিবরণ নিয়ে গর্ব অনুভব করতেন। এক্ষেত্রে ট্রেড-সিক্রেডকে আঁকড়ে রাখার প্রবণতা তাঁর ছিল না। তিনি বললেন, বর্জন রীতির অনুসরণ করে অতি সহজেই আমি আপনার বোনের ঠিকানা খুঁজে পেলাম। যেমন ধরুন প্রথমে বাদ গেল ব্রুকলিন ব্রিজ—কেননা এ ধরনের পিন এঁটে কোন মহিলা ব্রুকলিন ব্রিজের গাড়িতে ওঠেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি হারলেমেও যাননি। কি করে বুঝলাম? তবে শুনুন. দেয়ালের গায়ে পোঁতা এই পেরেকের একটিতে তিনি তাঁর গাউন, অন্যটিতে স্কার্ফ রাখতেন। দেয়ালে এ দুটি জিনিসের দাগ ধরেও গেছে। দাগ দেখে প্রমাণ করা যায় স্কার্ফটিতে ঝালর ছিল না। হারলেমের ট্রেনে কোন মহিলা উঠেছেন. দরজায় তাঁর স্কার্ফের ঝালর বেধে গিয়ে সহযাত্রী-দের গাড়িতে ওঠার সময় অন্তরায় সৃষ্টি করল না কল্পনাও করা যায় না। তাই হারলেমও কাটা গেল। তাহলে কাছেই কোথাও তিনি আছেন। কার্ডটি থেকে জানতে পারলাম ব্যস আর. সি -১২ তার মানে বারো নম্বর অ্যাভিনিউয়ের সি. বোর্ডিং হাউসে আছেন তিনি।

মিঃ জোন্‌স আর মিক্‌স বারো নম্বর অ্যাভিনিউয়ে সি. বোর্ডিংয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে মিসেস স্নাইডারের কোদ হদিস মিলল না। ছ' মাসের মধ্যে নতুন কোন ভাড়াটে সেখানে আসেনি। মিঃ জোন্‌স পুনরায় সূত্রগুলি মেলে ধরে চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিলেন। মিক্‌স ছেঁড়া প্রোগ্রামের টুকরোটা শুঁকে বললেন, 'আমার মনে হয় এটিতে পিপারমেণ্ট ট্যাবলেট মোড়া ছিল। আর কার্ডটি সম্ভবত সি সারির বারো নম্বর আসনের।'

মিঃ জোন্‌স বললেন, 'চলুন একবার বরং মিঃ জাগিনসের কাছে যাওয়া যাক। অর্বাচীন গোয়েন্দাদের সঙ্গে আমাদের মতো প্রাচীনপন্থীদের বিশ্লেষণ পদ্ধতির কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু মিঃ জাগিন্‌স এ পর্যন্ত বহু দুরূহ সমস্যার সমাধান করেছেন।'

খর্বাকৃতি জাগিন্‌স্ তাঁর অফিসেই ছিলেন—মন দিয়ে পড়ছিলেন হর্থনের উপন্যাস। মিক্‌স তার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলেন। মিঃ জাগিন্‌স সব কিছু শুনে বললেন, 'আপনার বোন বাহান্ন বছরের মিসেস স্নাইডের চেহারা একেবারেই সাদামাটা, নাকের কাছে আছে একটা বড় তিল, দরিদ্র ঘরের বিধবা তিনি—তাই তো?'

মিক্‌স বললেন, 'ঠিক তাই।'

জাগিন্‌স্‌ বললেন, 'আপনারা বসুন। পনেরো মিনিটের ভেতরেই আপনার বোনের ঠিকানা নিয়ে ফিরে আসব।'

পনেরো মিনিটের ভেতরেই ফিরে এলেন মিঃ জাগিন্‌স। এক টুকরো কাগজে ঠিকানা লেখা ছিল। তিনি পড়তে থাকেন—১৬২ নম্বর চিল্টন স্ট্রিট। ফিফ্‌থ ফ্লোর। ঠিকানা পড়ে তিনি বললেন, 'মিঃ জোন্‌স এখানেই বসে থাকবেন। মিঃ মিক্‌স আপনি এই ঠিকানায় আপনার বোনের সঙ্গে দেখা করে আসুন। বাড়িটা কাছেই।'

মিনিট কুড়ি পরে খুশী মনে ফিরে এলেন মিক্‌স। তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ মিঃ জাগিন্‌স। বোনের দেখা পেয়েছি। সে ভালো আছে। এবার বলুন আপনার পারিশ্রমিক কত?'

—'মাত্র দু ডলার।'

মিঃ জাগিন্‌সকে দু ডলার দিয়ে মিক্‌স্‌ বিদায় নিলেন। মিক্‌স্‌ চলে গেলে মিঃ জোন্‌স্‌ বললেন, যদিও এ বিষয়ে প্রশ্ন করা অশোভন আর অবিধেয় তবুও জানতে ইচ্ছে করছে, এত সহজে কী ভাবে আপনি এ সমস্যার সমাধান করলেন। জানতে পারলে আনন্দ পাব।'

একটু হেসে জাগিন্‌স্‌ বললেন, 'এ আর এমন কি! মিসেস স্নাইডারের মতো দেখতে একজন মহিলা তাঁর একটা ছবি আঁকিয়ে ছিলেন। রং পেন্সিলে আঁকা অতি সাধারণ ছবি। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্যে সপ্তাহ শেষে কিস্তির টাকাটা পর্যন্ত পরিশোধ করতে পারেননি। এই ঘটনার কথা আমার মনে ছিল। আমি তাই ছবি আঁকার কার্যালয়ে গিয়ে ঠিকানা পেয়ে গেলাম।'

ডিটেকটিভ

অনুবাদ :—তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* * *

ও. হেনরি। ছোট গল্পের জনপ্রিয় লেখক ও হেনরির জন্ম গ্রীন্‌সবারো এন. সি. তে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর প্রকৃত নাম উইলিয়ম সিডনি পোর্টার। ল্যাণ্ড অফিসে, ব্যাংকে, সংবাদপত্রে চাকরি করেছেন। মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর প্রথম গ্রন্থ কাবেজেস অ্যাণ্ড কিংস। একে একে প্রকাশিত হয় দি ট্রিম্‌ড ল্যাম্প, হার্ট অফ দি ওয়েস্ট, দি, ভায়েস অব দি সিটি, ইত্যাদি। ৫ই জুন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

---

* * *



নিকোলাস বেণ্ট্লে

আত্মপরিচয় দিয়েই শুরু করি। আমি উইলিয়াম মরিস—অতি সাধারণ এক মানুষ। তবে সাধারণ মানষের চেয়ে আমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর, সাধারণ জ্ঞানটাও একটু বেশি। আমার শখও অদ্ভুত অপরাধতত্ত্ব আর অপরাধী সম্পর্কে আমার আগ্রহ। বিগত ত্রিশ বছর ধরে অ্যালেন পো থেকে শুরু করে আগাথা ক্রিস্টির সেরা গল্পগুলি অসীম কৌতূহলে পড়ে ফেলেছি—ভালোও লেগেছে। কিন্তু সেই গল্পই আমার সবচেয়ে প্রিয়, যে গল্পে গোয়েন্দা কোন অবিস্মরণীয় ব্যাক্তিত্বের অধিকারী বিরল প্রতিভাবান অসাধারণ মানুষ নন, বরং আমাদের মতন অতি সাধারণ মানুষ।

অনেকে পাখী বা মাছের হাবভাব, চালচলন মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন। আমার কিন্তু মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে ভালো লাগে।

আমি দেখি কিভাবে তারা হাঁটে, প্রার্থনা করে, তারা কি খায়, কি পড়ে, কি কথা বলে, কি ধরনের সাজপোশাক পরতে চায় কিংবা তাদের বাসনা কি। কোন কিছুই আমার তীক্ষ্ম দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

একটি মাত্র তথ্য থেকে কতটুকুই বা জানা যায়। কিন্তু দুই বা ততোধিক তথ্য যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে। আমার অনুমান যে অভ্রান্ত এমন কথা বলব না, কিন্তু সময় কাটানোর পক্ষে আমার এ মানুষ দেখার অভ্যাসটা বেশ উপভোগ্য সন্দেহ নেই। এখন শুনুন, তন্ময় হয়ে কি দেখি আমি। যেমন ধরুন যে তরুণীটি ট্রেনে আমার বিপরীত দিকে জানালার ধারে বসে কাঁদছে, তার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অনেকদিন ধরে বিয়ের আংটি পরে থাকায় অনামিকায় আংটির দাগ রয়েছে কিন্তু আংটিটি নেই—অর্থাৎ বিবাহোত্তর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও আংটির সঙ্গে বিদায় নিয়েছে।

পথের ধারে যে লোকটি আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে হাত মেলা খবরের কাগজটির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, সে কি সত্যি সত্যিই কাগজ পড়ছে? না, তা হতেই পারে না কেননা আধ ঘণ্টার ভেতর একবারও সে পাতা ওলটায় নি। হয়তো কোন লোকের গতিবিধি লক্ষ্য করছে সে, কিংবা দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর প্রতিক্ষায়। এমনও হতে পারে, সে হয়তো তার বান্ধবীর জন্য অপেক্ষা করছে। না তা নয়—কেননা বান্ধবীর অপেক্ষায় সে যদি দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে সে পরিচ্ছন্ন দামী পোশাক পরত, জুতো জোড়াও চকচক করত।

আবার জাতীয় চরিত্র বোঝার চেষ্টা করেও আবার অনেক অনুজ্জ্বল নিরানন্দ প্রবহকে আলোকিত করে তুলি। মধ্যাহ্নকালীন আহারের অর্ডার পেশ করে কোন রেঁস্তোরায় (যেখানে পরিচর্যার কাজ চলে শম্বুক গতিতে) আমি সানন্দে অপেক্ষা করি। অন্য কেউ হলে নিশ্চই ধৈর্য হারাতেন, বিরক্ত হয়ে হাঁকডাক করতেন। আমার কিন্তু এমন রেঁস্তোরাই সবচেয়ে প্রিয়। আশেপাশের লোকজনকে দেখি আমি, আর মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করি, লোকটি নিশ্চই জর্মন? সুন্দরী মেয়েটি ইতালীয় কিংবা স্পেনের অধিবাসিনী! ঐ ভদ্রলোক সম্ভবত দক্ষিণ চীনের। আমেরিকানদের তো সহজেই চেনা যায়। তাদের চুল কাটার সেই বিশেষ ধরন, নানা রঙের উজ্জ্বল টাই, মুখে বিদঘুটে চুয়িং-গাম—এইসব দেখতে দেখতে নিঃসংশয়ে মন্তব্য করা চলে যে, এরা আমেরিকান। আমি একবারই চুয়িং-গাম চেখে দেখেছিলাম—আর চর্বন করছি নে।

এতক্ষণ তো আমার অভ্যাস আর শখের কথাই বলে গেলাম। এবার আমার কাজের কথা বলি। আমি জহুরী। আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে আমি এক মনিকারের সহকারী। আপনাদের মনে হতে পারে এ আবার একটা চাকরি নাকি!—নিতান্তই সাধারণ এবং অনুজ্জ্বল এক কর্মজীবন! কিন্তু যদি বলি আমি রেগনীয়ার জুয়েলারিতে কাজ করি তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাবেন। কেননা অভিজাত এই প্রতিষ্ঠানেই এক মাত্র সাবেক কাজের ললিতকলার

প্রোজ্জ্বল নিদর্শন, মনি-মুক্তা-হীরে-চুনী-পান্নার মহার্ঘ অলংকার পাওয়া যায়। রেগনীয়ারে যাঁরা গহনা কিনতে আসেন তাঁরা হলেন কোটিপতি ধন কুবের, তৈল্য ব্যবসায়ী, চিত্র তারকা কিংবা প্রখ্যাত কোন খেলোয়াড়। আমরা যে সব অলংকার বেচি সেগুলি কম পক্ষে তিনশ বছরের পুরানো এবং সেগুলির কোন না কোন মর্ম ছোঁয়া রোমাণ্টিক ইতিহাস আছে। কত কাল আগের কোন রাজকুমার সমকালীন কোন সুন্দরীকে যে অলংকার উপহার দিয়েছিলেন কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল, সেই গহনাও মিলবে রেগনীয়ার-জুয়েল-রিতে।

আমাদের দোকানটির কোনই চাকচিক্য নেই। নেই বিজ্ঞাপনের চটক রেগনীয়ার সেকালে, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ছোট্ট জুয়েলারি অভ্যন্তরে নিয়তই বিরাজ করে গির্জার শান্তি। ভেতরে ঢুকেই আপনার ঠিক বাঁ দিকে লম্বা একটি কাউণ্টার। সেখানে আমি স্বচ্ছল সংগতি সম্পন্ন ক্রেতাদের দামী গহনা আর মণি মাণিক্য দেখাই। আমার পাশে একফালি আর একটি কাউন্টার। সেখানে আপনারা মিস সাসকাউণ্ডেকে দেখতে পাবেন। দোকানের পেছনে মিঃ রেগনীয়ারের ছোট্ট অফিস। সেখানেই তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে। অতিরঞ্জনের আশংকা না করেই বলা চলে, স্বয়ং ডিউকও তাঁকে তাঁর আসন থেকে টলাতে পারবেন না।

অধিকাংশ মণিমুক্তা আর অলংকার আমরা নিরাপদ সিন্দুকে রাখতাম আর প্রদর্শনের জন্যে অল্পকিছুই থাকত সোকেশে। রোজকার মতো সেদিন সকালে ও রাতে, সিন্দুকে রাখা কিছু রত্ন অলংকার সোকেশে সাজাচ্ছিলাম। এমন সময় দোকানের কাছে এক যুবতীকে দেখলাম। বাইরের সোকেশটির দিকে চেয়ে মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে ছিল সে। কি দেখছিল সে? সেখানে সমাধি প্রস্তরের আলোকচিত্র আর দুটি ভস্মাধার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হতে পারে, সম্প্রতি সে তার কোন প্রিয়জনকে হারিয়েছে। শোক বিহ্বল মেয়েটি তাই হয়তো অপলক দৃষ্টিতে সমাধি প্রস্তরের ছবি আর ভস্মাধারের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সে তো শোকসূচক কালো পোশাক পরেনি! আঁকাবাঁকা নক্সা কাটা উজ্জ্বল হলুদ একটা কোর্ট পরেছিল সে। পোশাকের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে তার পায়ে ঝলমল করছিলো হলুদ রঙের জুতো। মাথায় তার টুপি ছিল না। অবিন্যস্ত হলুদ চুলগুলি তার সরু কাঁধের ওপর বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার মনে হয়েছিল মেয়েটি হয়তো কোন শিল্পী। কিন্তু কোন কৃতী শিল্পী হলে, তার আকৃতি প্রকৃতি এত মলিন হতো না।

আমি রত্ন আর অলংকার সাজাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি ছিল মেয়েটির প্রতি নিবদ্ধ। সহসা একজন ভদ্রলোক দোকানে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই বুঝলাম তিনি চুয়িংগামসেবী আমেরিকান। তিনি দীর্ঘদেহী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। অতিরিক্ত পান করেছেন, তাই মুখটি লাল টসটসে। তাঁর স্যুট ধূসর রঙের আর টাইটি রকমারি রঙের। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। বললাম, 'সুপ্রভাত, মহাশয়, বলুন কিভাবে আপনার মনোরঞ্জন করতে পারি?' চুয়িংগামটি গালের একপাশে রেখে (মার্কিন সুলভ উচ্চারণ ভঙ্গীতে) তিনি বললেন,

'আংটি দেখতে এসেছি।'

—'আসুন স্যার। কোন্ বিশেষ ধরনের আংটি দেখতে চান বলুন, দেখাব।'

—'আপনি বরং আঁটি দেখান, পছন্দসই আংটিটি আমি বেছে নেব।'

নিরাপদ সিন্দুক থেকে ট্রেভর্তি আংটি বের করে তাঁকে দেখাতে লাগলাম। দু' তিনটি আংটি তুলে নিয়ে তিনি দাম জানতে চাইলেন। ভদ্রলোক নেটা এবং শিল্প সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ—মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠি তাঁর কাছে কেবলমাত্র ওজন। রাজ পরিবারের এক সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছ থেকে কেনা, কম করে একশ বছরের পুরনো হীরে-চুনির ফুল কাটা একটা আংটির প্রতি মিঃ রেগনীয়ারের নিবিড় একটা মোহ ছিল। এটি বিক্রি করার ইচ্ছে তাঁর একবারেই ছিল না সেজন্য আংটির দামটি ছিল বেশ চড়া। আর সেই আমেরিকান ভদ্রলোকটি এই আংটিঠি-মোটামুটি পছন্দ করলেন। বললেন, 'আংটিটা ভালো তবে দাম খুব বেশি।' তিনি আরও আংটি দেখতে চাইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনটি ট্রেভর্তি অসংখ্য আংটি দেখিয়েও আমি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। অবশেষে আংটি-ভর্তি চতুর্থ ট্রে এনে দেখালাম তাঁকে।

—'দাঁড়ান, এই আংটিগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নি।' ভদ্রলোক বললেন।

সিন্দুক থেকে চতুর্থ ট্রেটি আনতে কয়েক সেকেন্ড মাত্র সময় লেগেছিল আর এর ভেতরেই সেই মহার্ঘ আংটিটি অদৃশ্য হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি মিস সাসকাউণ্ডকে ইশারা করলাম। তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি সেই আমেরিকান ভদ্রলোককে বললাম, 'বুঝেছি, হীরে-চুনির ফুল করা দামী আংটিটাই আপনার পছন্দ। আংটিটা দিন। আপনাকে এটির উপযুক্ত একটা রংচঙে বাকস দিতে চাই।' আংটিটা নেবার জন্যে আমি হাত বাড়ালাম।

আমেরিকান বললেন, 'এখনও ঠিক করতে পারিনি কোন আংটিটা নেব। তিন্ চারটি আংটি বেছে গেলাম। আমার স্ত্রী আসবেন একটু পরে। এগুলির ভেতর থেকে একটি আংটি পছন্দ করে তিনি নিয়ে যাবেন।'

—'কিন্তু হীরে-চুনীর আংটিটা কোথায়?' সন্ত্রস্ত হয়ে শুধাই। তিনি বললেন, 'জানিনে।'

অতঃপর আমি মিস সাসকাইণ্ডকে বললাম, 'এখুনি একবার মিঃ রেগনীয়ারকে ডেকে আনুন।'

তন্ন তন্ন করে আংটিটা খুঁজলাম। আমেরিকান ভদ্রলোকটিও আংটি খোঁজার অভিনয় করলেন। মিঃ রেগনীয়ার আর মিস সাসকাইণ্ডও আংটি অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। অদৃশ্য আংটির শোকে মুহ্যমান হলেও নিজেকে সংযত রাখার ঐকান্তিক চেষ্টা করছিলেন মিঃ রেগনীয়ার।

মিস সাসকাইণ্ড বললেন, 'একবার বরং ভদ্রলোকের প্যান্টের পায়ের কাছে ভাঁজ দুটি খুঁজে দেখুন।' মিসের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হলো। যে কোন ছোট্ট জিনিসই

ট্রাউজারের পায়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

মিস সাসকাইণ্ড খুবই নম্র, মেজাজ ঠাণ্ডা। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁকে বেশ উত্তেজিত মনে হলো। আর আমেরিকান ভদ্রলোকের মুখ আগের চেয়ে আরও বেশি লাল হয়ে উঠল তাঁর চুয়িং-গাম চিবানোও বন্ধ হয়েছে। তাঁকে ঠিক হিংস্র কুকুরের মতো লাগছিল—মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি দাঁত বসিয়ে দেবে। এহেন সংকটময় মুহূর্তে গা ছমছম করাই স্বাভাবিক। মিস সাসকাইণ্ড কিন্তু তাঁর স্বভাব সুলভ শান্ত মেজাজটি বজায় রেখেছিলেন ট্রাউজারের ভাঁজে আংটি পাওয়া গেল না।

আমেরিকান ভদ্রলোক অট্টহাস্য করে ওঠেন। বললেন, 'আপনারা ভেবেছিলেন আংটিটা আমি চুরি করেছি—তাই না?'

মিঃ রেগনীয়ার বললেন, 'না, না আপনাকে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করি নি। চুরির ব্যাপারটা ইনসিয়োরেন্স কোম্পানিকে জানাতে হবে। তাঁরা জানতে চাইবেন সে সময় খদ্দেরদের পোশাক-আশাক সন্ধান করা হয়েছিল কিনা! তাই দেখতে হচ্ছে। আপনাকে একবার আমার সঙ্গে অফিসে আসতে হবে—অনুসন্ধানের কাজ বাকি আছে।'

'ঠিক আছে। চলুন কোথায় যেতে হবে।'—আমেরিকান ভদ্রলোকটি হাসতে হাসতে বললেন।

তাঁর পোশাক-আশাক আর সারা দেহ খুঁজেও আংটি মিলল না। এদিকে আমি আর মিস সাসকাইণ্ড সারা দোকান খুঁজলাম। আমার স্থির বিশ্বাস আমেরিকান ভদ্রলোকটিই আংটি চুরি করেছেন। কিন্তু কি ভাবে—কোথায় তিনি আংটি রেখেছেন। হদিশ না পাওয়ায় আমেরিকানকে ছেড়ে দেওয়া হলো। আর আমি এ আশ্চর্য রহস্যের সমাধান করার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

ঠিক একসময় দোকানে ঢুকল সেই মেয়ে—একটু আগে যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে সোকেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার হাতের ছোট ব্যাগটি বেশ দামী, কিন্তু বহু পুরানো এবং জীর্ণ। তার পোশাক সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। একদিন সে ছিল স্বচ্ছল আয়ের সুখী মানুষ আজ অবস্থা বিপর্যয়ের সম্ভবত তার এই দশা! নিঃসন্দেহেই বলা চলে সে কিছু করার জন্যেই এসেছে। সঙ্গত কারণেই এমন একটা ধারণায় উপনীত হলাম।

ছোট্ট ব্যাগটি কাউন্টারে রেখে বাঁ হাত দিয়ে সে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করল। কিন্তু তাকে তো নেটা বলে মনে হয় না। তার আঙুলগুলি বেঁটে বেঁটে, নখ অপরিচ্ছন্ন আর অনামিকায় নেই বিয়ের আংটি। কাগজের মোড়ক খুলে সে সোনা রুপার তারে পুঁতি আর নকল নীলকান্ত মণি বসানো খেলো ধরনের একটা ব্রোচ বের করল, যেটির দাম ত্রিশ শিলিংয়ের বেশি হবে না। সে বলে, 'ব্রোচটি মেরামত করে দিতে পারবেন?'

—'দুঃখিত। রেগনীয়ার মেরামতির কাজ করে না।'

'ধন্যবাদ।'

সহসা আমার হাত ফসকে মেয়েটির ব্রোচ মোড়া কাগজটি মাটিতে পড়ে গেল আর

আমিও অমনি নিশ্চিন্ত হলাম যে, এটি নিছক কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয় বরং তার সুপরিকল্পিত চাতুরালির অমোঘ নিদর্শন।

আমি হেঁট হয়ে মোড়কটি তুলে নিলাম। এবার আংটি রহস্যের সমাধানের পথ খুঁজে পেলাম। আমি মোড়কটি ফিরিয়ে দিলাম। সে ডান হাতে সেটি নিয়ে, ব্যাগে পুরে চলে যাওয়ার উপক্রম করল। সঙ্গে সঙ্গেই আমি বলে উঠি, 'একটু দাঁড়ান!' সে এমন একটা ভাব দেখাল যেন শুনতেই পায়নি। দরজার কাছে এগোতেই আমি চিৎকার করে বলি, 'আর এক পা গেলেই আমি কিন্তু বিপদ সংকেত বাজিয়ে দেব আর দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে।' আমার দিকে না তাকিয়েই পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল সে। আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে তাকে বললাম, 'অপ্রীতিকর কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হোক, এটা আমরা চাইনে। আংটিটা ফেরৎ দিন - সেটি আপনার বাঁ পকেটে আছে। না দিলে আপনি কিন্তু বিপদে পড়বেন।'

ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে ওঠে মেয়েটির মুখ। একটা কথাও না বলে সে আংটিটা ফিরিয়ে দিল। তারপরে এমনভাবে পালাল যেন রেগনীয়ার জুয়েলারিতে আগুন লেগেছে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই, জনারণ্যে হারিয়ে গেল সে। আংটি হাতে পেয়ে মিঃ রেগনীয়ারকে সেটি দেখাতে তাঁর 'স্বচ্ছ সুন্দর বার্ধক্যরেখাঙ্কিত মুখে' বিস্ময়, আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার মিশ্র ভাব খেলে গেল। নিজের ছেলেমেয়ের চাইতেও তিনি আংটিটিকে বেশি ভালোবাসতেন। খুবই দুঃখ হচ্ছে, কেননা রেগনীয়ারের সে আনন্দোজ্জ্বল মুখটি দেখার জন্যে সে সময় আপনারা সেখানে ছিলেন না। কিন্তু আসল অপরাধী সেই আমেরিকানকে ধরা গেল না — খাঁচা ছেড়ে পাখি গেছে উড়ে।

'কি ভাবে তুমি এটি পেলে, উইলিয়ম?'—চেয়ারে ধপ করা বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মিঃ রেগনীয়ার বললেন।

—'শুনুন স্যার। আমেরিকানটিকে দেখে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ জেগেছিল। কেননা আমাদের দোকানে সচরাচর আমেরিকানদের দেখা মেলে না। অত্যাধুনিক চোখধাঁধানো জিনিসই তারা পছন্দ করে। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি যে কি চান, তা তিনি নিজেই জানেন না। যাঁরা রেগনীয়ার জুয়েলারিতে আসেন, তারা জানেন এখানে ঐতিহাসিক-মণি মুক্তা আর আভরণ পাওয়া যায়। তাই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল আমেরিকানটি কেন এখানে এসেছেন?'

—'ঠিক বলেছ, উইলিয়াম সত্যিই তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।'

—'তারপরেই আসে মেয়েটির প্রসঙ্গ। অনেকক্ষণ ধরে বাইরে দাঁড়িয়েছিল সে। দেখছিল, সমাধি প্রস্তরের ছবি আর ভস্মাধার।'

—'আশ্চর্য তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।'

—'সে যদি ভেতরেই আসে তাহলে অতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কেন! শেষ পর্যন্ত ভেতরে এল কিনা খেলো একটা ব্রোচ সারাতে। সকলেই জানে রেগনীয়ার ছোটখাটো

গহনা কেনা-বেচা করে না।

—'ঠিকই তো', মিঃ রেগনীয়ার বললেন।

—'আর মেয়েটি মোটেই নেটা নয় কিন্তু ব্যাগ থেকে মোড়কটি সে বাঁ হাতে বের করেছিল আর বাঁ হাতটি রেখেছিল সেখানে, যেখানে নেটা আমেরিকানটি একটু আগে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি যখন তাঁকে দেখাবার জন্য আংটি ভর্তি চতুর্থ ট্রেটি সিন্দুক থেকে বের করেছিলাম সে সময়ে দামী আংটিটা উবে গেল।'

—'এটি দিয়ে সে কী করেছিল ?'

—'ব্রোচ মোড়া কাগজটি তোলার সময় সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল! আমেরিকান ভদ্রলোকটি যখন প্রচণ্ড ক্রোধে কটমট করে তাকিয়ে ছিলেন মিস সাসকাইণ্ডের দিকে, তখন তাঁকে আর চুয়িং-গাম চিবুতে দেখিনি। চুয়িং-গামটা তো আর সে গিলে ফেলতে পারে না! চর্বিত চুয়িং-গাম মেঝেতে ফেলতে পারতেন না তিনি, কেননা আমাদের ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট নেই। এদিকে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, সেখান থেকে এক পাও নড়েননি। তাহলে চুয়িং গাম কাছেই কোথাও রেখেছিলেন! কোথায় রেখেছিলেন? নিশ্চয়ই কাউণ্টারের কোণে আটকে রেখেছিলেন। মেয়েটিও সেখানেই দাঁড়িয়েছিল যেখানে, আমেরিকান ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। মেয়েটি যখন দোকান ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, আমি দেখলাম চিবানো চুয়িং-গাম সেখানে লেপ্টে রয়েছে—আর ঐখানেই সেটি থাকার কথা। দেখুন মিঃ রেগনীয়ার এখানে এখনও লাগানো রয়েছে সেই চুয়িং-গাম, যাতে আংটি চেপে আমেরিকানটি চলে যান।

এই ঘটনায় বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়। মিঃ রেগনীয়ার আংটি চুরির ব্যাপারে খুবই উত্তেজিত হয়েছিলেন আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠেছিল। মিস সাসকাইণ্ড বার বার বলছিলেন 'ছিঃ ছিঃ!' বিশৃঙ্খলা আর বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে তিনি এমনটি বলে থাকেন।

* * *

দি কেস অব সার্প আয়েড জুয়েলার

অনুবাদ—তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রহস্য গল্পের জনপ্রিয় লেখক নিকোলাস বেণ্টলের 'দি কেস্ অফ দ্যা সার্প আয়েড জুয়েলার' কাহিনীটি প্রচলিত গোয়েন্দা গল্পগুলির তুলনায় একটু স্বতন্ত্র। কোনান ডয়েলের 'হোমস্' কিংবা অ্যালেন পোর 'ডুপিনে'র মতো বিরল প্রতিভা, অসাধারণ মানুষ নন উইলিয়াম মরিস। নিতান্তই সাধারণ মানুষ এই মরিস। কিন্তু অসাধারণ তাঁর দৃষ্টি। চোখ দুটিকে খুলে রেখে, সাধারণ জ্ঞানটুকু প্রয়োগ করে তিনি রহস্যের সমাধান করে থাকেন।

* * *

মার্ডার ইন ফ্ল্যাট নাম্বার সেভেন



জি, সি, থর্নলে

মিসেস রীলে ছিলেন অসীম সাহসী, অপরিমেয় তাঁর সহনশীলতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি স্বামীকে হারিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হারিয়েছেন তাঁর বড় ছেলেকে।

ছোট ছেলে বড় হয়ে বুঝতে পারল তাকে মানুষ করার জন্যে তাঁর মাকে কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করতে হয়েছে। ভগবান প্রসন্ন হলেন, ভালো চাকরী জুটল তার।

সৌভাগ্যের উদয় হলো একদিন। মিসেস রীলের এক মাত্র বোন বহুদিন ধরে অস্ট্রেলিয়ায় বাস করতেন। অমিত বিত্তের অধিকারিণী সেই বোনের আকস্মিক মৃত্যুতে মিসেস রীলে রাতারাতি ধনী হয়ে গেলেন।

মিসেস রীলে গ্রামে একটা নতুন বাড়ি কিনলেন। ছেলেকে অফিসের কাজে একটা ফ্ল্যাট কিনে দিলেন।

জর্জের জন্যে আরাম আর বিলাসের প্রভূত উপকরণ যুগিয়ে মিসেস রীলে নিজের জন্যে কিছু কেনাকাটা করলেন। পরে ব্যাংক ম্যানেজারের অনুরোধে ভবিষ্যতের জন্যে কিছু সঞ্চয় করলেন।

একদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে তিনি জর্জকে ফোন করলেন, 'মোটর প্রদর্শনীতে গিয়ে আজ তুই অবশ্যই একখানা ভালো গাড়ি কিনবি। আমি আরও সাত হাজার দুশ ছ পাউণ্ড বোনের প্রাপ্য সম্পত্তি সূত্রে পেয়েছি।'

জর্জ বললে, আমার পেছনে জলের মত টাকা খরচ করে চলেছ, আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না।

মা বললেন, সামর্থ্য রয়েছে, কেন খরচ করব না। কোন কথা শুনতে চাই না, আজই গাড়ি কিনবি।

ঠিক এই মুহূর্তে মিসেস রীলে শুনলেন জর্জের ফ্ল্যাটে দরজা ধাক্কা দেওয়ার প্রচণ্ড শব্দ। জর্জ বলে, 'মা ফোনটা ধরে থাক, দেখে আসি কে যেন ডাকছে।' রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনলেন মিসেস রীলে। আর তারপরে তিনি ফোনে দূর থেকে কথা কাটাকাটি আর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনলেন। হ্যালো, জর্জ কি হয়েছে? এত চেঁচা-মেচির শব্দ শুনছি কেন? উৎকণ্ঠিতা মিসেস রীলে জিজ্ঞেস করেন। জর্জের কাছ থেকে কোন উত্তর পেলেন না তিনি।

কোলাহল ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। আছাড় মেরে আসবাবপত্র ভেঙে ফেলার শব্দ আর ক্ষীণ কান্না শুনলেন মিসেস রীলে। তিনি ভাবলেন জর্জ নিশ্চয় আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে গুরুতর আহত। এবার তাঁর কানে এলো গুলি ছোঁড়ার শব্দ। আর তারপর অনিঃশেষ নীরবতা। ভয়ে তাঁর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না। অতিকষ্টে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, জর্জ···· ।

কিন্তু এত জোরে ডেকেও তিনি জর্জের সাড়া পেলেন না। রিসিভার কানে চেপেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তার মনে হলো খালি পায়ে কে যেন জর্জের ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোরের মতো সন্তর্পণে কে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে? দীর্ঘশ্বাসের শব্দও কানে এল তাঁর আর ঠিক এই মুহূর্তে মিসেস রীলে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠলেন। জীবন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এ পর্যন্ত তিনি অনেক শিক্ষাই পেয়েছেন। আর তিনি তাই একমাত্র ছেলের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেল। জর্জ এতক্ষণ বোধহয় রক্তাপ্লুত শরীরে মেঝেতে পড়ে আছে। বেচারা সবে সুখের মুখ দেখল আর ঠিক সেই সময় নেমে এল বিপর্যয়।

আর দেরী না করে মিসেস রিলে পুলিশের হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করলেন। পুলিশ তাঁকে আশ্বাস দেয়, 'নিশ্চিন্ত থাকুন। মিঃ জর্জের ফ্ল্যাটে এখুনি পুলিশ পাঠাচ্ছি। আর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে জানাব।'

মিসেস রিলেকে আশ্বাস দেওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে উচ্চপদস্থ একজন পুলিশ অফিসার আর দুজন পুলিশ জর্জের ফ্ল্যাট খোঁজার জন্য আকাশ-ছোঁয়া বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে। পুলিশ অফিসার বললেন, 'আমরা ঠিক সময়েই এসে গেছি। মনে হয় খুনীকে হাতেনাতেই ধরে ফেলতে পারব। ভাগ্য ভালো হেড-কোয়াটার্স থেকে যখন খবর এলো আমাদের গাড়ি তখন জর্জের ফ্ল্যাট থেকে খুব একটা দূরে ছিল না।'

জর্জের ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পুলিশ অফিসার জোরে জোরে দরজা ধাক্কা দেন। ঘরের ভেতরে কারা যেন কথা বলছিল। দরজা খুলে বাইরে এলো এক সুদর্শন যুবক—মুখে তার বিস্ময়ের ছাপ সে বলে, 'কী ব্যাপার। আপনারা কী জন্যে এসেছেন?' অফিসার তাকে ঘরের ভেতরে ঠেলে দিয়ে নিজেও ভেতরে ঢুকলেন! উত্তেজিত যুবকও বলে 'কি চান আপনারা? সামান্য ভদ্রতা বোধটুকুও আপনার নেই? বিনা অনুমতিতে, বেমালুম একজনের ঘরে ঢুকে পড়লেন?'

যুবকের কথায় কর্ণপাত না করে পুলিশ অফিসার রক্তের দাগ খোঁজার জন্য ঘরটির চারদিকে চোখ বোলান। দুঃখের বিষয় তিনি কিন্তু কোথাও রক্তের দাগ দেখতে পেলেন না। আসবাবপত্রগুলি যথাস্থানেই রয়েছে। রেডিও বাজছে, রেডিওটি বেশ বড়ো। সেও যে খুব দামী এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পুলিশ অফিসার ঘরের ভেতরে যে অস্পষ্ট সংলাপ শুনেছিলেন নিশ্চয় তা রেডিও থেকেই ধ্বনিত হয়েছিল। বেডরুমে গেলেন তিনি। কেউ নেই সেখানে।

গম্ভীর পুলিস অফিসার সহসা বলে ওঠেন, 'রেডিও বন্ধ করে এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনিই কি জর্জ রীলে?'

রেডিও বন্ধ করে যুবকটি বলে, 'হ্যাঁ আমিই জর্জ রীলে। আমি কি আপনাদের শুভ আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করতে পারি?'

আত্মস্থ অফিসার যুবকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'লাশটা কোথায়'?

—'কার লাশ? কি বলেছেন আপনি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

—'আপনার মা মিসেস রীলে আপনার ফ্ল্যাটে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে পুলিশের শরণাপন্ন হয়েছেন। একটু আগে তিনি আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। দরজা ধাক্কার শব্দে আপনি তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গিয়েছিলেন। তিনি রিসিভার কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময়ে মারামারি আর বন্দুক ছোঁড়ার শব্দে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি হেড কোয়াটার্সে ফোন করেন। এখন বুঝতে পারছেন তো কেন আমরা এখানে এসেছি!'

হো হো করে হেসে ওঠে জর্জ। পুলিশ অফিসার রেগে ওঠেন। বলেন, 'এতে হাসির কি হলো!' জর্জ বলে, 'তবে শুনুন মশাই। রেডিওতে নাটক শুনছিলাম এমন সময় মা আমাকে ফোন করলেন।

তাঁর সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় গোয়ালা এল দুধ দিতে। মাকে ফোন ধরে থাকতে বলে আমি গেলাম দুধ নিতে আর দাম দিতে। সপ্তা শেষেই আমি দুধের দাম দিয়ে থাকি। দুধ নিতে যাওয়ার সময় আমি রেডিও বন্ধ করিনি। রেডিও তে তখন একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। দারুণ মারপিট আর ধস্তাধস্তির নাটক। মা নিশ্চয় ফোনে সেইসব হৈ চৈ আর গুলি ছোড়ার আওয়াজ শুনেছেন।'

জর্জের কথায় পুলিস অফিসার ধপ করে বসে পড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'নাটকটির নাম জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

'নিশ্চই। জমাট নাটক—মার্ডার ইন ফ্ল্যাট নাম্বার সেভেন—সাত নম্বর ফ্ল্যাটে খুন।'

* * *

মার্ডার ইন ফ্ল্যাট নাম্বার সেভেন

অনুবাদঃ তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মূলতঃ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই জি, সি থর্নলে গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের সৌরভে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, হাস্যরসের ফল্গুধারায় তাঁর গল্পগুলি রমনীয় ও চিত্তাকর্ষক। যারা সদ্য তাদের রূপকথা শোনার দিনগুলিকে পিছনে ফেলে এসেছে আর সরল ইংরেজিতে লেখা ভালো গল্প পড়তে চায় সেই সব কিশোর মনের চাহিদা মেটানোর স্পষ্টালোকিত উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এ ধরনের মজার গল্প লিখেছেন।

* * *



জন ফ্লানেগান

রাত তখন দুটো।

টেলিফোন এল শিকাগোর সীমানা ঘাঁটি থেকে। বাইটউড অভিন্যুতে ছোট্ট একটা পানাগারে এইমাত্র একটা রাহাজানি হয়ে গেল। টেলিফোনেই ঘটনাটার খুঁটিনাটি বিবরণ শুনলাম কর্তব্যরত সার্জেণ্টের কাছ থেকে।

জায়গাটা শহরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। কাজেই চট করে একটা গাড়ী নিয়ে ঝটিতি পৌঁছে গেলাম অকুস্থলে। গিয়েই দেখা হয়ে গেল মার্টিন চৌয়ানস্কির সঙ্গে। দারুণ উত্তেজনায় প্রায় লাফাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। ধড়ে যে তখনও প্রাণটা রয়ে গেছে, এ জন্যেও আনন্দের অবধি ছিল না তাঁর। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের এবং সেই বৃত্তান্তই আমাকে বলতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

"দুটো বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকী। দোকান বন্ধ করবো করবো ভাবছি, এমন সময়ে একটা লোক এসে হাজির। লোকটাকে আমি চিনিই না। ঠিক বন্ধের মুখে হুট করে আসার জন্যে মেজাজ খিঁচড়ে গেল আমার। তাই সাফ বলে দিলাম, চটপট এক ঢোক গিলেই বিদেয় হতে হবে। কেননা, পানাগার বন্ধ করে-

দিচ্ছি আজ রাতের মত। খদ্দের বেশী ছিল না তখন। কপোত-কপোতীর মত একটি যুগল মূর্তি আর মেডার্ড বসাকি। মেডার্ড বসাকিকে তো আপনি চেনেনই। উনিও তো পুলিশ অফিসার। আজ রাতে ওঁর কোনো ডিউটি ছিল না।"

"লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম কি ধরনের সুরা তাকে দেব। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর-টুত্তর না দিয়ে ফস করে এক জোড়া রিভলবার বার করে আমার দিকে তাগ করে ধরলো সে। আর তারপরেই এক হুংকার—"টাকাগুলো বার করে দিলে কি রকম হয় ?"

"শুনেই বসাকি হাত বাড়ালেন তাঁর রিভলবারের দিকে। লোকটা কিন্তু ভারী হুঁশিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে যেন কিছুই হয়নি এমনি স্বরে বলে উঠল—"আপনি বরং ওটা টেবিলের ওপরেই রেখে দিন। তা না হলে আজ রাতেই একজনকে অক্কা পেতে হবে।"

"আমিই বললাম বসাকিকে—'শুনুন, শুনুন, রিভলবারটা সরিয়েই রাখুন। আমি চাই না খামোকা একটা খুনোখুনি হয়ে যাক এখানে। নগদ যত টাকা আছে তা না হয় ওকে দিয়ে দিচ্ছি আমি।'

' কথা শুনলেন বসাকি। গোঁয়ার্তুমি করলেন না। বাস্তবিকই, আমাকে অথবা অন্য কাউকে বিপদে ফেলার ইচ্ছে তো ওঁর ছিল না।

"বন্দুকধারী এবার বসাকিকেই উদ্দেশ্য করে বললে,—ভালো মানুষের মত রিভলবারটা আমার দিকে ঠেলে এগিয়ে দিন দিকি মশাই।' কথার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক করে শব্দ হলো ওর দুটো রিভলবারেই।

"প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলাম লোকটা একেবারেই নিরুত্তেজ, নিরুদ্বেগ আর সংহত। বসাকি রিভলবারটা বারের টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিলে পর নির্বিকারভাবে লোকটা তা তুলে নিয়ে গুঁজে রাখলে নিজের পকেটে। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললে—'এবার স্মার্ট ছেলের মত চটপট টাকা-কড়িগুলো বার করে দিন তো। সবুজ রঙের যা কিছু নোট-ফোট আছে, তাই দিন। খুচরা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

"বাক্যব্যয় না করে কড়কড়ে ষাটটা ডলার তুলে দিলাম লোকটার হাতে। টাকাটা পকেটস্থ করেই এক দৌড়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল সে।"

বসাকি এর পর এক মুহূর্তের বেশী সবুর করেন নি। কিন্তু আততায়ী তাঁর চাইতে অনেক বেশী ক্ষিপ্র। কাজেই পথে বেরিয়ে লোকটার টিকিও দেখতে পান নি বসাকি। রাস্তায় শুধু তাল তাল অন্ধকারই ছিল না, ছিল অজস্র আঁকাবাঁকা সরু গলি। যে কোন একটার মধ্যে ঢুকে সটকান দেওয়া এমন কি আর কঠিন কাজ।

` আমি আসার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন বসাকি। খুব শীগগিরই তাঁর সঙ্গে

দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তবুও বন্দুকধারী আগন্তুকের নিখুঁত দৈহিক বর্ণনা পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না আমাকে। লোকটা ধূমকেতুর মত যখন ঢুকে পড়ে মদ্যশালায়, তখন যে তরুণ-তরুণী দুটি ছিল ঘরের মধ্যে, তাদের কাছ থেকে এবং চৌয়ানস্কির মুখে যা শুনলাম, তা থেকেই লোকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল মনের চোখে। বয়সে সে যুবাপুরুষ, কালো-কালো এক মাথা চুল, ছিপছিপে চেহারা—দেখতে শুনতে মন্দ নয়। পরনে তার কালো প্যাণ্ট। খাটো হাতা স্পোর্টস শার্টটা প্যাণ্টের ওপর এমনভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছিল সে যে বেল্টে গোঁজা রিভলবার দুটো তাইতেই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

বসাকি আসার আগেই বেশ বুঝেছিলাম লোকটাকে। বসাকির কাছে পরে শুনলাম লোকটার চেহারার আর এক দফা বর্ণনা। আর এ রকম হরিণের মত দৌড়োতে নাকি তিনি এর আগে আর কাউকে দেখেন নি। ঘাঁটিতে বসে এ সম্বন্ধে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হলো আমাদের মধ্যে। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল ফুলের তারিখ দেওয়া আমার রিপোর্টটাও সঙ্গে ছিল। লেফটেন্যাণ্ট ফ্র্যাংক পেপে রিপোর্টটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে কি এক কথায় বলে দিলেন এ অপকর্ম কোন্ মহাপ্রভুর।

বললেন—"এ কাজ ঐ বোম্বটে কার্পেণ্টার ছোকরার। এ নিয়ে সত্তরবার হলো। কিন্তু ওকে আমি বার করবোই। এই যদি আমার জীবনের শেষ গ্রেপ্তার হয়, তাহলেও জেনো, ওর রেহাই নেই।"

বাস্তবিকই বেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন ফ্র্যাংক পেপে। ঝানু অফিসার হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা তো বড কম নয়। সহকর্মীরা তাঁকে যেমন ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো, ঠিক তেমনি তাঁকে যমের মত ভয়ও করতো আর দু'চক্ষে দেখতে পারতো না শিকাগোর অপরাধ দুনিয়ার বাসিন্দারা। বেশ কয়েকবার গুলি-গোলা চলেছিল পুলিশ আর শহরের গুণ্ডাদেব মধ্যে। ফ্র্যাংক পেপে কিন্তু লড়াই-অন্তে এমন আটজন মূর্তিমানকে শ্রীঘরে পাঠিয়েছিলেন, খুন-জখম আর ডাকাতিব জন্যে যারা কুখ্যাত।

পেপের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হ'লে পরে ফিরে এলাম আমার অফিসে। বার করলাম রিচার্ড কার্পেণ্টারের ইয়া মোটা ফাইলটা। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে লোকটাকে খুঁজছি আমরা। উচ্চতায় সে পাঁচ-ফুট এগারো ইঞ্চি। ওজন ১৬৫ পাউণ্ড। মাঝে মাঝে গোঁফ রাখে। কোটরে-বসা চোখ। বয়স ছাব্বিশ বছর। বিস্তর ডাকাতির মামলা ঝুলছে তার নামে। কিন্তু গত পনেরো মাস যাবৎ আরও ঘন ঘন আর বেশী সংখ্যায় রিপোর্ট আসা শুরু হয়েছে। তার কীর্তিকলাপের ধরন দেখে মনে হয় শিকাগো শহরের বাইরে সে কোন দিনই যায় নি। মুদীখানা, পেট্রোল পাম্প, পানাগার, হোটেল, লণ্ড্রী ইত্যাদি ছোটখাটো জায়গায় ক্ষমতা

জাহির করেই খুশী সে। ছদ্মবেশ ধারণের প্রচেষ্টা কোন দিনই করে নি কার্পেন্টার এবং একলা কাজ করাই পছন্দ করে সে। এখনও কাউকে সে যমালয়ে পাঠায়নি বটে, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস একদিন না একদিন সে তা করবেই।

অনেক তথ্যই জানা গিয়েছিল ও সম্বন্ধে। প্রতিবারেই ক্যাশ লুঠ করার সময়ে হুমকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তুল দুটো বার করে ফেলে ও। তারপর কোনো গাড়ীর সাহায্য না নিয়েই চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হয় নগদ সমেত। দারুণ চটপটে সে। দৌড়োতেও পাবে হরিণের মত অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে। এবং যেখানে তার আবির্ভাব হোক না কেন, রিভলবার দুটো সব সময়ে তার সঙ্গে থাকবেই। ভয় দেখাবার জন্যে পিস্তলের হ্যামার ঠুকে ক্লিক্ ক্লিক শব্দ করাও তার আর একটা নিয়মিত নষ্টামি। বাঁধাধরা সূচি অনুসারেই কাজ চালিয়ে যায় কার্পেন্টার। দেখা গেছে, প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ ডলার দরকার পড়ে ওর। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো জায়গায় চড়াও হওয়ার পর যদি একশো ডলার হাতাতে পারে কার্পেন্টার, তাহলে অন্ততপক্ষে চারদিন আর কোনো উৎপাত করতে শোনা যায় না ওকে। আবার কখন-সখন যদি এর দ্বিগুণ অর্থ পকেটস্থ করতে পারে, তাহলে তো পুরো এক হপ্তা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে জিরিয়ে নেয়। মদ্যশালায় তার আবির্ভাব ঘটে শুধু রাত্রে—দোকান বন্ধ করার সময়ে। কেননা, এই সময়ে ক্যাশে যত টাকা জমা পড়ে, তত টাকা সারা দিনে অন্য কোনো সময়ে পাওয়া সম্ভব নয়। কোনো কোনো পানাগারে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামনে বিয়ারের গেলাস নিয়ে ঝিমুতে থাকে ও। তারপর কাজ হাসিল করার পরেই গেলাসটি চুরমার করে দিয়ে যায় যাতে তার আঙুলের ছাপ গোয়েন্দাদের হাতে না পড়ে।

এইভাবে যাদের সিন্দুক ও হাল্কা করেছে তাদেরই একজনকে দিব্বি শান্তভাবে বলেছিল কার্পেন্টার—'আরে মশাই নিজের মগজ খাটান। উত্তেজিত হবেন না, দেখতেই তো পাচ্ছেন কি রকম স্থির আমি। আপনাকে পরলোকে পাঠানোর কোনো সদিচ্ছাই নেই আমার। কাজেই আমার মতই নির্বিকার থাকুন। তবে, বেচাল দেখলেই আপনার ঐ আস্ত মগজে একটা ফুটো করে দিতে এতটুকু দ্বিধা আমি করব না।' আর এক মদের দোকানের মালিকের কাছে শুনেছিলাম, কার্পেন্টার নাকি ক্যাশ থেকে তিনশো ডলার হাতিয়ে নিয়ে উধাও হওয়ার পরেও খদ্দেররা বিন্দুবিসর্গ টের পায়নি! পুলিশ আসবার পরে টনক নড়ে তাদের।

একবার ক্যাশ লুঠের পরেই একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারকেও আশাহত করেছিল কার্পেন্টার। ড্রাইভারকে ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে যে, একটা মারমুখো লোকের কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে চাইছে সে। স্ত্রীর শোবার ঘরে নাকি কার্পেন্টারকে দেখতে পেয়েছিল লোকটা। তাই তার রক্তদর্শন না করলে নাকি স্বামী ভদ্রলোক শান্ত হবে না। কাজে কাজেই যত তাড়াতাড়ি এ অঞ্চল থেকে সটকান দিতে পারে

সে, ততই মঙ্গল। ড্রাইভার ভাবলে বুঝি সত্যি সত্যিই আরোহীর জীবনরক্ষা করছে সে। কিন্তু এত ঝক্কি পোহাবার পুরস্কার মিললো মাত্র দশ সেণ্ট বখশিস! নিজের পরিবার ছাড়া, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই রকম সংকীর্ণমনা ছিল কার্পেণ্টার। তাছাড়া, আরও একটা গুণ ছিল তার। দেশীর ভাগ লুঠেরা খোলামকুচির মত টাকা ছড়িয়ে দুদিনেই ফতুর হয়ে যায়। কিন্তু কার্পেণ্টার ছিল বড় হিসেবী। অপচয় করা তার কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না।

একবার খবর এল বেশ কয়েক মাস হলো নর্থ ক্যারোলিনা এভিনুতে বোবা-কালাদের প্রতিষ্ঠান ক্লাকোভার হোম-এ আস্তানা নিয়েছে সে। জোর কানাঘুসো শুনলাম, এখানে গেলেই দর্শন মিলবে মহাপ্রভুর। বাড়ীটা ঘেরাও করে ফেললাম আমরা। কিন্তু দেখা গেল দুহপ্তা আগেই পাখী উড়েছে!

রাইটউড সরাইখানায় তার কুকীর্তির পর দুমাস কেটে গেল। কিন্তু কোন্ গর্তে যে সে সেঁধিয়ে বসে রয়েছে, তার কোন হদিশ পেলাম না আমরা। কার্পেণ্টারের মার্জারের মত ক্ষিপ্রতা আর তড়িৎতৎপরতায় প্রতিটি পুলিশ কর্মী সজাগ হয়ে উঠেছিল। গায়ে এতটুকু আঁচ না লাগিয়ে পর-পর এতগুলি বেআইনী কাজ করে সারা পুলিশবাহিনীকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছিল ও। শেষকালে সম্মেলনে বসলাম আমরা। নতুন কৌশল আর কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবন করলাম! খুব সম্ভব মেয়েদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে তার বর্তমান ঠিকানা, এই আশায় এই ধরনের হেন মেয়ে নেই, যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে ছাড়লাম আমরা। কিন্তু কার্পেণ্টারের ছবি দেখা সত্ত্বেও কেউ চিনতে পারলো না ওকে। শেষকালে বারমেড, সস্তা হোটেলের রিসেপসন ক্লার্ক, এবং অপরাধ-দুনিয়ার ছিঁচকে চোর-ছ্যাঁচোড় থেকে শুরু করে রাঘব-বোয়ালদেরও রেহাই দিলাম না। কিন্তু বৃথাই। দেখা গেল, কার্পেণ্টার বাস্তবিকই নির্বান্ধব। শিয়ালের মতই ধূর্ত সে। নিজের জীবিকা-সমস্যার সমাধান করে সে নিজের বুদ্ধি-শক্তি দিয়েই—দুনিয়ার কারোর ওপর আস্থা নেই তার।

লোকটার সম্ভবপর গতিবিধি বিশ্লেষণ করার জন্যে হয়তো একজন মনোসমীক্ষকেরই দরকার ছিল আমাদের। অনেকবার এমন সম্ভাবনাও এসেছে আমাদের মাথায় যে হয়তো শহরতলীরই কোনো সম্মানজনক প্রতিষ্ঠানে দিনের বেলা ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে সে। আর রাতের বেলা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে কোনো কারখানায় দিনের তৎপরতা গোপন করার জন্যেই। কিন্তু শিকাগো শহরটা তো আর ছোট শহর নয়। কাজেই এত সহজে এ রকম চিরুনি-আঁচড়ানো তল্লাসি-পর্ব পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না কোনোমতেই।

কার্পেণ্টারের জন্ম হয় ১৯২৯ সালে। অর্থনৈতিক নিস্তেজনার সেই সংকটময় দিনগুলিতে শান্তি ছিল না পরিবারে। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল বাবা আর মায়ের

মধ্যে। শেষকালে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে পৃথক হয়ে গেলেন ওর মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আর, তার কিছুদিন পরেই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ওর বাবা। রিচার্ড কার্পেণ্টারের বয়স তখন দশ বছর। জীবন-বীমা না থাকায় দারুণ চাপ পড়লো ওর মায়ের ওপর। অভাব-অনটনের নিত্য 'নেই নেই' হাহাকার দেখতে দেখতে বুড়িয়ে গেলেন তার মা। তবুও ভেঙে পড়লেন না ভদ্রমহিলা। কষ্টেসৃষ্টে কোনোমতে শান্তি বজায় রাখলেন ছোট্ট পরিবারটির মধ্যে। রিচার্ড, তার দুই বোন, আর নিজে—এই নিয়ে ছিল তাঁর ছোট্ট সংসার। ছেলেমেয়েদের মধ্যে রিচার্ডকেই তিনি বেশী ভালবাসতেন। তাছাড়া, আশ্চর্য একটা সম্প্রীতিবোধ ছিল তিন ভাইবোনের মধ্যে। এমন বড় একটা দেখা যায় না। রিচার্ড কিন্তু মা বলতে অজ্ঞান। মা ছাড়া তার এক দণ্ডও চলতো না। মায়ের কোলে বসে আদর পাওয়ার মত লোভনীয় জিনিস তার কাছে আর কিছুই ছিল না। একদিন এই ভাবেই কোলে বসে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলেছিল রিচার্ড। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—'মা' নিজেকে বড় একা লাগছে আমার। আমাকে ছেড়ে যেও না।' এ রকম পরিস্থিতিতে সে যে মায়ের সবচেয়ে আদুরে হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য।

সংসারের টানাটানি আরও বৃদ্ধি পেল। শেষকালে নিরুপায় হয়ে মিল-অকির একটা অনাথ আশ্রমে রিচার্ডকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন ওর মা। রিচার্ড কার্পেণ্টারের পরবর্তী জীবনে যে কলঙ্কময় অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তার সূচনা কিন্তু এইখান থেকেই। রিচার্ডের সঙ্গে কেউই নিষ্ঠুর ব্যবহার করেনি। বরং যত্ন পরিচর্যার সীমা ছিল না সেখানে। কিন্তু বাড়ী থেকে অনেক দূরে থাকার ফলে তার মানসিক অশান্তির সীমা-পরিসীমা ছিল না। কাজেই শত চেষ্টাতেও ওর শিক্ষকেরা এদিক দিয়ে ওকে সুখী করে তুলতে পারেননি। কোনো রকম ত্রুটি ছিল না তার আচারে ব্যবহারে। চোখে-মুখে এমন একটা ছেলেমানুষী মিষ্টিভাব ছিল যে ভাল না বেসে পারা যেত না। কিন্তু পড়াশুনোর দিক দিয়ে ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে লাগল রিচার্ড। আপ্রাণ চেষ্টা করলেন শিক্ষকরা। কিন্তু কিছুতেই স্কুলের পড়াশুনোয় মন বসাতে পারলো না রিচার্ড কার্পেণ্টার।

ষোলো বছর বয়েসে তার চাইতে অনেক কমবয়েসী ছেলেদের ক্লাসে বসতে হলো তাকে। সমবয়সী ছাত্ররা তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, চেহারায়, পোশাকে নোংরা থাকার বদভ্যাস শুরু হয় এখান থেকেই। স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর ও ঘুরতে থাকে এক কাজ থেকে আর এক কাজে। কখনও হয়েছে জাহাজঘাটার কেরানী, কখনও ট্রাক-ড্রাইভার। কখনও নিয়েছে ডিস ধোওয়ার এবং এই ধরনের আরও কত ছোটোখাটো কাজ। কিন্তু কোথাও বেশীদিন টিঁকতে পারেনি ও। যতবার চাকরী গিয়েছে তার, ততবারই সহানুভূতির স্নিগ্ধ

প্রলেপে মনের জ্বালা জুড়োনোর জন্যে ছুটে গেছে মায়ের কাছে। প্রতিবারই অভিযোগ জানিয়েছে বড়ই অসুখী আর নিঃসঙ্গ সে।

আঠারো বছর বয়েসে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখালো রিচার্ড কার্পেন্ডার। কিন্তু মিলিটারী সম্পত্তিতে ক্ষতি করা থেকে শুরু করে এত রকম নিয়ম লঙ্ঘন আরম্ভ হলো যে গার্ডহাউসেই বিস্তর সময় ব্যয় করতে হলো ওকে। শেষকালে এ ধরনের অবাঞ্ছিত লোককে বরখাস্ত করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। সৈন্যবাহিনী থেকে বেরিয়ে এল রিচার্ড কার্পেন্টার শুধু একটি জিনিস ভালভাবেই রপ্ত করে এবং তা হচ্ছে পিস্তল চালানো। কিন্তু তার চরিত্রের আশ্চর্য দিকটুকু জানলে বাস্তবিকই অবাক হতে হয়। এ হেন লোকেরও তীব্র আসক্তি ছিল সিরিয়াল সঙ্গীত অপেরা, সিম্ফনী আর কনসার্টে। বহু রবিবাসরীয় অপরাহ্নে ক্ল্যাসিকাল রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছে ও মা'কে। ভালো ভালো রেকর্ড সংগ্রহের বাতিকেই উড়ে যেত যাবতীয় উদ্বৃত্ত অর্থ।

অপরাধী জীবনের গোড়ার দিকেই দু'দুবার পুলিশ পাকড়াও করে রিচার্ড কার্পেন্টারকে। প্রথমবার সৈন্যবাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর বেআইনীভাবে পিস্তল বহন করার অপরাধে। সৈন্যবাহিনীতে একসময়ে যারা কাজ করেছে, হামেশাই লুকিয়ে চুরিয়ে, পিস্তল সঙ্গে রাখতে দেখা যায় তাদের। কাজেই কার্পেন্টারকেও একপ্রস্থ ধমকধামক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। কঠিন শাস্তি হলো না। এগারো মাস পরে বাড়ীর মধ্যে বসে দুটো রিভলবার পরিষ্কার করছিল রিচার্ড। হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলি ছুটে যায়—গুলি গিয়ে লাগে ওর মায়েরই গায়ে। কপাল ভাল, খুব গুরুতর চোট লাগেনি। কিন্তু পুলিশ যখন জানতে চাইল আসল ব্যাপারটা কি, তখন চটেমটে ওর মা পুলিশমহলকেই অভিযুক্ত করে বসলেন। তারা নাকি খামোকা তার আদুরে ছেলেকে নাজেহাল করছে।

১৯৫১ সালে রিভলবার উঁচিয়ে একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কাছ থেকে আট ডলার ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হলো রিচার্ড কার্পেন্টার। মূল সাক্ষী কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে জানতো না যে কার্পেন্টারই প্রকৃত অপরাধী। তা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করা হলো ওকে। আটটা ডলার আর একটা রিভলবারও পাওয়া গেল ওর কাছ থেকেই। তাতেই আদালতের আর কোনো সন্দেহই রইল না কয়েদীর কুকীর্তি সম্বন্ধে। এক বছর কারাবাসের দণ্ড দিলেন ধর্মাবতার।

বড় কড়া দাওয়াই দেওয়া হলো রিচার্ডকে। অন্ততঃ সেই ভাবেই শাস্তিটাকে নিয়েছিল ও। এক বছরের মধ্যে কোনো কয়েদীর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে দেখা গেল না ওকে। মা মাঝে মাঝে আসতেন। সঙ্গে আনতেন মিঠাই আর কেক। কার্পেন্টার কাউকেই ভাগ দিত না এইসব খাবারদাবারের। খুপরির অন্যান্য কয়েদীরা 'আদুরে খোকা' বলে খেপাতো ওকে। ফলে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল ওর মনের জ্বালা।

শ্রীঘর থেকে বেরিয়ে এসে কার্পেন্টার প্রতিজ্ঞা করলো জীবনে আর কখনো আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে খেলা করবে না। খুঁজে পেতে একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাজও জুটিয়ে ফেলল ও। প্রতি হপ্তায় আশী ডলার রোজগার করতে লাগল কার্পেন্টার। চরিত্রের মধ্যে অতিনৈষ্ঠিক বৈশিষ্ট্যের অংকুরও দেখা গিয়েছিল সে সময়ে। বারবণিতা বা জুয়াড়ীদের ট্যাক্সিতে তুলতো না ও। নিঃসঙ্গ নেকড়ের মতই ভয়াবহতা ওর প্রকৃতির কন্দরে সুপ্ত ছিল তখন। কিন্তু মাঝে মাঝে দুই বোন আর একজন খুড়তুতো বোনকে নিয়ে প্রায়ই সিনেমায় যেত। স্কেটিং করতেও যেত সবাইকে নিয়ে। পরে এই খুড়তুতো বোনের কাছে শুনেছিলাম—'রিচার্ড নিজে কিন্তু স্কেটিং জানতো না। তবুও রাত্রে আমাদের একলা ছেড়ে দিতে চাইত না ও। অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে এ রকম ভাই পাওয়া যায়।'

তিন বোনের জন্যে সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে আনত রিচার্ড। নিজে কিন্তু নোংরা অগোছালো বেশবাস পরেই দিন কাটিয়ে দিত। একটি মাত্র সুট ছিল ওর। জুতোর অবস্থাও ছিল শোচনীয়—ঘন ঘন মেরামত না করলে চলতো না। রীতিমত উত্তেজনার ঝোঁকে যখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে কার্পেন্টার, তখনও কিন্তু ওর ঠাকুরদা বিশ্বাস করতে চাননি যে রিচার্ড কার্পেন্টার একজন বিপজ্জনক প্রকৃতির অপরাধী। জোর গলায় বলেছিলেন বৃদ্ধ—"ভারী ভালো ছেলে ছিল ডিকি। একটু খামখেয়ালী ছিল বটে কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ও যখন ট্যাক্সি চালাতো, তখন আমার জন্যে দুটো তিনটে সিগার আনতে কোনোদিনই ভুল হতো না ওর। বাজে সিগার নয়—যথেষ্ট ভালো সিগার।"

রিচার্ড কার্পেন্টারের পরিবারের সবাই ভাবলে ছেলেটির এত মানসিক অশান্তির মূল কারণ হলো পুলিশের হয়রানি আর আদালতের সমবেদনার অভাব। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে আর একবার স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলল কার্পেন্টার। একটা মোটর চুরি করল ও। পরে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল গাড়িটা ওরই হাতে। একটা মুদিখানায় হানা দিয়ে লুঠ করল একশো ডলার। এই ঘটনার পর থেকে আর কোনোদিন সে ফিরে আসেনি নিজের বাড়ীতে। পরিবারের কারোর সঙ্গেও আর দেখা করেনি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল কার্পেন্টার। পায়ে তার ক্রেপসোলের জুতো। বেল্টে গোঁজা একজোড়া রিভলবার। পর-পর দুঃসাহসিক রাহাজানির এক ভয়ংকর তালিকার সূচনা কিন্তু এই ঘটনা দিয়েই শুরু।

পুরো আঠারো মাস সবার চোখে ধুলো দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইল রিচার্ড কার্পেন্টার। পুলিশ মহলের প্রত্যেকেই তখন খুঁজছে ওকে। তারপর এল ১৯৫৫ সালের অগাষ্টের সেই শোকাবহ দিনটি। আমার বন্ধু আর সহকর্মী ডিটেকটিভ মর্ফি বাড়ী থেকে হেডকোয়ার্টার আসছিল মাটির তলার রেলে চেপে। ডাকাতির তদন্ত করাই ছিল চশমাচোখো মর্ফির একমাত্র কাজ। কার্পেন্টারের রাহাজানি

সম্পর্কিত সবকটা স্টাফ মিটিংয়ে হাজির ছিল মর্ফি। কাজেই চলন্ত ট্রেনে বন্দুকধারী ছোকরাকে দেখে চিনতে ভুল হয়নি ওর। তৎক্ষণাৎ লম্বা লম্বা পা ফেলে রিচার্ডকে গ্রেপ্তার করে ফেলে ও। রুজভেল্ট রোড আর স্টেট স্ট্রীটের প্ল্যাটফর্মে কার্পেন্টারকে নিয়ে নেমে পড়ে মর্ফি। তারপর এক অসতর্ক মুহূর্তে পকেট থেকে কার্পেন্টারের ফোটোগ্রাফ বার করে যখন আসল লোকটার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই রিভলবার বার করে এক গুলিতেই মর্ফিকে খতম করে দিলে কার্পেন্টার। ফোটোগ্রাফ উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। উদ্যত রিভলবারের সামনে ভয়চকিত জনতাকে স্থাণুর মত দাঁড় করিয়ে রেখে ও গিয়ে উঠে পড়ল একটা মস্ত গাড়ীর মধ্যে। সাবওয়ে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ দিয়েই বাইরে যাচ্ছিল গাড়ীটা। দরজা খুলেই ভেতরে উঠে পড়ে কার্পেন্টার। বিদ্যুৎ গতিতে আবার কার্তুজ ভরে নেয় রিভলবারে। এবং পরক্ষণেই ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে নলচেটা স্থির করে রেখে গর্জে ওঠে চাপা কণ্ঠে—"এইমাত্র কয়েকজনকে খুন করে এলাম আমি। চেঁচামেচি না করে গাড়ীটা না চালিয়ে গেলে আপনাকেও খুন করবো আমি।"

গাড়ীটা চালাচ্ছিলেন তেষট্টি বছরের বুড়ো মিঃ চার্লস এ কোর্পার। কার্পেন্টারের বজ্রগর্ভ হুমকি শুনেই আঁতকে উঠে প্রাণ হাতে নিয়ে বায়ুবেগে গাড়ী চালালেন তিনি। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলেন শিকাগোর সবচেয়ে সরগরম স্থান লুপ, ডিয়ারবর্ণ আর ম্যাডিসন স্ট্রীটের কেন্দ্রে। একলাফে গাড়ী থেকে নেমেই উল্কাবেগে উধাও হয়ে গেল কার্পেন্টার।

প্রথমেই যে পুলিশ প্রহরীটির সঙ্গে দেখা হলো, তার কাছেই হাউহাউ করে কোপার সাড়ম্বরে বর্ণনা করলেন এইমাত্র কি ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটে গেল। আঙুলের ছাপের বিশেষজ্ঞ এসে কোর্পারের গাড়ী থেকে উদ্ধার করলেন তালু আর তিনটে আঙুলের ছাপ। কার্পেন্টারের ছাপের সঙ্গেই তা হুবহু মিলে গেল।

পুলিশ অফিসারকে নিধেধ করেছে কার্পেন্টার। কাজেই পুলিশ ফোর্সের প্রত্যেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে তার পায়ে বেড়ি পরানোর। যেভাবেই হোক ফাঁদে ফেলতে হবে কার্পেন্টারকে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, তাকে স্পর্শ করা ততটা সহজ নয়। একটা বাড়তি সূত্র অবশ্য পেয়েছিলাম। মিঃ কোর্পারের কাছে শুনেছিলাম হানাদার লোকটার মুখটা নাকি রোদে পোড়া তামাটে রঙের—প্রায় কালোই বলা চলে। স্থির করলাম, লেক মিচিগানে বেলাভূমিতে যে কটা সমুদ্রস্নানের স্থান আছে, সব কটাতেই একবার আমার যাওয়া দরকার। এ যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া, লাগলেও লেগে যেতে পারে।

কিন্তু কিছুই হলো না। চাঞ্চল্যকর গল্পে বোঝাই রইল খবরের কাগজের পাতাগুলো। আমাদের কাছেও এল একটার মিথ্যা সংবাদ। শিকাগোর একটি

সংবাদপত্র পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে বসল। এমনকি সাহায্য করার জন্যে এফ বি আই (Federal Bureau of Investigation) কয়েকজন এজেন্টকেও পাঠিয়ে দিলে আমাদের দপ্তরে। সবই হলো। কিন্তু কার্পেন্টারের টিকি দেখা গেল না কোথাও।

ডিটেকটিভ মর্ফি নিহত হওয়ার তিনদিন পর পুলিশকর্মী ক্লারেন্স কের ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে রেখে বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন একটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত হলে। মজার ব্যাপার কি জানেন? যে ছবিটা দেখতে গিয়েছিলেন ক্লারেন্স কের, তার নামও কিন্তু 'কল মি লাকি'।

সিনেমা হলে ঢুকেই ক্লারেন্স কের-এর চোখ পড়ল একটা লোকের ওপর। পেছনের সারিতে নাক ডাকিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল লোকটা। এক নজরেই রিচার্ড কার্পেন্টারকে চিনতে পেরেছিলেন ক্লারেন্স। গোলমাল না করে বউকে বললেন গাড়ীতে ফিরে তার জন্যে অপেক্ষা করতে।

ইতস্তত করতে লাগলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর ইচ্ছে ছিল ফোন করে পুলিশ ফৌজ ডেকে আনা। কিন্তু ক্লারেন্সের সেই এক গোঁ—"কাজটা যখন আমারই আওতায় পড়ছে, তখন আমি একাই সামলাতে পারব তা।"

মাত্র বছরখানেক হলো পুলিশ ফোর্সে যোগদান করেছিলেন ক্লারেন্স। নবাগত তিনি, অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প। তাই বুদ্ধিমতী স্ত্রীর পরামর্শ শুনলেই ভাল করতেন। ঘুমন্ত কার্পেন্টারকে ঝাঁকুনি দিয়ে কড়া গলায় শুধোলেন ক্লারেন্স 'এটা কি ঘুমোবার জায়গা?'

'নিজের চরকায় তেল দিন।' ঘুমজড়ানো স্বরে উত্তর এল তখুনি।

'আমি পুলিশ অফিসার। লবিতে আসুন আমার সঙ্গে।'

ধীর পদে উঠে এল কার্পেন্টার। এমনভাবে এল, যেন তখনও পুরোপুরি ভাবে জেগে ওঠেনি ও। এক হাতে রিভলবার আর এক হাতে ব্যাগ নিয়ে সজাগ হয়ে রইলেন ক্লারেন্স।

ঘুম-ঘুম স্বরে আবার বলে ওঠে কার্পেন্টার—'বাইরে বড় গরম, তাই ঠাণ্ডায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বে-আইনী কিছু তো করিনি।'

লবিতে প্রবেশ করে দুজনে। ঠিক এই সময়ে হোঁচট খাওয়ার ভান করেই রিভলবার বার করে সোজা ক্লারেন্সের বুকের ওপর গুলিবর্ষণ করলে কার্পেন্টার। ক্লারেন্সও পাল্টা অগ্নিবর্ষণ করলেন বটে, কিন্তু গুলিটা লাগলো কার্পেন্টারের পায়ে। তীরবেগে ও ছুটে গেল জরুরী অবস্থায় বাইরে বেরোনোর দরজার দিকে। আড়াই শো লোক বসা থাকলেও তখনও বেশ অন্ধকার বিরাজ করছিল সিনেমা হলের মধ্যে। পটাপট শব্দে জ্বলে উঠল আলোগুলো—কিন্তু আবার পাঁকাল মাছের মতই হাত ফস্কে অদৃশ্য হয়ে গেল রিচার্ড কার্পেন্টার।

গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শুনেই লবির দিকে ছুটে গেলেন ক্লারেন্সের স্ত্রী। রাস্তা দিয়ে একজন যাজক যাচ্ছিলেন—ফায়ারিংয়ের শব্দে তিনিও বিলক্ষণ আতঙ্কে উঠেছিলেন। আসবার সময় তাঁকেই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন ক্লারেন্স-পত্নী। এসে দেখলেন টমাস ব্র্যান্ড নামে একজন মেডিক্যাল ছাত্র প্রাথমিক শুশ্রূষা করার পর চেষ্টা করছেন ক্লারের বুক থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা রক্তস্রোত বন্ধ করতে! ক্লারেন্সের চেতনা তখন বিলুপ্ত প্রায়। সেই অবস্থাতেই দুর্বোধ্য ভাবে বিড়বিড় করে চলেছেন—"কার্পেন্টার···কার্পেন্টার···আমি চিনেছি ওকে, কার্পেন্টার···।"

সেন্ট মেরী অফ নাজারেথ হাসপাতালে পুরো পাঁচ ঘণ্টা অপারেশন টেবিলে শুইয়ে রাখা হলো ক্লারেন্স কের-কে শিকাগোয় সবচেয়ে নামকরা বুক আর হৃদযন্ত্র অস্ত্রোপচারক ডঃ এডোয়ার্ড এ অ্যাভারী দুরূহ অস্ত্রোপচার করে জীবনরক্ষা করলেন ক্লারেন্সের। অত্যন্ত পলকা সুতোর ওপর ঝুলছিল তাঁর জীবন। কেননা হৃদযন্ত্রের কাছেই একটা ধমনী জখম হয়েছিল গুরুতরভাবে। পরে ডঃ অ্যাভারী আমাদের বলেছিলেন—"হৃদপিণ্ডের স্পন্দনই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কের-কে। বুক ফুঁড়ে বুলেটটা বেরিয়ে যাওযাব সময়ে সংকুচিত হয়েছিল ওর হৃদয়যন্ত্র। তা না হয়ে যদি প্রসারিত হয়ে থাকত, তাহলেই কিনারা কেটে বেরিয়ে যেত গুলিটা—সেক্ষেত্রে ওর মৃত্যু ছিল অবধারিত। কিন্তু এখন আর কোনো ভয় নেই।

কার্পেন্টারের এই সর্বশেষ পাশবিক অন্তর্ধানেব খবর ফলাও আকারে ছড়িয়ে পড়ল খবরের কাগজ, টেলিভিশন আর রেডিও মাধ্যমে। সে যে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে, সে সম্বন্ধেও মন্তব্য করতে ছাড়লো না খবর পরিবেশকরা। কিন্তু এই একটিমাত্র সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেল! কোন কোটরে যে সেঁধিয়েছে আহত কার্পেন্টার, তার কোনো হদিশই পেল না পুলিশ-মহল। জখম অবস্থায় গাড়ী না নিয়ে বেশী দূর যাওয়া কার্পেন্টাবেব পক্ষে সম্ভব নয় জানতাম। সারা শহর তখন সচকিত হয়ে উঠেছে—লোকের মুখে মুখে আলোচনা চলছে খুনের প্রসঙ্গ নিয়ে। সেইজন্যেই আশা ছিল এবার জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তাছাড়া, কম করে ষাটটা পুলিশ স্কোয়াডকেও মোতায়েন করা হয়েছিল খুনে বন্দুকবাজকে পাকড়াও করার জন্যে। প্রতিটি হাসপাতালে খবর চলে গিয়েছিল—যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতস্থান চিকিৎসার জন্যে কার্পেন্টারের আগমন ঘটতে পারে। রেলপথ আর বাস-স্টপেজেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল গোয়েন্দারা। আজে-বাজে লোকের কাছ থেকে টেলিফোন মারফৎ কয়েকটা লোমহর্ষক গল্পও শুনলাম। তারা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে রাস্তার অন্যদিক দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে চলেছে খুনে কার্পেন্টার। কেউ কেউ তাকে লুকিয়ে

থাকতে দেখেছে বিশেষ কোনো ফ্ল্যাটে অথবা দোকানের মধ্যে। সে নাকি নতুন একপ্রস্থ পোশাক কেনবার চেষ্টা করছে, লেক মিচিগানের নৌকায় তাকে নাকি উঠতে দেখা গেছে, এবং নিশ্চিতভাবে সে-ই নাকি একটা মালবাহী গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে —এমনও দেখা গেছে। জনা ছ'য়েক তরুণকে হাতকড়া লাগিয়ে টেনে আনলো পুলিশ। কিন্তু কার্পেণ্টারের সঙ্গে তাদের মুখের কোনোরকম সাদৃশ্যই পাওয়া গেল না। একজন আঁতকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে খবর আনলে একটা সিনেমা-বাড়ীর ছাদে নাকি খুনেটাকে দেখতে পেয়েছে সে। সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়াডের অফিসাররা বাড়ীটা ঘেরাও করে তল্লাশ করলে তন্নতন্ন করে। পরিশেষে ছাদের ওপর পাওয়া গেল শুধু দুজন অর্ধবসনা তরুণীকে—রৌদ্র-সুখ উপভোগ করছিল তারা।

এ হেন গদ্যময় পরিস্থিতিতে কার্পেণ্টার গ্রেপ্তার হলে বাস্তবিকই ক্লাইমাক্স থেকে বঞ্চিত হতো এই চমকপ্রদ কাহিনী। কিন্তু এরপর যা ঘটলো, তাকে হলিউড রীতি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না—অলীক উপন্যাস যেন চাঞ্চল্যকর বাস্তবে রূপান্তরিত হলো। যে রাত্রে সিনেমার মধ্যে পুলিশকর্মী ক্লারেন্স কের গুলিবিদ্ধ হলেন, ঠিক সেই রাত থেকেই বিচিত্র এই কাহিনীর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল একটা অতি সাধারণ মার্কিন পরিবার—ট্রাক-ড্রাইভার লিওনার্ড পাওয়েল, তার বউ আর সাত বছরের ছেলে রবার্ট আর তিন বছরের মেয়ে ডায়ানা। ওয়েস্ট পোটোমাক এভিনুতে এদের নিবাস।

সেই রাতেই উৎসব ছিল পাওয়েলের বাড়িতে! সাড়ম্বরে ডিনারের আয়োজন করেছিল পাওয়েল তার নবম বিবাহ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নিয়ে স্ফূর্তিতে উচ্ছল হয়েছিল তারা রাত দশটা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত। অতিথিরা যখন বিদায় নিলে, তখন পাওয়েলের ছোট মেয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে, আর ছেলে অন্যঘরে বসে টেলিভিশন দেখছে। দারুণ গরম পড়েছিল সে রাত্রে—গাছের পাতা নড়ানোর মত হাওয়াও বইছিল না। রান্নাঘরে গিয়েছিল লিওনার্ড রেফ্রিজারেটর থেকে কোল্ড ড্রিংক বার করার জন্যে, এমন সময়ে পর্দা লাগানো দরজায় টোকা মারার শব্দ শুনতে পেল ও। সামনেই দাঁড়িয়েছিল রিভলবার হাতে রিচার্ড কার্পেণ্টার। লিওনার্ড ওর দিকে ফিরতেই তুহিন-শীতল স্বরে বলল—"জানেন তো আমি কে?"

নীরবে মাথা হেলিয়ে লিওনার্ড জানালে, হ্যাঁ, সে জানে।

"এইমাত্র আরও একজন পুলিশের লোককে গুলি করে এলাম আমি। আমি যা বলি, তা যদি করেন তো কোনো ক্ষতি হবে না আপনার। আর তা যদি না করেন, যদি দরজাটা খুলতে না চান—এইখান থেকেই আপনাকে গুলি করবো আমি। খুলে দিন দরজাটা।"

কয়েক মাস আগে মদ্যশালায় পুলিশ কর্মী বসাকির যে রিভলবারটা পকেটস্থ করেছিল কার্পেন্টার, সেইটাই অকম্পিত হাতে উঁচিয়ে ধরে সে লিওনার্ডের দিকে।

স্বর শুনেই রান্নাঘরে ছুটে এসেছিল মিসেস পাওয়েল। খুব ধীরস্থিরভাবে সংক্ষেপে বলে উঠল লিওনার্ড—"ডার্লিং, উত্তেজিত হয়ো না। এরই নাম কার্পেন্টার। ও বলছে, ওর কথামত কাজ করলে ও গুলি করবে না! আমাদের কোনো ক্ষতিই করবে না। চেঁচিও না।'

অন্যঘরে টেলিভিশন সেটটা চালিয়ে দিলে ববি। কথা বলার শব্দ কানে আসতেই সচকিত হয়ে ওঠে কার্পেন্টার। সুধোয়—"ওঘরে কে?"

"আমাদের দুই ছেলেমেয়ে। ববি এখন টেলিভিশন দেখছে। কিন্তু এখুনি এঘরে আসবে ও শুভরাত্রি জানাতে। পিস্তলটা পকেটে রাখলে ভাল করতেন। ওকে বুঝিয়ে বলব'খন আমাদেরই বন্ধু আপনি। ও তা বিশ্বাস করবে। গণ্ডগোলও করবে না। কিন্তু রিভলবার দেখিয়ে ওকে ভয় পাইয়ে দিলে হয়তো ও চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করতে পারে।"

ববি ঘরে ঢুকতেই রিভলবার আড়ালে সরিয়ে রাখল কার্পেন্টার। মদে জড়ানো গলায় আস্তে আস্তে কয়েকটি কথাও বললো তার সঙ্গে। কোনো কিছু সন্দেহ না করে শুতে চলে গেল ববি।

পর পর দু'গেলাস জল খেল কার্পেন্টার। তারপর মিসেস পাওয়েলকে হুকুম করলে ক্ষতস্থান বাঁধার জন্যে একটা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসতে। লিওনার্ড নিজে থেকেই ওষুধের দোকানে গিয়ে বীজবারক (অ্যাণ্টিসেপটিক) কিনে আনতে চাইল। কিন্তু কার্পেন্টার বড় হুঁশিয়ার। বাড়ি ছেড়ে বেরোনো তো দূরের কথা, একটু বেতাল দেখলেই ভয়ংকর পরিণতির সম্ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিল সে।

এরপর ট্রাউজার খুলে ফেলে আহত উরুর ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে কার্পেন্টার। কের-এর প্রথম বুলেটটা মাংসর মধ্যে দিয়ে গেলেও দ্বিতীয় বুলেটটা গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে—এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি। মিসেস পাওয়েলকে দিয়ে টোস্ট আর কফি তৈরী করিয়ে আনল ও। কিন্তু খেল খুব অল্পই।

ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং ক্ষতস্থান শুশ্রূষার পর লিভিংরুমে গিয়ে পাওয়েল দম্পতির সঙ্গে টেলিভিশন দেখতে বসল কার্পেন্টার। প্রোগ্রাম বন্ধ করে বিস্তারিতভাবে তার সর্বশেষ কীর্তির বুলেটিন প্রচারিত হওয়ার সময়ে নেকড়ের মত দাঁত বার করে হি-হি করে হেসে উঠল কার্পেন্টার।

ট্রাক চালানোই লিওনার্ড পাওয়েলের পেশা। ছ' ফুট চার ইঞ্চি উঁচু বিশাল শরীরে শক্তি বড় কম নেই। ওজনও কার্পেন্টারের চাইতে কম করে ষাট পাউণ্ড বেশী। কিন্তু খুনে কার্পেন্টারের মন তো নয়—যেন একটা শক্তিশালী রাডার যন্ত্র। রাডার-মন দিয়ে পাওয়েলের চিন্তাশক্তি আঁচ করে নিয়ে ভ্রূকুটি করে চিবিয়ে

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—"ও চেষ্টা করবেন না। বউ আর বাচ্ছাগুলোর কথা মনে রাখবেন সবসময়ে।"

দেহের প্রতিটি তন্তুতে নিঃসীম ক্লান্তির গুরুভার নামলেও রীতিমত হুঁশিয়ার রইল কার্পেণ্টার! অনেকক্ষণ পরে পাওয়েল বললে এবার ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া দরকার। তা না হলে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হতে পারে। খড়খড়ির পাখিগুলো নামিয়ে দিতে হুকুম করলো কার্পেণ্টার। জানলার আর আলোর ওপরেও আবরণ টেনে দেওয়া হলো তার নির্দেশে। দেখতে দেখতে ভ্যাপসা গরমে উনুনের মতই তপ্ত হয়ে উঠল ঘরটা।

বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল পুলিশ সাইরেনের তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ—আশপাশের অঞ্চল তন্নতন্ন করে খুঁজছিল ওরা। যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছে, এমনিভাবে বিড়বিড় করে ওঠে কার্পেণ্টার—"আমার সম্বন্ধে খুব বেশী মাথা ঘামাবেন না আপনারা। শুধু এইটুকুই জানিয়ে রাখতে চাই, প্রথম গুলিটা আমি ছুঁড়িনি। যাকগে, ও নিয়ে আর এখন ভেবে লাভ কি।"

তন্ময় হয়ে টেলিভিশন শুনতে লাগল কার্পেণ্টার। কের তখনও জীবিত ছিল কিনা, সেই খবরই জানার জন্যেই কানখাড়া করে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বললো—"শুধু একটি দুঃখ রয়ে গেল আমার। জীবনে এমন কোনো কাজ করে গেলাম না যার জন্যে আমার মা আর বোনেরা গর্ববোধ করতে পারে। অত্যন্ত নোংরা আর উচ্ছৃংখল জীবনযাপন করেছি আমি। কিন্তু এখন বড় দেরী হয়ে গেছে। হয় ঐ টিকটিকিগুলোর গুলিতে আমাকে মরতে হবে, আর তা নাহলে ইলেকট্রিক চেয়ার তো রয়েছেই। মরবার আগে অন্তত একবারের জন্যে মা'কে দেখতে পেলে অনেকটা শান্তি পাবো আমি।"

বন্ধুর মতই সমবেদনার সুরে বলে লিওনার্ড—"চেষ্টা করলে আমার তো মনে হয় অনেক ভাল থাকতে পারতে তুমি, সবার ভালবাসাও পেতে। তোমার বর্তমান হাল দেখে, এত কষ্ট দেখে, বাস্তবিকই দুঃখ হচ্ছে আমার।"

সঠিক মনোবিদ্যা প্রয়োগ করেছিল লিওনার্ড। সমবেদনার স্নিগ্ধ ছোঁয়া পেলেই সবকিছু ভুলে যেত কার্পেণ্টার। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল—"আজ সারারাত এখানেই থাকবো আমি। কাল রাতও থাকবো। অন্ধকার হলে তবে বেরোবো। ততক্ষণে টিকটিকিগুলো নিশ্চয় এ অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যাবে আমাকে খুঁজতে।"

ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে ঘুমোবার ইচ্ছে ছিল কার্পেণ্টারের। সেক্ষেত্রে তার রক্ষণাবেক্ষণের ভারটা থাকতো নাকি ওদের ওপরেই। কিন্তু মায়ের মন কেঁপে উঠল তাতে। মরিয়া হয়ে এই বলে বোঝালে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ছোটো মেয়ে অচেনা মুখ দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে পারে। তাহলেই মহাবিপদ। যুক্তিটা

মনে ধরলো কার্পেণ্টারের। কাজেই বন্ধ ঘরে পাওয়েল দম্পতির সঙ্গেই রাত কাটানোর আয়োজন করল ও।

একটির পর একটি ঘণ্টা কাটতে থাকে। আরও গুমোট হয়ে উঠতে থাকে ছোট্টো ঘরটা। রিভলবারটা হাতেই রেখেছিল কার্পেণ্টার। ঘুম-ঘুম চোখেও সজাগ রেখেছিল দৃষ্টি। ঘুমের দাপটে চোখ দুটো একেবারেই বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্যে সারারাত সে কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা তার!

পরের দিন ভোরবেলা লিওনার্ড বললে—"আমাকে কাজে বেরুতে হবে। না বেরুলে কোম্পানী আর পাড়াপড়শীরা অনেক প্রশ্ন করতে পারে।" অপলক চোখে লিওনার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে কার্পেণ্টার শুধু বললে—"যাচ্ছেন যান, কিন্তু মনে রাখবেন বাড়িতে রইল আপনার স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ে। আমি যদি আপনি হতাম, তাহলে এরকম পরিস্থিতিতে আহাম্মকের মত কিছু করতাম না। বুঝেছেন?"

লিওনার্ড বুঝেছিল। সাড়ে ছটার সময়ে বেরিয়ে গেল সে। রাত্রেই তো আপদ বিদেয় হচ্ছে বাড়ি থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে ফোন করলেই চলবে 'খন। ঐটুকু সময়ের মধ্যে বেশী পথ আর যেতে হচ্ছে না বাছাধনকে। লাঞ্চ খাওয়ার অবসরে স্ত্রীকে ফোন করলো লিওনার্ড। সব শান্ত, কোনো হাংগামা নেই।

দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল কার্পেণ্টার। ঘুম থেকে উঠে এক পেট খেয়েও নিলে। তারপর গোঁফটা কামিয়ে ফেলে মুখ পরিষ্কার করে ফেলল। মিসেস পাওয়েলের ভয়ার্ত মুখচ্ছবি দেখে নিশ্চিন্ত ছিল কার্পেণ্টার। নিদারুণ আতংকে এমনই অন্তর-কাঁপুনি শুরু হয়েছিল তার যে কোনরকম বিপদের সম্ভাবনাই ছিল না ওদিক থেকে। সেইদিনই বিকেলে মিসেস পাওয়েলের মা এল মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। এই সময়টা ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে ঘাপটি মেরে রইল কার্পেণ্টার।

দারুণ উদ্বিগ্ন মন নিয়ে কাজ থেকে ফিরে এল লিওনার্ড। সঙ্গে এনেছিল সেইদিনকার দৈনিকের সর্বশেষ সংস্করণ। কাগজটা ছিনিয়ে নিল কার্পেণ্টার। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিজের সম্বন্ধে টাটকা সংবাদ জানার আগ্রহে। আর তখনই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলে উঠল ও—"অন্তত পক্ষে আরও দুদিন এ জায়গা ছেড়ে বেরোনো চলবে না। এখানে থাকার জন্যে আপনাদের খরচপত্রও আমি পরে পুষিয়ে দেব কিছু টাকা পাঠিয়ে।"

ডিনার তৈরী করে ডাক দিল মিসেস পাওয়েল। কিন্তু অচেনা লোকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে ছেলেমেয়েরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করায় কালো আঙুর আর শাকসব্জীভরা প্লেটটা নিয়ে সামনের ঘরে উঠে এল কার্পেণ্টার। ইতিমধ্যে খেতে খেতে ফিসফাস করে কি সলাপরামর্শ করে নিলে পাওয়েল দম্পতি। তারপরেই

লিওনার্ড উঠে গেল অন্য ঘরে কার্পেন্টারের কাছে। গিয়ে বললে যে তার ছেলেমেয়েদের একটা নিয়মিত অভ্যাস আছে প্রতিদিন রাত্রে বাড়ির সামনে গিয়ে ওরা মা আর দাদু-দিদিমার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে থাকে। সে রাতেও ওদের যাওয়া দরকার। দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল কার্পেন্টার।

কিছুক্ষণ পরে লিওনার্ড বলে উঠল—"এই যাঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম। শ্বশুরের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কথা কইবো বলেছিলাম। আমারই যাওয়া দরকার নীচে। তা নাহলে উনি নিজেই উঠে আসবেন।"

কার্পেন্টার বললে—"অত কথায় কাজ কি। ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে আপনার ফিরে আসা চাই। ভুলে যাবেন না আপনার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আমার রিভলবারের পাল্লার মধ্যেই রয়েছে।"

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল লিওনার্ড। পরক্ষণে গোটা কয়েক লম্বা লাফে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির পেছনে এসে ইঙ্গিতে স্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে ছেলেমেয়ে আর তার বাবা-মাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে। ঠিক এইরকমটিই আশা করেছিল মিসেস পাওয়েল! তারপর কি করা উচিত, তা তাকে না বললেও চলতো। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল লিওনার্ড। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে খেলায় মগ্ন ছেলেমেয়েদের চীৎকার করে সাবধান করে দিলে—"পালাও এক্ষুনি—বন্দুক নিয়ে আসছে একটা খুনে গুন্ডা।"

ঠিক নটা বেজে এক মিনিটের সময়ে টেলিফোন পেলাম লিওনার্ড পাওয়েলের। ডিটেকটিভদের ডেপুটি চীফ ফ্রাংক ও সুলিভ্যান টেলিফোন পেয়ে ছোট্ট করে বললেন লিওনার্ডকে—"গ্যাট হয়ে বসে থাকুন। আমরা আসছি।" তৎক্ষণাৎ বেতার-বার্তা চলে গেল তিরিশটা পুলিশের গাড়িতে। প্রত্যেকেই চতুর্দিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল পাওয়েলের ফ্ল্যাটের দিকে। কয়েক মিনিট পরেই সার্জেন্ট মিকলাজ-এর গলা শুনলাম ঃ

"কার্পেন্টার···কার্পেন্টার···ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে এস। বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছি আমরা। সরে পড়ার কোনো সুযোগই নেই।"

জানালার সামনে আবির্ভূত হলো কার্পেন্টার। দড়াম করে সার্জেন্টের দিকে গুলিবর্ষণ করেই সাঁৎ করে সরে গেল আড়ালে।

মিকলাজ এবার চীৎকার করে হুঁশিয়ার করে দিলে বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের। সবাই যেন মেঝের ওপর শুয়ে পড়েন—পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করবে কার্পেন্টারের ওপর। ইতিমধ্যে প্রায় হাজার দুয়েক উৎসুক লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল রাস্তার ওপর। সবার সামনেই আবার কার্পেন্টার দেখিয়ে দিয়ে গেল তার অসম-সাহসিকতা আর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা। পাওয়েলদের জানলা থেকে আচম্বিতে সে লাফিয়ে উঠল শূন্যপথে—চার ফুট দূরেই ছিল পাশের বাড়ির জানলাটা। জনতা

এবং পুলিশ কিছু বোঝবার আগেই দারুণ শব্দে খোলা জানলাটার ওপর আছড়ে পড়লো সে। ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে পড়ালো সার্সির কাঁচ, অক্ষত রইল না তার মুখ আর হাত। চক্ষের নিমিষে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল কার্পেন্টার—ঘরের মধ্যে যে কজন ছিল, তারা তো ভয়ে কাঠ হয়ে প্রায় মিশে গেল দেওয়ালের সঙ্গে। কোনো দিকে না তাকিয়ে এক দৌড়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও। সেখান থেকে সিঁড়ি টপকে পেঁছোলো আর একটা ফ্ল্যাটে। মূর্তিমান বিভীষিকার মত রিচার্ড কার্পেন্টারকে ধেয়ে আসতে দেখে সে ঘরের বাসিন্দারা আগেই উধাও হয়েছিল।

বাইরের বিস্ময়বিহ্বল দৃশ্য দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলো না কার্পেন্টার। তাই জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই কালি পটকার স্তূপে আগুন লাগার মত প্রচণ্ড শব্দে এক ঝাঁক পুলিশের গুলি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে। সাঁৎ করে কার্পেন্টার আড়ালে সরে এল বটে, কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সার্সির কাঁচ আর ঝাঁঝরা হয়ে গেল কাঠের ফ্রেম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই স্কোয়াড অফিসাররা ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে।

মেঝের ওপর বসেছিল কার্পেন্টার। পুলিশ অফিসারদের রণমূর্তি দেখেই নিরীহ নাগরিকের মতই বলে উঠল—"আমি না, আমি না, আমাকে আপনাদের দরকার নেই। আমি তো এইখানেই থাকি।"

কিন্তু এ ধোঁকাবাজিতে ভোলবার পাত্র নয় অফিসাররা। হিড়হিড় করে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ওকে টেনে নামিয়ে আনা হলো নীচে। একবার তো ও ফস্‌ করে রিভলবারটা বার করে ফেলেছিল আর কি! তবে তাতে সুবিধে করা গেল না। রাস্তায় টেনে নামানোর পরও মানুষখেকডের মতই ও প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে থাকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার। হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল মারমুখো জনতা। আর সে কি চীৎকার—"মারুন, মারুন, খুন করে ফেলুন খুনে ছুঁচোটাকে!"

ঠেলেঠুলে পুলিশের গাড়িতে তুলে দিলাম ওকে, মিনিট কয়েক পরেই চার্জরুমে দেহতল্লাস করা হলো ওর। পাওয়া গেল এই কটা জিনিস: দুটো রিভলবার, ছটা ৩৮ কার্তুজ, এক প্যাকেট অ্যাসপিরিন, হাতঘড়ি, পাঁচটা চাবি, দুটো পাঁচ ডলারের নোট আর খুচরো আটটা সেন্ট।

বিচার শুরু হলে কার্পেন্টারের হাত-পা বেঁধে এবং কোমরবন্ধনীর সঙ্গে পুরু চামড়ার ফিতে লাগিয়ে আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। বড় বিশ্রী দেখাচ্ছিল ওকে দাড়ি না কামানোর জন্যে আর চুল না আঁচড়ানোর জন্যে। শুনানির সময়ে আগাগোড়া একজন আত্মীয়ার সঙ্গে কথা কইলো কার্পেন্টার! স্টেট প্রসিকিউটর জোর গলায় বললেন, রিচার্ড কার্পেন্টার আইনত সুস্থ মস্তিষ্ক।

বেশ কয়েকজন মনোসমীক্ষককে ডেকে তিনি প্রমাণ করে দিলেন কোনটা ন্যায় এবং কোনটা অন্যায়, তা বোঝার টনটনে জ্ঞান আছে তার। কৌশুলীর সঙ্গে সহযোগিতা করার মত বুদ্ধিবিবেচনারও অভাব নেই।

আর তাই, ডিটেকটিভ উইলিয়াম মর্ফিকে হত্যার অপরাধে ১৯৫৬ সালের ১৬ই মার্চ আদুরে খোকা পুলিশ-হন্তা রিচার্ড ডি কার্পেণ্টারকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হোল শুনে কেউই অবাক হননি।

*　　*　　*

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

জন ফ্লানেগান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরী অঞ্চলের শিকাগো শহরের বাসিন্দা। তিনি উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চলের শিল্প সভ্যতার আবরণ উন্মোচিত করে যেসব গোয়েন্দা অন্বেষণ ও রোমহর্ষক ঘটনার ঘনঘটার বিন্যাস সৃষ্টি করেছেন তা নিঃসন্দেহে আমাদের আধুনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। খুন, হত্যা, মৃত্যু, মনোসমীক্ষন ইত্যাদির এক অসাধারণ বাতাবরণ সৃষ্টিও তার রহস্য উদ্ঘাটন জন ফ্লানেগানের লেখায় এক আস্বাদ্য-রস-রোমাঞ্চ ও রহস্যের এক কুহেলিমায়া সৃষ্টি করেছে।

*　　*　　*



জন কোন্যালী

কাপড়ের আবরণে মাথা-মুখ ঢাকা লোক-হলেও যারা তাই মনে করে নিজেদের —এদের গুলোকে আমি দেখেছিলাম। সাদা পোশাক পরে ছিল সবাই। ঘোড়ায় চেপে স্রোতের মত এসেছিল তারা। প্রদোষের ম্লান আলোয় ঘোড়সওয়ার মূর্তিগুলোকে সাক্ষাৎ শয়তানের মত দেখাচ্ছিল। আমার তখন বয়স খুব অল্প। নেহাতই ছেলেমানুষ। ফ্লোরিডার মেরিয়ানার কাছাকাছি একটা গ্রামে আমি থাকতাম। অনেক রাত আমার জীবনে এসেছে, কিন্তু সে রাতটাকে আমি আজও ভুলতে পারি নি। কিভাবে মাথা-মুখ আচ্ছাদিত লোকগুলো একটা জ্বলন্ত ক্রুশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল ক্যাথলিক গির্জের বাইরে; তারপর, ভেতরকার উপাসনারত সবাইকে হুকুম করেছিল বাইরে বেরিয়ে আসতে। বয়স তখন খুব অল্প হলেও এ সবের অর্থ যে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ভয়াবহ সূচনা, তা বোঝার মত বুদ্ধি আমার ছিল।

ক্যাথলিক, নিগ্রো, ইহুদি—এদের প্রত্যেককে ঘৃণা করতো মাথা-মুখ ঢাকা এই লোকগুলো। গায়ের রঙ যাদের সাদা নয়, দক্ষিণদেশের মানুষ না হলেও যারা

তাই মনে করে নিজেদের—এদের প্রত্যেককে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো এরা, এই মাথা-মুখ আচ্ছাদিত লোকেরা। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের গ্রামের সবার এবং খেত-খামারের চাষী মানুষদের অন্তরে বিভীষিকা রচনা করে এসেছে এই কু ক্লুক্স ক্ল্যান-য়েরা।

ছেলেবেলার প্রথমদিকের স্মৃতি, বিশেষ করে এই সবের স্মৃতি কোনদিনই মুছে যায় না মনের পট থেকে। পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা হলেও আজও আমি যখন জীবনে প্রথম দেখা মাথা-মুখ ঢাকা সেই লোকগুলোর কথা মনে করি, স্নায়ুতে স্নায়ুতে উপলব্ধি করি সেদিনকার রক্তজমানো আতঙ্ক।

পরে এদের সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আমি জেনেছিলাম। জেনেছিলাম কিভাবে গৃহযুদ্ধের সময়ে সর্বপ্রথম শুরু হয় কু ক্লুক্স ক্ল্যান-য়ের তৎপরতা। তারপর দাসত্ব প্রথা লোপ পাওয়ার পর আরও দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে এরা। সে সময়ে অজ্ঞতা, আতঙ্ক আর কুসংস্কার—এই সব কটিকেই কাজে লাগাতো ওরা। অনেক নিগ্রোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ক্ল্যানসমেনরা সত্যি সত্যিই সাদা ভূত এবং তাদের অলৌকিক ক্ষমতাও তাই সীমাহীন।

কলেজে পড়ার সময়ে ক্ল্যানদের তৎপরতা সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আমি পড়েছিলাম। এদের বিচিত্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যা শুনলে উপকথা বলে মনে হয়, এদের মৃত্যুর শপথ এবং কোন সভ্যের নাম ফাঁস করে দেওয়ার দুঃসাহস যে দেখায় তার প্রতি পাশবিক দণ্ডদানের বিধান—সবই আমি জানতে পারলাম। কশাঘাত এবং লাঞ্ছনার সে এক গা-শিউরোনো কাহিনী। 'গ্র্যান্ড ইম্পিরিয়েল উইজার্ড অ্যান্ড মোগল' ইত্যাদি গালভরা নামগুলো শুনলে হাসি পেলেও কিন্তু বাস্তবিকই এদের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মগত এবং জাতিগত বিদ্বেষকে জিইয়ে রাখার জন্যে যারা জীবন পণ করেছে, এ নাম ছিল তাদেরই।

তারপর বহু বছর পরের কথা। বড় হয়েছি আমি। দেহ-মনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছি এবং অপরাধী সন্ধানী হিসেবে কিছু সুনামও হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে আমাকে পাঠানো হলো একটা কু ক্লুক্স ক্ল্যান হত্যার তদন্তে। সমাজের দুষ্ট ব্রণস্বরূপ আমেরিকার রীতিনীতির পরিপন্থী এই গুপ্ত সমিতির কফিনে আরও একটা পেরেক পোঁতার জন্যে আমার সর্বশক্তি বিনিয়োগ করার সংকল্প নিয়ে রওনা হলাম আমি।

১৯৩০ সালের ৭ই আগস্ট ইণ্ডিআনার ম্যারিঅনে পেঁছোলাম আমি। বিধির কি বিড়ম্বনা! এক সময়ে এই ম্যারিঅনের নামডাক ছিল অন্য কারণে। অবরুদ্ধ দক্ষিণ অঞ্চল থেকে বহু নিগ্রো ক্রীতদাস 'মাটির তলার রেলপথ' দিয়ে সটকান দিয়েছিল এইখান দিয়েই।

ম্যারিঅনের ঘটনাটা আসলে দু পরিচ্ছেদে ভাগ করা একটিমাত্র কাহিনী—যার

শুরু এবং শেষ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। ফেয়ারমণ্ট' জায়গাটা খুব কাছেই। ফেয়ারমণ্টের একটি খামার থেকে একটি ছেলে তার আঠারো বছরের বান্ধবীর সাথে দেখা করার জন্যে এসেছিল ম্যারিঅনে। ঘটনার শুরু এইখান থেকেই। সিনেমা দেখতে গিয়েছিল দুজনে। তারপর একটা ড্রাগ ষ্টোরে দাঁড়ায় সোডা খাওয়ার জন্যে। সেখান থেকে দুজনে গাড়ি হাঁকিয়ে যায় মিস্‌সিসিনউয়া নদীর দিকে। গাড়ি দাঁড় করানোর পর নদীর ধারে দুজনেই একটু ফুর্তি'উচ্ছল হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীরা এ ধরনের পরিবেশে এসে যে রকম আনন্দে মেতে ওঠে, এও তাই। কিন্তু এ-হেন কবিতার ছন্দপতন ঘটলো আচম্বিতে আতংক আর বিভীষিকার এক ঘন কালো মেঘের আবির্ভাবে। আচমকা এক ঝটকায় খুলে গেল গাড়ির দরজা এবং একটা ছায়ামূর্তি, নিগ্রো বলেই মনে হয়েছিল তাকে, একটা রিভলবার তুলে ধরল দুজনের পানে।

গুরু গম্ভীর গলা শোনা যায়, "ওহে খোকাখুকুরা, বেয়াড়াপনা করলেই বিপদে পড়বে। ভাল চাওতো গুটি গুটি নেমে এস দিকি গাড়ির ভেতর থেকে।"

বিনা দ্বিধায় হুকুম তামিল করে ছেলেটি। মেয়েটি গাড়ির মধ্যেই বসে থাকে। এবার পিস্তলধারীর সংকেত পেয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আরও দুজন ছায়ামূর্তি। ছেলেটির পকেট হাতরে তাকে কপর্দকহীন করে ওরা— খুচরোগুলোও নিতে ভোলে না। তারপর দলের পাণ্ডার হুকুম হয় 'মেয়েটিকে দেখাশুনা করার।' ওদের মধ্যে একজন সুট্ করে ঢুকে পড়ে গাড়ীর ভেতর এবং পর মুহূর্তে মেয়েটির ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে আসে ছেলেটির কানে। মরিয়া হয়ে ওঠে সে। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে আচমকা এক মোক্ষম ঘুসি বসিয়ে দেয় পিস্তলধারীর মুখের ওপর।

এ কাজে রীতিমত সাহসের দরকার—বিশেষ করে একজন অল্প বয়েসী ছেলের পক্ষে এতখানি সাহস দেখানো বড় সোজা কথা নয়।

একটু টলে ওঠে পিস্তলধারী। তারপরেই সামলে নিয়ে পর পর তিনবার গুলিবর্ষণ করে। হাতে এবং পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে আছড়ে পড়ে ছেলেটি। ক্ষতমুখ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে ছুটে আসা রক্তের মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে জ্ঞান হারায় সে।

হানাদার তিনজন তীরবেগে দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ে নিজেদের গাড়িতে। পুরোনো মডেলের একটা টি ফোর্ড গাড়ি। এবং সাংঘাতিক ভাবে আহত ছেলেটির পানে এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই ঝড়ের মত বেগে গাড়ি চালিয়ে উধাও হয় সবাই।

প্রিয়তম ছেলেটির পায়ে নতজানু হয়ে বসে পড়ে মেয়েটি। ঘটনার আকস্মিকতায় এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিল বেচারী যে প্রথমেই আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠে সে। কিন্তু তার চীৎকার শুনে ছুটে আসার মত লোক ধারে কাছে কেউই ছিল

না। শেষকালে নিরালা জায়গাটা ছেড়ে সে দৌড়োতে থাকে একটা খামারবাড়ি লক্ষ্য করে সাহায্যের আশায়। রাত তখন দশটা কুড়ি মিনিট।

গুলিবর্ষণের এই দৃশ্যটি যেখানে ঘটে, সে জায়গাটি ম্যারিঅনের বাইরে। কাজেই শহরের পুলিশেরা সাফ বলে দিলে তদন্তটা পড়ছে কাউন্টি কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারে। ডাক পড়ল স্টেট হাইওয়ে পেট্রলের। শেষে ঠিক হলো গ্রান্ট কাউন্টির শেরিফ জেক ক্যাম্পবেল হাতে নেবেন এই কেস।

ক্যাম্পবেল লোকটি ছিলেন ঝানু পুলিশ অফিসার। সাহসেরও তাঁর অভাব ছিল না। এবং অভাব যে বাস্তবিকই নেই, তা প্রমাণিত হয় তাঁর খুঁড়িয়ে চলার ধরন থেকেই। পিস্তল-যুদ্ধে গুরুতরভাবে পায়ে চোট পেয়েছিলেন ক্যাম্পবেল। এ কেস যখন হাতে নিলেন, তখন ডাক্তারেরা উঠে পড়ে লেগেছেন ছেলেটির জীবন বাঁচানোর জন্যে। মেয়েটির জবানবন্দি থেকে ঘটনার নিখুঁত বিবরণও পাওয়া গিয়েছিল।

গুলিবর্ষণের পরেই সেই রাত্রে ম্যারিঅনে হাজির ছিলেন ক্যাম্পবেল-এ। একটা সেকেলে মডেলের টি ফোর্ড গাড়ির মধ্যে তিনজন নিগ্রোকেও দেখেছিলেন। ওয়াশিংটন স্ট্রীট বরাবর বিকট স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে গাড়ি চালাচ্ছিল ওরা। ওদের এই হুল্লোর আর আচরণ দেখে তখন কিন্তু উনি বিশেষ কিছু ভাবেন নি। উনি জানতেন, মেজাজ খিঁচড়ে গেলে, খুব মুষড়ে পড়লে মানুষমাত্রই, তা সে কালোই হোক আর সাদাই হোক, একটু বেসামাল হয়ে ওঠে। হাবভাবে আচার ব্যবহারে তখন অনায়াসেই একটা বেখাপ্পা বেয়াড়া ভাব লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, টি মডেল গাড়ীটায় লাইসেন্সটা ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্যে গাড়িটাকে দাঁড় করালেন উনি। দেখলেন, রেজিস্ট্রেশন হয়েছে টম শিপ্-এর নামে। এই কাণ্ডের একটু পরেই ক্যাম্পবেল এবং তাঁর ডেপুটিরা রওনা হলেন টম শিপ-এর ঠিকানা খুঁজে বার করার জন্যে শহরের যে অঞ্চলে কালো চামড়ার লোকেরা থাকে সেই দিকে।

কোঠা বাড়িটায় রঙের কোন বালাই ছিল না। আধা-অন্ধকারের মধ্যে বাড়ীটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন বয়সের ভারে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারী—নিজেকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখার মত শক্তিও তার নেই। গ্যারেজের ভিতরে হানা দিতেই ফোর্ড গাড়ীটা চোখে পড়ল পুলিশ অফিসারদের। অ্যাক্সেলের চারপাশে ঘাস এবং গুল্ম লেগেছিল। মিস্‌সিসিনউয়া নদীর তীরে গেলে যে ধরনের ঘাস-গুল্ম পাওয়া যায়—ঠিক সেই রকমের।

পর্দা দেওয়া দরজাটা লাথি মেরে দুহাট করে খুলে ফেললেন ক্যাম্পবেল। এলোমেলো বিছানার ওপর জামাকাপড় পরেই চীৎপাত হয়ে শুয়ে ছিল টম শিপ। ঘুম ভাঙানোর পর সে স্বীকার করলে, হ্যাঁ, এক স্মিথ আর হার্ব ক্যামেরন নামে

দুই বন্ধুর সঙ্গে সে একটু ফূর্তি করতে বেরিয়েছিল বটে। শিপ্‌কে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ক্যাম্পবেল ডেপুটিরা পাকড়াও করে আনলেন স্মিথ আর ক্যামেরনকে।

আব্রাহাম স্মিথের বয়স উনিশ বছর। আর হার্ব ক্যামেরনের বয়স মাত্র ষোল। উপবাসশীর্ণ ফিনফিনে চেহারা তার। হাতকড়া লাগিয়ে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হলো ম্যারিঅনের পুরোনো আদালত ভবনে। লাল ইঁট আর গ্র্যানাইট দিয়ে তৈরী সে বাড়ি।

নদীতীরে গুলিবর্ষণের অকুস্থলে এবং তার পরের ভয়াবহ উপসংহার নিয়ে তদন্তে ব্যস্ত থাকার সময়ে ক্যাম্পবেল অনেক কথা আমায় বললেন সে রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে। কিন্তু গ্রেপ্তার করবার পর সেই রাতেই ডেপুটি কালোচামড়া ছেলেদের নিয়ে আসলে কি যে করেছিলেন, তার কোন বৃত্তান্তই আমি বার করতে পারলাম না কারও কাছ থেকে। শুনেছিলাম, খুব মারধোর করা হয়েছিল ওদের এবং 'থার্ড ডিগ্রি' নামক পদ্ধতিটিও বাদ যায় নি। কেউ কেউ বললে, ছেলেগুলোর পেট থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার পর নাকি বেদম হাঁপিয়ে পড়েছিলেন ডেপুটিরা।

নদীতীরে প্রেমিক-প্রেমিকার ওপর চড়াও হওয়ার কথা স্বীকার করেছিল টম শিপ্‌-এর সাথে।

ম্যারিঅনের সীমানার বাইরে কু ক্লুক্স ক্ল্যান্‌-এর সভার নির্ধারিত সময় ছিল ৭ই অগাষ্টের রাত দুটো। সবাই মিলিত হবার পর নিষিদ্ধ জিন-এর স্রোত বয়ে গেল নির্বাধে। সেই সঙ্গে চললো নিগ্রোদের প্রতি অবাধে বিষোদ্গার। আলোচনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত মতলব স্থির হয়ে গেল ঃ ঠিক হলো, দল বেঁধে সবাই হামলা দেবে জেলের মধ্যে। সভা যখন ভঙ্গ হলো, তখন বেশীর ভাগ ক্ল্যানস্‌মেন-ই মদে চুর-চুর এবং নষ্টামির জন্য উদগ্রীব। জেলার প্রত্যেককে ডেকে তুলে বিরাট দল গড়ার পরিকল্পনাও হয়েছিল। স্লোগান তৈরী হলো, 'কুত্তা নিগারগুলোকে যে ভাবেই হোক পাঠাতে হবে যমালয়ে!'

সকাল দশটা নাগাদ আদালত ভবনের দিকে যে কটা রাস্তা এসেছে, সব কটায় জড়ো হলো কাতারে কাতারে লোক। পিল পিল করে আরও লোক আসছিল ম্যারিঅনের বাইরে থেকে। রাগে গন গনে প্রত্যেকরই মেজাজ! সত্যি কথা বলতে কি আসন্ন হাঙ্গামার—সম্ভাবনায় দেখতে দেখতে থমথমে হয়ে উঠল চারপাশের আবহাওয়া। জেলের বাইরের জনতা যে একটা কিছু গোলমাল শুরু করার জন্যেই ওঁৎ পেতে রয়েছে, এ সম্পর্কেও হুঁশিয়ার করে দেওয়া হলো শেরিফ ক্যাম্পবেলকে। কয়েদীদের চুপিসারে ম্যারিঅনের বাইরে পাচার করে দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হলো তাঁকে।

কিন্তু নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতেন শেরিফ। তাই জবাব দিলেন—"অর্থাৎ সবাই ভাবুক যে ভয়ের চোটে ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়ছি আমি। ওসব কিস্‌সু

হবে না। এ অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য জেল হলো এইটা ! কারও ক্ষমতা নেই দরজা ভেঙে এর ভেতরে উৎপাত করবে।"

দারুণ ভুল করেছিলেন ক্যাম্পবেল ! কেননা, খুব জোর ঘণ্টা তিনেক, কি তারও একটু পরেই জয়জয়কার পড়ে গেল সেই আইনের যে আইন কোন আইনের পরোয়া না করে নিজ হাতেই তুলে নেয় অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার গুরুভার। কড়া রোদ্দুরের মধ্যে ঝুলতে লাগল দু'দুটো নিষ্প্রাণ দেহ। আনুষ্ঠানিক বিচার প্রহসন বেমালুম কেটে ছেঁটে সংক্ষিপ্ত করে আনলে জনতা। রক্তের তৃষ্ণা মিটানোর এই বীভৎস দৃশ্যে কিন্তু একটি জাতীয় রক্ষীও উপস্থিত ছিল না এ কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করার জন্যে।

জেলের ওপর সর্বপ্রথম হামলা শুরু হয় চারজন মাথা মুখ ঢাকা ক্ল্যানস্‌মেন-এর প্রচেষ্টায়। রাস্তার কোণ থেকে লোহার ট্রাফিক সিগন্যালটা মাটি খুঁড়ে তুলে আনে ওরা। তারপর, শুরু হয় আদালত ভবনের লোহার খিলমারা ওককাঠের ভারী দরজাটার ওপর আঘাতের পর আঘাত। কিন্তু এক চুলও নড়ে না পাথরের মত শক্ত দরজাটা। বাধ্য হয়ে লোহার খেঁটে নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয় ওরা। রীতিমত ঘামতে ঘামতে বিস্তর গালিগালাজ বর্ষণের পর আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয় তাদের প্রচেষ্টা।

ইতিমধ্যে একটা কাঁদুনে গ্যাসের বোমা এসে পড়ে জনতার মাঝে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যে। কিন্তু একজন অতি তৎপর ক্ল্যান হাঙ্গামাকারী চট্ করে বোমাটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে যেদিক থেকে এসেছে সেইদিকেই। দরজা-ভাঙার খেঁটে এবার আর ব্যর্থ হয় না। দরজার পাশে পাশে গাঁথুনিতে ফাটল দেখা যেতেই মুহুর্মুহু বিজয়ের উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে এদিকে-সেদিকে। হুড-পরা একজন চীৎকার করে ওঠে—"ওহে, হাত লাগাও সবাই, বাস্টার্ডদের এবার আমরা হাতের মুঠোয় পাব।" হাতে হাতে চালান হয়ে গেল জিন-মদের একটা বোতল। উইজার্ড অর্থাৎ জাদুকরের পোশাকের নীচ থেকে বেরিয়ে এল একটা দড়ি। এবং আরও রাশিরাশি লোক ছুটে এল হাত লাগানোর জন্যে।

জেলের বাইরের পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্ত হাঙ্গামাকারীদের নিরোধ করা যাবে না—এমন ধারণা কিন্তু তখনও জেলের ভেতরে শেরিফ ক্যাম্পবেলের মাথায় আসেনি। আগের চাইতেও জনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কাণ্ড দেখার জন্য গাড়ির ছাদের ওপরেও উঠে পড়েছিল বিস্তর মানুষ। কেউ কেউ আবার আদালত-ভবনের দরজা ভাঙার দৃশ্যটা ছেলেমেয়েদের দেখানোর জন্যে তাদেরকে তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধের ওপর। এ হেন মামলা স্বচক্ষে দেখে বিকৃত তৃপ্তি পাওয়ার জন্যে এসেছিল অনেকে। এ কাজে অংশ নেওয়ার মত সাহস তাদের ছিল না। বাধা দেওয়ার মত সাহস বা সদিচ্ছাও কারও ছিল না।

জানালা থেকে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে ক্যাম্পবেল—"থামো! দরজার দিকে আমি মেসিন গানের মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি। প্রথমেই যে ঢুকবে, তার আর নিস্তার নেই।"

বিকট চীৎকার আর উল্লাসধ্বনির মধ্যে অব্যাহত থাকে হামানদিস্তা পেটার মত দমাদম শব্দ। শেষকালে খসে পড়ে পাথর আর ইঁটের বাঁধুনি এবং বিজয়মাল্য এসে পড়ে কুক্লুক্স ক্ল্যানদের গলে। ধুলো আর চুন-কালি-শুরকির কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হুড়মুড় করে জনতা ঢুকে পড়ে ভেতরে। তারপর যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয়, তা উন্মাদদের প্রলয়নাচন ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেপরোয়া জনতার ওপর গুলি চালানোর ভয় দেখালেও শেষ পর্যন্ত তা আর করেন না ক্যাম্পবেল। এ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা বাস্তবিকই বড় সহজ কাজ নয়। উনি জানতেন ভিড়ের মধ্যে তাঁর বন্ধু আছে, হয়তো দু' একজন আত্মীয়ও আছে। কয়েদীদের প্রতিরক্ষার জন্যে জন বারো কি তারও বেশী মানুষকে সাবাড় করাটা ন্যায়সঙ্গত কিনা, তা তাঁকে ভাবতে হয়েছে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই। এবং তার চাইতেও দরকারী হলো এই যে জনতার ওপর বেধড়ক গুলি চালিয়েও কি কয়েদীদের বাঁচাতে পারতেন উনি?

মাথা-মুখ ঢাকা ভেল্কিবাজরা শেরিফের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় চাবির থোকা। খুলে যায় গারদের দরজা। দুজন চেপে ধরে টম শিপ্‌কে। অজ্ঞান হতে তখন তার বেশী দেরী নেই। একজন তাকে শক্ত হাতে ধরে রাখে, আর একজন ঘুসির পর ঘুসি বসিয়ে যেতে থাকে তার মুখের ওপর। টানতে টানতে ওকে আনা হয় বাইরে। আদালত-ভবনের সিঁড়ির ওপর থেকে লাথি মেরে গড়িয়ে দেওয়া হয় নীচের লনে। তারপর যখন দড়ির ফাঁস পরানো হয় ওর গলায়, তখন পুরোপুরি অচেতন হয়ে পড়েছে সে। গাড়ির ছাদের ওপর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চীৎকার করতে থাকে—"খুন করো ওকে! খুন করো ওকে!"

এক মুহূর্তের মধ্যেই গাছ থেকে ঝুলতে থাকে টম শিপ্। তারপর টেনে আনা হয় এব স্মিথকে। দুহাত তার পেছনে বাঁধা একজন মাতাল জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—"কিহে কালো শয়তান, কিরকম লাগছে তোমার?" দড়ির অন্য প্রান্তের ফাঁসটি ওক গাছের একটা শাখার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়। এবং নিষ্করুণভাবে ফাঁসবদ্ধ এই নিগ্রো ছোকরাও খুব দ্রুত ত্যাগ করে তার শেষ নিঃশ্বাস।

ষোল বছরের হার্ব ক্যামেরন একজন স্ত্রীলোকের সেলে লুকিয়ে পড়ে রেহাই পেয়ে যায় সে যাত্রা। চুরির জন্য স্রেফ দশদিনের হাজতবাসের গল্প ওরা বিশ্বাস করেছিল কিনা, অথবা ওরকম হাড্ডিসার ছোকরার জন্যে দড়ির অপচয় করাটা ওরা

অনুচিত মনে করেছিল কিনা—তা কেউ বলতে পারবে না। এমনও হতে পারে যে, দুদুটো খুনের পর জনতার হত্যালালসা এবং হাঙ্গামাতৃষ্ণা অনেকাংশে মিটে গিয়েছিল।

এই ভয়াবহ গল্প বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ার পর দুনিয়ার পুলিশরা এসে হাজির হলো ম্যারিঅনে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীও এল। কিন্তু তখন ক্যানস্‌মেনদের কেউই আর ছিল না সেখানে—অন্তত হুড-পরা অবস্থায় নয়। অপরাধীদের খুঁজে বার করার চেষ্টায় আমি যখন কাজ শুরু করলাম, তখনও কিন্তু বেশ গরম ম্যারিঅনের আবহাওয়া। রুচিশীল নাগরিকেরা যে এই বীভৎস হাঙ্গামার জন্যে খুব মুষড়ে পড়েন নি, এমন কল্পনাও যেন কেউ না করেন। এমন কি একজন পুরুতও হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে যারা পারে তাদের প্রতি আবেদন করার সময়ে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, বহুজনের মতের সঙ্গে তাঁরও মতের মিল আছে এবিষয়ে। উনি বলেছিলেন, "খৃষ্টের নামে বলছি, জনতার ভয়াবহ জয়লাভের ফলে যারা অত্যাচারিত, তাদের সম্পর্কে সত্য কথা শুনতে চাই আমরা।"

সামরিক আইনের আওতায় এসে পড়ে ম্যারিঅন। জনতা আইনের নিয়ম লঙ্ঘন করার মত সাহস যাদের আছে, তাদেরকে নিয়ে চার হপ্তা ধরে একনাগাড়ে আমি চেষ্টা করলাম ন্যায়চক্রকে ঘূর্ণমান রাখতে। কিন্তু এত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও, সেই ভয়ংকর দৃশ্য যারা দেখেছে, তাদের অত জিজ্ঞাসাবাদ করেও আমি এমন দুজন সাক্ষী পেলাম না যারা দলের পাণ্ডাদের নাম বলতে রাজী আছে। দুজন তো দূরের কথা, এরকম লোক আমি একজনও পেলাম না। কেউই বললো না—"আমি দেখেছি—নিগ্রোদের গলায় ফাঁস পরাতে। আমি ওকে চিনি। ভালভাবেই চিনি। আমার ভুল হতে পারে না এবিষয়ে। বহুবার তার গলাও আমি শুনেছি।"

গুজব শোনা গেল, ক্ল্যান পাণ্ডারা জর্জিয়া পালিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর করণীয় কিছুই ছিল না। পরবর্তী কর্মপন্থাকে কার্যকরী করতে গেলেই আমাকে প্রমাণ করতে হবে ব্যাপারটা দুই দেশের মধ্যে সন্ধি সম্বন্ধে আবদ্ধ অপরাধ। অর্থাৎ আন্তঃ প্রদেশ কিডন্যাপিং, অথবা আন্তঃপ্রদেশ যোগাযোগ। কিন্তু তা অসম্ভব ছিল। গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও করণীয় কিছু ছিল না। কাজে কাজেই কেসটা ছেড়ে দেওয়া হলো প্রদেশ কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের হাতে।

জেম্‌স্‌ এম ওগ্‌ডেন নামে এক সাহসী অ্যাটর্ণী-জেনারেল শেষ পর্যন্ত ম্যারিঅনের ক্ল্যানদের দলপতি হিসেবে দুজন পুরুষকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে কোর্ট এ অভিযোগ নাকচ করে দেয়।

হার স্বীকার করার পর ম্যারিঅন ছেড়ে এসেছিলাম আজ হতে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে দক্ষিণ অঞ্চলে, সুদিন এসেছে, উন্নতি ঘটেছে। যদিও হেথায়-সেথায় এখনও জাতিবিদ্বেষ ফুটে রয়েছে দুষ্ট কীটদুষ্ট ফুলের মত, তবুও বেশীর ভাগ আমেরিকান তাকিয়ে আছেন সেই সুদিনের দিকে যেদিন এই বিষ চিরতরে মুছে যাবে সমাজের বুক থেকে।

*　　　*　　　*

অনুবাদঃ অদ্রীশ বর্ধন

জন কোন্যালী একজন খ্যাতনামা মার্কিন গোয়েন্দা লেখক যাঁর লেখায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জটিল আধুনিক জীবনের সমস্যা নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। উত্তর আমেরিকার সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল ছাড়াও তাঁর লেখায় দক্ষিণের বর্ণবিদ্বেষ পীড়িত মার্কিন জীবনের নানা ঘটনা রহস্য ও রোমাঞ্চের মায়াজালে বিধৃত হয়েছে।

*　　　*　　　*



আলাফোনসো মার্তিনেল্লি

সারা বিকেল তুমুল বৃষ্টি পড়েছিল রিও-ডি জেনেরিও-তে। খুনটা হয়েছিল সেই রাতেই এবং তখনও জলের দাগ বুকে নিয়ে চিক্‌চিক্‌ করছিল গোটা শহরটা। বেলাভূমি বরাবর অন্তহীন আলোর মালাটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নিস্তরঙ্গ শান্ত জলরাশির কালো কুচকুচে পটভূমিকায়। বন্দর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসেছিল আরও একটা আলোর রেখা। আঁকাবাঁকা পথে না গিয়ে রেখাটা সিদে চলে গিয়েছিল শহরের বুক পর্যন্ত। আলোর ধারায় ঝকমক করছিল রাস্তাগুলো। কাদাজল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে ছুটে চলেছিল বড বড সব গাড়ি।

সুন্দর সুন্দর সব হোটেল, কারুকাজ করা বড় বড় বাড়ি আর কাঁচের দেওয়ালওলা প্রকোষ্ঠগুলোর খোলা জানালায় পাওয়া যাচ্ছিল আনন্দের উষ্ণতা; হালকা হাসিব ঠুনকো আওয়াজ, ম্যারিমবা আর ম্যারাকাস-এর শব্দ, বেহালার তারে উত্থিত সংগীত আর ককটেল গেলাসের রিনিঝিনি আওয়াজ—সবই ভেসে আসছিল বাতায়নপথে। এ সময়ে এরকমটি শোনাই তো স্বাভাবিক। স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ সুপ্তিভঙ্গ হওয়ায় জেগে উঠেছিল সারা শহরটা। নর এবং নারী

চটপটে তাদের প্রকৃতি, বিপুল তাদের অর্থ—প্রত্যেকেই এই ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে যেন আর একবার উপলব্ধি করছিল আনন্দের প্রতি, ফূর্তির প্রতি তাদের আতীব্র আকর্ষণ। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মতই তীব্র সে অনুভূতি।

শ্যাম্পেনের বুদবুদ আর মহার্ঘ সুগন্ধিব বায়ুবহ সৌরভের আবেশে আবিষ্ট কেউই সে রাতে ক্ষণেকের জন্যেও ভাবেনি অপরূপ সুন্দর কোপকাবানার বালুকা-বেলার কাছাকাছি পাহাড়ের সানুদেশের নিরানন্দ কুঁড়েঘরের শহরটির কথা। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে আসছিল না ; মাঝে মাঝে এই নিরন্ধ্র তমিস্রার মধ্যে জেগেছিল কয়েকটা আলোর শুধু কম্পমান বিন্দু—মোমবাতির শিখা। আর ছিল নিস্তব্ধতা। শুধু শোনা যাচ্ছিল টুপ টুপ জল পড়ার আওয়াজ—মরচে ধরা টিনের চাল থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছিল ধরিত্রীর বুকে। এছাড়া সবকিছুই হারিয়ে গিয়েছিল নৈঃশব্দের অতলে।

আচম্বিতে একটা কুঁড়েঘর থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ চাপা কণ্ঠস্বর এবং পরক্ষণেই একটা আর্ত চীৎকার। আর তারপরেই সব চুপ। অসহ্য থমথমে নীরবতা। কুঁড়েঘরের ভেতরকার মোমবাতিগুলো নিভে গেল একে একে। এক মুহূর্ত পরেই সুট করে একটা মূর্তি বেরিয়ে এল ভেতর থেকে—চটপট পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। নিম্নমানের জীবনধারা প্রবাহিত সমাজের এই দরিদ্র অংশটিতে কেউই কারও খবর রাখতো না এবং এখানে খুনজখম ছিল নেহাতই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেকাজেই পরের দিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল রোগা একহারা মেয়েটির লাশ। এবং তারপরেই খবর চলে গেল পুলিশের দপ্তরে।

যে কুঁড়ের নীচে খুনটি হয়েছে বিস্তর লোক তার চারধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সবার আগে আমার চোখ পড়ল কয়েকটা ছেঁড়া পোশাক পরা ছেলেমেয়ে। বাচ্চাগুলো এদিক সেদিক দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। জনতার এই জমাট প্রাচীর নড়ায় কার সাধ্য। শেষকালে যখন চীৎকার করে উঠলাম : "পুলিশকে এগোতে দাও", তখনই চটপট পথ করে দিলে ওরা এবং কয়েকজনকে টুক করে সরে পড়তেও দেখলাম। কারণটা আমার অজানা নয়। সম্প্রতি এ অঞ্চলে পর পর কয়েকটা চুরি হয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে পুলিশকে যতখানি মাথা ঘামাতে হয়েছে, তার চেয়েও যে বেশীমাত্রায় তৎপর হতে হবে এর কারন নিয়ে—তা ওদের কারোরই জানতে বাকী নেই।

ঠেলেঠুলে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। টানের চোটে খুলে গেল কোটের সামনের বোতাম। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে অতখানি ওঠার ফলে রীতিমত ঘেমেও গিয়েছিলাম। তাই মুছে নিলাম কপালের ঘাম। এতখানি হেঁটে আসার

ফলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নোংরা পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে একটু মুষড়েও পড়েছিলাম। কিন্তু খুন যখন হয়েছে তখন খুনীকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

আধপোড়া সিগারেটটার দিকে একবার তাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। তারপরেই মাথা নীচু করতে হলো একটা নীচু বরগার আক্রমণ থেকে মাথা সামলানোর জন্যে। নোংরা নীচু কুঁড়েঘরটার অন্ধকারের মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল বরগাটা।

শুনতে পেলাম বাইরে সিগারেটটার প্রান্তভাগ নিয়ে ছেলেমেয়েগুলো মহা-বাগ্‌বিতণ্ডা জুড়েছে এবং হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে। রিওফোর্সে আঠারো বছর রয়েছি আমি পুলিশ চীফ-এর পদে। কাজেকাজেই রুগীকে পরীক্ষা করার সময়ে ডাক্তারের মনে যে ধরনের আগ্রহের সঞ্চার হয়, ঠিক সেই ধরনের পুলিশ চীফ সুলভ আগ্রহ দুই চোখে নিয়ে তাকালাম ঘরটার চারপাশে। এর আগেও এরকম ধরনের কয়েকশো চালাঘরে হানা দিতে হয়েছিল আমাকে। সে সবের থেকে কোনও প্রভেদ দেখতে পেলাম না এ ঘরটায়। একই রকমের নড়বড়ে আসবাবপত্র হাড় জিরজিরে টেবিল গোটা দুই ঝপ-করে-ভেঙে-পড়া চেয়ার এবং এক কোণে রাশীকৃত নোংরা কম্বল। সূর্যকিরণের প্রসাদবঞ্চিত হওয়ায় একই রকমের উৎকট গন্ধ আর মেঝের ওপর ধুলোর পুরু স্তর। কুঁড়ে ঘরের এই শহরে সবকটা চালাঘরেই যেকোনটি দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ টিনের চাদর আর ধাতুর প্যানেল দিয়ে তৈরী বাঁধা-ছক-দেওয়াল আর ছাদ—এ ঘরের বৈশিষ্ট্যও দেখলাম তাই হরেক রকমের এই জিনিসগুলো অবশ্য সবই চোরাই মাল—এক সময়ে যা ব্যবহৃত হতো বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড হিসেবে।

সেদিন সকালে অন্যান্য সবকটা চালাঘর থেকে এই ঘরটিকে একেবারে আলাদা করে ফেলেছিল যে জিনিসটি তা হলো একটা দেহ। মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে পড়েছিল দেহটা। স্ত্রীলোকের লাশ। মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল সে দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে।

ঝুঁকে পড়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলাম তার দেহ। এক সময়ে সুন্দরী ছিল সে। কিন্তু এখন যার মুখের দিকে তাকালাম তাকে মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বহু বছর ধরে জীবনকে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার নিদর্শন ফুটে ছিল তার নিষ্প্রাণ মুখের পরতে পরতে। বলিরেখা গভীর হয়ে বসে গিয়েছিল তার চামড়ায়। বিস্রস্ত কাঁচাপাকা চুল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো বিস্ফারিত চোখের ওপর। জবরদস্তির কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না কোথাও। অথচ সমস্ত চালাঘরটা আর্তস্বরে বলতে চাইছিল—"খুন। খুন।"

নতজানু হয়ে বসেছিলাম এতক্ষণ। এবার উঠে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে

ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল যারা, তাকালাম তাদের দিকে। ভিড়ের মধ্যে যে সব মুখ আমি দেখতে পেলাম, বহুদিন ধরে তাদের খোঁজ করছিল আমাদের দপ্তর। কিন্তু এখন সে সময় নয়। পরে এদের নিয়ে পড়া যাবে'খন।

প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। বেশী প্রশ্ন নয়। কেননা আমি জানতাম এদের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য আমি পাবো না। আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা—এই দুইয়েব তাডনায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ওবা কেউই চায় না অপরকে ফাঁসিয়ে দিতে। তাছাড়া পাশেব চালাঘরের লোক কতটা খবর রাখে, তা তো কেউই জানে না। ওরা নাকি কাউকেই দেখেনি এবং অস্বাভাবিক কিছু শোনেও নি। কিছু দেখলে বা শুনতে পেলে তখুনি পুলিশকে না জানিয়ে কি তারা বসে থাকে হাত পা গুটিয়ে ?

মনে মনে ই বলি "তাই বটে আইনকে অক্ষরে অক্ষরে তোমরা মেনে চলো কিনা। পুলিশকে সাহায্য কবতেও কসুব কবো না। কিন্তু তবুও যদিও বা কোনদিন পাকডাও করতে পাবি খুনীকে—জানি তোমাদের এককণা সাহায্যও থাকবে না তার মধ্যে।"

ভিড়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে এমনই একটা প্রশ্ন করলাম যার উত্তরে সত্য না বললেই নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—"নিহত স্ত্রীলোকটি কে ?"

একজন উত্তর দিলে—"এলসা।"

"পুরো নাম কি ?"

"পুরো নাম কোনদিনই আমাদের বলেনি ও।"

"পেট চলতো কি করে ?"

"ভিক্ষে করে।'

"আর কোন পথে টাকা রোজগার করতো কি ?"

"আমরা অন্তত জানি না।"

"বিয়ে করেছে ?"

"যদিও বা করে থাকে, কোনদিন দেখিনি ওর স্বামীকে।"

"ওর সঙ্গে আর কেউ থাকত এখানে ?"

"দেখিনি কোনদিন।"

"তোমাদের মধ্যে আর কেউ কিছু জানে কি ?"

"সিনর মার্টিনেলি, আপনি তো জানেনই এর চেয়ে বেশী আর কিছু জানলে কতখানি খুশী হতাম আমরা।"

সেই একঘেয়ে পুরোনো, গল্প। পেছন ফিরে আবার গেলাম চালা-ঘরটার ভেতরে। ওদের কাছ থেকে আর কোন খবর জানার সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত,

বেশী কিছু জানেও না ওরা। খুনখারাপী করাটা চালাঘরবাসীদের আওতার মধ্যে পড়লেও জিনিসটা ওরা ফ্যামিলির চৌহদ্দির বাইরে সরিয়ে রাখাই পছন্দ করে।

পুলিশের ডাক্তার জানঃ নিছক পয়েন্ট নিয়ে লেখা খুব সংক্ষিপ্ত রিপোর্টই পছন্দ করি আমি। ফিরে এসে দেখি লাশ পরীক্ষাপর্ব সাঙ্গ করে ফেলছে সে। আমাকে দেখেই বললো—মাথায় চোট লেগেছিল। খুলি চুরমার হয়ে গেছে। মারা গেছে প্রায় সঙ্গেই। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স মেয়েটার। পুষ্টিকর খাবার না খেতে পাওয়ায় চেহারা হয়েছে অস্থিসার। ঘণ্টা দশেক হলো মারা গেছে।"

তার মানে দাঁড়াচ্ছে—এই যে গত রাতে দশটা নাগাদ খুন হয়েছে এলসা। ঠিক এই সময়টায় স্ত্রীকে নিয়ে আমি বাড়ীর কাছাকাছি একটা সিনেমা হাউসে মিকিমাউজ-এর ছবি দেখতে দেখতে মনের আনন্দে হাসছিলাম। আবার ঠিক সেই সময়টাতেই কোপাকা-বানায় শুরু হয়েছিল প্রথম ফোর-শো এবং ঝলমলে আলোয় আনন্দে ফুর্তিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল রিও-র একটা অংশ।

ডাক্তারকে শুধোলাম—"এই কি সব? আর কিছু নেই?"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যায় ডাক্তার দরজার কাছে। বলে—"আর একটা খবর। আকণ্ঠ মদ গিলেছিল মেয়েটা।"

"মদ গিলেছিল!" চিন্তার আনাগোনা শুরু হয় মস্তিষ্কের কোষগুলোয়। "ইণ্টারেষ্টিং পয়েন্ট। পয়সার লোভে নিশ্চয় এ কাজ কেউ করেনি। কেননা, পকেট হাতড়ে কয়েকটা ক্রুজিরোজ পাওয়া গেল না! তাছাড়া, নিজের পয়সায় সাধারণত কেউ মদ্য পান করে না। আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক কি পাওয়া যায় আশপাশে।"

আর একবার তল্লাসি চালিয়ে নতুন তথ্য বলতে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না শুধু একটা খালি বোতল ছাড়া। মেঝের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছিল বোতলটা। তর্জনীটা বোতলের মুখে আঁকশির মত আটকে দিয়ে তুলে ধরলাম নাকের কাছে। তখনও কাশাকার বিশ্রী অস্বস্তিকর গন্ধ পাচ্ছিলাম বোতলের মধ্যে। কাশাকা এক রকমের সস্তা মদ। আখ থেকে এখানকার লোকের চোলাই করে নেয় কাশাকা। বিশেষ করে এই কাশাকাটি যে সবচেয়ে সস্তা আর সবচেয়ে মারাত্মক, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। সামান্য কয়েকটা পেগ-এর বিনিময়ে ধীরে ধীরে নিভিয়ে দিতে পারে তা যত কিছু যন্ত্রণা, চিন্তা-উদ্বেগ-ক্লেশ।

সন্তর্পণে বোতলটাকে কাগজ দিয়ে মুড়ে শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে নিলাম চারধারে। তারপর অ্যাসিষ্ট্যাণ্টদের ডেকে হুকুম দিলাম লাশটাকে ষ্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে। পাহাড়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল অ্যামবুলেন্স।

ভিড় ঠেলে এগ্নচ্ছি, আস্তে আস্তে পা ফেলে নেমে আসছি চাল্ন পথ বেয়ে এমন সময় শ্লেষতীক্ষ্ণ স্বরে কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল—"গ্নড মর্নিং, সিনর মার্টিনেলি।"

কণ্ঠস্বরের অধিকারী যদি জানত যে আমার দ্নজন সহকারী ঐদিনই আবার ফিরে আসবে শহরে—হোল্ড-আপ চার্জের বলে তাকে গ্রেপ্তার করতে—তাহলে এতখানি চ্যাংড়ামি কবতে সে যেত না।

* * *

এ ধরনের খ্ননের তদন্তের একটা বিরাট অংশই হচ্ছে নিরানন্দ কর্মস্নচীর একঘেয়েমি। প্নলিশ হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসার পরেই শ্নর্ন হলো এই চক্রবৎ কর্মস্নচীর প্ননরাবর্তন।

লাশটা আনাব পর আঙ্নলেব ছাপ নিয়ে সনাক্ত করা হয়েছিল। এলসা কোয়েলহার, বয়স সাতচল্লিশ। রেসিফি শহরের উত্তরাঞ্চলে তার আদি নিবাস। বহ্ন বছর ধরে ভিক্ষ্নক-বৃত্তি আর যাযাবর-বৃত্তির অভিযোগের রেকর্ড পাওয়া গেল এলসার। তার সর্বশেষ জেলখাটার মেয়াদ ছিল দশ দিনের এবং সে মেয়াদ শেষ হয়েছে তার মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে।

কাশাকা বোতলের ল্যাবোরেটরি রিপোর্ট তেমন গ্নর্নত্বপ্নর্ণ নয়। আঙ্নলের ছাপ মৃত মেয়েটারই। নীল কাঁচের সর্ন হয়ে ওঠা ঘাড়ের কাছে একটা ধ্যাবড়া তাল্নর ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। ব্যাস আব কিছ্ন না।

বেশ কিছ্নক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম তাল্নব ছাপটার দিকে। হৃদয় রেখা আর আয়্ন-রেখাদ্নটো নিবিড় হয়ে নেমে এসেছিল বোতলের তলার দিকে। একটু আবেগের সঞ্চার হয় আমার মনে। ভাবি, হাতের এই রেখা দেখে কোনও হস্ত-রেখাবিদ্ কি বলতে পারত আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে ছিল এলসার ললাটলিপি? কিন্তু দিবাস্বপ্নর অথবা অন্নধ্যান করার সময় এটা নয়।

ভাবলাম, কি করা যায় এবার? আচ্ছা, এলসার তো পেশা ছিল ভিক্ষে করা। পৃথিবীর যে কোন বড় শহরে আছে এই বিপ্নল অথচ একান্ত ঘনিষ্ট সমাজটার উৎপাত। আমার স্নযোগ খ্নবই ক্ষীণ ঃ সমপেশার কাউকে পাকড়াও করে আলাপ করা ছাড়া আপাতত আর কোন উপায় আমি দেখি না।

* * *

নগরবাসী ভিখিরিরা সাধারণত মাম্নলী শ্রেণীর বদমাস হয়। খ্ননট্নন করা এদের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। শ্নধ্ন তাই নয় নিজের পেশার কেউ যে খ্নন হয় এটাও কেউ চায় না।

ল্যাটিন ভিখিরি জানে খ্ননীরা অনায়াসেই খ্নন করতে পারে তাকে কেননা,

দু-একটা ভিখিরিকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় সাধারণত সমাজের নেই। কাজেকাজেই এলসার সহকর্মীরা যখন দেখলে যে ওর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার সমস্যা নিয়ে বেজায় দুশ্চিন্তায় পড়েছি আমি এবং এমনভাবে সেই খুনীটার সন্ধান করছি যেন একটা নামকরা লোককে খুন করে বসেছে সে, তখন ওরা আমায় সাহায্য করতে শুরু করল। ওদের কথার মধ্যে থেকেই এল অভীপ্সিত সাহায্য। এলসা সম্বন্ধে যা কিছু জানত সব বলল ওরা। এক সময়ে একটা রাঞ্চের পরিচারিকা ছিল সে। তখন তার যৌবন ছিল, রূপ ছিল। তার পর তাকে ব্যাভিচারের পথে নামিয়ে আনে রাঞ্চের মালিকের ছেলে এবং বাসনা পরিতৃপ্তির পর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায় ভাঙাচোরা লোহার টুকরোর একটা স্তূপের ওপর।

বন্ধুবান্ধব? প্রত্যেকেই ভালবাসত ওকে। বিশেষ কোন বন্ধু? আর্নেস্টো নামে একটা ভিখিরির সঙ্গে কিছুদিন একসাথে ছিল এলসা। কিন্তু পরে ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায়।

ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার। ভিখিরিদের মধ্যে ভালবাসা, থ্যাবড়া চালাঘরের ভেতরে মদের ঝোঁকে কোঁদল, মাথার ওপর আচম্বিতে চোট···হুঁ, এই ভাবেই হয়তো ঘটেছে ব্যাপারটা।

কিন্তু আর্নেস্টো কোথায়? ভিখিরিরা তা জানে না। গত দিন দুয়েক ওকে দেখা যায় নি। কিন্তু সে নাকি রিও-র "ব্রডওয়ে" সিনেলান্ডিয়া ডিস্ট্রিক্ট-এর থিয়েটারের ভিড়ে "কাজ" করতো।

একজন ভিখিরি আমার সঙ্গে ফিরে এল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। জুয়াচোর বদ্‌মাসদের গ্যালারিতে আর্নেস্টোর ফটোগ্রাফ দেখেই চিনতে পারল সে। সঙ্গে সঙ্গে হুলিয়া বেরিয়ে গেল তাকে গ্রেপ্তার করে আনার। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার তাকে। আর, তারপরেই শুরু হলো আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সেই কাজটি, যে কাজ সব গোয়েন্দাদের জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকে এবং তা হচ্ছে প্রতীক্ষা—নিছক প্রতীক্ষা।

* * *

তিনদিন পরে নিয়ে আসা হলো আর্নেস্টোকে।

ওর খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি, চোখের কোণগুলো লাল, আর নোংরা চেহারার সঙ্গে পুলিশের ফটোগ্রাফের সাদৃশ্য বার করাই মহা মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। জেলখানার মধ্যে দাঁড়ি-গোঁফ কামানোর পর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর তোলা হয়েছিল ফোটোগ্রাফটি। সমাক্তকরণে একটু প্রাথমিক অসুবিধা দেখা গেলেও লোকটা আর্নেস্টোই বটে।

মানুষটি ছোটখাটো কৃশকায়। নার্ভাস চোখে মিট মিট করেও বার বার তাকাতে লাগল আমার পালিশকরা টেবিল আর অফিসের পুরোনো দেওয়ালের দিকে।

"মেয়েটাকে চেনো ?" টেবিলের ওপর এলসার একটা ছবি ঠেলে দিয়ে শুধোলাম আমি।

এক পলক ছবিটাব দিকে তাকালে আর্নেস্টো।

তারপর জবাব দিলে মদে-ভাঙা গলায়—"নিশ্চয়। আমরা—আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।" হলদে-হলদে দাঁত বার কবে নার্ভাসভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করল ও।

"এলসা যে মারা গেছে, এ খবর তুমি পেয়েছো কি ?" প্রশ্নটা তীরের মত ছুঁড়ে দিলাম ওকে লক্ষ্য করে।

বিস্ময়ে বড় বড হয়ে ওঠে আর্নেস্টোর চোখ।

"মরবাব আগে তোমাব সঙ্গে তার একচোট হাতাহাতি হয়েছিল—খুন হওয়ার একটু আগেই তাই নয় কি ?"

চুপ করে রইল আর্নেস্টো। অথবা মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলল সে।

"কি জন্যে এ কাজ তুমি করলে আর্নেস্টা ?"

"আমি ? দিব্যিকেটে বলছি, আমি ওকে খুন করিনি…" কাশির ধমকে মাঝ পথেই আটকে গেল বাকি কথাটা এবং তখনই দেখা গেল সে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত।

সামলে না নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর আবার শুরু করলাম—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার আমি শুনতে চাই সব কিছু গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। এলসাকে তুমি কতদিন থেকে চিনতে ? ঝগড়াই বা করলে কেন ? সমস্ত বল। বুঝেছো ?

সাগ্রহে মাথা নেড়ে সায় দিলে আর্নেস্টো। কাহিনীটা চটপট বলে ফেলার খুব ইচ্ছে দেখা গেল ওর মধ্যে। চার কি পাঁচ বছর হলো এলসার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তার। গত দু'বছর ওরা একসঙ্গে বাস করে এসেছে। কিন্তু ইদানীং ওর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল আর্নেস্টোর মনে। হপ্তা তিনেক আগে পুলিশের জালে ধরা পড়ে আর্নেস্টো। তারপর জেলের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে কয়েকটা দিন।

জেল থেকে বেরিয়েই এলসার খোঁজ করতে লাগল ও। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না ওকে। ও ভেবেছিল, নিশ্চয় অন্য কোন ভিখিরির সংগে সটকান দিয়েছে এলসা। তারপর কিন্তু এলসাকে আবার দেখতে পায় আর্নেস্টো। কিন্তু ওর অভিযোগ অস্বীকার করে এলসা। দারুণ ঝগড়া হয় দুজনের মধ্যে। তার বেশি কিছু নয়। এলসাকে খুন করেনি আর্নেস্টো।

শ্বধোলাম—"সোমবার রাতে কোথায় ছিলে তুমি? ঐ রাতেই খুন হয়েছে এলসা।"

ঠোঁট চেটে নিলে আর্নেস্টো। বলল—"বন্দর অঞ্চলে ছিলাম। সারারাত সেইখানেই ঘুমিয়েছি আমি।"

"কেউ দেখেছিল তোমাকে? প্রমাণ করতে পারো তোমার কথা?"

"না, পারব বলে মনে হয় না আমার।"

"সে রাতে তাহলে এলসার ধারে কাছে যাওনি তুমি?"

"দিব্যি গেলে বলছি যাইনি।"

"ঠিক তো?"

"বেঠিক কিছুই বলিনি সিনর মার্টিনেলি। ঐ রাতে ওকে আমি দেখিই নি। একাজও আমি করিনি।"

আর্নেস্টোকে সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া ছাড়া করণীয় আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, এই সে-ই লোক, যাকে আমি খুঁজছি। ভিখিরিরা সবসময়ে জটলা পাকিয়ে বাস করে। সে রাতে যদি বন্দর অঞ্চলেই থাকতো অর্নেস্টো, তাহলে সমশ্রেণীর কেউ না কেউ ওকে ঠিকই দেখতে পেত! এবং সেক্ষেত্রে নিজে থেকেই ওর অ্যালিবি আমাকে জানিয়ে দিত আর্নেস্টো।

আর্নেস্টোই হত্যাকারী। কিন্তু কি করে তা প্রমাণ করা যায়? সন্দেহের অভিযোগে কাউকে যে ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না, এ তথ্য আর্নেস্টো জানে। আদালতে হাজির করলে এই মস্ত সুবিধেটাই পেয়ে যাবে সে।

এর পর কিছুদিন ধরে অনেকভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিলাম আর্নেস্টোকে। যতই ওকে চাপ দিতে থাকি, ততই মনে হতে লাগল ও যেন বুঝতে পারছে যে অকাট্য কোন প্রমাণ হাতে না নিয়ে স্রেফ সন্দেহের বসে জেরা করে চলেছি ওকে। এক এক দফা সওয়াল-জবাব হয়ে যাবার পরে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অসভ্য হয়ে উঠতে লাগল আর্নেস্টো এবং দফায় দফায় আমিও ভেঙে পড়তে লাগলাম, রেণু রেণু হয়ে যেতে থাকে আমার মনোবল।

খুনের প্রায় দিন-দশেক পরে এক রাত্রে আর একবার শুরু করলাম আমার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। শেষকালে যখন বুঝলাম আমার সমস্ত উদ্যমই নিরর্থক এবং কোন মতেই পরিস্থিতির এতটুকু উন্নতিসাধন সম্ভব নয়, তখন কোটটাকে খামচে তুলে নিয়ে সিধে রওনা হলাম বাড়িমুখো। রীতিমত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম আমি। শরীর-মন ভরে উঠেছিল অপরিসীম অবসাদে।

আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটের দরজায় চৌকাঠ পেরোনোর আগেই লক্ষ্য করলাম পালটে গেছে সমস্ত আবহাওয়া—রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছিল ভাল ভাল খাবার রাঁধার

সুগন্ধ। দরজা খুলতেই ময়দা মাখা দু'হাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা জানালে আমার স্ত্রী। হাতের তালুতে চারু অধরোষ্ঠের চুম্বন তুলে নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে খুশী-উচ্ছল স্বরে বলে উঠল—"দু'এক মিনিটের মধ্যেই সব তৈরি হয়ে যাবে।"

"আমার খুব খিদে পায়নি।" আর্নেস্টোর ইস্পাত-কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের কথা ভাবতে ভাবতে জবাব দিলাম আমি।

হেসে উঠল আমার স্ত্রী, বলল—"টেবিলে খাবার এসে পেঁছোনোর আগে পর্যন্ত চিরকালই ঐ কথাই বলেছো তুমি।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। দেখলাম, এক বোতল মদ তুলে নিয়ে একটা কেকের মিশ্রণের ওপর খানিকটা মদ ও ঢালছে। ঢালা শেষ হলে বোতলটা নামিয়ে রাখল ও। দেখলাম ওর ময়দা-মাখা তালুর পরিষ্কার ছাপ উঠে এসেছে বোতলটার ঘাড়ের কাছে।...হৃদয়রেখা আর আয়ু-রেখা দুটি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে এসেছে ওপরে বোতলের মুখের দিকে।

আর একবার তাকালাম ছাপটার দিকে এবং তারপরেই বিদ্যুৎচমকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু।

কোটটাকে ঝপকরে তুলে নিয়ে এমনভাবে বিকট চিৎকার করে উঠেছিলাম যা শুনলে মনে হতো যেন একটা উন্মাদ তারস্বরে সম্বোধন করছে তার বউকে।

"এখুনি ফিরে আসছি," বলেই বোঁ করে উধাও হয়ে গেলাম রান্নাঘর থেকে।

পিছু পিছু এল না আমার স্ত্রী। এমন কি ডিনার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার অনুযোগ নিয়ে উষ্মাও প্রকাশ করল না। বহুদিন ধরে ঘর করতে হয়েছে তাকে গোয়েন্দার সঙ্গে—তাই এ সব তার গা-সওয়া।

আমি তীরবেগে ফিরে চললাম অফিসে। কেসটার প্রমাণ রয়েছে সেইখানেই।

ঠোঁটের কোণে উপহাসের হাসি ঝুলিয়ে এল আর্নেস্টো। কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টি দেখেই এ হাসি মিলোতে বিশেষ দেরী লাগল না।

শান্তস্বরে বললাম—"খুনের চার্জ আনছি আমি তোমায় বিরুদ্ধে।" বলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করলাম কাশাকার বোতলটা—যে বোতলটা দিয়ে পরপারে পাঠানো হয়েছে এলসাকে।

বোতলটা দেখামাত্র আর্নেস্টো বুঝলে তার বরাত মন্দ। আমতা-আমতা করতে থাকে ও। "না, না, আমি ইচ্ছে করে করিনি ও কাজ। ভুল হয়ে গিয়েছিল।"

আর একটা শব্দও সহ্য করার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। এক ধমকে ওকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললাম—"হ্যাঁ, ভুলই বটে, তোমারই ভুল। বোতলটাকে

ওখানে ফেলে যাওয়াটাই হয়েছে মহা ভুল। বোতলের ওপর তালুর ছাপটা দেখে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ও ছাপ এলসার।

"জিনিসটা আরও আগে লক্ষ্য করা উচিত ছিল আমার। তালুর লম্বা লম্বা রেখাগুলো নীচের দিকে নামতে নামতে কাছাকাছি চলে এসেছে। তার মানে এই যে, বোতলটা যার হাতে ছিল, সে মদ ঢালবার জন্যে বোতল ধরেনি, ধরেছিল উল্টোভাবে হাতিয়ার হিসাবে, ঠিক এই ভাবে।"

মুগুর ভাজার বোতলটাকে এক পাক ঘোরাতেই সে রাতের স্মৃতি হু-হু করে ভাসিয়ে দিল আর্নেষ্টোর মনের দুকূল। শুরু হলো দয়াভিক্ষার পালা। এলসার সঙ্গে মদ্যপান করার সময়ে নাকি কথা কাটাকাটি শুরু হয় ওর সঙ্গে আর্নেষ্টোর। ঝগড়ার বিষয় সেই একই—এলসার ওপর সন্দেহ। তখনই, "বোতল দিয়ে ওর মাথায় দড়াম করে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাই আমি"—স্বীকার করলে আর্নেষ্টো।

আর্নেষ্টোর তালুর ছাপের সঙ্গে বোতলের ছাপ মিলিয়ে দেখলাম। না দেখলেও চলতো। কিন্তু নিয়মের খাতিরে এটুকু করতে হলো। দেখলাম, অবিকল মিলে গেল দুটি ছাপ।

কেসের পরিসমাপ্তি শুনে কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল আর্নেষ্টো। বিচারপতির মুখে যাবজ্জীন কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা শুনেও কিন্তু যতখানি বিচলিত হওয়া উচিত ছিল, তার অর্ধেকও হয়নি আর্নেষ্টো। কারণ কি জানেন ? ওকে আমি বলেছিলাম এলসা কোনদিনই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তার সাথে। আর্নেষ্টো জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর এলসাকে খুঁজতে গিয়ে তাকে পায়নি। কেননা, এলসাও তো তখন ভিক্ষুকবৃত্তির অপরাধে শ্রী-ঘরে চালান হয়েছে। আর্নেষ্টো ভেবেছিল এলসা বুঝি অন্য কোন প্রেমিকের সঙ্গে ফুর্তি লুটতে গেছে—আসলে সে তখন ছিল পুলিশেরই হেফাজতে।

* * *

চার বছর পরে আজ আমার শুধু বয়সেই বাড়েনি, রিও-ডি-জেনে-রিও'র সি আই ডি'র চিফ হিসেবে নতুন খেতাবও পেয়েছি। কিন্তু আজও আমি মনে করতে পারি সেই রাতটির কথা যখন বাড়ি ফিরে আসার পর দেখেছিলাম ডিনার সাজিয়ে বসে রয়েছে আমার স্ত্রী। খাবার যে এত সুস্বাদু হতে পারে তা আগে জানতাম না। স্ত্রীর পাকা হাতের কেক-তৈরির সূত্র-কাহিনী যখন বললাম, তখন তো হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল ও। হাসিমুখে গিন্নী সেদিন বলেছিল—"অফিসে যে সময়টা কাটাও, তার চাইতে বেশি সময় যদি আমার রান্নাঘরে খরচ করো, তাহলে হয়তো দেখা যাবে আরও অনেক কেস সমাধান করতে পারছ তুমি।"

আলাফানসো মার্তিনেল্লী ব্রাজিলের একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পের লেখক। লাটিন আমেরিকার নিরক্ষীয় বনভূমি ঘেরা জনজীবনের প্রেক্ষাপটে আলফান্‌সো সাহেবের গোয়েন্দা ধর্মী রোমাঞ্চকর গল্পগুলি স্প্যানিশ ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে।

*　　　*　　　*

অনুবাদঃ অদ্রীশ বর্ধন





ডন ভিসেন্তি রেগুয়েনগো

ভুল যত সামান্যই হোক না কেন, তা যে সব সময়েই বুঝতে পারা যায়—তা নয়। কিন্তু কঠিন হলো এই ছোট্ট ভুল শুধরানো। বিশেষ করে আপনি যদি সত্যান্বেষী অপরাধ বিশেষজ্ঞ হন, আর রহস্য সমাধানের গুরুভার যদি চাপানো হয় আপনার কাঁধে—তাহলে এই ছোট্ট ভুলই যে শেষকালে কি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, তা শুধু আপনিই হাড়েহাড়ে টের পান। তদন্তের শুরুতেই যদি কোন রকমে ভুলপথে চালিয়ে দেওয়া যায় আপনাকে, তাহলেই তুমুল বিপর্যয়ের মাঝে পড়ে সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়তে আপনি বাধ্য।

প্রথম থেকেই আমার কেন জানি মনে হয়েছিল বাদালোনার খুনের কেসটাতে রহস্য রয়েছে প্রচুর। আপাতদৃষ্টিতে যত সরল মনে হয়েছিল, তত সরল নয় কেসটি। সমস্ত হত্যাপর্বটা এমনই গোলমেলে যে মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার। খবরের কাগজে বর্ণিত লোমহর্ষক নাটক হিসাবেই প্রথম শুরু হয়, কাহিনীটা। স্বভাবমত সাংবাদিকরা দিব্বি চাঞ্চল্যকরভাবেই পরিবেশন করেছিল খবরটা। কিছু কিছু আবছা ইঙ্গিত আর সম্ভাবনাও উল্লেখ করতে ভোলে নি। ১৯৩২ সালের

মার্চ মাসের শেষাশেষি শুরু হয় এই সংবাদপত্র-নাটকের। বাদালোনার একটা ভিলায় মাটির নীচে একটি যুবতী মেয়ের লাশ পাওয়া গিয়েছে। বাদালোনা অবশ্য বার্সিলোনার কাছেই। সম্ভবত মাসখানেক আগে খুন করা হয়েছিল মেয়েটিকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তার বিকৃত দেহ। মুখ দেখে জানার উপায় ছিল না তার প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু এইটুকু বোঝা গিয়েছিল যে বছর তিরিশ হবে তার বয়স।

বাড়িটা একতলা। মালিকের নাম অ্যান্তোনিও ক্যারিরা জান্‌কোসা। মাস তিনেক আগে আর্জেন্টিনার এক ভদ্রলোককে বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিলেন তিনি। ভদ্রলোকের নাম অরিলিও মার্তিনেজ। নিজেকে আর্জেন্টিনার বাসিন্দা বলে দাবি করলেও আসলে তিনি ছিলেন স্পেনের অধিবাসী।

লাশ পাওয়ার একমাস আগে এই ভদ্রলোকই বাড়ির চাবি মালিকের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। দিনকয়েক পরে ঘরদোর তদারক করতে এলেন জান্‌কোসা। তখনই কিরকম একটা গন্ধ পেলেন উনি। শুধু তাই নয়। লক্ষ্য করলেন, মেঝের কয়েকটা টালিও আলগা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের শরণ নিলেন জান্‌কোসা। ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন মেঝের টালি সরিয়ে পরীক্ষা করা হোক। মাটি খুঁড়তেই পাওয়া গেল মেয়েটার দেহ। একটা থলির মধ্যে হাত-পা বাঁধা লাশটা ঠেসে সযত্নে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল মুখটা।

ড্রেসিং গাউন ছাড়া আর কিছুই ছিল না মেয়েটির পরনে। খবরের কাগজের সবজান্তারা লিখেছিল, গলা টিপে অথবা মাথায় চোট মেরে জীবনদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল হতভাগিনীর। লাশ পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন প্রায় তিরিশ বছর তার বয়স।

এখনও মনে পড়ে কেসটা হাতে নেওয়ার পর বাদালোনায় গিয়ে কি পরিমাণে দমে গিয়েছিলাম আমি। অল্প কয়েকটি শহরতলী ভিলা দিয়ে গড়ে-ওঠা অঞ্চলটিতে জীবনের চঞ্চল স্রোতস্বিনী যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এরকম নিঝুম নিশ্চুপ জায়গা মোটেই ভাল লাগে না আমার। বিশেষ করে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না খুন যেখানে হয়েছে, সেই ভিলাটিকে। পূতিগন্ধে ভরপুর বাতাসে দম আটকে আসতে চায়। ঘরের মেঝেতে বিশাল একটা গর্ত দেখলাম। লাশটা থলিতে পাওয়া গিয়েছিল এই ঘর থেকেই।

তন্নতন্ন করে বাড়ি তল্লাস করে একগাদা পরিধেয়, একটা চশমা এবং একটা হাতব্যাগ জড়ো করলাম আমি, কতকগুলো পোশাকে রক্তের দাগ লেগেছিল। বলা-বাহুল্য জিনিসগুলো নিহত মেয়েটিরই। সারা তল্লাটে দারুণ গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল খুন যেই করুক না কেন, এই তার প্রথম খুন নয়। পাড়াপড়শীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে একটু বুদ্ধি খরচ করলেই পুলিশের কর্তারা এই 'মৃত্যু-

ভবন' থেকে আরও অনেক লাশ আবিষ্কার করতে পারবে। গুজবগুলো যে নেহাৎই গুজব এবং ভিত্তিহীন, তা না বললেও চলবে। সেই কারণেই প্রথমেই বলে নিয়েছি আমি কেসটার প্রকৃত রহস্য ধরতে না পারার ফলেই এতখানি জটিল হয়ে উঠেছিল এই তদন্ত-পর্ব।

জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেল শবব্যবচ্ছেদ করার পর। তাড়াহুড়ো করে কোনোরকমে ওপরে-ওপরে কর্তব্য শেষ করলেন ডাক্তার। মেয়েটির বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, তথ্য পেলাম তাঁর কাছ থেকেই। ফলে, ঐ বয়সের অনেকগুলি মেয়ের নাম পাওয়া গেল। খামোকা খানিকটা সময় নষ্ট করলাম তাদের প্রত্যেকের হদিশ বার করতে। শেষকালে দেখা গেল প্রত্যেকেই জলজ্যান্ত জীবিত।

হত্যা-রহস্য সমাধানে একটা মস্ত বড় বিষয় হচ্ছে মোটিভ অর্থাৎ হত্যার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক গোয়েন্দাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মোটিভ নির্ণয় করার জন্যে আদাজল খেয়ে উঠে-পড়ে লাগে। কিন্তু এদিক দিয়েও আমি অসহায়। কেননা, খুনের আগে অরিলিও মার্তিনেজের জীবন সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানতাম না আমি। মাস দুয়েকের জন্যে ভিলায় আস্তানা পেতেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর আরও মাস দুয়েক কেটে গেছে, নতুন কোনো ভাড়াটে বসান নি তিনি বাড়িতে। পাড়াপড়শীদের কাছে শুনলাম সন্ধের অন্ধকার না নামলে ভদ্রলোককে বাইরে বেরোতে দেখা যেত না! দেখতে শুনতে যুবাপুরুষের মতই। মৃদুস্বরে বড় সুন্দর কথাবার্তা বলে চিত্তজয়ের গুণ ছিল তাঁর। কৃশকায়।' উচ্চতাও তেমন কিছু নয়। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে ফুলবাবুটির মত সেজেগুজে থাকতেন। চেহারার ওপর যে বিলক্ষণ যত্ন ছিল মার্তিনেজের, তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত।

বাড়ির লীজে সই দেওয়ার সময়ে আত্ম-পরিচয় দেওয়া আইডেন্টিফিকেশন কার্ডটি সংলগ্ন করে রেখেছিলেন মার্তিনেজ। এই কার্ড পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম অনেক যত্ন নিয়ে সই করেছেন ভদ্রলোক। তাইতেই আমার আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না যে এ তার পিতৃদত্ত নয়—ছদ্মনাম। আমি জানি অনেকে মনে করেন Graphology অর্থাৎ হাতের লেখা পরীক্ষা করে চরিত্র নিরূপণের শাস্ত্রে নাকি কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাঁদের সঙ্গে এ সম্পর্কে একমত নই আমি। ঠিকানা ছাড়া কার্ডে যা কিছু তথ্য পাওয়া গেল, তা ডাহা মিথ্যা। ঠিকানা দেওয়া ছিল ১০ নং ক্যাল্লি দ্য টলার্স, বার্সিলোনা। গেলাম সেখানে। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল যে স্ত্রীলোকটির ওপর, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম অরিলিও মার্তিনেজ বলে কেউ এ বাড়িতে থাকতেন কিনা। বাড়ির মালিকের কাছে আমাকে নিয়ে গেল সে এবং তার কাছেই জানলাম, অরিলিও মার্তিনেজের নাম এ বাড়ির কেউ এর আগে শোনে নি। কিন্তু সহজেই হাল ছাড়বার পাত্র নই আমি। নামটা

যে আসল নয়, তা তো আমি জানতামই। কাজেই মার্তিনেজের চেহারার বর্ণনা দিলাম এবার। কাজ হোল তাতে। বাড়িওলা বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি বই কি। বেঞ্জামিন বালসানোকেই তো এই রকম দেখতে। আমার এই বাড়িতেই কিছুদিন ছিলেন ভদ্রলোক। বড় অল্প কথাবার্তা বলতেন। তাছাড়া বাঁধাধরা জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি—বড় বিশৃঙ্খল ছিল তাঁর প্রকৃতি। মাঝে মাঝে দারুণ টানাটানি চলতো। তবে একবার শুনেছিলাম, বার্সিলোনাতে নাকি তাঁর একটা ভিলা ছিল।"

নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেল পয়লা নম্বরের জোচ্চোর এই বালসানো। অনেকগুলো শহরের পুলিশ মহলে বিলক্ষণ নামডাক আছে তার। দুরন্ত জুয়াড়ী সে হাতের মার প্যাঁচেও মহা ওস্তাদ। এ ধরনের লোকদের জীবনে অভাব-অনটন আর স্বাচ্ছল্যের যেমন দ্রুত পরম্পরা দেখা যায়, বালসানোও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বালসানো আর অরিলিও মার্তিনেজ যে এক এবং অভিন্ন পুরুষ, তা প্রমাণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ক্যাল্লি দ্য টলার্সের বাড়িওলা আর বাদালোনার প্রতিবেশীদের পুলিশ ফটোগ্রাফ দেখাতে তারাও একবাক্যে সমর্থন জানালো আমার সিদ্ধান্তকে।

তদন্ত-পর্বের এই পর্যায়ে পেঁছে অনায়াসেই বালসানোর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করে দিতে পারতাম। কিন্তু নিহত মেয়েটিকে তখনও শনাক্ত করে উঠতে পারি নি আমি। কাজেই চট করে কিছু করা সঙ্গত মনে করলাম না। এই সময়ে খবর পেলাম, ইউলেলিয়া মাইনো নামে একজন বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে বার্সিলোনাতে প্রায় দেখতে পাওয়া যেত বালসানোকে। গোলগাল নধরকান্তি চেহারা মেয়েটার। চুলের রঙ কুচকুচে কালো। ক্যাল্লি দ্য লা ক্যাডেনাতে একসাথে একটি ঘরে কিছুদিন ছিল ওরা দুজনে। তারপর উধাও হয়ে যায় বালসানো এবং মেয়েটি। এবং কেউ জানে না বর্তমানে পৃথিবীর কোন মুলুকে আস্তানা নিয়েছে দুই মূর্তিমান।

আরও খবর পেলাম, ইউলেলিয়া তার সৎমায়ের সঙ্গে গ্রানোলর্স-এ থাকতো। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলাম সেখানে। বিমাতা বাড়িতেই ছিলেন। আমাকে দেখেই না জানি কি হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছে মনে করে রীতিমত শংকিত আর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এই বাড়িতেই একটা চিঠির কয়েকটা ছিন্ন অংশ পেলাম। জোড়া লাগাতেই পেলাম পুরো চিঠিটা। ইউলেলিয়ার চিঠি। একজন বন্ধুর সঙ্গে বার্সিলোনা ত্যাগ করে যাচ্ছে সে। বিমাতার কাছে তার অনুরোধ তিনি যেন পড়া শেষ হয়ে গেলেই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেন। চিঠির তারিখ ছিল ২০শে মার্চ, ১৯৩২। বাদালোনার মৃতদেহ আবিষ্কারের ঠিক দুদিন আগেকার তারিখ।

এ কেসের একটা অত্যন্ত দরকারী সূত্র হচ্ছে বালসানো-ইউলেলিয়া ঘটিত প্রণয়

উপাখ্যানটি। কিন্তু তার চাইতেও দরকারী যা, তা হলো খুনে পাষণ্ডটার নাম ধাম জানা। শবব্যবচ্ছেদ হওয়ার পর যে রিপোর্ট পেয়েছিলাম তা আমার কাছে অন্তত সন্তোষজনক বলে মনে হয় নি। কিন্তু একগুঁয়ে ডাক্তার কিছুতেই তাঁর রিপোর্ট শুধরোতে রাজী হলেন না। মেয়েটির বয়স নাকি কোনমতেই তিরিশের বেশি নয়—ছিনেজোঁকের মত এই তথ্যকেই আঁকড়ে রইলেন ভদ্রলোক। ভেবে দেখলাম ক্যাল্লি দ্য টলাসে'র বোর্ডিং হাউসে গেলে অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর আমি পেলেও পেতে পারি। তাই আবার গেলাম বাড়িওলার সঙ্গে। এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে।

এমি ল্যাঙ্গার নামে একজন জার্মান স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিছুদিনের জন্যে এ বাড়িতে সংসার পেতেছিল বালসানো। প্রায় ষাট বছর বয়স এমি ল্যাঙ্গারের। বিধবা স্বামী ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়র। অবস্থা ভালই ছিল তাঁর। আসক্তি মদ আর অন্যান্য মাদক দ্রব্যে। বিস্তর অর্থ ছাড়াও অনেক হীরে জহরৎ ছিল নাকি তার গহনার পেঁটরায়। চলে যাওয়ার সময়ে সব কিছুই নিয়ে গিয়েছিলো সে ফেলে গিয়েছিল শুধু একটা কাকাতুয়া। দিব্বি জার্মান বলতে পারে পাখিটা। দেখলাম, মনিবানীর আকস্মিক অন্তর্ধানে দারুণ মুষড়ে পড়েছে বেচারী। খুঁজে পেতে এমন একজনকে বার করলাম যে জার্মান কথা কইতে পারে। তাকে নিয়ে এলাম কাকাতুয়ার সামনে। ওদের কথাবার্তা থেকে নতুন কোনো তথ্য জানতে পারব, এই আশা ছিল আমার। কিন্তু এবারও আশাহত হতে হলো আমাকে।

কিন্তু এমি ল্যাঙ্গারই যে বালসানোর হাতে খুন হয়েছে এবং বাদালোনার সেই লাশটি যে তারই সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল আমার। বাদালোনার ভিলাতে পাওয়া কিছু কিছু আসবাবপত্র আর বই যে এমি ল্যাঙ্গারেরই, তাও প্রমাণ করতে মোটেই বেগ পেতে হয় নি আমাকে। খুঁজতে খুঁজতে বার্সিলোনায় একটি দোকানের সন্ধান পেলাম। পুরোনো জিনিস খরিদ করতো দোকানদার। এমি ল্যাঙ্গারের কিছু পোশাক উদ্ধার করলাম দোকান থেকে। বালসানোই বিক্রি করেছিল। কিন্তু আসল কাজটাই যে তখনো বাকি। যেমন করেই হোক আমাকে প্রমাণ করতেই হবে যে লাশটা এমি ল্যাঙ্গারেরই এবং কোনো তরুণী মেয়ের নয়। এ ব্যাপারে আমার ওপর কিঞ্চিৎ কৃপাবর্ষণ করলেন ভাগ্যদেবী। হঠাৎ খবর পেলাম, এমির পায়ে একবার একটা দগদগে ঘা হয়েছিল। অস্ত্রোপচার করে তবে সুস্থ হয়েছিল সে। ভেবে দেখলাম, এ খবর যদি নির্ভেজাল হয়, তাহলে লাশটা আর একবার পরীক্ষা করলেই মুশকিল আসান হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ সে ব্যবস্থা হলো। অপারেশন চিহ্নও পাওয়া যায় পায়ে। ডাক্তারও শেষ পর্যন্ত সুর পালটে স্বীকার করলেন, মেয়েটার বয়স তিরিশ নয়, ষাট এবং সে এমি ল্যাঙ্গারই বটে।

এবার বালসানো আর তার নতুন প্রণয়িনীকে জালে ফেলতে হবে। কাগজে

কাগজে ছেপে দিলাম ওদের ছবি আর দৈহিক বর্ণনা। পরিশেষে মাদ্রিদের লাভেপিস্ কোয়ার্টারে একটা বোর্ডিং হাউসে গ্রেপ্তার করা হলো দুজনকে। যে ঘরে এমি ল্যাঙ্গারকে পুঁতে রেখেছিল, তার নক্‌সা আর খবরের কাগজে প্রকাশিত খুনের বিবরণটা নিজের কাছেই রেখেছিল বালসানো।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর এতটুকু চঞ্চলতা দেখা গেল না বালসানোর ধীর স্থির মুখে। ওর বিরুদ্ধে কেসটা সে ভাবে দাঁড় করিয়েছিলাম তাতে ফাঁক ছিল না কোথাও। কিন্তু অম্লানবদনে ও সব অভিযোগ অস্বীকার করে বসলো। এমি ল্যাঙ্গারকে নাকি সে কস্মিনকালেও দেখেনি এবং এ জঘন্য হত্যা তার নয়, তারই জানাশুনা আর একজন অপরাধীর। এমি ল্যাঙ্গার নিহত হওয়ার সময়ে শ্রীঘরে ছিল তার এই খুনে বন্ধুটি—এ খবর শুনেও তিলমাত্র বিচলিত হলো না ও। ওর মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্যে বেশ কয়েকবার অকুস্থলে নিয়ে গেলাম তাকে। প্রতিবারই বিন্দু বিন্দু ঘামে ওর বিবর্ণ মুখ ভরে উঠলেও কিছুতেই স্বীকার করানো গেল না যে সেই হত্যাকারী।

ভিলার মধ্যে কিন্তু এমি ল্যাঙ্গারকে খুন করা হয়নি। ক্যাল্লি দ্য টলার্সের বোর্ডিং হাউস ছেড়ে বার্সিলোনার ক্যাল্লি দ্য রোজেনল-এ একটা বাড়িতে আস্তানা নিয়েছিল ওরা। খুনের দিন-তিনেক বাদে বালসানোকে একটা বিশাল সুটকেশ বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছিল একজন মেয়ে কুলি বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল ভেতর থেকে। জার্মান স্ত্রীলোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে সে নাকি একাই ফিরে যাচ্ছে এই সাফাই গেয়েছিল বালসানো।

নাক সিঁটকে শুধিয়েছিল মেয়ে-কুলিটা—কিন্তু ঐ সুটকেশটা থেকে ওরকম যাচ্ছেতাই গন্ধ বেরুচ্ছে কেন বলুন তো? কি আছে ওতে?

'সসেজ—একদম খারাপ হয়ে গেছে কিনা তাই', চটপট জবাব দিয়েছিল বালসানো।

এই সুটকেশটাই ভিলাতে নিয়ে গিয়েছিল সে। ভেতরে ছিল হতভাগিনী এমি ল্যাঙ্গারের লাশ। সুটকেশটা পরীক্ষা করার পর রক্তের দাগ পাওয়া গেল ভেতরে। পেরেকে লেগে থাকা মেয়েদের পোশাকের সুতোও পেলাম। খুনের সুত্রপাত হয় একটা ঝগড়া থেকে। বালসানোর ধারণা ছিল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে এমি ল্যাঙ্গারের। কিন্তু যখন সে দেখলে সব ভুয়ো—অত টাকাই নেই তার, তখন সংহার মূর্তি ধারণ করলো সে। মদে চুর চুর হয়েছিল এমি। কথা কাটাকাটি হতে হতে ফস করে সে খামচে ধরে বালসানোর মুখ। তৎক্ষণাৎ ছুরি বাগিয়ে ধরে বালসানো এবং পরমুহূর্তে একটি মাত্র মোক্ষম টানে দু-টুকরো করে দেয় এমির কণ্ঠনালী। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রুধির স্রোত। আঘাতটা যে মারাত্মক, তখন তা বুঝতে পারেনি বালসানো। তার গোটা দুই মোজা এমির গলায় পেঁচিয়ে রক্ত

বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে ও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এমির দেহ। নির্বিকারভাবে এবার লাশ সরানোর আয়োজনে তৎপর হয়ে ওঠে বালসানো। স্বল্প পরিসরে দেহটাকে যাতে ঠেসে নিয়ে যাওয়া যায়, তাই আরও ক্ষতবিক্ষত করে নেয় লাশটা। এই কারণেই বিকৃত দেহটা পুলিশের হাতে পড়ার পর চুল চেরা পরীক্ষা না করার ফলে ঠিক কিভাবে খুন হয়েছিল এমি, তা জানা যায় নি অনেকদিন পর্যন্ত।

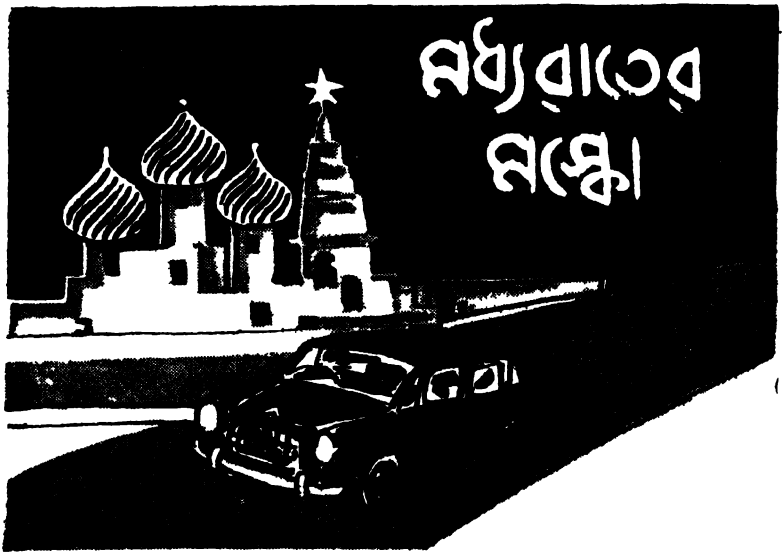
এমিকে কবর দেওয়ার জন্যে ভিলার বাগানটাই প্রথমে মনোনীত করেছিল বালসানো। কিন্তু যে রাতে কাজ সারবে বলে স্থির করলে সে, সেই রাতেই একজন চৌকিদার তাকে দেখতে পায়। কাজেই পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলে বালসানো। ঘরের মেঝেতেই সমাহিত করা হলো এমি ল্যাঙ্গারকে। বার্সিলোনার ক্রিমিন্যাল কোর্টে খুনের অপরাধে বিচার শুরু হলো তার আর ইউলেলিয়া মেইনের। কিন্তু তখনও অবিচল বালসানো। দৃঢ়কণ্ঠে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করার পর বার বার এই বলে সে হুঁশিয়ার করে দিলে আদালতকে যে নির্দোষীকে অবিচারের যাঁতায় ফেললে প্রত্যেকেরই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। মুক্তি দেওয়া হলো ইউলেলিয়াকে। কিন্তু খুন আর ডাকাতি করার জন্যে বাইশ বছর এবং দলিল দস্তাবেজ জাল করার জন্যে আরও দুবছর সশ্রম কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হলো খুনে বদমাস বেঞ্জামিন বালসানোকে।

১৯৩৬ সালে শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ। বালসানো তখনও জেলে। যুদ্ধের দুর্যোগ বার্সিলোনার ওপর ঘনিয়ে আসতেই অন্যান্য কয়েদীদের সাথে তাকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে আবার নতুন অপরাধের জন্যে তাকে পাঠানো হয় কারাকপাটের অন্তরালে।

* * *

অনুবাদঃ অদ্রীশ বর্ধন

ডন ভিসেন্তি রেগুয়েন গো [স্পেন]ঃ লেখক ইউরোপিয় গোয়েন্দা সাহিত্যের অঙ্গনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর লেখায় গোয়েন্দা গল্প এক নতুন আস্বাদ্যরস সৃষ্টি করে। তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা বহু গোয়েন্দা গল্প ছাড়াও পরবর্তীকালেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইউরোপের ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যেও মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত ঈর্ষা, হিংসা, জিঘাংসা ইত্যাদি নানা ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি করেছেন। তিনি স্পানিশ সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পরিচিত করেছেন। জনপ্রিয় করে তুলেছেন তাঁর অসাধারণ গোয়েন্দা কাহিনীর বিন্যাসে।



গ্রেগরী আরেন্সকী

ব্যক্তিগত শোকাবহ ঘটনার গল্প দিয়ে দৈনিকের পাতা ভরাতে অভ্যস্ত নই আমরা রাশিয়ানরা। অনেকরকম দুঃখময় দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায় অনেকের অদৃষ্টে। বহু হতভাগ্য নর-নারী নিছক উচ্চাশা অথবা তীব্র অনুভূতির তাড়নায় হরেকরকম অপরাধও করে ফেলে। ফলাও করে এই সব কাহিনীর প্রচার আমরা করি না। এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামাতে হয় আমাদের। শুধু আমাদের জাতভাইদের দিক দিয়েই নয়, পৃথিবীর সব দেশের বাসিন্দাদের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ এই সব সমস্যা। অনেক সমালোচকদের মতে ব্যষ্টির প্রতি অবহেলা থেকেই নাকি আমাদের এই ধরনের মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে। কৃত সত্যটুকু কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। আমরা বিশ্বাস করি, সামান্য কয়েকটা চোর ছ্যাঁচোড়, খুনে-গুন্ডা, জালিয়াৎ-বদমাস আর নারীধর্ষণ-কারীদের তৎপরতা আর তাদের সমুচিত দণ্ডদানের সমস্যাগুলোকে হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

সে যাই হোক, সারা দুনিয়ার পুলিশ সহকর্মীর সঙ্গে আমার কর্মজীবনের

সবচেয়ে মনে রাখবার মত কাহিনী বলবার সুযোগ যখন আমাকেও দেওয়া হয়েছে, তখন সে সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার আমি করবো। শুনুন তবে এই ঘটনার বৃত্তান্ত।

১৯৫৫ সালের আগষ্টের শেষাশেষি গ্রীষ্মের সেই রাতটার কথা এখনও ছবির মতই মনে পড়ে আমার। রাতের তমিস্রা গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনের দাবদাহও কমে এসেছিল অনেকখানি। আমার অধীনস্থ মস্কো মেট্রোর একজন ইনস্পেক্টরের ডিউটি শেষ হওয়ায় বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল। আর্কাডি গুরেলভিচ মানুষটি বড় ভালো। কাজ-কর্মে তার জুড়ি মেলা ভার, কমরেড হিসেবেও চমৎকার। প্রতিবেশী হিসেবে এই রকম মানুষকেই সবাই পেতে চায় যে যার পল্লীতে। একই ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতাম আমরা। পাঁচতলার আর্কাডি আর দোতলায় আমি সপরিবারে। একই আমোদ-প্রমোদ কেন্দ্রে খেলাধুলো করত আমাদের ছেলেমেয়েরা, একই স্কুলে পড়তে যেত সবাই দল বেঁধে। সভা-সমিতিতে, সিনেমা-থিয়েটারে পাবলিক স্কুলের সামাজিক অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে যেতাম আমরা দুই পরিবার।

বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স আর্কাডির। দুনিয়ায় দুটি জিনিস তার দারুণ প্রিয়; একটি কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং অপরটি ফুটবল খেলা। আগষ্টের সেই রাতে সাবওয়ে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যখন সে বাড়ির পথ ধরলো, তখন ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলো অর্ধেক নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। আলো অন্ধকার মিশানো জনহীন পথঘাটে প্রাণী বলতে সে তখন একা।

আচম্বিতে রাস্তার মোড় থেকে বাঁক নিয়ে টায়ারের তীব্র আর্তনাদ তুলে পথ ছেড়ে ফুটপাতের ওপর বেগে ধেয়ে গেল ছোট্ট একটা মোটরকার। সামনেই পড়ল আর্কাডি। এমনই প্রচণ্ড বেগে তার ওপর এসে পড়ল গাড়িটা যে আর্কাডির দেহটা ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল সামনের উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর—বলা বাহুল্য সেই প্রচণ্ড সংঘাতে স্ক্রীনের কাঁচও অটুট রইল না।

ধরা পড়ার ভয়ে গাড়ির গতি কমানো দূরে থাকুক, ক্ষিপ্তের মত গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটে চলল ড্রাইভার। সাংঘাতিকভাবে জখম আর্কাডির অচেতন দেহটা কিছু দূর পর্যন্ত গাড়ির সামনেই লেপটে ছিল, তারপর তা ঠিকরে পড়ল রাস্তার ওপর আমাদেরই ফ্ল্যাটবাড়ির প্রায় সামনেই। উল্কার মত বেগে উত্তরদিকের শহরতলী অঞ্চলে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল বেপরোয়া গাড়িটা।

টায়ারের কর্কশ আর্তনাদের পরেই ধপ্ করে একটা চাপা শব্দ এবং পরক্ষণেই কাঁচভাঙার ক্ষীণ ঝন্ঝন্ আওয়াজ শুনেই আশপাশের বাড়ি থেকে জনা ছয়েক স্ত্রী-পুরুষ বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। রাস্তার উপর আহত আর্কাডিকে তারাই পড়ে থাকতে দেখে। একজন তখুনি আমার ফ্ল্যাটে দৌড়ে গিয়ে উত্তেজিতভাবে খবর দিলে যে সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কমরেড গুরেলভিচের। তৎক্ষণাৎ ফোনে

অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর নির্দেশ দিলাম। স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনেও খবর দিতে ভুললাম না।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি রাস্তার ওপরেই পড়ে রয়েছে আর্কাডি। একজন একটা ভারী কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল তার সর্বাঙ্গ। এমনই নিথর হয়ে শুয়েছিল ও প্রথমে ভাবলাম বুঝি বৃথা চেষ্টা, ও দেহে আর প্রাণ নেই। কিন্তু ঝুঁকে পড়তেই লক্ষ্য করলাম খুব ক্ষীণভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে ওর—তবে চেতনার কোনো লক্ষণ দেখলাম না ওর রক্তাক্ত দেহে। মস্তবড় একটা ক্ষতচিহ্ন দেখলাম মাথার খুলিতে। গা শিউরে ওঠে সেই বীভৎস চোট দেখলে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এবং অনেকগুলো পুলিশের গাড়ি উত্তেজিত এবং উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীদের ভিড় ঠেলে পৌঁছে গেল দুর্ঘটনাস্থলে। স্বামীর নেতিয়ে পড়া দেহ ষ্ট্রেচারে উঠিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল আর্কাডির বউ।

অশ্রুসিক্ত সে কি কান্না! একজন মহিলা সযত্নে একটা শাল জড়িয়ে দিলে তার গায়ে। যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল সবাই মিলে।

সাক্ষীদের সওয়াল জবাব শুরু করলেন পুলিশ অফিসাররা। কিন্তু আচম্বিতে ধেয়ে আসা গাড়ির গর্জন, টায়ারের তীব্র আর্তনাদ তুলে উধাও হয়ে যাওয়া এবং শীতার্ত রাস্তার ওপর মৃতপ্রায় অবস্থায় আর্কাডিকে পড়ে থাকতে দেখা ছাড়া নতুন কোনো খবরই কেউ শোনাতে পারলে না।

এ কেস সম্পর্কে ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দু'রকম আগ্রহই সমানভাবে জেগেছিল আমার মনে। তাই ঠিক করলাম পুলিশের গাড়ী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের পিছু পিছু গোর্কি হসপিটালে যাবো। উত্তরমুখো পথে রওনা হলাম আমরা।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় গোটা তিরিশ বাড়ি পেরিয়ে আসার পর একটা মেরামত এবং সারভিস ষ্টেশনের সামনে এসে পৌঁছোলাম। নতুন তৈরি হয়েছে ষ্টেশনটা। দেখেই আমার মাথায় একটা মতলব এল।

'কমরেড, থামাও এখুনি।' আচমকা হুকুম শুনেই ক্যাঁচ করে টিপে ধরলে পুলিশ ড্রাইভার।

হাতে ফ্লাশলাইট নিয়ে অন্ধকার গলি পেরিয়ে গ্যারেজের পেছনে গাড়ি পার্ক করার জায়গায় পৌঁছোলাম আমরা। আলোর সরু রশ্মি গিয়ে পড়লো একটা বেজায় জখম গাড়ির ওপর। টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল গাড়িটার উইন্ডস্ক্রীন। আর টোল খেয়ে গেছিল সামনের হুড।

এখনও সে আবিষ্কারের কথা মনে পড়লেই ভাবি বাস্তবিকই সেদিন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল আমার। তা না হলে নিছক সাধারণ জ্ঞানকে সম্বল করে আততায়ী-বিহীন গাড়িটাকে এত তাড়াতাড়ি এভাবে আবিষ্কার করতে পারতাম না আমি।

আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই নিঃসন্দেহ হলাম আমরা। হ্যাঁ, এইটাই সেই ধাক্কা মেরে উধাও হওয়া গাড়িই বটে। র‍্যাডিয়েটের তখনও গরম রয়েছে। হুডটার ঠিক মাঝখানের পাঁজরে লেগে রয়েছে আর্কাডির ফ্লানেল কোটের একটা ছিন্ন অংশ।

গাড়িটার ওপর দিয়ে আলো বুলিয়ে নিতে গিয়ে এমনই একটা জিনিস নজরে পড়ল আমার যে তা দেখা মাত্র বিভীষিকা যেন সাঁড়াশি দিয়ে টিপে ধরলো ধুক-পুকুনিকে। তারার মত আকার নিয়ে ভেঙে গিয়েছিল কাঁচটা। আর, তার ঠিক মাঝখানে ভাঙা কাঁচের খাঁজে আটকে ছিল একটুকরো হাড়—মাথার খুলির দশ সেণ্টিমিটার লম্বা হাড়।

খুব সাবধানে হাড়টাকে খাঁজ থেকে উদ্ধার করে রুমালে মুড়তে যখন আমি ব্যস্ত আমার কমরেড ততক্ষণে পুলিশ-কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলে আমাদের আবিষ্কারের বৃত্তান্ত। গাড়িটা পরীক্ষা করার জন্যে পুলিশের গাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থাও করলে সে। এরপর আমি ফোন করলাম হসপিটালে। বললাম, এখুনি অপারেশন রুমে আসছি আমরা।

সাইরেনের আর্তনাদে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ফালা-ফালা করে বাকী পথটা যেন উড়ে এসে গোর্কি হসপিটালে পৌঁছোলাম আমরা। আমার জরুরী ডাকে বিলক্ষণ বিরক্ত হয়েছিলেন ডাক্তাররা। মরণোন্মুখ মানুষটার অপারেশন কেন যে স্থগিত রাখতে বলেছি তা তো তাঁরা জানতেন না।

হসপিটাল পৌঁছেই বললাম—'আর্কাডি আমার বিশেষ বন্ধু। তাই ভাবলাম ওর জীবনরক্ষার প্রচেষ্টায় আপারেশন শুরু করার আগে এই জিনিসটা আপনাদের দেখালে হয়তো সত্যিই ওর কোনো উপকার করতে পারবো আমি।'

এমনভাবে ডাক্তাররা তাকালেন যেন মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে আমার আর তারপরেই একজন হাড়টা রুমালের মোড়ক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—হবে, হবে, এইতেই হবে।

হাড়টা তখুনি খুব সন্তর্পণে পরিষ্কার করে ফেললেন ওঁরা। পরে অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে আর্কাডি গুরেলভিচের করোটির সঠিক জায়গাটিতে তা বসিয়ে বেমালুম জুড়ে দিলেন। তিন ঘণ্টা পরে অস্ত্রোপচার শেষ হলো। তারপর একজন ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। আমি যেখানে ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম এতক্ষণ, এসে দাড়ালেন সেখানে।

বললেন—'কমিশার, বিপদমুক্ত হয়েছেন আপনার বন্ধু। কিন্তু ঐ হাড়টা না পাওয়া গেলে এ সুখবর হয়তো আপনাকে শোনাতে পারতাম না।'

মিনিট দশেক পরেই আর একটা পুলিশের গাড়ি এসে পৌঁছালো হসপিটালের প্রাঙ্গণে। গোয়েন্দার কাছে রিপোর্ট পেলাম, গাড়িটার নাম্বার প্লেট থেকে ধাক্কা মেরে উধাও হওয়া ড্রাইভারকে সনাক্ত করতে পেরেছি আমরা। বাড়িতেই ছিলেন

ভদ্রলোক। মদের নেশা তখনও তার কাটেনি। পুলিশের কাছে বিনা দ্বিধায় সব স্বীকার করেছেন তিনি। পার্টির উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি। তা সত্ত্বেও এই গুরুতর অপরাধের জন্য আইনের রক্ত চক্ষুকে তিনি এড়াতে পারেন নি। মাথা পেতে নিতে হয়েছিল ধর্মাধিকরণের গুরুদণ্ড।

দ্রুত গোয়েন্দাগিরি এবং তার চাইতেও বেশি কপালজোর—এই দুইয়ের ফলে এ কেসে রক্ষা পেয়েছিল একজনের জীবন। অন্যান্য দেশে রাশিয়ান পুলিশদের বড় দুর্নাম অছে। তার নাকি সোভিয়েত ইউনিয়নের যারা শত্রু, শুধু তাদের গ্রেপ্তার করা এবং হনন করা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই আগ্রহী নয়। কিন্তু আমি বলবো দুনিয়ার যেখানে যত পুলিশ আছে তাদের সঙ্গে আমার এবং আমার সহকর্মীদের কোনো প্রভেদই নেই। আমরা সবাই সমান, একই আমাদের দায়িত্ব। কোনো জীবন বিনষ্ট করার চাইতে সে জীবন রক্ষা করার জন্যে হাজাররকম প্রচেষ্টা করতে আমরা দ্বিধা করি না।

* * *

অনুবাদঃ অদ্রীশ বর্ধন

গ্রেগরী আরেন্সকী [রাশিয়া]ঃ রুশ সাহিত্যের বিপুল আয়তনে গোয়েন্দা গল্প তথা গোয়েন্দা সাহিত্য নিশ্চয় ততখানি উন্নত নহে। বিশেষ করে টলস্টয়, গগোল, টর্গেনেভ ইত্যাদির ধারায় ছোটগল্পে চেখব ইত্যাদি বিশ্বসাহিত্যে যে অনন্য সাধারণ স্থান অধিকার করেছেন তার তুলনায় গোয়েন্দা গল্পের লেখকগণ ততখানি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেননি। বিশেষ করে বিগত অর্ধশতক ধরে রুশ-চিরায়ত সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প প্রায় নির্বাসিত। গ্রেগরী আরেন্সকী নিঃসন্দেহে রুশ সাহিত্যের গোয়েন্দা গল্পের ভাঙ্গা হাটে এক অসাধারণ উজ্জ্বল নিদর্শন যিনি গোয়েন্দা গল্পকে ও রুশ পাঠকের নিকট জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

* * *





ইব্রাহিম গাজী

গ্রীষ্মের মাসগুলোয় দুপুরের সূর্য বড়ই নির্দয়ভাবে কিরণ ঢালতে থাকে আমাদের শহরের নতুন আর পুরোনো বাড়ির শীর্ষে, মসজিদের সাদা চুড়োয় আর মৌচাকের মত গম্বুজগুলোয়। জীবনের চাঞ্চল্য একেবারেই উবে যায় শহরের বুক থেকে, খাঁ-খাঁ করে পথঘাট। দামাস্কাসের পুরোনো অঞ্চলের ছাদ-ঢাকা সংকীর্ণ রাস্তায় অলসভাবে গাধাগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে যায় শুধু কয়েকজন ফেজ টুপি-পরা বেদুঈন। এমন কি সদা গমগমে হট্টগোলে ভরা বাজারগুলো, যেখানে টাকা-কড়ির ভাবনা-চিন্তা ছাড়া আর কিছুই স্থান পায় না, সেই বাজারগুলোও ঝিমিয়ে পড়ে। সারাদিন ধরে আগুন বর্ষণে ক্লান্ত তপনদেব যতক্ষণ না পশ্চিমে হেলে পড়ে, ততক্ষণ তলিয়ে থাকে সুপ্তির নিতলে।

কিন্তু এই ঝিমুনির অবসরেই তৎপর হয়ে ওঠার সুযোগ পায় দু-ধরনের অপরাধী: যে প্রকৃতির মানুষ শহরের কর্মবিরতি আর বিশ্রামক্ষণের সুযোগ নিয়ে খুন-জখম রাহাজানি আর হরেক রকম অপকর্মে মেতে ওঠে, তারা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটি অমানুষ তস্কর—আগুন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দামাস্কাস

শহরের বুকে নির্বাধে লুঠতরাজ চালিয়েছে এই অমানুষ অপরাধীটি এবং দু-দুবার জমির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল এত বড় শহরটাকে।

কোনরকম তঞ্চকতা না করে সবিনয়ে জানাচ্ছি, প্রথম অপরাধীর জন্যে যতখানি হুঁশিয়ার দামাস্কাসের পুলিশ বাহিনী, ঠিক ততখানিই দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও।

জুলাইয়ের সেই দিনটিতে প্রথম যে খবরটি এসে পৌঁছালো পুলিশ হেড কোয়ার্টারে তা হলো একটি আগুন লাগার খবর। শৌখিন শহরতলী সৌকসারুজার একটা বাড়িতে অগ্নিদেবের তাণ্ডবনৃত্য দেখা গেছে। চিরাচরিতভাবে নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগলাম আগুনের উৎস সম্বন্ধে। আগুন লাগতে পারে 'দামাস্কাসের আগুন অভিশাপে'র জন্যে অথবা নেহাতই অসাবধান হওয়ার ফলে। কিন্তু ক্রিমিনাল ইনভেসটিগেশন ডিভিসনের চিফ হিসেবে ফোনের জবাব দিতে গিয়েই শুনলাম একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। সৌকসারুজা থেকে একজন পুলিশম্যান বললে—'চিফ, এ শুধু আগুন নয়, আরো কিছু। ফটকের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি উঠোনের ওপর পড়ে রয়েছে একটা মেয়ের দেহ। ধোঁয়ার জন্যে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

প্রথম রিপোর্ট পাওয়ার পর যে ঠিকানাটা টুকে রেখেছিলাম, তার ওপর এবার চোখ পড়তেই চিনতে পারলাম বাড়িটাকে। সেকেলে আমলের যে ধরনের জমজমাট আরব্য ভবনগুলো দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দামাস্কাসের বুক থেকে, এ প্রাসাদটি তাদেরই অন্যতম। উঁচু-উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কতবার জালিকাটা ফটকের মধ্যে দিয়ে দেখেছি ভেতরকার শান্ত সুন্দর শুচিময় উঠোনটিকে। প্রাসাদটাকে বেষ্টন করে থাকত প্রাঙ্গণটা। বহু শতাব্দী আগে সোনা আর রেশম দিয়ে বোনা মূল্যবান বস্ত্রের জন্য যখন দিকে দিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের এই শহরটির তখন এক ধনবান ব্রোকেড ব্যবসায়ী প্রাসাদটা তৈরি করেছিলেন। কি লজ্জার কথা। এতদিন পর গৌরবময় অতীতের এত চমৎকার নিদর্শনটাকেই কিনা গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে সর্বভুক আগুনের দেবতা। কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে যে মৃত্যুও জড়িয়ে পড়েছে, তা মনে পড়তেই রোমান্টিক রোমন্থনকে নির্বাসন দিলাম মন থেকে।

অকুস্থলে পৌঁছেও করবার বিশেষ কিছু ছিল না। কেন না, তখনও আগুনকে বাগে আনতেই ব্যস্ত দমকলবাহিনী। ফটকের বাইরে দেখি কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। কয়েকজন বললে বটে কে যেন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার মেঘ ভেদ করে কিছুই করা সম্ভব হয়নি ওদের পক্ষে।

যে মুহূর্তে সম্ভব হলো প্রাঙ্গণে পা দেওয়ার, আর একটা মুহূর্তও বাজে সময় নষ্ট করলাম না। ভেতরে গিয়ে দেখলাম পরমাসুন্দরী এক অষ্টাদশী তন্বী

মেয়ের দেহ। যদিও বিস্তর ধুল আর ভুষোয় মলিন হয়ে গিয়েছিল তার মুখশ্রী, যদিও পলকহীন বিস্ফারিত কালো চোখের মণি দুটো স্থির হয়েছিল নীল আকাশের পানে—তবুও এক নজরে বোঝা গেল বাস্তবিকই এ রকম আলোকসুন্দর কান্তি বড় একটা দেখা যায় না। পরনে দামাস্কাসের পোশাক। টুকটুকে লাল রঙের রেশম। নরম। নমনীয়। মনিবন্ধ আর গলায় সযত্ন খচিত বাহারী জড়োয়া অলংকার। কিন্তু তার ফ্যাকাশে নিরস্ত গলায় যে জিনিসটি নেকলেসের মত অত সুন্দর ছিল না, তা হচ্ছে এটা দগদগে কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন। এবং এই ক্ষতই নিভিয়ে দিয়েছে মেয়েটির জীবনের প্রদীপ।

নিষ্প্রাণ দেহটার পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়েছিলাম। অবাক হয়ে গেছিলাম আমার অনুভূতিপ্রবণতা দেখে। বছরের পর বছর খুন-জখম হিংসা-জিঘাংসা নিয়ে নাড়াচাড়া করে এসেও এখনও আমার কোমল অনুভূতির ধারগুলো দেখলাম ভোঁতা হয়ে যায়নি। আচম্বিতে একটা চিৎকার শুনলাম। শব্দটা এল রান্নাঘর থেকে। তখনও গল্-গল্ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল ঘরটা থেকে। চটপট এগিয়ে দেখি আরও একটি মহিলার লাশের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে দমকল বাহিনীর দুজন লোক। যদিও আগুনের নিষ্ঠুর জিহ্বাস্পর্শে হতভাগিনীর দেহের খানিকটা অংশ পুড়ে গিয়েছিল, তবুও উঠোনের মরা মেয়েটির চাইতে এই মহিলার বয়স যে অনেক বেশি তা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হলো না আমাকে। আরও বুঝলাম, জীবিতকালে অল্পবয়েসী মেয়েটির চাইতেও অনেক বেশি চটকদার ছিল মহিলাটির তনুশ্রী। সযত্নে প্রসাধন করা কাঁচা-পাকা চুলের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা বিশ্রী আঘাত-চিহ্ন। এবং সে আঘাত হানা হয়েছে যে অত্যন্ত গুরুভার একটা হাতিয়ার দিয়ে, তা অতি সহজেই বুঝতে পারলাম আমি।

একটা আগুনকেই অভিশাপ দিচ্ছিলাম সবাই মিলে। এবার দু-দুটো নৃশংস খুনের তদন্তের গুরুদায়িত্ব এসে পড়লো কাঁধে।

বাইরের জনতাকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করছিল আমাদের গোয়েন্দারা। তাইতেই জানা গেল জমকালো এই ভবনটার বর্তমান বাসিন্দা ছিল পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ডাকাতি ডিভিশনে চিফ ক্লার্ক, তার বউ আর মেয়ে। পুলিশের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র বেরিয়ে পড়তেই সম্ভবপর একটা মোটিভের অংকুর দেখা গেল আমার মধ্যে। প্রতিহিংসার জন্যেই কি তবে এই হনন-স্পৃহা? প্রতিহিংসা-পাগল কোন বিকৃত মগজই কি তাহলে পুলিশ বাহিনীরই একজনের দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে গেল এই ভাবে?

হেড কোয়ার্টারে একটা ফোন করতেই তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে হাজির হলেন পুলিশ কমিশনার, করোনার, বিচার সম্পর্কীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং নরহত্যা স্কোয়াডের হোমরাচোমরারা। সবাই মিলে একসঙ্গে শুরু করলাম তাল তাল বাষ্পে ভরা প্রাসাদের ভেতরে চুলচেরা অনুসন্ধান পর্ব।

দেখে-শুনে বেশ বোঝা গেল খুনের সব চিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্যেই আগুনের সাহায্য নিয়েছিল খুনী। নিখুঁত হয়েছিল তার পরিকল্পনা। আগুনের শিখা যেটুকু নষ্ট করতে পারেনি, ফায়ার বিগ্রেডের কেমিক্যালস আর জলেই তার দফারফা হয়ে গেছে।

মিনিট পনেরো ধরে জলে-ভেজা রাবিশ খোঁজার পর শেষকালে রান্নাঘরে একটা সূত্র পাওয়া গেল। মাংস থেঁতো করে 'কুব্বি' বানানোর জন্যে আমরা আরবীয়রা, যে ধরনের কাঠের হাতুড়ি ব্যবহার করি, সেই রকম একটা হাতুড়ি পেলাম আমরা। হাতুড়িটার ওজন পাউণ্ড সাতেকের কম তো নয়ই। মেঝের ওপর যে জায়গায় তা পড়েছিল, তা দেখেই মনে হলো বর্ষীয়সী মহিলার মাথায় ঐ মারাত্মক আঘাত হানার পরেই হাতুড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল খুনীটা। আধপোড়া হাতুড়িটা হাতে নিয়ে মনটা কি রকম যেন হয়ে গেল। ভাবলাম আর কি আমি সুস্বাদু 'কুব্বি' দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে ভাত খেতে পারব? আমার রন্ধন পটীয়সি বউয়ের এটা আবার স্পেশাল খানা। মনের পর্দায়চকিতে ভেসে গেল কটি কথা—যে জিনিস দিয়ে এমন মুখরোচক খানা বানানো যায়, তা দিয়ে প্রয়োজন হলে নরহত্যাও করা যায় একই রকম পরিপাটিভাবে।

অনুসন্ধানে ঢিলে পড়লো না এতটুকুও। হাতুড়িটা যেখানে পাওয়া গেছিল, তার কাছেই পড়ে থাকতে দেখলাম একটা কাঁচের টুকরো। করাতের মত এবড়ো-খেবড়ো হলেও রীতিমত ধারালো কাঁচটা। আয়না ভেঙে যাওয়ায় টুকরোটা পড়েছিল মেঝের ওপর। আগুনের তাপেও ভেঙে পড়তে পারে আয়নাটা। অথবা, উঠোনে পড়ে থাকা তরুণী মেয়েটির জীবনের সুতো কাটবার জন্যেও এই অভিনব ছুরিটাকে বানিয়ে নিয়েছিল হত্যাকারী।

খোঁড়া-খুঁড়িতে বাধা পড়লো। করোনোর তার রিপোর্ট দিলেন আমাকে। মাথায় চোট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছিল বর্ষীয়সী মহিলাটি। কিন্তু তার দেহটা যেভাবে পড়ে আছে, তা দেখে মনে হয় তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রান্নাঘরের ভিতরে। তরুণী মেয়েটার গলা কাটবার আগে যে তাকে গলা টিপে মারা হয়েছিল, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। আর তারপরেই হতভাগিনীর লাসটাকে ফেলে দেওয়া হয় প্রাঙ্গণে।

দুই নারীর অঙ্গেই ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অলংকারাদি। তাই লুঠতরাজ করার মোটিভ নিয়ে যে খুন করা হয়নি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম আমরা। পোশাক এবং দেহে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন ছিল না। তাই, যৌনবাসনার পরিতৃপ্তির জন্যে যে এই জঘন্য খুনখারাপী—এমন সম্ভাবনাকেও বাতিল করতে হলো।

তদন্ত পর্ব এই পর্যন্ত আসার পরই ভদ্রমহিলার স্বামীর অনুপস্থিতটা হাতে

হাড়ে উপলব্ধি করলাম আমি। সে ভদ্রলোক কোথায়? এতক্ষণেও বউ আর মেয়ের এই শোচনীয় পরিণতি তার কানে পেঁছোয়নি, এমন কি হতে পারে? আমার তো তা বিশ্বাস হলো না। খবর পাওয়া মাত্রই তো দুরন্ত আরব ঘোড়ার পিঠে চড়ে এতক্ষণে তাঁর পেঁছে যাওয়ার কথা অকুস্থলে। ব্যাপার তো সুবিধের মনে হচ্ছে না।

ঘড়ি দেখছি, এমন সময়ে একজন ডিটেকটিভ জানালে নিপাত্তা স্বামী মহাপ্রভু নাকি অফিসেই কাজ করছিলেন। দুঃসংবাদটা শোনামাত্র অজ্ঞান হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। খবরটা শুনে তার এতক্ষণ পর্যন্ত অদৃশ্য থাকার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পেলেও স্থির করলাম ভদ্রলোক এখানে এসে পেঁছোনোর পর থেকেই এ দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তা সজাগ চোখে লক্ষ্য করতে হবে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ফটকের সামনে জমায়েত লোকের ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল একটা ট্যাক্সি। ভেতর থেকে রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে নামলেন এক ভদ্রলোক। তখনও ঠক-ঠক করে কাঁপছিলেন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন তিনি।

নামার সঙ্গে সঙ্গে হিস্টিরিয়া রুগীর মত প্রথমেই আর্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি—"আমার খুকী সে কোথায়?"

"কোন খুকী?' শুধোই আমি। 'খুকী বলতে যদি তরুণী মেয়েটাকে বোঝান তো দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে···।'

'না। না। মারিহা মারা গেছে, আমি জানি। কিন্তু ইয়ামিন, আমার বাচ্চা মেয়েটা, সে কোথায়?"

এবার স্তম্ভিত হওয়ার পালা আমার। খুনের সংখ্যা কি তাহলে সবশুদ্ধ তিন? এমনও হতে পারে, চোখের সামনে মা আর দিদিকে খুন হতে দেখেছে বাচ্চা মেয়েটি। তারপর গায়েব করা হয়েছে তাকে। সম্ভবত এ খুনের একমাত্র মোটিভ কিডন্যাপ করাই। সে যাই হোক, নৃশংস খুনের সমাধানের আগে আমাদের জানা দরকার নিপাত্তা বাচ্চাটির পরিণতি এবং এই চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠল আমাদের মগজে।

শোকবিহ্বল ভদ্রলোককে নার্ভ নিরুত্তেজ করার দাওয়াই খাইয়ে দিলাম একডোজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাচ্চাটার চেহারা নিখুঁত বিবরণ পাওয়া গেল তাঁর কাছ থেকে। বয়স তার সাড়ে তিন বছর। লম্বালম্বা কালো চুল আঁট করে বাঁধা। ধূসর চোখ। আধো-আধো স্বরে কথা বলার দরুণ সব কথা বোঝা মুশকিল। পরনে কি ধরনের পোশাক ছিল, তা বলা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে।

রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে হাঁটা শুরু করলাম আমি। ওদের মধ্যে অনেকেরই

হয়তো কিছু কিছু বলার আছে। দেওয়ার মত উপদেশও আছে বিস্তর। কিন্তু সবকিছু শোনার পর মূল্যবান কিছু পাওয়া গেল বলে মনে হলো না আমার। বাড়ির মধ্যে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে কেউই দেখেনি। আগেই শুনেছিলাম, একটা আর্ত চিৎকার এদের কানে ভেসে এসেছিল। এই চিৎকার ছাড়া আর কোনরকম সন্দেহজনক শব্দ কেউই শুনতে পারনি। শহরতলীর এই অংশটায় যারা বাস করে, আইনের প্রতি অনুরাগ তাদের প্রত্যেকেরই আছে এবং সেই মার্জিতরুচি শান্তিপ্রিয় বাসিন্দাদের একজনের মনেও খটকা লাগতে পারে এরকম সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি।

সবই বুঝলাম। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দু দুটো খুন হয়ে গেছে আজই। খুনের সংখ্যা দুই কেন, তিন হওয়াটাও অসম্ভব কিছু না। ভাবলাম, দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠে মানব সভ্যতা। ভাবলাম কবে সেইদিন আসবে যেদিন তা হনন আর জিঘাংসার বহু ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারবে? ঋষিতুল্য ঐতিহাসিকরা গৌরবতিলক পরিয়েছেন দামাস্কাসের সুমহান ঐতিহ্যললাটে এই তথ্য জানিয়ে যে দামাস্কাসই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন শহর যেখানে সর্বপ্রথম গড়ে উঠেছিল মানুষের জনপদ। গৌরবময় এই দামাস্কাস শহরে অন্তত এই ধরনের পৈশাচিক খুনজখম আর যেন না হয়। আমাদের জ্ঞানের সীমা আরও ছড়িয়ে পড়া দরকার। রক্তক্ষরণ না করে, বর্বর প্রবৃত্তিকে সমূলে বিনষ্ট করে কিভাবে বাঁচার মত বাঁচতে হয় তা আমাদের এখনও জানা দরকার। আমরা এখনও তা শিখিনি এবং চারপাশের কাণ্ডকারখানা থেকেই তা বোঝা যায় হাড়ে হাড়ে।

ভাবালুতা আর রোমন্থনের ফলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম আমি। এবং অসহিষ্ণুতা এমনই একটা মনের গঠন যাকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন পুলিশম্যানেরই উচিত নয়। যে ভাবেই হোক, বাচ্চাটাকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের। রহস্যের চাবিকাঠি সম্ভবত সে-ই। সারা দেশ জুড়ে তল্লাসি চালিয়ে কচি মেয়েটার হদিশ বার করার নির্দেশনামা বেরিয়ে গেল চারিদিকে। সজাগ হয়ে গেল প্রতিটি পুলিশ স্টেশন, রোড পেট্রল, ট্রাফিক অফিসার আর রেডিও স্টেশন। আর, হেড কোয়ার্টারে গোল হয়ে বসে নতুন খবরের প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা।

অসহ্য শ্বাসরোধী সাসপেন্সে ভরা দু দুটো ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু একটা সূত্রও এসে পৌঁছোলো না আমাদের হাতে। প্রতিটি সেকেণ্ড অতীত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিল তিল করে বৃদ্ধি পাচ্ছে হত্যাকারীর সুযোগ আর সুবিধে—বৃদ্ধি পাচ্ছে বাচ্চাটির বিপদাশঙ্কা অবশ্য তখনও যদি জীবিত থাকে সে।

যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি, কোন সূত্র আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে কিনা, ঠিক এমনি সময়ে রেডিও-রুম থেকে খবর পাওয়া গেল আমাদের বর্ণনামাফিক

একটা খুকীকে দামাস্কাসের প্রাচীন অঞ্চলের শহরতলীতে একলা ঘুরতে দেখা গেছে। মক্কা রোডে পাওয়া গেছে তাকে।

তল্লাশি পর্ব শেষ হয়ে গেল, এমন কথা বিশ্বাস করতে মন চাইল না আমার। কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়ে আসার পর দেখা গেল বাস্তবিকই হারিয়ে যাওয়া খুকীর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় তার চেহারা। হাঁ বাহুর ওপর বাঁধা ছোট্ট পাতলা সোনার তাবিজটার ওপর আরবীয় ভাষায় তার নামও খোদাই করা ছিল। কিন্তু সাক্ষী হিসেবে ক্ষুদে ইয়ামিনকে কোন কাজেই লাগানো গেল না। শ্রান্তি, ভয় অশ্রু আর আধো আধো স্বরে কথা বলা—এই সবকিছুর ব্যূহ ভেদ করে সে যে কোথায় ছিল এবং কার সাথে ছিল, তা জানা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল আমাদের পক্ষে। ওর বিড়বিড় বকুনির মধ্যে বারবার এই একই শব্দ আউড়ে চলেছিল সে। শব্দটার অর্থ 'আমার মামা'।

হুকুম চলে গেল মামা লোকটিকে খুঁজে পেতে আনার জন্যে। তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

যে খবরের কাগজের অফিসে 'মামা' কাজ করতো, সেখান থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেল, খুনের দিন সকালে অফিসেই কাজ করেছে সে। তারপর সে বাইরে যেতে চায় এবং অনুমতি পাওয়ার পর অফিসে ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। অফিস ত্যাগ করার পর তার গতিবিধি সম্পর্কে কোন খবর আর পেলাম না আমরা।

অপরাধ-বিশেষজ্ঞ মহলে একটা খুব চালু কথা আছে: খুনী সব সময়েই ফিরে আসে খুনের দৃশ্যে। বহু পুরোনো এবং প্রায় সকলেরই জানা উক্তিটির মধ্যে কিছু কিছু মনোবৈজ্ঞানিক সত্য আছে। অপরাধ-ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঠাসা আছে এরকম বিস্তর কেস যা পড়লেই দেখা যাবে কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে—ফেলে যাওয়া প্রমাণাদি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যে, বিকৃত বাসনার পরিতৃপ্তির জন্যে, এমন কি অকুস্থলে এসে সুতীব্র অনুতাপের মধ্যে মনে শান্তি-লাভের জন্যেও খুনের দৃশ্যে বারবার ফিরে আসে খুনীরা।

আর তাই, চারজন ডিটেক্টিভ নিয়ে একটা দল তৈরি করলাম। ধোঁয়ায় মলিন প্রাসাদের আশপাশেই মোতায়েন হল এরা। বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না। অচিরেই ওদের একজন খবর দিলে প্রাসাদটার আশেপাশেই সন্দেহ-জনকভাবে ঘুর ঘুর করছে অদ্ভুত প্রকৃতির একটা লোক।

এইভাবে রিপোর্ট পেশ করছিল অফিসারটি—"শোকাবহ এই ঘটনা সম্বন্ধে লোকে কি বলাবলি করছে,—তা শোনার নিবিড় আগ্রহ দেখা গেছে এই লোকটার হাবভাবে। বিভিন্ন লোকের কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে ঘটনা সম্বন্ধে তাদের মতামত কি। কিন্তু শুধু শুনেই যায় নিজের অভিমত একদম প্রকাশ করে না।"

আমরা তিনজন খুকীকে নিয়ে রওনা হলাম প্রাসাদ অভিমুখে। গাড়ির দরজা

খুলতে না খুলতেই—বাচ্চাটা লাফিয়ে নেমে পড়ল ফুটপাতের ওপর এবং পরক্ষণেই তীরবেগে দৌড়ে গিয়ে মামা, বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল যার প্রসারিত বাহু-যুগলের মধ্যে, সেই লোকটিকে নিয়েই পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছিল আমাদের সন্দেহের রাশি। সনাক্তকরণ যা হলো, তা চমৎকার। আর কিছু দরকার নেই। লোকটাকে গ্রেপ্তার করে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে এলাম সওয়াল জবাবের জন্যে।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির নাম আবদুল ওহাব সাক্কা আমিনি। বয়স তিরিশের এদিকে। খুকীর মায়ের ভাই সে অর্থাৎ চিফ ক্লার্কের সম্বন্ধী। সওয়াল জবাবের সময়ে তার কথাবার্তায় সুগভীর আত্মপ্রত্যয় লক্ষ্য করলাম। আগাগোড়া একই কথা বারবার বলে গেল সে। তাব বোন নাকি তাকে টেলিফোন করেছিল। দারুণ গরম পড়েছিল, তাই সে তাকে জিজ্ঞেস করে ছোট্ট ইয়ামিনকে বরদা নদীর ধারে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাবে কিনা। বাচ্চাটাকে দারুণ ভালবাসে তার মামা, 'নিজের মেয়ের মতই', তাই এই প্রস্তাব শুনে বিলক্ষণ উল্লসিত হয়েছিল মাতুল মহাপ্রভু। খুকীকে নেওয়ার জন্যে বাড়িতে এলে অস্বাভাবিক কিছুই নাকি চোখে পড়েনি তার। কোনও আগন্তুককেও দেখেনি। প্রাঙ্গণে বসে তার বোন সেলাই করছিল। তার শান্ত সুন্দর প্রকৃতিতে কোনরকম বৈলক্ষণও লক্ষ্য করেনি সে।

এ কাহিনী যে সত্য, তা বলবৎ করতে পারে, সুনিশ্চিত করতে পারে, এমন কোনও লোককে হাজির করতে পারবে কি সে?

একটু ভেবে ও বললে—"হ্যাঁ, পারবো। আমাদেরই কাগজের একজন রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। নাম তার হামিন। একসঙ্গে বরফ-কুচো দেওয়া সরবৎও খেয়েছিলাম আমরা।"

রিপোর্টারকে ফোন করার পরেই প্রথম শক্ পেল আমিনি। বরফ-কুচো দেওয়া সরবৎ খাওয়া তো দূরের কথা, গত ক'দিনের মধ্যে সহকর্মীর টিকিও নাকি দেখে নি সে—সাফ জবাব দিয়ে দিলে রিপোর্টার ভদ্রলোক। একটু ভেবে নিয়ে আমিনি চটপট বুঝিয়ে দিলে তার অস্বীকার করার মূল কারণটা—"একটা গণিকালয় চালায় হামিন। তাই পুলিশের কোন ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চায় না ও।"

বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে সমানে প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম ওকে। উত্তর দেওয়ার সময়ে চোখমুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলাম তীক্ষ্ণ চোখে। আর, তখনই, আচমকা আমার চোখ পড়ল বাঁহাতের ওপর। টেবিলের কিনারাটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরেছিল ও। বুড়ো আঙুলের নখের নীচে একটা লালচে বাদামী দাগ দেখতে পেলাম আমি।

ভাবলাম, এ দাগ রক্তের না-ও হতে পারে। খুবই সম্ভব কাজ করার সময়ে ছাপাখানার লাল কালি উঠে এসেছে ওর নখের ওপর। নখের ওপর খানিকটা

ধুলোও লেগেছিল। মনের কন্দর থেকে উঠে এল হুঁশিয়ার থাকার হুকুমনামা। এই সূত্র বা অন্য কোন সূত্রই উপেক্ষা করলে চলবে না।

ল্যাবোরেটারিতে দ্রুত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ধুলোর মধ্যে রক্ত পাওয়া গেল। খবরটা মামার কানে পেঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই ভেঙে পড়লো বেচারী আর তারপরেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুনতে পেলাম তার অপরাধ কাহিনী।

"খবরের কাগজের অফিস থেকে যে মাইনে আমি পাই, তা দিয়ে আমার চলে না। আমার ভাল লাগে ভাল খাবার, প্রচুর মদ, সুন্দরী মেয়ে আর জুয়োর টেবিলের উত্তেজনা। আমার ফ্যামিলি যখন যথেষ্ট বিত্তবান, তখন এভাবে মাটিতে মুখ রগড়ে জীবনধারণ করা আমার পোষায় না। আমার সম্মানের হানি ঘটে তাতে।'

"আমার বোনের অন্তরে দয়ামায়া ছিল প্রচুর। প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতাম আমি। আমার টাকার দরকার হলেই মুক্ত হস্তে সব সময়ে আমাকে দেদার টাকা দিত সে। গতরাতে ভাগ্যের চাকা ঘোরে আমার প্রতিকূলে, আজ সকালে পথের ভিখিরী হয়ে গেলাম আমি। তাই এসেছিলাম বোনের কাছে। ফটকের কাছে খেলা করছিল ইয়ামিন। উঠোনে সেলাইয়ের কল নিয়ে বসেছিল আমার বোন। মামুলি কুশল বিনিময় করার পর আমি সরাসরি এসে পড়লাম আমার কথায়। আমার অর্থের দরকার এবং তা এখুনি দিতে হবে। ও বললে—"আজকে তো বাড়িতে টাকাকড়ি নেই, ভাইয়া।" কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি চাপ দিতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ওর। বলল—"ঘ্যানঘ্যান করো না। বললাম তো হাতে টাকা নেই।"

"তখনই একটা শয়তানি মতলব উঁকি মারল আমার মগজে। একতলায় রাখা কাবোর্ডে যে জড়োয়া গহনা আছে, সেগুলো পকেটস্থ করলে কেমন হয়? বললাম —বহিন, তোমার জড়োয় গয়নাগুলো আমাকে দিয়ে দাও, বলেই—বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম আমি।"

"মুহূর্তের মধ্যে বুঝলাম, বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। চিৎকরে করে উঠল আমার বোন—"নেমকহারাম কুকুর কোথাকার। তোমার ঐ নোংরা আমোদের জন্যে আমার মায়ের গয়নাগুলোকে এবার ভোগে লাগাতে চাও। অনেক বছর তোমাকে আড়াল করে রেখেছিলাম আমি। কিন্তু আর না। আজ রাতেই আমার স্বামীকে বলবো তোমার এই জঘন্য আচরণের কথা। এখন দূর হও এখান থেকে— আর কোনও দিন এমুখো হয়ো না।"

"ওর ক্রোধ আমার রক্তে আগুন লাগিয়ে দিলে। প্রচণ্ড রাগে যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম আমি। ক্ষিপ্তের মত ধেয়ে গিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে সবার আগে চোখে পড়ল একটা জিনিস—একটা "কুম্বি" হাতুড়ি। এক ঝটকায় হাতে তুলে নিলাম হাতুড়িটা। দরজার সামনেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম ওর সাথে এবং সঙ্গে সঙ্গে সজোরে

হাতুড়ির একটা মোক্ষম ঘা মারলাম ওর মাথায়। ও লুটিয়ে পড়তেই লাশটা টানতে টানতে নিয়ে এলাম রান্নাঘরের ভিতরে।

"আমার বড় ভাগ্নী মারিহা চিৎকার শুনেই বারান্দায় দৌড়ে এসেছিল। এসেই দেখেছিল মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে তার মা। আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল ও সাহায্যের জন্যে। ওকেও এবার থামানো দরকার। দৌড়ে ওর ঘরে ঢুকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু দেখলাম, কাজটা খুব সহজ নয়। শেষ পর্যন্ত দমবন্ধ করে ওকে মারতে পেরেছিলাম কিনা, সে সম্বন্ধেও নিশ্চিত নই আমি। তখনি আয়নাটা ভেঙে ফেলে কাঁচের টুকরো তুলে নিয়ে ওর গলার শিরাটা কেটে দুফাঁক করে দিলাম।

"রাগ পড়ে আসতেই মাথা সাফ হয়ে গেল। এবার আমার দুষ্কর্ম ঢেকেঢুকে প্রমাণাদি বিনষ্ট করে সটকান দেওয়ার বাসনাই প্রবল হয়ে উঠল মগজের মধ্যে। সারা বাড়িটায় স্প্রে করে তেল ছড়িয়ে দিলার। তারপর আগুন ধরিয়ে দিয়ে লম্বা দিলাম। যাওয়ার আগে অবশ্য কাবোর্ড থেকে জড়োয়া গয়নাগুলো আত্মসাৎ করতে ভুলিনি।

"তীরবেগে বেরিয়ে আসার সময়ে প্রবেশপথের কাছে দেখলাম ইয়ামিন খেলা করছে আপন মনে। ওকে কোলে তুলে নিলাম। শক্ত করে চেপে ধরলাম বুকের ওপর—উদ্দেশ্য ছিল রক্তের দাগ ওকে দিয়ে ঢেকে রাখা। রাস্তায় গাড়িতে উঠতে উঠতে ওকে বললাম, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।"

"গাড়ির মধ্যে তেমন ঝামেলা পোহাতে হয়নি আমাকে। কয়েকজন যাত্রী ইয়ামিনের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলে, হাসিঠাট্টাও বাদ গেল না। বাড়ি পৌঁছেই জামাকাপড় পালটে ফেললাম। তারপর রাস্তায় অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে ইয়ামিনকে খেলতে দিয়ে ফিরে এলাম বোনের বাড়িতে ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে তা দেখতে। তারপর তো আপনারা জানেনই।"

আর তাই, "খুনী সবসময়ে ফিরে আসে খুনের দৃশ্যে"—এই আপ্তবাক্য অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে জোড়া খুন আবিষ্কার হওয়ার বারো ঘণ্টার মধ্যে সমাধান করে ফেললাম কেসটার। যে চাবিকাঠি দিয়ে রহস্য ভেদ করলাম তা কিন্তু পুরোপুরি মনোবৈজ্ঞানিক।

যে রকম চটপট কেসের সমাধান হয়ে গেল, ঠিক সেই রকম চটপট সাঙ্গ হলো দণ্ডবিধান পর্ব। এক হপ্তা পরেই ভবিষ্যতের হবু খুনীদের চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে দামাস্কারের প্রধান পার্কে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে লাগল আবদুল ওহাব সাক্‌কা আমিনির নিষ্প্রাণ দেহ।

*   *   *

অনুবাদঃ অদ্রীশ বর্ধন

ইব্রাহিম গাজীঃ সিরিয়ার তথা মধ্যপ্রাচ্যের একজন অসাধারণ লেখক। তার লেখায় গোয়েন্দা গল্পের কূট কৌশল ছাড়াও এক অসাধারণ অন্বেষণ ও গোয়েন্দা অন্তদর্শন লক্ষ্য করা যায়। গোয়েন্দা গল্পের রূপ, রস, গন্ধ তার লেখায় অসাধারণ মহিমায় উজ্জ্বল দামাস্কাস নগরীর অপদগ্ধ মানুষের জীবনে রুদ্ধশ্বাস রহস্য ঘেরা ঘটনার সংস্থাপন লেখককে মধ্য প্রাচ্যের অন্যতম সেরা লেখকের মর্য্যাদা দিয়েছে।

*   *   *





নেশা লাগে খুনের স্বাদে

উইলিয়াম বিনী

কেঁদে ফেললেন প্রৌঢ়া। বললেন—'আমার দৃঢ়বিশ্বাস সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে আমার ছেলের।'

এ ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি ছিলাম ব্লুমফনটিনের অপরাধী তদন্ত বিভাগের চিফ। আমারই অফিসঘরে বসে ঝর-ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন প্রৌঢ়া—"দিন তিনেক আগে আমার ভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে করে কোথায় যায় সে। কোথায় জানি গুপ্তধন খুঁড়ে বার করার মতলব ছিল ওদের। তারপর থেকেই আর কোনো পাত্তা নেই ওদের। বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবস্থাটা।"

ভদ্রমহিলা যে কার্ড পাঠিয়েছিলেন, তাতে তার নাম লেখা ছিল মিসেস লুইসা মোলার। বিধবা। ছেলের নাম জন ফ্রেডারিক মোলার। বয়স আটাশ বছর। প্রৌঢ়ার দৃঢ়বিশ্বাস কোনো সাংঘাতিক কারণেই ফ্রেডারিক নাকি নিপাত্তা হয়ে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন, তাতো, বুঝলাম না। আপনার ভাইয়ের সঙ্গেই তো রয়েছে আপনার ছেলে, অজানা-অচেনা

লোকের সঙ্গে তো নেই। তাছাড়া, কোনো অ্যাকসিডেণ্ট হয়নি গাড়িটার। হলে এতক্ষণে তা জানতে পারতাম। খুব সম্ভব যে গুপ্তধনের সন্ধানে ওদের এই অভিযান, তা নিশ্চয় সহজে খুঁজে পাচ্ছে না ওরা। তাই এত দেরী।"

কিন্তু এ যুক্তিতে সান্ত্বনা পাবার পাত্রী নন মিসেস মোলার। বললেন—"আমার ভাইকে নিশ্চয় আপনি চেনেন না। অপরাধের ইতিহাস আছে তার জীবনে। শেষবার পুলিশের হামলায় জড়িয়ে পড়ার সময়ে কাকে জানি ও বলেছিল আমার ছেলেই নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। যদিও সম্পূর্ণ অসত্য এই অভিযোগ, তবুও ও শাসিয়ে ছিল জেল থেকে একবার খালাস পেলেই জনকে শায়েস্তা করে ছাড়বে সে। মাত্র এক হপ্তা হলো জেলের বাইরে পা দিয়েছে ও।"

মিসেস মোলার বিদায় নেওয়ার পর তাঁর গুণধর ভাইয়ের পুরোনো রেকর্ড ঘাঁটতে বসলাম। ভায়ার নাম ষ্টিফেনাস লুই ভ্যানউইক। ডোসিয়ারটা বার করতেই তার মধ্যে পেলাম সব তথ্য। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স লোকটার। অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের একটা খামার বাড়িতে অতিবাহিত হয়েছে তার যৌবন। এরপর এক শহর থেকে আর এক শহরে টো টো করে ঘুরেছে ষ্টিফেনাস। শয়ন করেছে হট্টমন্দিরে এবং ভোজন জুটেয়েছে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে। প্রথমদিকের অপরাধগুলো ছিল নেহাতই চুরি সম্পর্কিত। কিন্তু সম্প্রতি সে শ্রীঘর গিয়েছিল কয়েক শো পাউণ্ড আত্মসাৎ করার অপরাধে। দীর্ঘ আঠারো মাস ঘানি টানতে হয়েছে বাছাধনকে এ যাত্রা। ধড়িবাজ-শিরোমণি প্রবঞ্চকদের মতই তার যেমন আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না, তেমনই অভাব ছিল না এন্তার অবিশ্বাস্য গল্পের। এই কারণেই নজরবন্দী রাখা হয়েছিল তাকে একবার। বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে তাকে সুস্থ মস্তিষ্ক বলা হয়েছিল বটে, সেই সঙ্গে আরও একটি মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়েছিল রিপোর্টের অন্তে। তার প্রতিভার প্রকৃতি দেখে বিশেষজ্ঞের ধারণা মাঝে মাঝে নাকি মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে তার প্রকৃতিতে।

যে পুলিশ অফিসারের দায়িত্বে তৈরি হয়েছিল এই ডোসিয়ার, তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন না একদিন খুনজখম জাতীয় কোনো গুরু অপরাধ করে বসবে ভ্যানউইক। এ জাতীয় সিদ্ধান্তে তিনি এসেছিলেন ভ্যানউইকের ছেলেবেলার ইতিহাস জানার পর। হামেশাই দুটো বেড়ালের লেজে গাঁট বেঁধে ছেড়ে দিত বালক ভ্যানউইক। তারপর শুরু হতো চামড়ার চাবুক দিয়ে বেধড়ক পিটানো। তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে শেষনিঃশ্বাস ফেলতো অসহায় জীবগুলো। তাই দেখে, তাদের চরম বেদনা সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠত ক্ষুদে ভ্যানউইক।

আরও অনেক তথ্য পাওয়া গেল ডোসিয়ারে। অনর্গল কাঁচা মিথ্যে কথা বলার তার নাকি জুড়ি নেই। বলার ধরনটিও বড় মার্জিত এবং ভদ্র। মহাগুণটি তার

ছিল বলেই নাছোড়বান্দার মত লেগে থেকে শিকারের পকেট হালকা করতে তাকে বেশী বেগ পেতে হতো না।

মিসস মোলারের কান্নাকাটির পরেই ব্লুমফনটিনের সুপ্রীমকোর্টে মাষ্টারস অফিসে খোঁজ-খবর নিলাম আমি। এই অফিসেই ক্লার্কের কাজ করত তাঁর ছেলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে চারটি প্রদেশ আছে, অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট তাদেরই অন্যতম এবং এই প্রদেশেরই রাজধানী হলো এই ব্লুমফনটিন শহরটি। হীরের খনির সুবিখ্যাত কেন্দ্র কিমবার্লি থেকে প্রায় শখানেক মাইল দূরে ছোট্ট এই শহরটায় সে সময় ১৯৩০ সালে, শুধু শেবতাঙ্গই ছিল প্রায় ৩০,০০০। বৃটেনের সঙ্গে লড়াইয়ে ট্রান্সভালের সঙ্গে বুয়োরস-এর রিপাবলিকান গভর্ণমেন্ট যোগদান করার পর থেকে উত্তেজনার লেশমাত্রও ছিল না সে শহরে। আইন অনুরাগী নাগরিকদের কেন্দ্র হওয়ার সুখ্যাতি অর্জন করেছিল ব্লুমফনটিন। খুনজখম জাতীয় অপরাধের নামও একরকম ভুলেই গিয়েছিল সবাই।

সুপ্রীমকোর্টের অফিসাররা আমাকে জানালেন যে, দিনকয়েক আগে ভাগ্নের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ভ্যানউইক। আন্তরিকভাবেই বিস্তর আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। বাইরে থেকে কোনো রকম বিদ্বেষ বা অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায়নি ওদের কথায়-বার্তায় আচরণে। ভ্যানউইক বিদায় নেওয়ার পর দারুণ উত্তেজিত হয়ে এক সহকর্মীর কাছে ফলাও করে গল্প করতে থাকে মোলার যে সে নাকি তার মামার সঙ্গে গুপ্তধন খুঁড়তে বেরোবে শীগগিরই। ব্লুমফনটিন থেকে দেড়শো মাইল দূরে ওয়াটারভালে নাকি মাটির নীচে পোঁতা আছে এই সম্পদ।

জুলাই মাসের বারো তারিখে মামাকে নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মোলার। গাড়ীর পেছনে ছিল একটা গাঁইতি আর একটা কোদাল। ওয়াটারভালের খামারবাড়ীতেই মানুষ হয়েছিল ভ্যানউইক। কাজে কাজেই দুজন গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দিলাম তখুনি যদি কোনো হদিশ পাওয়া যায় এই আশায়। ঘণ্টা কয়েক পরেই এদেরই একজনের কাছ থেকে টেলিফোন এল। সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে খামার বাড়ী ছেড়ে রওনা হয়েছে ভ্যানউইক আর তার ভাগ্নে। মিসেস সি জে হফম্যান ঐ অঞ্চলেই থাকেন। রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ীতে নাকি ভ্যানউইক এসেছিল। গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। তাই মেরামত করার জন্যে একটা টর্চের দরকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু টর্চ দিয়ে ভ্যানউইককে সাহায্য করতে পারেন নি মিসেস হফম্যান। বলেছিলেন, রাতটা যদি তার বাড়ীতেই কাটানো মনস্থ করে ভ্যানউইক তাহলে না হয় একটা শয্যার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন তিনি। ভ্যানউইক কিন্তু রাজী হয় নি। আর দেরী না করে যেমন করেই হোক তখুনি নাকি তার যাত্রা আবার শুরু করা দরকার।

ওয়াটারভাল তল্লাস করার নির্দেশ পাঠালাম ফোন মারফত। তারপর খবরের কাগজের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলাম মোলারের অন্তর্ধান কাহিনী এবং ভ্যানউইককে অনুরোধ জানালাম সে যেন তদন্তে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে আমাদের পাশে। বহু প্রচলিত এই টোপ যে তাঁকে আকৃষ্ট করবে, এ রকম কোন দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য! জোহানেসবার্গ স্টারে খবরটা পড়ামাত্র প্রথম ট্রেন ধরেই সে রওনা হয়েছিল ব্লুমফনটিন অভিমুখে। নিশ্চয় আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে এবং ওকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি আমরা—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই যে আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছিল ও, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।

ইতিমধ্যে আমার অনুচরেরা ওয়াটারভালে একটা শিয়ালের গর্তের হদিশ পেল। সম্প্রতি খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন ছিল গর্তটার ওপর। তৎক্ষণাৎ মাটি সরিয়ে ফেলে ওরা এবং আবিষ্কার করে মোলারের কুণ্ডলি পাকানো লাশ। জমি থেকে প্রায় আড়াই ফুট নীচে মাটির মধ্যে মুখ গুজড়ে পড়েছিল দেহটা। জ্যাকেটের পেছনে ছিল একটা ছিদ্র। সে ছিদ্র শরীরের মধ্যেও প্রবেশ করেছে অনেকখানি। তীক্ষ্ন্যাগ্র কোনো হাতিয়ার দিয়ে চোট মারার ফলেই এই ছিদ্রের সৃষ্টি। ট্রাউজারের বোতাম দুটোও ছিঁড়ে গিয়েছিল কি এক অজানা কারণে।

পোস্টমর্টেমে হাজির থাকার জন্যে মোটর হাঁকিয়ে গেলাম ওয়াটারভালে। মোটামুটি একটা ছাউনির নীচে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লাশটা। মোমের ল্যাম্প জেলে শুরু হলো পরীক্ষা পর্ব। চোখের সামনে বীভৎস দৃশ্য দেখেও নিজেদের সংযত করার বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয় পুলিশ অফিসারদের। কিন্তু জন মোলারের সেই ভয়ংকর পরিণতি কোনদিনই ভোলবার নয়। ডিমের খোলস ফেটেফুটে গেল যে রকম দেখতে হয়, ঠিক সেইভাবেই থেঁতো করা হয়েছিল বেচারার মাথার খুলিকে। আর শিরদাঁড়ার মূলে ঐ আঘাতচিহ্নের সৃষ্টি যদি মোলারের জ্ঞান টনটনে থাকার সময়ে করে থাকে, তাহলে যে কি অসীম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান লোপ পেয়েছে ওর, তা আর না বললেও চলে!

শিয়ালের গর্তে কিন্তু ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি। কাছাকাছি একটা ডোবার নীচে গাঁইতি আর কোদালটা পাওয়া গিয়েছিল। 'এস ভ্যান ডবলিউ' চিহ্নিত একজোড়া কাদামাখা মোজাও খুঁজে পেয়েছিল গোয়েন্দারা। ব্লুমফনটিনে ফিরে এসে দেখলাম কয়েক ঘণ্টা আগেই খবরের কাগজের আবেদন পড়ে পুলিশ স্টেশনে হাজির হয়েছে ভ্যানউইক।

নির্বিকার মুখে ফাঁড়ির ভেতর লম্বা পা ফেলে ঢুকে ডিউটি-অফিসারকে বলেছিল ভ্যানউইক—'কাগজে পড়লাম আমার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনারা। তাই প্রথম ট্রেনেই ফিরে এলাম যদি আপনাদের কোনো কাজে লাগি এই আশায়।'

ভ্যানউইককে এরপর জানানো হলো যে আর তার সাহায্যের দরকার নেই! কেননা তার ভাগ্নের লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে এবং খুনের অপরাধেই এখন তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে! ডিউটি অফিসারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল যথেষ্ট। তাই ভ্যানউইকের কাছ থেকে তখুনি কোনো বিবৃতি নিতে সরাসরি অস্বীকার করলেন তিনি। তার কারণ সেই মুহূর্তেই যদি বিবৃতি নেওয়া হয় ওর কাছ থেকে তাহলে পরে হয়ত বলপূর্বক বিবৃতি আদায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন.তিনি এবং এই এক চালেই ফেঁসে যেতে পারে কেসটা।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শোকাবহ শেষ দৃশ্যটার পূর্ণ অভিনয় করার জন্যে ভ্যানউইককে ওয়াটারভালে নিয়ে যাওয়ার আর্জি পেশ করলেন প্রতিবাদী পক্ষের আইনবিদ। বিচারবিভাগও মঞ্জুর করলে সে আর্জি। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে একজন ফটোগ্রাফার আর একজন ডাক্তারও গেলেন সেই দলে। শিয়ালের গর্তের কাছে এসে ঠিক কি কি ঘটেছিল সেদিন তা বলতে শুরু করল ভ্যানউইক।

আগের বছর প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তারের আশংকায় হুঁশিয়ার ভ্যানউইক একটা বাক্সের মধ্যে তিন হাজার পাউণ্ডের নোট ঠেসে বাক্সটাকে লুকিয়ে রেখেছিল বিশেষ একটা গোপন স্থানে। ওয়াটারভালের সেই বিশেষ স্থানটিতে। ওরা যখন পৌঁছালো তখন অমানিশার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে।

'জমির উপরিভাগ থেকে আঠারো ইঞ্চির মধ্যে দুটো গর্ত দেখতে পেলাম আমরা! দুটো গর্তই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে মাটি নিয়ে। ঠিক কোন গর্তটিতে যে বাক্সটি লুকিয়েছিল তা যখন স্থির করতে পারলাম না, তখন স্থির করলাম দুটোই খুঁড়ে দেখা যাক। বেশ খানিকটা মাটি তুলে ফেলার পর কোদালটা সরিয়ে রেখে গাঁইতি তুললাম। বাক্সের ওপর যে পাথরটা চাপা দিয়ে গিয়েছিলাম, এই পাথরটা চাড় দিয়ে উঠিয়ে ফেলার জন্যেই তুলেছিলাম গাঁইতিটা।

এই সময়ে মোলার বললে তার বড় তেষ্টা পেয়েছে। জিজ্ঞেস করলে কোথায় জল পাওয়া যাবে। বললাম, খানিক দূরেই একটা জলের কল আছে? কলটা দেখার জন্যেই ও যখন ধপ করে বসে পড়ল গর্তের কিনারায় তখনই আচমকা আমার মনে হলো গাঁইতি তোলার সময়ে হয়তো অজান্তে ওকে জখম করে ফেলেছি আমি। পেছন ফিরে দেখি টলমল করছে ও কিনারার ওপর। গাঁইতি ফেলে ওকে ধরতে গেলাম আমি কিন্তু তার আগেই মাথা নীচের দিকে করে পড়ে গেল ও গর্তের মধ্যে। এবং পড়লো আমারই ওপরে। সামালাতে না পেরে আমিও ছিটকে পড়লাম একদিকে। কানে ভেসে এল শুধু একটা ধপাস শব্দ।

'কান খাড়া করেও যখন আর তার কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না তখন গর্তের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে খুঁজে পেলাম ওর নেতিয়ে-পড়া দেহ। মাথার

নীচেই পড়েছিল গাঁইতিটা। দেখলাম, বড় মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে বেচারী! আর, তার পরেই অন্ধকার হয়ে গেল সব কিছু। এর পরে যে কি হয়েছে তা এখনও মনে করতে পারছি না আমি। এই শোচনীয় পরিণতির আকস্মিকতার আঘাত বোধহয় সামলাতে পারি নি—তাই লোপ পেয়েছিল চেতনা।"

"এর পর কি কি ঘটনা মনে পড়ে তোমার?" প্রশ্ন করেন মি. এফ, পি, ডি, ওয়েট—কয়েদীর কৌঁশলী।

"গাড়ীর কাছে আবার ফিরে আসার পরেই চেতনা ফিরে আসে আমার! মাথা ঘুরছিল। ইচ্ছে হয়েছিল গলা ছেড়ে আর্ত চীৎকার করি, ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাই যেন আমাকেও শেষ করে ফেলেন তিনি এইভাবে। গাড়ীর মধ্যে উঠে বসেছিলাম তারপর। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে দেওয়ার পর ভাবলাম, অনেক…অনেক দূরে চলে যেতে হবে আমার, তা নাহলে শান্তি পাবো না আমি।"

এরপর আবার অভিনয় করে দেখানো হলো সেই শোচনীয় দুর্ঘটনা। গর্তের মধ্যে নেমে গাঁইতি তুললে ভ্যানউইক। আর, কিনারায় বসে রইল তার কৌঁশিলী নিহত মোলার যে অবস্থায় বসেছিল হুবহু সেইভাবে। ফটোগ্রাফ নেওয়া হলো এই দৃশ্যের এবং দেখা গেল শূন্যে আন্দোলিত গাঁইতির ফলাটা বাস্তবিকই আঘাত হানছে কিনারায় ঝুঁকে-বসা মানুষটার এমন একটা স্থানে যেখানে চোট পাওয়ার পরেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে হতভাগ্য জন মোলার।

আগাগোড়া সমস্ত দৃশ্যটা দেখে ডাক্তারও বললেন যে বাস্তবিকই মোলারের পতন এবং মৃত্যুটি নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া হয়তো আর কিছুই নয়। বললেন— "আমার তো মনে হয় তা খুবই সম্ভব। জ্যাকেট ছেঁদা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক ঐ জায়গাতেই মারাত্মক চোট পেয়েছে মোলার। আর তারপরেই ভ্যানউইক যেভাবে দেখালো, ঠিক ঐভাবেই সে তাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়েছে গর্তের মধ্যে।"

মোজা ফেলে যাওয়া অথবা ডোবার মধ্যে গাঁইতি আর কোদাল রেখে যাওয়ার রহস্য কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারে নি ভ্যানউইক। জিনিসগুলো বলা ওর পক্ষে সম্ভব নয় এই কারণে যে তখনও নাকি ওর মনের আচ্ছন্নতা কাটে নি এবং সে সময়ে কি করেছে না করেছে, তার বিন্দুমাত্র মনে নেই ওর। কিছুদিনের জন্য মানসিক চিকিৎসালয়ে থাকতে হয়েছিল ভ্যানউইককে। কাজেই মোলারের মৃত্যুর রাতেও যে সে স্মৃতিহীনতায় আক্রান্ত হয়েছিল, তা বোঝা গেল ওর কাহিনী থেকে। মনোসমীক্ষকেরাও সমর্থন জানালেন এ কাহিনী শুনে। তাঁরা বললেন, ঐ রকম অবস্থার মধ্যে পড়লে তার পক্ষে স্মৃতি হারিয়ে ফেলা খুবই সম্ভব।

এ কেস যে শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়ে রাখা যাবে না এবং সাফল্য যে এক রকম অসম্ভব তা প্রতিবাদী পক্ষের বিপুল তোড়জোড় দেখেই বুঝলাম। ১৯৩০ সনের

২১শে অক্টোবর ফ্রি ষ্টেটের বিচারপতি-সভাপতি স্যার ইটিন ভিলিয়ার্স এবং ব্লুমফনটিন ক্রিমিন্যাল সেসনের জুরীর সামনে হাজির করা হলো ভ্যানইউককে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে সে বললে অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছে মোলার। বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদেরও ডাকা হলো তার এই কাহিনীকে সমর্থন জানানোর জন্যে।

অভিযোগ সমর্থন করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাটর্নী-জেনারেল মিঃ ডবিলউ, জে, হোল, কে, সে, বললেন ভ্যানউইকের বর্ণনা মত কিনারায় বসে ঝুঁকে পড়ে জলের কল দেখা মোলারের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, কাহিনীর সত্যতা প্রমাণের জন্যে যে ফটোগুলো তোলা হয়েছে সেগুলিও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা, ফটোগ্রাফার নিজেও স্বীকার করেছে ক্যামেরা একপাশে সরিয়ে বিশেষ এক কোণ থেকে তোলা হয়েছিল ছবিগুলো। কাজে কাজেই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণিত হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা ধারণাই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস রয়েছে এসব ছবির মধ্যে। যেভাবে মোলার ঝুঁকে বসেছিল কিনারার ওপর এবং যেভাবে শূন্যে আন্দোলিত পাইপটা এসে পড়েছিল তার পিঠের ওপর—তা কৌশলে তোলা ছবি দিয়ে সৃষ্ট চোখের ধাঁধার জন্যেই সম্ভবপর বলে মনে হতে পারে—প্রকৃতপক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। এ শুধু ক্যামেরার বাহাদুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঘণ্টা তিনেক বাদে জুরীরা ফিরে এসে রায় দিলেন 'আসামী নির্দোষ'। বুক ফুলিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে এল ভ্যানউইক। আইনের প্রহসনে এতটুকু আঁচড়ও লাগলো না তার দেহে।

পরের দিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল একজন জুরীর সঙ্গে। আমাকে দেখেই পথের ওপরেই তিনি দাঁড় করালেন আমাকে। তারপর, যেন দারুণ অন্যায় করেছেন, এমনিভাবে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিমায় বললেন—"এ ছাড়া আর কি করার ছিল বলুন? দেখে দেখলাম, বিচারপতি নিজেই ওকে খালাস করে দেওয়ার পক্ষপাতী। তাই বিরুদ্ধে যাওয়া সঙ্গত মনে করলাম না আমরা।"

উত্তরে আমি বললাম—"লিখে রাখতে পারেন, আজ থেকে ছ'মাসের মধ্যে আরও একটা খুনের অপরাধে ভ্যানউইককে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। দ্বিতীয়বার আর পিছলে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। তবে তার আগে আরও একটা প্রাণ নষ্ট হবে, এই যা দুঃখ।"

তিনমাস পরে আর একটা নৃশংস হত্যার খবর এল। নিহত ব্যক্তি জাতিতে বৃটিশ। নাম সিরিল প্রিগ টাকার। ট্রান্সভালে প্রিটোরিয়ার কাছে অ্যাপলেডুর্নয়ে একটা খামারবাড়ীর মালিক সে। তারই বাড়ীর কাছে মাটির মধ্যে থেকে উদ্ধার করা হলো তার দেহ। একটা বাক্সের মধ্যে লাশটা ঠেসে পুঁতে রাখা হয়েছিল একটা

বড় ফাটলের মধ্যে। যে হাতুড়ি দিয়ে তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল, রক্তমাখা সেই হাতিয়ারটাও ওয়াগন-হাউসের মধ্যে কাঠের গাদার নীচে পাওয়া গেল।

সন্দেহভাজন হত্যাকারীর চেহারার বিবরণ ছড়িয়ে দেওয়া হলো দেশময় পুলিশের দপ্তরে দপ্তরে। ছোটোখাটো মানুষটি, টাক মাথা, ঝুলে পড়া গোঁফ। সম্ভবত ফ্রি স্টেটেরই বাসিন্দা সে। টাকারের সঙ্গে খামারবাড়ী কেনা সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল তার।

আমার ভবিষ্যৎবাণী অর্ধ সময়ের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। এবার কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতির দোহাই শুনলেন না জুরীরা। পূর্ব-পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হত্যার রায় দিলেন তাঁরা। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলো ভ্যানউইক। শেষ কটা দিন বাইবেল পড়ে এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেই কেটে গেল তার। ১৯৩১ সালের ১২ই জুন ফাঁসিতে দু-দুটো নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করে গেল সে।

কিছুদিন পরেই আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন মিসেস মোলার। মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখেছিল ভ্যানউইক। চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন উনি।

"বোন লুইসা,

ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তোমার কাছে যেতে পারছি না আমি। যে শোক তোমায় দিয়েছি জানি না তার কোনো ক্ষমা আছে কিনা। বোন, আমিই খুন করেছি তোমার ছেলেকে। যিশুর দোহাই আমাকে ক্ষমা করো।

স্বীকার করছি, অকারণে তার জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছি আমি। যেখানে তাকে খুন করেছিলাম, আমার কোনো টাকাকড়িই পোঁতা ছিল না সেখানে। এই প্রথম আদালতে কেস জিতলাম আমি। আগাগোড়া ডাহা মিথ্যে বলেছি আমি। অন্যান্য কেসে সত্য বলেছিলাম বলেই শাস্তি পেয়েছি বার বার।"

নিছক টাকার লোভেই দ্বিতীয় খুনটা করে ভ্যানউইক। বিক্রয়দলিল জাল করে টাকার খামারবাড়ীর মালিক হয়ে বসার মতলবেই ভদ্রলোককে সরিয়ে দেয় পৃথিবী থেকে। লাশটাকে ফাটলের মধ্যে কবর দেওয়ার পর ধারণা ছিল শত চেষ্টা করলেও তা উদ্ধার করা কারোর পক্ষেই সম্ভব হবে না। একটা খুন করে অনায়াসেই যখন বুড়ো আঙুল দেখাতে পেরেছে সে আইনের রক্তচক্ষুকে, তখন আরও একটা করলেই বা ধরছে কে?

ভাগ্নে নিধনের মোটিভ পরিষ্কার হয়ে যায় যদি ধরে নেওয়া যায়—সত্যি সত্যিই সে বিশ্বাস করতো যে মোলার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আগের চুরির ব্যাপারে। লুকোনো চোরাই টাকা উদ্ধারের অ্যাডভেঞ্চারে একসঙ্গে দুজনের যাওয়া থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আগের চুরির ব্যাপারে মোলারেরও হাত

ছিল। শেষ মুহূর্তের অনুতাপের দহনে জ্বলতে জ্বলতে ভ্যানউইক ভাগের নাম মুছে দিয়েছিল এ কলঙ্ক কাহিনী থেকে। বোনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল, তার ছেলে এমনকোনো জঘন্য কাজ করেনি যে তার জন্যে লজ্জিত হতে হবে পরিবারের আর সবাইকে।

অসুন্দর পথে নোংরা জীবন-পর্বে বোধ করি এইটাই তার একমাত্র সুন্দর কীর্তি।

* * *

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

ওয়াল্টার হেনরী চাইল্ডস :—লেখকের নাম চাইল্ডস হলেও লেখার মধ্যে শিশুসুলভ চাপল্য যেমন নেই তেমনি সুকুমার মতি শিশুদের জন্য তিনি কলম ধরেন নি। তাঁর লেখায় যে গোয়েন্দা অন্বেষণ তা নিঃসন্দেহে আমাদের পরিণত বুদ্ধি, বয়স্ক মানুষকেও ভাবায়, ভাবিত করে। অষ্ট্রেলিয়ার বিপুল ও বিস্তৃত প্রান্তর ঘেরা বিচ্ছিন্ন জন গোষ্ঠির এক নতুন ও অভিনব পরিবেশে আমাদের লোভ, ঘৃণা, জিঘাংসা ও সর্বোপরি মৃত্যু ও হত্যাজনিত রহস্যের উন্মোচনে লেখকের সাফল্য আমাদের চমৎকৃত করে।

* * *





জোসেফ জাগেব্রোভিচ্

কর্মজীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কেসটিকে কোন তরুণ গোয়েন্দাই ভুলতে পারে না। তার কারণ সে সময়ে সে স্বপ্ন দেখে বুঝি বা এর সফল পরিসমাপ্তির ওপরেই নির্ভর করছে তার সারা ভবিষ্যৎ। যদিও এমনতর ধারণায় সত্যের ছিটে-ফোঁটাও নেই। পরে অবশ্য পরিণত বুদ্ধি দিয়ে, আরও পরিষ্কারভাবে বিচার-বিবেচনা করার শক্তিলাভের পর সে উপলব্ধি করতে পারে কতখানি আজগুবি আর অলীক ব্যাপারের ওপর তার সম্ভবপর সাফল্য আর ব্যর্থতা নির্ভর করেছে। এই জাতীয় অকুতোভয় স্পার্টান দর্শনবাদ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের পরেই সে গোয়েন্দাগিরিতে আরও পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকে। এ জ্ঞানলাভের পথটি কিন্তু কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমার বেদনাময় অভিজ্ঞতা থেকেই আমি তা জেনেছি।

আজ আমি বেলগ্রেডের পুলিশ চীফ। কিন্তু এত বছর পরেও সেদিন ব্যর্থতার কামড় আমার তরুণ মনকে স্বভাবে দংশেছিল এবং যে নিদারুণ নিরাশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল—আজও তা ঠিক তেমনিভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। সে সময়ে বেলগ্রেডের হেড কোয়ার্টারে ছিলাম অতি কম মাইনের গোয়েন্দা হিসেবে।

যুগোশ্লাভিয়ার তখন রাজতন্ত্র-শাসন কায়েমি রয়েছে। সালটা ১৯৩৪। গ্রীষ্মকাল। আমার ঠিক ওপরকার চীফ তাঁর ছোট্ট অফিসঘরে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—'জোসেফ, তুমি আমেরিকায় যেতে চাও?'

সেদিনকার সুতীব্র উত্তেজনা আজও আমি মনে করতে পারি। প্রস্তাবটা শুনেই চট করে শুধিয়েছিলাম—'আপনি কি সত্যি সত্যিই যেতে বলছেন আমাকে? আমার কপাল ভাল, কিছু কিছু ইংরেজি আমি বলতে পারি।'

সুযোগটা তোমাকে দেওয়া হচ্ছে শুধু ঐ কারণেই। এই ফাইলটা নিয়ে যাও। খুব মন দিয়ে কাগজপত্রগুলো পড়ে ফ্যালো। বছরের পর বছর অপরাধীদের যত রেকর্ড আমরা সংগ্রহ করেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণ রেকর্ড হচ্ছে এটি। লোকটাকে আমি অন্য দেশের শাসনের আওতা থেকে টেনে এনে এদেশের শাসন-ব্যবস্থার এক্তিয়ারে ফেলতে চাই। কি করে তুমি তা করবে তা আমি জানতে চাই না। আমি শুধু চাই, বিচারের জন্যে তাকে তুমি যুগোশ্লাভিয়ার মাটিতে নিয়ে এসো। বহুদিন ধরে অনেক নারীকে শিকার বানিয়েছে সে। তার অগুন্তি হলেও-হতে পারে বউদের অন্ততঃ একজনকে যে সে খুন করেছে, সে বিষয়েও আমাদের মনে আর কোন দ্বিধা বা সন্দেহ নেই। তার একমাত্র উপযুক্ত স্থান হচ্ছে যুগোশ্লাভ কারাগার।

আইভান পোডারজে-র অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম খবর এইভাবেই কানে পৌঁছোলো আমার। জন্ম তার যুগোশ্লাভিয়ায়। পেশায় সে পয়লা নম্বরের ভণ্ড। বহু নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সে এবং ধনবতী মহিলাদের সংখ্যাই তাদের মধ্যে বেশি। তার পিছু নিয়ে ইউরোপ থেকে যেতে হয়েছে আমেরিকায়, আবার ফিরে আসতে হয়েছে ব্রিটেনে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে আর অস্ট্রিয়ায়। শেষকালে ওয়াল্টস্ আর গ্রেটার ভায়োলেটের শহর ভিয়েনায় মুখোমুখি হয়েছিলাম তার।

কেসটা হাতে নেওয়ার একমাস পরেই নিউইয়র্কে হাজির হলাম আমি। কেসটা সম্বন্ধে তখন কত আশা, কত স্বপ্নই না ছিল আমার মনে। ভাবতাম যে লোকটাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার কাঁধে, তাকে হাতের মুঠোয় আনার তদন্ত-পর্বের এই বুঝি প্রথম পর্যায়। ভাবতাম, এ তদন্তের অন্তে সাফল্য থাকবেই এবং ধুরন্ধর বদমাশটাকে আমি গ্রেপ্তার করবোই। কেসটার প্রাথমিক কাজ দেখেই আমার হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল। পোডারজের ধড়িবাজি আর পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এত বেশি যে, বঁড়শিতে গাঁথা হতভাগিনীদের অর্থে সে শুধু বিলাসবহুল জীবনই যাপন করেনি, তার প্রাপ্য শাস্তিকে এক ধাপ টপকে যাওয়ার মত বুদ্ধিমত্তা যে তার মগজে আছে, তা আমার বোঝা উচিত ছিল।

লোকটার গতিবিধি সম্বন্ধে খুবই আবছা খবর রাখত আমেরিকার ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট। গত বছরে আগে যুগোশ্লাভ কন্‌টিনজেন্টের কেউই নাকি তাকে

দেখেনি। কিন্তু নিউইয়র্কের পুলিশবাহিনীর কাছ থেকে সব সময়ে সব রকম সাহায্য আমি পেয়েছিলাম। তাঁরাই আমাকে জানালেন, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথ থেকে বেমালুম উধাও হয়ে যাওয়ার কিছু আগেই পোডারজে নাকি আবার বিয়ে করেছিল। মেয়েটির নাম অ্যাগনেস টাফভারসন। শহরের নামকরা কর্পোরেশন আইনবিদ সে। বয়স প্রায় তেতাল্লিশ। দারুণ ধূর্ত। বিয়ের আগে পর্যন্ত একটু নিরিবিলি নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল সে।

মানহাট্টানে 'লিটল চার্চ অ্যারাউন্ড দ্য কর্নার'-এর মিনিস্টারের কাছ থেকে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করলাম আমি।

ভদ্রলোক বললেন—"কিছুদিন আগেই এক যুগোশ্লাভ ভদ্রলোকের বিয়ের খুঁটিনাটি তদারক করতে হয়েছে আমাকে। বিয়ের সাক্ষীরা আসলে তাঁকে চিনতই না। এই গ্রামেরই বাসিন্দা তারা। খুব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয় বিয়ের অনুষ্ঠান। তারপরেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যান বর-বউ। আর তাঁদের দেখা যায় নি।"

অন্যান্য সূত্র থেকে অ্যাগনেস টাফভারসনের কুক্ষণে-শুরু রোমান্সের কাহিনীও শুনতে পেলাম। বিয়ের কয়েকমাস আগে সে ইউরোপে গিয়েছিল ছুটি উপভোগ করতে। তখনই ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতে তার সঙ্গে আলাপ হয় পোডারজে-র। মেয়েদের চিরকালই চুম্বকের মত কাছে টেনে আনতে পারে পোডারজে। অ্যাগনেসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। পোডারজেকে ভীষণ ভাল লেগে গেল তার। অ্যাগনেসকে পোডারজে বুঝিয়ে দিলে, সে যুগোশ্লাভিয়ার অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার। নিজের সম্পত্তিও আছে যথেষ্ট। নিজস্ব কতকগুলো পেটেন্ট কৌশল প্রয়োগ করাই পছন্দ করত পোডারজে। ব্যবসা সম্পর্কিত নানাবিধ ঝুঁকি নেওয়ার সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে বিস্তর আমোদ পেত। হাবভাবে রীতিমত মার্জিত আর শিক্ষিত ছিল সে। আন্তর্জাতিক আইন কানুনও কিছু কিছু জানত। যখনই দেখা হতো দুজনে, খট করে গোড়ালি ঠুকে সম্ভ্রমভরে অ্যাগনেসের হাতে চুম্বন এঁকে দিত পোডারজে। আর তাইতেই গলে যেত অ্যাগনেসের মন। অ্যাগনেস নিজেও কিন্তু বিলক্ষণ ধূর্ত ছিল। ধীশক্তিও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মেয়েদের প্রতি কোন পুরুষ যে এতখানি আদবকায়দা আর শিষ্টাচার দেখাতে পারে তা তার আগে জানা ছিল না। অন্তত: তার বরাতে এমনটি এর আগে আর জোটেনি। বিশেষ করে ঐ রকম বিপদজনক বয়েসে, যে বয়েসে প্রেমমাত্রই একদম অন্ধ, সে বয়েসে চিত্তজয়ের এই অভিনব পন্থাটির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যা হবার, তাই হলো।

মায়াবী জাদুকরের মতই অ্যাগনেসকে মোহমুগ্ধ করে ফেললে পোডারজে। কিন্তু প্রথম থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে যদি একটু খোঁজ-খবর করত অ্যাগনেস, তাহলেই অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পারত সে। চওড়া-কাঁধ

কোঁকড়া চুল পোডারজেকে দেখে কিন্তু তার সতিকারের বয়েসের চাইতে অনেক কম বয়েসী বলেই মনে হতো। এই কান্তিমান প্রিয়ংবদ মানুষটি যে আসলে একটা পাকা ঠগ—তা জানতে তার বেশি সময় লাগত না। তার সন্ধানে শুধু যে তার স্বদেশের পুলিশই ঘুরছে, তা নয়-বহু জায়গার পুলিশবাহিনী বিভিন্ন ধরনের বিস্তর আইনবির্গহিত কার্যকলাপের জন্যে তাকে খুঁজছিল। এসব অপরাধের মধ্যে গভর্নমেণ্ট এবং আর্মি অফিসারের ছদ্মবেশ ধারণও আছে। কিন্তু বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও এই ঝামেলাটুকুর মধ্যে আর যেতে চায়নি অ্যাগনেস। তার কারণও ছিল। প্রথমত সে নারী তার ওপর প্রেমে অন্ধ। দ্বিতীয়ত মনচোর প্রিয়জনের সঙ্গে ইউরোপের বড় বড় শহরগুলো দেখতে পাওয়ার সুখস্বপ্নে সে তখন মশগুল। পোডারজেও হচ্ছে সেই ধরনের লোক যে জাতিগত সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে সব দেশকেই সে স্বদেশ মনে করে এবং এদিক দিয়ে তার অভিজ্ঞতাও বড় কম নেই। কাজে কাজেই দেশবিদেশের হরেকরকম গল্প শুনিয়ে অ্যাগনেসের মনের আকাশে রাশি রাশি রঙের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করলে না সে। ভিয়েনায় একসঙ্গে নাচলে ওরা দুজনে। নিউইয়র্কের রক্ষণশীল কোন মহিলার কাছে এ অভিজ্ঞতা তো নিদারুণ রোমাণ্টিক মর্মস্পর্শী এবং কোনদিনই ভুলতে পারা যায় না।

অ্যাগনেস নিউইয়র্কে ফিরে এলে বন্ধুবান্ধব আর ব্যবসায়ী মহলের পরিচিত সবাই লক্ষ্য করলে সুখ আর আনন্দ যেন উপচে তার মনের দুকূল যেন ছাপিয়ে, ঝরে পড়ছে তার চোখে মুখে, হাসিতে। শুধু তাই নয়। তার বয়সও যেন কমে এসেছে অনেকটা। পোডারজের প্রতীক্ষায় ছিল অ্যাগনেস। কয়েকদিনের মধ্যেই রওনা হলো সে। ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে যুগোশ্লাভের পুলিশ যখন তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে, ঠিক তখন জাহাজে চেপে পাড়ি দিলে সে আমেরিকার দিকে। নিউইয়র্কে পৌঁছে আস্তানা নিলে গ্রেমার্সি পার্কের একটা ছোট্ট হোটেলে।

পুনর্মিলনের কিছুদিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে অ্যাগেনেস। সুযোগটাকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগালে পোডারজে। অ্যাগনেসের প্রতি তার অনুরাগ যে কতখানি গভীর তা এই সুযোগে অন্তরস্পর্শী অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিলে ও। কথাবার্তা আদবকায়দায় তো তার জুড়ি মেলা ভার। তার ওপর মনটাও যে কতখানি নরম—তা প্রমাণিত হলে তখনই। সুস্থ হয়ে উঠলে ডিনার, কনসার্ট আর ব্রডওয়ে শো নিয়ে কদিন খুব ফুর্তি করলো দুজনে।

ওদের প্রাক্‌বিবাহ প্রেমপর্বের শেষ পর্যায়টা কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত। ঐ বছরের ডিসেম্বরের চার তারিখে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। যে ফ্ল্যাটে দীর্ঘদিন একাকী নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছে অ্যাগনেস, বিয়ের পর সেই ফ্ল্যাটেই উঠে এলো

পোডারজে। সবকিছুই ঘটে গেল খুবই তাড়াতাড়ি। অ্যাগনেসের ফ্যামিলির সঙ্গে পোডারজের কোনদিনই দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। বিয়ের রাতে অ্যাগনেস ডেট্রয়েটে তার বাড়িতে আর মন্ট্রিয়লে তার বোনকে টেলিফোন করে জানালে বিবাহ-সংবাদ।

কাকপক্ষীকে না জানিয়ে বিয়ে শেষ করার কারণ বোঝাতে গিয়ে অ্যাগনেস বলেছিল—"ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে তোমাদের কাউকেই আমন্ত্রণ জানাতে পারলাম না। ছ'ঘণ্টা আগেও আমি জানতাম না যে বিয়ে করতে চলেছি আমি। কিন্তু বিশ্বাস করো মানুষটিকে দারুণ ভালবাসি আমি। সারা দুনিয়ায় এমন চমৎকার মানুষ আর দুটি নেই।"

অ্যাগনেসের আত্মীয়স্বজনেরা পরে আমাকে বলেছিল পোডারজেও নাকি টেলিফোনে কথা বলেছিল তাদের সঙ্গে। বলেছিল—"মধুচন্দ্র যাপন করতে আমরা ইংল্যাণ্ড রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে জার্মানীতে আমার এস্টেটে কয়েকটা দিন থাকব। সত্যি কথা বলতে কি মাস ছয়েকের আগে অ্যাগনেসের সঙ্গে আপনাদের আর দেখাই হবে না। জার্মানী থেকে আমরা যাবো যুগোশ্লাভিয়ায়। যে দেশে আমার জন্ম, অ্যাগনেসকে আমি নিয়ে যেতে চাই সে দেশের মাটিতে।"

ছ'মাসব্যাপী মধুচন্দ্রের প্রস্তুতি নিয়ে কিছুদিন ব্যস্ত রইল অ্যাগনেস। কেনা-কাটা করা, প্যাক করা ছাড়াও টাকা-কড়িরও একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হলো ওকে। ব্যাংক থেকে ২০০০০ ডলার তুললে ও। ৫১০০ ডলার বাদে পুরো অর্থটাই তুলে দিলে তার প্রিয় 'ক্যাপ্টেন'-এর হাতে। স্বামীকে সে ক্যাপ্টেন বলেই জানত। টাকা রাখা হলো একটা জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টে। বাকি টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া হলো লণ্ডনে। ডিসেম্বর মাসের কুড়ি তারিখে ওদের ইংল্যাণ্ড রওনা হওয়ার দিন ধার্য হয়েছিল। ওদের মানে, ক্যাপ্টেন আর মিসেস পোডারজের। জাহাজটার নাম 'হামবুর্গ' সে সময়ে নাৎসীদের পতাকা উড়ন্ত হামবুর্গের ওপর।

যাত্রার দিনটি এগিয়ে আসতে থাকে। অ্যাগনেস একদিন জাহাজে গিয়ে কিছু মালপত্র রেখে এল তার কেবিনে। কেবিনটা শুধু তার একার জন্যেই বুক করা হয়েছিল। যাত্রীদের তালিকায় তার স্বামীর নাম ছিল না। নামটি যে কেন বাদ গেল এবং এই বাদ দেওয়ার পেছনে কোন কুমতলব আছে কিনা—এ ধরনের কোন সন্দেহ অ্যাগনেসের প্রণয়-নিবিড় মগজে স্থান পায়নি। স্বামীর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পোডারজে বউকে কি বুঝিয়েছিল, তা কোনদিনই জানা যায় নি। তবে অ্যাগনেসের পরিচারিকা ফ্লোরা মিলারের কাছে জানা গেছিল মিসেস পোডারজে নাকি তাকে বলেছিলেন যে ব্যবসা-সম্পর্কিত কিছু কাজকর্মের জন্যে কিছুদিন পরে রওনা হবেন তাঁর স্বামী।

কয়েকজন সাক্ষী বললে, পোড়ারজে নাকি তাদের কাছে এমন একটা দোকানের

ঠিকানা চেয়েছিল যেখানে দেশভ্রমণের উপযুক্ত একটা পেল্লায় ট্রাঙ্ক কিনতে পাওয়া যায়। সমস্ত জামাকাপড় সে একটা ট্রাঙ্কে রাখাই পছন্দ করে—বিশেষ করে সাগরপাড়ি দেওয়ার সময়ে। থার্ড এভিন্যুতে এমনি একটা দোকান পেয়েছিল সে। মস্ত বড় একটা পুরোনো ট্রাঙ্কও কিনেছিল। ডেলিভারি দেবার পর তারই নির্দেশমত ট্রাঙ্কটা রাখা হলো বাড়ির নিচের তলায়। সেই রাতেই সেকেন্ড এভিন্যুতে সাইমন ফেইনগোল্ডের ওষুধের দোকানে গেছিল পোডারজে। ইউরোপের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলে দুজনের মধ্যে। ফেইনগোল্ড একবার বলেছিলেন, এ অবস্থায় পোডারজের আত্মীয়স্বজনের জীবনের আশঙ্কা পদে পদে। শুনে হেসে উঠেছিল পোডারজে। তার বিশ্বাস জার্মানীর হর্তাকর্তা হিসেবে আর বেশীদিন টিকে থাকতে হবে না হিটলারকে। দশ ডলার দামের দাড়ি কামানোর ব্লেড, মুখে মাখার ক্রীম, আর ঘুমের বড়ি কিনে ছিল ও। সমুদ্রযাত্রার জন্যে নাকি এগুলো তার দরকার। নিউইয়র্ক স্টেট ল'র বিধান অনুসারে ঘুমের বড়ির ক্রেতা হিসেবে রেজিস্টারে সই দিয়ে গেছিল পোডারজে।

দোকান থেকে সিধে ফ্ল্যাটে বউয়ের কাছে ফিরে আসে ও। এসে দেখে অ্যাগনেসকে জিনিসপত্র গুছোতে সাহায্য করছে পরিচারিকা ফ্লোরা মিলার। অনেক রাত হয়ে গেছিল। সারাদিন বড় খাটুনি গেছিল ফ্লোরার। তাই পোডারজে ওকে তখনকার মত ছুটি দিয়ে দেয় এবং বলে পরের দিনও তার ছুটি রইল আজকের অতিরিক্ত খাটুনির দরুন।

একটু পরেই দরজায় টোকা শোনা যায়। টোকা দিচ্ছিলেন ওষুধের দোকানের মালিক ফেইনগোল্ড। পোডারজের কাছ থেকে বিশ ডলারের বিল নিয়ে বাকী-ডলার ফেরত দেওয়ার সময়ে তিনি দুটো ডলার বেশি দিয়ে ফেলেছেন। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ফেইনগোল্ডের কথা শুনেছিল পোডারজে। তারপর ফাঁক দিয়ে বাড়তি ডলার ঠেলে দিয়ে রেগেমেগে দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছিল দরজার পাল্লা।

পরের দিন অ্যাগনেসকে দেখা গেল না। সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত তার স্বামীরও পাত্তা পাওয়া গেল না। সন্ধ্যের সময়ে বাড়ি ফিরে একতলা থেকে ট্রাঙ্কটা নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লিফট্-এ তুলে দিলে সে। পরের দিন সকলে উঈসবার্জারি কোম্পানিকে খবর দিলে ট্রাঙ্কটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। হোয়াইট স্টারের জাহাজ 'অলিম্পিকে' ট্রাঙ্কটা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পোডারজে। পোডারজের পরিকল্পনামত বন্দোবস্তের কিছু কিছু একজন কেরানি জানতো। ও তাকে বুঝিয়েছিল—"আমার স্ত্রী আগেই রওনা হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডই তার সঙ্গে দেখা হবে আমার।" ২২শে ডিসেম্বর ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিল পরিচারিকা ফ্লোরা মিলার। তার জন্যেও একটা গল্প বানিয়ে রেখেছিল 'ক্যাপ্টেন'। বলেছিল—'কয়েক দিনের জন্যে ফিলাডেলফিয়া গেছেন মাদাম।"

রওনা না হওয়া পর্যন্ত 'ক্যাপ্টেনের' টুকিটাকি কাজ করে দিলে ফ্লোরা। 'অলিম্পিকে' নিয়ে যাওয়ার জন্যে উইসবার্জার কোম্পানি তার চারটে ট্রাংক আর অন্যান্য মালপত্র বুঝে নিতে এলে, পোডারজে কিন্তু তার 'ক্যাপ্টেন'-সুলভ পদমর্যাদা আর সম্ভ্রান্ত ঘরের অভিজাত পুরুষের চালচলনটা পুরোপুরি বজায় রাখতে পারলে না। মালপত্র বওয়ার কাজে একরকম জোর করেই নিজেও হাত লাগালে। শুধু তাই নয়। ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে জেটি পর্যন্ত গেল এক গাড়িতে মালপত্রের সঙ্গে সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালপত্র ঠিকমত নামানো হচ্ছে কিনা, তার তদারকি করলে। এমন কি, যেভাবে তার হুকুম-মাফিক মাল নামানো উচিত তা ঠিকমত তামিল না হওয়ায় দুচারবার তো অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করতে ছাড়লে না।

অর্ধেক মালপত্র নিয়ে যাওয়া হলো ডেকের নিচে। বাকি মাল, তার মধ্যে বিশাল ট্রাংকটাও ছিল, রাখা হলো প্যেডারজের কেবিনে। ওর সৌভাগ্যক্রমে কি দুর্ভাগ্যক্রমে তা জানি না, পোডারজের বরাতে যে কেবিনটি জুটেছিল সেটি একদম নিচের ডেকের—জলরেখার ঠিক ওপরেই। ছোট্ট কিন্তু বেজায় আরামপ্রদ কেবিনটা। পোর্ট হোলের ভেতর দিয়ে কোন কিছু সাগরের জলে টুপ করে ফেলে দেওয়াটাও মোটেই কঠিন কাজ নয়।

যাত্রা শুরু হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলে নিজের কেবিনে সেঁধিয়ে পড়ল পোডারেজ। সদ্যবিবাহিত হলেও তখন সে বধূহীন। অ্যাগনেসকে কেউই দেখেনি। সে কোথায় অথবা কি অবস্থায় আছে—তা কেউ জানত না। কিন্তু পোডারজের মেজাজে এতটুকু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। বেয়াড়া ধরনের কোন প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হলো না তাকে।

ছদিনের যাত্রায় তেমন কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল না। কেবিন ছেড়ে একেবারেই বাইরে বেরোয় নি পোডারজে। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বহু প্যাসেঞ্জারই তার মত কেবিন ছেড়ে বাইরে আসা পছন্দ করেনি সমুদ্র-পীড়ার ভয়ে।

'অলিম্পিক'-এর স্টুয়ার্ডের সঙ্গে অনেক কথা হলো আমার। আমার আগেই অবশ্য নিউইয়র্ক পুলিশও তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বললে—"ক্যাপ্টেন পোডারজে মানুষটি ভারি চমৎকার। অল্প কথা বলার স্বভাব তাঁর একেবারেই নেই। সারবিয়ান চাষা আর তাদের খাসা খানা সম্বন্ধে কথা বলতে দারুণ ভালবাসতেন তিনি। আমার মনে হয় ইউরোপের জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল বলেই ফিরে চলেছিলেন উনি। একবার কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন—আমেরিকা আমার জন্যে নয়। বেজায় বড় এই দেশটা। আর, এখানকার প্রতিটি লোক দিনরাত হন্যে হয়ে ছুটছে

টাকার পেছনে। যে দেশে জীবন এত সংঘাতময়, সে দেশের তোয়াক্কা করি না আমি।"

ষ্টুয়ার্ডের কাছে পোডারজে গল্প করেছিল সে নাকি একটা নতুন ধরনের সিন্দুক বিক্রী করতে এসেছিল আমেরিকায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তার প্রচেষ্টা।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—"ট্রাংকটা তাঁকে কি কোনদিন খুলতে দেখেছেন ?'

"ইয়েস, স্যার, হামেশাই দেখেছি। একবার ভেতর থেকে একটা নেকটাই বার করে আবার ভেতরে রেখে দিয়েছিলেন উনি।"

"কেবিনের মধ্যে কোন বিটকেল গন্ধ পেয়েছিলেন কি ?"

"না স্যার, ও ধরনের কোন গন্ধ তো ছিল না!"

পরে আমি জেনেছিলাম 'ক্যাপ্টেনে'র জন্যে আরও একজন অপেক্ষা করেছিল ইংল্যান্ডে। নাম তার মার্গারিট সুজান লার্টণ্ড পোডারজে—তার আইন-সম্মত বউ। মার্গারিটের সঙ্গে বিয়ে হয় ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে। শুধু তিনজন নারীকেই সারা জীবনে 'বিয়ে' করেছিল পোডারজে—অ্যাগনেস ছিল এই তিন-জনেরই একজন। এ ছাড়াও তার হবু-পত্নীর সংখ্যা বড় কম ছিল না।

' যুগোশ্লাভের রেকর্ড ঘেঁটে আমি জেনেছিলাম, বেলগ্রেডের একটি মহিলাকেও 'বিয়ে' করেছিল পোডারজে। প্রচুর অর্থ পকেটস্থ করে রাতারাতি মেয়েটাকে পথে বসিয়ে যায় সে।

পোডারজের সঙ্গে বিচ্ছেদজনিত বিরহবেদনা এতটুকু স্পর্শ করেনি মার্গারিটকে। অন্তত বাইরে থেকে দেখে তো তাই মনে হয়েছিল। দুজনের স্বচ্ছলভাবে চলে যাওয়ার উপযুক্ত টাকা না আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না তার। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দরকার তার এবং তা যেন-তেন-প্রকারেণ পেলেই হলো। স্বামীকে লেখা তার একটা চিঠি আমরা পরে পেয়েছিলাম। নিউইয়র্কে ক্যাপ্টেনকে লেখা এই চিঠিটায় সে লিখেছিল ঃ

"কিভাবে তুমি টাকা রোজগার করো তা আমি জানতে চাই না। এন্তার টাকা জমিয়ে যাও—যে কোন পন্থায় প্রচুর টাকা রোজগার করে এনে দাও আমাকে। সে টাকা কিভাবে আসছে, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। যে চালে আমরা চলতে চাই, সে চালে চলার মত যথেষ্ট অর্থ পেলেই আমার হলো।"

লণ্ডনে পোডারজে এসে পেঁছোলে স্বমূর্তি ধারণ করলো মার্গারিট। অ্যাগনেসের জড়োয়া গয়নাগুলো নতুন ডিজাইনে বানিয়ে নেওয়া হলো। পোশাক-গুলোও নতুন করে কেটে সেলাই করাঃ হলো মার্গারেটের গায়ের মাপে। নিপাত্তা মহিলার ২৫000 ডলারেরও আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

অ্যাগনেসের আত্মীয়স্বজনরা জানত 'স্বামী'র সঙ্গেই ২০শে ডিসেম্বর হামবুর্গ

রওনা হয়েছে অ্যাগনেস। কয়েক হপ্তা পরে লণ্ডন থেকে মনট্রিয়লে স্যালি টাফভর-সনের কাছে একটা টেলিগ্রাম এসে পেঁছোলো :

"এখানকার আবহাওয়া ভাল লাগছে না। ভারতবর্ষের দিকে চলেছি। পরে চিঠি লিখবো। —অ্যাগনেস!"

তিন মাস পরে ১৯৩৪ সালের এপ্রিলের শেষাশেষি ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর কোনও দেশ থেকে কোন খবর এসে পেঁছোলো না পরিবারবর্গের কাছে। মহা চিন্তায় পড়লেন স্যালি টাফভারসন। না ভেবেচিন্তে তো কোন কাজ করার অভ্যাস নেই অ্যাগনেসের। বুদ্ধি বিবেচনাও ওর প্রচুর। বোনেদের মধ্যে বয়েসে সবচেয়ে বড় বলে স্যালির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাটা একটু বেশি। আর তাই এ রকম চুপচাপ থাকাটা তো অ্যাগনেসের পক্ষে শোভা পায় না।

নিউইয়র্কে এসে পেঁছেলেন স্যালি টাফভারসন। দেখা করলেন নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের পুলিশ ব্যুরোর প্রধান ক্যাপ্টেন জন জে আয়ারস্-এর সঙ্গে।

"নেহাতই জেলেমানুষি বলে মনে হয়, তাই নয়? দেহ-মনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যে মেয়েটি, আইনবিদ্ হিসেবেও সুনাম কিনেছে যে, সে কিনা হুট্ করে বিয়ে করে বসলো একজন বিদেশীকে এবং তারপরেই পা বাড়ালো দেশের বাইরে। সে যাই হোক. কিন্তু এই চুপচাপ থাকাটাই যে বেজায় ভাবিয়ে তুলেছে আমায়। তিন মাস একটা খবর নেই, অদ্ভুত নয় কি? ওদেরকে খুঁজে বার করার কোন উপায় কি নেই? ক্যাপ্টেন আয়ারস্‌কে শুধিয়েছিলেন স্যালি।

এই সাক্ষাৎকারের ফলেই বেলগ্রেডে একটা টেলিগ্রাম এসে পেঁছালো আমাদের দপ্তরে। আইভান পোডারজের কুলজি জানাতে হবে। টেলিগ্রাম পেয়েই পোডার-জের ক্রিমিন্যাল রেকর্ডের খুঁটিনাটি পাঠিয়ে দিলাম আমরা। সেই সঙ্গে প্রস্তাব করলাম তদন্তে সাহায্য করার জন্যে এখান থেকে কাউকে পাঠালে ভাল হয় না কি? দীর্ঘদিন ধরে যার সন্ধানে আমরা ঘুরছি, তাকে তো আমাদেরও গ্রেপ্তার করা চাই।

আর, এই ভাবেই শুরু হলো একটি মানুষের পেছনে দীর্ঘদিন ধরে যাওয়ার পালা। গেলাম নিউইয়র্কে। গেলাম পৃথিবীর আরও অনেক দেশে। দেশে দেশে ঘুরেছি একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেভাবেই হোক জালে ফেলতে হবে পোডারজেকে। কিন্তু খুবই অল্প সংখ্যায় আসতে লাগল সূত্রগুলো। তারপর নিউইয়র্ক ত্যাগ করার সময় ঘনিয়ে এল, রওনা হলাম ফ্রান্স অভিমুখে। প্যারীতে পোঁছে গেলাম ইণ্টারপোল-এর (ইণ্টারন্যাশন্যাল পুলিশ অরগ্যানাইজেসন) অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়ে গেল ছদ্ম ক্যাপ্টেনের নামে।

কিন্তু অত্যন্ত তুখোড় আর সাপের মতই পিচ্ছিল সে। শেষকালে একটা খবর পেলাম। ভিয়েনার মিণ্টার এবং মিসেস পোডারজে নামে এক দম্পতিকে দেখা

গেছে। প্রেমবুভুক্ষু হতভাগিনী মরণ-ফাঁদে পা দিয়েছিল এই ভিয়েনা শহরেই। আর জানা গেল, ক্যাপ্টেন আর তার স্ত্রী নাকি বেজায় ফুর্তিতে আছে। শহরের প্রান্তে বহাল তবিয়তেই দিন কাটছে দুজনের। হামেশাই দেখা যাচ্ছে দুটিকে।

ভিয়েনা শহরটা বরাবরই ভাল লাগে আমার। তাই এ শহরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশিই হলাম। শহরে পৌঁছোনোর পর দেখলাম মিসেস পোডারজে মেয়েটি অ্যাগনেস নয়, মার্গারিট—ধুরন্ধর শিরোমণির আসল বউ। এ তথ্য আবিষ্কার করার পর কিন্তু মোটেই অবাক হইনি আমি।

দুপাশে দুজন অষ্ট্রিয়ান গোয়েন্দাকে নিয়ে দেখা করলাম পোডারজের সঙ্গে। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করার কোন লক্ষণই দেখলাম না তার কথাবার্তায়।

মোলায়েম স্বরে আমার প্রশ্নের উত্তরে ও বললে—"অ্যাগনেস টাফভারসনকে চিনি বইকি। ভারি চমৎকার মহিলা। তাঁর কিছু উপকার করতে পেরে আমি নিজেও আনন্দ পেয়েছিলাম। লণ্ডনে থাকার সময়ে তাঁর জন্যে কিছু টাকাও খরচ করেছিলাম।"

"বিয়ে করেন নি অ্যাগনেসকে?" প্রশ্নটা করলাম ফরাসী ভাষায় যাতে মার্গারিটের বুঝতে অসুবিধে না হয়।

মার্গারিটের মুখচ্ছবি দেখে স্পষ্ট বুঝলাম বিয়ে সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ খবর রাখে না সে। ভাবলাম দেখা যাক নিজের পাতা ফাঁদ থেকে কি করে এবার বেরোয় বাছাধন।

"মিস টাফভারসনকে বিয়ে? হাসালেন যা হোক। তাঁকে যে ভাল করে চিনিই না আমি। নিউইয়র্কে বিয়ে করেছিলাম? না, না, যত সব গাঁজাখুরি গল্প শুরু করেছেন দেখছি। গ্রীষ্মের অবকাশে প্যারী গিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকটা দিন বেশ আনন্দেই কেটেছিল। এখন তিনি ভারতবর্ষে রয়েছেন। এছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কোন খবরই রাখি না আমি। তাঁর সঙ্গে কেউ কি, তিনি একলাই দেশভ্রমণ করছেন—অত খবর আমি রাখি না।"

খুব ভদ্রভাবে পোডারজেকে ধন্যবাদ জানালাম এতগুলো খবরাখবর সরবরাহ করার জন্যে। তারপর বিদায় নিলাম—এবং তাও একটা বিশেষ কারণেই। আমাদের মতলব ছিল যথেষ্ট দড়ি ছেড়ে ওকে খেলানো, তারপর এক মোক্ষম প্যাঁচে ফাঁসানো। এ ছাড়াও ওদের বিয়ের সার্টিফিকেটের একটা কপি অথবা অন্য কোন দলিল হাতে আনতে চেয়েছিলাম আমি। এ দলিল আনতে হবে নিউইয়র্কের মিনিস্টারের কাছ থেকে এবং একটি জিনিস দিয়েই তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করে দেওয়া

যাবে যে নিউইয়র্কের লিট্‌ল চার্চ অ্যারাউন্ড দা কর্ণার-এ বিয়ে হয়েছিল তাদের।

দিন কয়েক পরেই ফিরে এলাম পোডারজের আস্তানায়। নিউইয়র্কের পুলিশ আর মিনিস্টারের পাঠানো টেলিগ্রামগুলো আমার হাতেই ছিল। 'ক্যাপ্টেন' আর তার বউকে দলিলগুলো দেখালাম।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মার্গারিট। মিসেসের মুখ দেখে অনুনয়ের সুরে পোডারজে বলে উঠল—"এতে কি আসে যায়, মার্গারিট ? তুমি তো সবই জানো। আমেরিকার মেয়েগুলো এমনই নির্লজ্জ বেহায়া যে ওকে বিয়ে না করে পারিনি আমি। সাময়িক [illegible] জন্যেই বিয়েটা হয়েছিল। আমি যে বিবাহিত, সে তা জানত। কাজেই [illegible] আর কোন উপায় ছিল না। ডার্লিং তুমি বিশ্বাস করো—"

কিন্তু কেউই বিশ্বাস [illegible] না ওকে; মার্গারিট তো নয়ই আমিও না।

এরপর কিন্তু আমাদের কাছে সে সবকিছুই অস্বীকার করে বসল এমন কি বিয়েটাও।

২০শে ডিসেম্বর জাহাজে ওঠার জন্যে আমরা প্রস্তুত। এমন সময়ে জেটির ওপরেই ঝগড়া হয়ে গেল ওর সঙ্গে। রক্ষিতা স্ত্রী হিসেবে আমর সঙ্গে সাগর পাড়ি দিতে চাইল না অ্যাগনেস। চাপ দিতে লাগল আনুষ্ঠানিক বিয়ের জন্যে। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কাজেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেল ও। প্রথমে বলেছিল, সেই রাতেই একলা সাগর পাড়ি দেবে সে। কিন্তু ফ্ল্যাটে ফিরে আসার পরেই মনট্রিয়াল অভিমুখে রওনা হয়ে যায় ও। কথা দিয়ে গেছিল ফোন করবে। কিন্তু তা করেনি। কথা দিয়ে গেছিল লণ্ডনে আমার সঙ্গে তার দেখা হবে। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতিও সে রাখেনি। জেটির ওপর সেই ঝগড়াঝাটির পর থেকে আজ পর্যন্ত তার ছায়াটুকুও দেখিনি আমি।"

জোর গলায় পোডারজে বলতে লাগল, তার এই বিয়ের ব্যাপারটা নাকি ডাহা মিথ্যে আর সাজানো ব্যাপার। ধাপ্পা দিয়ে তাকে যুগোশ্লাভিয়ার মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার জঘন্য চক্রান্ত। আরও বললে—"অস্ট্রিয়ার আমি রাজনৈতিক আশ্রয়ের সুযোগ সুবিধে পাচ্ছি। বেলগ্রেডের উদ্বাস্তু আমি। কাজেই স্বদেশের মাটিতে আইনের মারপ্যাচ দেখিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া চলবেনা।"

খানাতল্লাসি হলো ওর বাড়িতে। কিন্তু কোনরকমে টেনেটুনে দোষারোপ করার মত অবস্থা কোন প্রমাণের চিহ্নও পেলাম না সেখানে। নিউইয়র্কেও ঘটলো সেই কান্ড। অ্যাগনেস-নিধন (যদিও তা নিছক সন্দেহ) আর তদন্তের শুরু—এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে বিপুল সময়ের ব্যবধান। অলিম্পিকের কৌশলটাও

পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু ফলাফল হলো সেই একই। পোডারজে সেখানে কয়েক রাত থাকার পর অসংখ্যবার ধোয়া মোছা হয়ে গেছে সে কেবিন। কাজেই সূত্রটুত্রর আর কোন বালাই ছিল না সেখানে।

যতদূরে জানা গেল, অ্যাগনেস টাফভারসনের অন্তর্ধান রহস্যের তিমিরে আলোকপাত করার মত একটি সূত্রেরও আর অস্তিত্ব ছিল না এই দীর্ঘ কটি মাস পরে। এ রহস্যের উত্তর যে পোডারজে জানে, সেবিষয়েও আমাদের মনে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। কি সে-যে তাকে খুন করেছে, তা প্রমাণ করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে। আদালতে এ কেস উঠলেই সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দরকার হবে—নিছক অনুমান নিয়ে তো কাউকে ফাঁসিকাঠে লটকানো যায় না। সন্দেহের বশে কাউকে খুনী সাব্যস্ত করা যায় না—সে সন্দেহ যতই জোরালো আর ভয়ঙ্কর হোক না কেন। কাজেই, পোডারজের পায়ে আঁচড় কাটার ক্ষমতাও আমাদের রইল না।

ভিয়েনাতেও পোডারজেকে গ্রেপ্তার করা গেল না। তার কারণ, যতদূরে জানা গেছিল, অস্ট্রিয়ায় কোন বেআইনী কাজও করেনি। বিদেশ থেকে স্বদেশের মাটিতে তাকে আনার আয়োজন করা মানেই একটা বিলক্ষণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর সে সময়ে ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলেই তো আমরা নিরুপায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভিয়েনায় বসে আলোচনা চলল আমাদের মধ্যে। আলোচনাব বিষয় একমেবাদ্বিতীয়ম্। এবং তা হলো, লাশটাকে ও সরিয়েছে কি উপায়ে। থিওরির অভাব ছিল না। কিন্তু আইনের ঠেকা দিয়ে কোনটিকেই খাড়া করা যাচ্ছিল না।

সম্ভবত নিউইয়র্কের ফ্ল্যাটে—অ্যাগনেসের লাশ টুকরো টুকরো করে কাটার পর বাড়ির চুল্লিতে ফেলে তা ছাই করে ফেলা হয়েছে। লাশ উধাও করার এইটাই কিন্তু সবচেয়ে সহজ উপায়। আর সম্ভাব্য থিওরি হলো, পোডারজে হয়তো মারাত্মক ডোজের ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিয়েছিল অ্যাগনেসকে। তারপর ওর আস্ত দেহটাকে অথবা টুকরো টুকরো দেহটাকে ট্রাঙ্কের মধ্যে ঠেসে নিয়ে গেছিল 'অলিম্পিকে'র কেবিনে। সাধারণত ফার্স্ট ক্লাসেই সাগর পাড়ি দিত 'ক্যাপ্টেন'। কিন্তু 'অলিম্পিকে'-এ সি ডেকের কেবিন নিতে গেল কেন সে? দশ ডলার দামের দাড়ি কামানোর ব্লেড, ঘুমের বড়ি আর মুখে মাখার ক্রীমই বা কিনল কেন সে?

আমার মতে লাশটাকে পাচার করার সবচেয়ে ভাল পন্থা যা তা হলো এই: টুকরো টুকরো করে লাশটাকে ও কেটেছিল। তারপর আটলাণ্টিক মহাসাগর পেরোনোর সময়ে এক একটা টুকরো ও ছুঁড়ে দিয়েছে জলের মধ্যে; অর্থাৎ সারা জলপথটার সমানে ভোজ দিয়েছে মাংসভুক মাছেদের। ভিয়েনায় পোডারজে কতখানি নিরাপদে রয়েছে তা ওর অজানা নয়। অস্ট্রিয়ার কর্তৃপক্ষকে ও জানালো,

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ওকে যুগোশ্লাভিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্যেই সাজানো হয়েছে টাফভারসন কেসটা এবং সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও একটু জুড়ে দিল সেই সঙ্গে—সে নাকি রাজতন্ত্র শাসন-বিরোধী। কিন্তু ইটালি আর জার্মানীর ডিকটেটরশিপ শাসনব্যবস্থায় তার পূর্ণ সমর্থন আছে। আর তাই·········।

অস্ট্রিয়ানদের দর্শনবাদ হলো নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও। এই ধরনের জীবনদর্শনের ওপরে ওদের শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। তাই পোডারজের ব্যাপারে নাক গলাতে চাইল না ওরা। বিশেষ করে সে যখন প্রতিশ্রুতি দিলে সে ইটালি চলে যাবে, তখন এ নিয়ে তারা আর মাথা ঘামাতে চাইল না।

এই পরিস্থিতিতে আমি ভেবে দেখলাম মাত্র একটি পন্থায় মুঠোর মধ্যে আনা যায় পোডারজেকে। আমেরিকান গভর্ণমেন্টকে চাপ দিতে হবে, তারাই যেন পোডারজেকে বিদেশ থেকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। আমার লোকের হাতে রিপোর্ট পাঠালাম ওয়াশিংটনে। অ্যাগনেস টাফভারসন আমেরিকান মহিলা। তাকে ঘিরে যে রহস্য গড়ে উঠেছে, তা তো আর উপেক্ষা করা যায় না। পোডারজেকে জোর করে নিউইয়র্কে ফিরিয়ে আনতে গেলে যে কলাকৌশলের প্রয়োজন, তা পাওয়া গেল নিউইয়র্কের এফ বি আই (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) এবং ইমিগ্রেসন ডিপার্টমেণ্ট থেকে। ১৯৩৩ সালে আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে একটা ফর্মের ওপর, 'ক্যাপ্টেন' লিখেছিল, সে নাকি অবিবাহিত! আমেরিকায় পা দেওয়ার অনুমতি লাভ করতে গেলে এ ফর্মে সবাইকেই সই করতে হয়। কিন্তু মার্গারিটের সঙ্গে তার আগেই বিয়ে হয়েছিল। দরখাস্তে লেখা প্রতিটি কথাই যে সত্য সে বিষয়ে শপথ করার পরেই আমেরিকায় প্রবেশাধিকার পেয়ে ছিল সে। কাজেই, মিথ্যা শপথের দায়ে আইনের রক্তচক্ষু এবার এসে পড়লো তার ওপরে।

১৯৩৪ সালের দোসরা আগস্ট—মিথ্যা শপথের অভিযোগে পোডারজেকে অভিযুক্ত করলো নিউইয়র্কের গ্র্যান্ড জুরী এবং রায় দিল তাকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ফলে, পোডারজেকে আনা হলো ভিয়েনার এক আদালতে। কিন্তু বাকচাতুরীতে ওস্তাদ পোডারজে সেখানে কোমল হৃদয় জুরিদের মন ভিজিয়ে দিলে এই বলে যে, স্রেফ ষড়যন্ত্র করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে তাকে পাঠানো হবে যুগোশ্লাভিয়ায় এবং দেশদ্রোহিতার অপরাধে গুলি চালিয়ে খতম করে দেওয়া হবে তাকে। শুনে সমবেদনায় ভরে উঠল জুরিদের অন্তর। ওকে আমেরিকা পাঠাতে রাজি হলো না তারা।

আরও কতকগুলো টেলিগ্রাম আসা-যাওয়া করলো বেলগ্রেড আর নিউইয়র্কের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত দুটো বিবাহের অভিযোগ আনল নিউইয়র্ক পুলিশ,

পোডারজের বিরুদ্ধে। এবার আর বেঁকে বসলো না অস্ট্রিয়ান কোর্ট। হুকুম বেরিয়ে গেল পোডারজেকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার।

এ কাহিনী প্রথমেই বলেছি আমি, পোডারজে-তদন্ত আমার কর্মজীবনের প্রথম কেস। যদিও এর চাইতে কঠোর পরিশ্রম আর কোন তরুণ গোয়েন্দা ইতিপূর্বে কখনও করেনি, তবুও সেদিন আমার শিকারকে সামান্যের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে শুকনো হাসি ছাড়া আর কোন ভাবই ফোটেনি আমার চোখেমুখে। যে কোন খুনীর পক্ষে ঐ শাস্তি সত্যিই লঘু—অত্যন্ত লঘু। আমি ভিয়েনা ছেড়ে চলে আসার সময়ে তখন ও ওখানকার কারাগারেই ছিল। বেশ একটু মুষড়ে গিয়ে রওনা হলাম বেলগ্রেডের দিকে। যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছিল—যতদূর সম্ভব আমি তা পালন করেছি। আর কিছুই করণীয় ছিল না আমার।

নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হলো পোডারজেকে। পরে শুনেছিলাম, এই ধরনের সামান্য অভিযোগের সম্মুখীন হয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি ও। ঠোঁটের কোণে চিরকেলে মিষ্টি হাসিটি ঝুলিয়ে দিব্বি হাসিখুশি মেজাজ নিয়ে নিউইয়র্কে পোঁছোয় ও। তারপরেই একটা টেলিগ্রাম পাঠায় মার্গারিটকে "—এবার একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে।"

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুই বিবাহের অভিযোগ আনা হলো তার বিরুদ্ধে। অভিযোগ স্বীকার করে নিলে সে। তবে নিজের অপরাধ লঘু করার প্রচেষ্টায় শুধু এইটুকুই সে বলেছিল—অ্যাগনেস টাফভারসনই নাকি বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল তাকে। এ জাতীয় অপরাধে সবচেয়ে গুরুদণ্ড যা, অর্থাৎ আড়াই থেকে পাঁচ বছর শ্রীঘর বাস, পোডারজের ক্ষেত্রে তারই বিধান দেওয়া হলো। আবার্ন কারাগারে শুরু হলো তার শাস্তির মেয়াদ। অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছিল ও। তবে একজন ওকে দুচক্ষে দেখতে পারতো না। একদিন দারুণ মারপিট হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। ওয়ার্ডাররা ত্রাণ পোঁছোনোর আগেই একটা চোখ আর আটটা দাঁত হারালো পোডারজে।

উনিশ মাস কারাগার বাসের পর একটা ইয়া লম্বা চিঠি লিখল ও ক্যাপ্টেন স্টাইনকে। ক্যাপ্টেন স্টাইন সে সময়ে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের ব্যুরোতে ছিলেন। পোডারজে লিখল, খালাস পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যদি তাকে ইউরোপে ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে অ্যাগনেস টাফভারসনকে জীবন্ত ফিরিয়ে এনে দেবে সে। এ প্রস্তাবের কোন উত্তর তার কাছে পাঠানো হয়নি। কারণটা খুবই সোজা। বহুদিন আগেই যে পরলোকের পথে যাত্রা করেছে অ্যাগনেস, এ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে গেছিল কর্তৃপক্ষর। অ্যাগনেসের পরিবারবর্গের মনেও তার মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ ছিল না। আটলান্টিকের জলেই স্থান পেয়েছে হতভাগিনীর দেহ।

১৯৪০ সালে পয়লা ফেব্রুয়ারি জেলের বাইরে এসে দাঁড়ালো পোডারজে। এতদিন পাথর ভেঙেও কিন্তু এতটুকু চিড় ধরেনি ওর গ্র্যানাইট, কঠিন আত্মবিশ্বাসে। নষ্ট চোখের জায়গায় একটা কৃত্রিম চোখ বসিয়ে নিয়েছিল ও। মনোকল্ দিয়ে সযত্নে নকল চোখটা ঢেকে রাখত ও। পরে ওকে যুগোশ্লাভিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নাৎসীরা যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করলে যুদ্ধের বন্যায় সে-ও গা ভাসিয়ে দেয়। তারপর অনেক বছর অতীত হয়েছে। আর তার কোন খবর পাওয়া যায়নি। যদি সে মারাই গিয়ে থাকে তাহলে অ্যাগনেস টাফভারসনের শেষ কয়েক ঘণ্টার রহস্যেরও মৃত্যু ঘটেছে সেই সঙ্গে…।

* * *

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

জোসেফ জাগেব্রোভিচ্

যুগোশ্লাভিয়ার পাহাড় ঘেরা বিস্তৃত সবুজ উপত্যকার নিস্তরঙ্গ জনজীবনে গোয়েন্দা অন্বেষণ ও নিরীক্ষণ উল্লিখিত লেখকের গোয়েন্দা গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য লেখক। যুগোশ্লাভ সাহিত্যের একজন খ্যাত নামা সাহিত্যিক হয়েও শান্ত জনজীবনের অন্তরালে যে অশান্ত জীবনের কালো হাত মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে তারই প্রেক্ষাপটে তাঁর গোয়েন্দা গল্প গুলি অসাধারণ দক্ষতায় রচনা করেছেন।

প্রাক্ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালীন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ ছাড়াও মুসোলিনী শাসিত ইতালি ও হিটলার শাসিত জার্মানী থেকে আরম্ভ করে মার্কিন দেশের নিউইয়র্ক আর যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেড পর্যন্ত বিস্তৃত আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় লেখকের গোয়েন্দাদের বিচরণ তাঁর গল্পকে এক বিশ্বজনীন আবেদনে অবিষ্ট করেছে।





কম্যাণ্ডাটোর যুসেপেপদোসা

যখনই নতুন কোন খুনের তদন্তে তলব পড়ে আমার ডিপার্টমেণ্টের, তখনই আপনা হতেই আমার ভাবনার পটে ভেসে ওঠে এ শতাব্দীর সবচেয়ে কুখ্যাত খুনে—কাউণ্ট সিজারে সারভিয়াত্তির উপাখ্যান। আর বাস্তবিকই, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অপরাধ-তদন্ত নিয়ে যারা দিনরাত মাথা ঘামায়, তাদেরকে হামেশাই যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রতিটাই ছিল কাউণ্ট সারভিয়াত্তির কেসে। কিন্তু মাদকদ্রব্যের বেআইনি আমদানির নতুন নতুন ঝামেলায় অথবা অতি দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিটের অতি চমৎকার জালিয়াতির খবর পেয়ে অনামী কারিগরকে বার করার কাজে আমাকে যতখানি বেগ পেতে হয়, কাউণ্টের কেস হাতে নিয়ে অবশ্য তার চেয়ে বেশি মাথা ঘামাতে হয়নি।

সারভিয়াত্তির শিকার ছিল মেয়েরা। কৌশলে মুঠোর মধ্যে এনে মেয়েগুলোকে খুন করতো ও। এবং করতো শুধু ওদের টাকার জন্যে। তারপর লাশগুলো এমনভাবে টুকরো টুকরো করে কাটত যেন পাকা কশাই সে। আর বাস্তবিকই সে

তাই ছিল। ওর কপাল মন্দ। তাই কলঙ্কিত রক্ত নিয়েই ওর জন্ম। ওর বাবা ছিলেন ইটালিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন। পয়লা নম্বরের উচ্ছৃঙ্খল। বুদ্ধিজীবি মহলে তাঁর আত্মম্ভরিতারও সীমা পরিসীমা ছিল না। ভদ্রলোক যখন ওপারের পথে রওনা হলেন সিজারের বয়স তখন মাত্র চোদ্দ। বাবার কাছ থেকে সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেল ছোটখাটো একটা ঐশ্বর্য, শিল্পকলার প্রীতি প্রীতি আর একটা অতি-দুষ্ট দর্শনবাদ।

এক বছর আগে ছেলেকে গণিকালয়ে নিয়ে গিয়ে তত্ত্বকথা শুনিয়েছিলেন ভদ্রলোক—"মেয়েদের অস্তিত্ব শুধু আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে। তোমার সুখ-সুবিধার জন্যেই ওরা এসেছে এই দুনিয়ায় এবং এটুকু বাদ দিলে নিরেট-মাথা শুয়োর ছাড়া ওরা আর কিছুই নয়।"

দুর্ভাগ্যক্রমে, যে ধরনের মহিলারা এই জঘন্য উপদেশ যে নিতান্তই অসার, তা প্রমাণ করে ছেলের স্নেহ-ভালবাসা অর্জন করার চেষ্টা করতেন—ওর মা ঠিক এই ধরনের মহিলা ছিলেন না। অতি সাধারণ শ্রেণীর জীব ছিলেন এই ভদ্রমহিলা। ঘন ঘন সুরাপান ছিল তাঁর প্রিয় নেশা। উৎকৃষ্ট আসর আর দুষ্প্রাপ্য সুরা ছাড়া অন্য কিছুর ভক্ত ছিলেন না তিনি। আরথ্রাইটিসে ভোগার ফলে মেজাজটা হয়ে গিয়েছিল বেজায় খিটখিটে। অহোরাত্র সুরাপাত্র কানায় কানায় টলটলে মদিরায় ভরিয়ে রাখার জন্য পতিদেবতার অতি কষ্টে সংগৃহীত মূল্যবান সম্পদগুলো একে একে বিক্রি করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না তিনি। তারপর তিনিও যখন ইহলোকের ধুলো ঝেড়ে ফেলে পরলোকে গেলেন, তখন সিজারের বয়স মাত্র আঠারো। মায়ের সঙ্গ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ও।

কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পত্তির বাকিটুকু ফুঁকে শেষ করে ফেললে সিজারে। কোনও কাজের শিক্ষা সে কোনোদিন পায়নি। পেশার কথা উঠতেই পারে না। একটা মেয়েলোকের বাঁধা প্রেমিক হিসেবে শুরু হলো তার নতুন জীবন। লা স্পেজিয়াতে মেয়েদের টুপি, জরি, পোশাকের বিরাট দোকান ছিল স্ত্রীলোকটির। নাম তার রোজ। সারভিরাত্তির চাইতে বয়সে বছর দশেকের বড়ো সে! প্রথম কটা দিন ভালোই কাটল কপোত কপোতীর। তারপর শুরু হলো ঝগড়াঝাঁটির পালা। সম্ভবত, রোজ যত টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল তার চাইতেও বেশি টাকার দাবি জানাত সিজারে—ঝগড়ার সূত্রপাত এইখান থেকেই। দোকানের কোন কাজই হোত না সিজারেকে দিয়ে—ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা। ফলে, যতই দিন যেতে থাকে, ততই চোখমুখের চেহারার সজীবতা, চনমনে- খুশি-খুশি ভাব হারিয়ে ফেলতে থাকে রোজ।

এই কাহিনীর উপসংহার ঘটল সেইদিনই যেদিন রোজ তার প্রেমাস্পদকে জানালো যে সে মা হতে চলেছে। কথাটা শুনে এমনিই তেজেবেগুনে জ্বলে

উঠল সারিভিয়াত্তি যে তখুনি আগুনের চুল্লি থেকে আগুন খোঁচাবার লোহার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে উন্মাদের মত রোজকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। বাড়ির পেছনকার বাগানে লাশটা পুঁতে ফেলে কবরস্থানের ওপর সযত্নে পাথর-বাঁধানো একটা রাস্তা বানিয়ে রাখল।

একটা মুহূর্তের জন্যও উদ্বেগের ছায়ামাত্র দেখা যায়নি সারভিয়াত্তির মনে। রোজের প্রতিবেশীদের আর মক্কেলদের সে জানিয়ে দিলে যে রোমের সৌখিন মহলে একটা নতুন ব্যবসা ফেঁদেছে সিগনোরা। সিজারকে এখানে রেখে গেছে সম্পত্তি উপযুক্ত দামে বেচে ফেলার জন্যে। লা স্পেজিয়ার এই কাজটুকু শেষ করেই সে রোজের কাছে চলে যাবে রোমে। মালপত্রসমেত দোকানটা জলের দামে বেচে দিল সে এবং বিক্রী করার আধিপত্য তার বাস্তবিকই আছে কিনা, এ প্রশ্নও কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো না।

অতি সহজে লোক ঠকিয়ে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার এই ক্ষমতাই সারভিয়াত্তিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে এক খুন থেকে আরেক খুনের দৃশ্যে। শেষকালে তার মুখোশ খুলে পড়লো মরণের সওদাগর হিসেবে। তার সমস্ত তৎপরতাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলে একটা খবরের কাগজ মাত্র কয়েকটি শব্দের মধ্যে। 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল-এর পদ্ধতিতে খুন—মেয়েরা এনেছে অর্থ আর কাউণ্ট সরিয়ে দিয়েছে তাদের দেহগুলো।'—এই ছিল খবরের কাগজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। তার কবলে পড়ে কত মেয়ে যে প্রাণ হারিয়েছে, তার সঠিক হিসেব জানা যায়নি। শুধু এইটুকুই বলা চলে যে সারভিয়াত্তির সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার পর বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে—এরকম মেয়ের সংখ্যা বড় কম নয়। সারভিয়াত্তি কিন্তু চিরকুমার থেকেছে সমস্ত জীবন—যেন দিনের পর দিন খুঁজে বেরিয়েছে তার উপযুক্ত গৃহিণীকে—এই রকম একটা ভাব দেখিয়েছে সে।

পর পর দুটি দিন দুটি বিভিন্ন ট্রেনে মালপত্রের সঙ্গে খণ্ড-বিখণ্ড লাশ আবিষ্কার হওয়ার পরেই সেই প্রথম পুলিশ জানতে পারে সমাজের মধ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা নররাক্ষস। ১৯৩২ সালের ১৬ই নভেম্বর টুরিন থেকে মর্ণিং এক্সপ্রেস সবে এসে দাঁড়িয়েছে নেপলস্-এর বিশাল খিলেনওয়ালা ষ্টেশনে। দুজন রেলওয়ে পুলিশ (ফ্যাসিষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনতিকাল পরেই একটা বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন মুসোলিনী) করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কমপার্টমেণ্টে দুটো বড় বড় সুটকেশ দেখতে পেলে। আঁশের তৈরী পেল্লায় সুটকেশ দুটো কে বা কারা ফেলে গিয়েছিল কামরার মধ্যে। সদ্যকেনা না হলেও খুব পুরোনো বলে মনে হলো না সুটকেশ দুটো। ওজনে দারুণ ভারী। পুলিশ অফিসার দুজন সুটকেশ দুটো নামিয়ে নিয়ে গিয়ে জমা দিয়ে দিলেন হারানো প্রাপ্তি অফিসে। একটা সুটকেশকে তাকের ওপর তুলে রাখার

সময়ে খুট করে খুলে গেল তালাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল একটা মুণ্ড—মেয়েমানুষের মুণ্ড। পুরু বাদামী কাগজের লাইনিং দিয়ে মোড়া ছিল সুটকেশটা। গাঢ় লালচে রঙের কাঠের কুচো দিয়ে প্যাক করা ছিল ভেতরকার বস্তু। একজন অফিসার নিঃশব্দে তুলে ধরলে মুণ্ডটা। অপরজন চাড় দিয়ে দড়াম করে খুলে ফেললো দ্বিতীয় সুটকেশটা। ভেতর থেকে পাওয়া গেল—হতভাগিনীর হাত আর পা।

হাত-পা মুণ্ডবিহীন ধড়টা এসে পৌঁছোলো পরের দিন ট্রেনে। লাম্পেজিয়া থেকে রোমে এসে পৌঁছোলো যে ট্রেনটি, সেই ট্রেনেই, এল এই ধড়টি। প্রথমবার যেভাবে পাওয়া গিয়েছিল সুটকেশ দুটি, দ্বিতীয় আবিষ্কারটি ঘটলো ঠিক এ ভাবেই। সেকেণ্ড ক্লাশ কমপার্টমেণ্টে একটা বড় সুটকেশ পড়ে থাকতে দেখল একজন রেলওয়ে পুলিশ। সুটকেশ খোলার পর ভেতর থেকে পাওয়া গেল উলঙ্গ ধড়টা! অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যে একই দেহের, তা প্রমাণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না ডাক্তারদের। হতভাগিনীর চেহারার মোটামুটি এবং বিশ্বাসযোগ্য একটা বিবরণও দিলেন তাঁরা। বয়স তার তিরিশ। উচ্চতা মাঝামাঝি। লালচে বাদামী চেষ্টনাট রঙের চুল আর চোখ। বাঁ পা-টা সামান্য বেঁকা। অনেকরকম পুরোনো ক্ষতচিহ্নও ছিল সারা দেহে।

পেছন থেকে ছুরিমারা হয়েছিল মেয়েটিকে। ছুরিমারার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়নি বেচারি এবং যখন প্রমাণ পাওয়া গেল জীবন্ত অবস্থাতেই মেয়েটিকে টুকরো টুকরো করে কাটতে শুরু করেছিল খুনে জানোয়ারটা তখন এই বিভীষিকা উপাখ্যানে চড়লো আর এক পোঁচ বিভীষিকার রঙ।

অপরাধ সম্পর্কীয় যে কোন তদন্তে পুলিশি তৎপরতা যদি সর্বত্র ছড়িয়ে থাকত তাহলে অবিশ্বাস্য রকমের মসৃণগতিতে অব্যাহত থাকত, চালু থাকত পুলিশ-মেশিনের অপরাধসমাধান পর্ব। কিন্তু তা যখন নয়, ব্যাপক, সুষ্ঠু আর নিখুঁত পুলিশি তৎপরতার যেখানে অভাব সে ক্ষেত্রে বুঝে নিতে হবে যে গোয়েন্দাদের সাফল্যের পরিমাপ সাধারণত এই কটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেঃ অসীম সহিষ্ণুতা আর হাল ছেড়ে না দিয়ে অহোরাত্র সজাগ থাকার সম্ভাবনা ঃ দশভাগের সাতভাগ, সহজজ্ঞান অথবা দিব্যচক্ষে দর্শন—সম্ভাবনা ঃ দশভাগের দু'ভাগ ; ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া—সম্ভাবনা ঃ দশ ভাগের এক ভাগ। ধীশক্তির তথাকথিত চমক লাগানো নিদর্শন চেয়ারে বসা গোয়েন্দা আর রহস্য উপন্যাস-লিখিয়েদের জন্যে—বাস্তব জীবনে আমাদের ক্ষেত্রে তার কোন স্থান নেই।

স্কোয়াড্রা মোবাইল (নরহত্যা স্কোয়াড) হতভাগিনী মেয়েটার সনাক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করলো। টুকরো টুকরো অংশে আবিষ্কৃত হয়েছিল তার দেহ। তাই বিভিন্ন সময়ে দেশের নানাস্থান থেকে যে কয়েক শ' মেয়ে বেমালুম উবে

গিয়েছিল, তাদের নামের তালিকা নিয়ে বসলেন—তাঁদের কোন হদিশ পাওয়ার আশায়। কিন্তু বৃথাই! কোন সূত্রই পাওয়া গেল না। রাশি রাশি টেলিগ্রাম টেলিপ্রিণ্টার বার্তা ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি ইটালির পুলিশ ষ্টেশনগুলোয় পর পর এসে পৌঁছোতে লাগল—কিন্তু রহস্যের তিমিরে এতটুকু আলোকের সন্ধান পাওয়া গেল না।

এ ধরনের দৈহিক বর্ণনার মানুষ খোঁজার ব্যাপারে সুফললাভ কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না যদি জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিশেষ তদন্তটিতে স্কোয়াড্রা মোবাইলের এই জাতীয় সাহায্যের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আদেশটি তা স্বয়ং মুসোলিনীর। তাঁর নিষেধাজ্ঞা বেরিয়ে গিয়েছিল কোন খবরের কাগজ এ কেসের খুঁটিনাটি ছাপতে পারবে না। তদন্তের মোটামুটি যে বিবরণ পুলিশের তরফ থেকে ছাড়া হতো কাগজে প্রকাশের জন্য তার দৈর্ঘ্য তিরিশ লাইনের ওদিকে যেত না। এ আদেশের কারণও দেখিয়ে ছিলেন মুসোলিনী। বলেছিলেন, ফ্যাসিষ্ট ইটালিতে এরকম পিশাচের মত খুন-খারাপি করাটাই নাকি একদম অসম্ভব। আর যদিও বা কেউ ,করে থাকে তবে তা নিয়ে যত অল্প কথা বলা যায় ততই মঙ্গল।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত তদন্ত যখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় এসে দাঁড়াল, তখন দৈনিকগুলো একযোগে ইল্ দুচের নিষেধ-বিজ্ঞপ্তিতে আর কোন গুরুত্ব না দিয়ে খুঁটিনাটি জনসাধারণে প্রকাশ করে দেওয়াই সঙ্গত মনে করলে। প্রথম পাতা জুড়ে ছবি বেরুলো খণ্ডবিখণ্ড মেয়েটার।

আর ঠিক তখন থেকেই সত্যি সত্যিই রহস্যের তিমিরাবগুণ্ঠন উঠে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। প্রথম ট্রেনের দুজন যাত্রী খবর দিল যে হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক তাদের কম্পার্টমেণ্টে ঢুকেছিল। ভদ্রলোকের গোঁফের ডগা বেশ পাকানো এবং ছুঁচোলো। লাগেজ র‍্যাকে দুটো আঁশের তৈরি সুটকেশ রেখে এক কোণে বসেছিল ভদ্রলোক। একচোট ঘুম দিয়ে উঠে দুজনে দেখলেন নেপলস্ যাওয়ার পথে রোমের মধ্যে ঢুকছে তাদের ট্রেন, ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়েছে কামরার ভেতর থেকে, কিন্তু মালপত্র দুটি ফেলে গেছে তাদের ওপর।

সুটকেসের মালিকের এহেন দৈহিক বর্ণনা পাওয়া যাবার পর স্কোয়াড্রা মোবাইল ভদ্রলোকের খোঁজ পেলে লা স্পেজিয়াতে। এইখান থেকেই রোম আর নেপলস্ যাওয়ার এক্সপ্রেস ধরেছিল ভদ্রলোক। পিসা পর্যন্ত ট্রেন ভ্রমণ করেছিল। রওনা হবার পর প্রথম ষ্টপ ঐখানেই পিসাতে ট্রেন থেকে নেমে ফিরতি ট্রেন ধরে সে ফিরে আসে লা স্পেজিয়াতে।

এই তথ্য জানার পরেই খুনটা এসে পড়ল আমারই অফিসের আওতায়।

তার কারণ, ঐ সময়ে লা স্পেজিয়া নরহত্যা স্কোয়াডের চীফ ছিলাম আমি। লা স্পেজিয়া একটা সদাব্যস্ত বন্দর। টাইরেনিয়ান উপকূলে তার অবস্থান। এতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যাময় জটিল কেসটা আমাদের সবার আলোচনার খোরাক জোগালেও মূল রহস্যভেদের সবটুকু দায়িত্বই ছিল রোমের পুলিশের। কিন্তু এই নতুন আবিষ্কারের বৃত্তান্ত শুনলেই খুব সম্ভব যে অনুমানটি সবার আগে মাথায় আসে তা হলো এই যে খুনী এই লা স্পেজিয়া শহরে আমাদেরই মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে—সেক্ষেত্রে তার সমুচিত দণ্ডবিধানের দায়িত্ব তো আমাদেরই। আমার ডিপার্টমেণ্টে এমন লোক একটিও ছিল না যে ঐ নররাক্ষসটার মণিবন্ধে লোহার গয়না পরিয়ে দেওয়ার আগ্রহকে ক্ষুরের মত শাণিত করে রাখেনি। নির্দিষ্ট সময়ের চাইতেও আরও অনেক বেশি ঘণ্টা আমরা ব্যয় করতে লাগলাম হোটেলে হোটেলে এবং প্রতিটি বোর্ডিং হাউসের মালিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। একমাত্র আশা, হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পাওয়া যাবে তাদের কাছ থেকে। বন্দর-অঞ্চলে আমাদের টিকটিকিরা অগুন্তি গণিকালয় আর পানাগারে তল্লাসি চালালো। কিন্তু কোথাও এতটুকু কানাঘুসোও শুনলাম না রাক্ষসটার সম্বন্ধে।

তারপরেই আচম্বিতে একদিন নীলাকাশ থেকে বাজ নেমে আসার মত বিপুল সৌভাগ্য খসে পড়ল আমাদের তদন্ত-পর্বে। কি করে বরাত খুলল, সেই কথাই বলি এবার। তন্ন তন্ন করে তল্লাসি চালানোর পর যখন কোনদিকেই কোন আলোর সন্ধান পেলাম না, তার দুদিন পর অফিসে বসে স্থানীয় খবরের কাগজটার পাতা ওল্টাচ্ছি, এমন সময়ে নজরে পড়ল ছোট্ট একটা পরিচ্ছেদ। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে রাবিশের স্তূপের ওপর একটা বড় সাইজের ছুরি পড়ে থাকতে দেখেছিল একটি অল্পবয়সী ছেলে। এ জাতীয় ছুরি রান্নাঘরের কাজেই লাগে। ছেলেটির মনে কোন অসাধুতা ছিল না। তাই ছুরিটা পাওয়ামাত্র সে জমা দিয়ে দেয় হারানো-প্রাপ্তি অফিসে!

ছুরিটা সম্পর্কেই ভাবছিলাম কি কি কাজে দরকার হতে পারে ছুরিটার। আর তারপরেই আচমকা ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি। তারস্বরে হুকুম দিয়ে ডাকিয়ে আনলাম এক সহকারীকে এবং দুজনে মিলে তৎক্ষণাৎ গাড়ী হাঁকালাম হারানোপ্রাপ্তি অফিসের দিকে। ছুরিটাকে নিয়ে রাখলাম আমাদের জিম্মায়। পুলিশ ল্যাবোরেটরীর রিপোর্ট থেকে জানা গেল ফলার ওপর যে দাগগুলো পাওয়া গেছে, আসলে তা মানুষের রক্ত ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ পায়ের কাজ আরও কিছুটা বাড়লো। শহরে যে কটা জিনিসপত্রের, কাচের বাসন-পত্রের আর স্টেশনারি দোকান ছিল, সবকটার মালিক আর কর্মচারীদের প্রশ্নে প্রশ্নে বিপর্যস্ত করে ফেললাম। শেষকালে যে প্রমাণের জন্যে এত পরিশ্রম, তা পাওয়া

গেল। একজন সেল্‌সম্যানের মনে পড়ল ঐ রকম আকারের একটা ছুরি একদিন সে বিক্রী করেছিল হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মাঝবয়সী ছুঁচোলো গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোকের কাছে। রোম এক্সপ্রেসে লোকটার যেরকম বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল, সেলস্‌ম্যানের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল তা। আবিষ্কার শুধু এই একটাই নয়। কেননা কয়েকটা বাড়ি পরেই আরও একটা দোকান দেখলাম আমরা। এই দোকান থেকেই আমাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোঁফওয়ালা বন্ধুটি কিনেছিলেন তিন তিনটে আঁশের তৈরি সুটকেশ।

খুনে বদমাসটাকে যে এই লা স্পেজিয়াতেই পাওয়া যাবে এবিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না আমাদের মনে। এ কাজে যে ধরনের গোয়েন্দাদের দরকার তাদের প্রতিজনকে পাঠিয়ে দিলাম আমি বাড়ি-বাড়ি তল্লাসির হুকুম দিয়ে। একটা বাড়িও বাদ গেল না। তারপর শুধু একটা বিশেষ অঞ্চলে সঙ্কীর্ণ করে আনলাম এই চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো তদন্ত-পর্ব। এবং শেষ পর্যন্ত তা সীমিত হয়ে এল একটি মাত্র বিশেষ রাস্তায়।

খুনটা আবিষ্কার হওয়ার ঠিক একমাস পরে ১৯৩২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমি নিশ্চিত হল্যাম। নিশ্চিত হলাম এবার ঠিক কোন জায়গাটিতে অভিযান চালাতে হবে, সে সম্পর্কে। জানলাম, লা স্পেজিয়ার দরিদ্রতম অঞ্চলের পাথর দিয়ে বাঁধানো এবড়োখেবড়ো সংকীর্ণ রাস্তা ভায়া ডেনোভার একটা শ্রীহীন বাড়ির পাঁচ তলায় উঠে এবার তৎপর হতে হবে আমাদের। সেইদিনই দুজন গোয়েন্দাকে নজর রাখতে বলেছিলাম বাড়িটার ওপর। তারা খবর পাঠালে, সারাদিনের মধ্যে বাড়ী ছেড়ে কেউ বাইরে আসেনি। স্থির করলাম, আর নয়, এবার ঢুকে পড়া যাক।

পিস্তল বাগিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ক্যাঁচকোঁচ সিঁড়ি বেয়িয়ে ওপরে ওঠার সময়ে দারুণ উত্তেজনায় কি প্রচণ্ড শব্দে ধক্‌ধক্ করেছিল হৃদযন্ত্রটা, তা আজও আমার মনে আছে। শুধু এই মুহূর্তটির জন্যে কি প্রচণ্ড খাটুনিটাই না গেছে ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকের। এসেছে সেই মুহূর্ত—পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল প্রায়। পাঁচতলায় পেঁছোনোর পর আমার পিছু পিছু এল একজন গোয়েন্দা। দেখলাম, করিডরের দুটো দরজার মধ্যে একটা সামান্য খোলা রয়েছে। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে দেখলাম ঘরটাকে রান্নাঘরই বলা উচিত। ঘরে ঢোকা-মাত্র যে জিনিসটা সবার আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা হচ্ছে একটা বালতি। দেওয়ালের পাশেই বসানো ছিল বালতিটা। বালতিটার কিনারা পর্যন্ত উঁচু হয়েছিল কাঠের কুচো—যে ধরনের কুচো দিয়ে প্যাক করা হয়েছিল লাশটার মুন্ডুটা—হুবহু সেই রকমই।

রান্নাঘরের ভেতরের দরজা দিয়ে যাওয়া যায় আর একটি ঘরে। দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলাম আমি। ঘরটা পুরোনো কিন্তু জমকালো আসবাবপত্রে একদম

ঠাসা। দুজন পুরুষ আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েই আমার হাতে পিস্তল দেখামাত্র নিমেষের মধ্যে তারা হাত বাড়িয়ে দিলে নিজের নিজের পকেটের দিকে।

হুঁশিয়ার করে দিই আমি—"নড়বেন না। নড়লেই গুলি চালাবো।"

মাথার ওপর হাত তুলে দেয় দুজনে। একজন বললেন—"আমাদের পরিচয়টা দেওয়া দরকার। আমি হলাম রোম ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের কমিশনার এরিকো। আর ইনি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিগ্‌নর মুস্কো।"

পরিচয় শোনার পর আমার রসনায় আর কোন কথাই ফুটলো না। মাথার মধ্যে রাগ, অপমান, হতাশার তুমুল দাপাদাপির চাইতেও হতভম্ব হয়েছিলাম সব চাইতে বেশি তার কারণও ছিল যথেষ্ট। বুদ্ধিকৌশল দক্ষতার প্রতি-যোগীতায় আমারই এক্তিয়ারের শহরে বসে টেক্কা মারা হলো আমার ওপর। শুধু তাই নয়। যে দুই আইন রক্ষক অফিসার এইভাবে আমার গালে চুনকালি লেপে দিলেন, সমস্ত তদন্তপর্বটা তাঁরা পরিচালনা করেছেন ২৫০ মাইল দূরে বসে। তারপর লা স্পেজিয়াতে এসেছেন তাঁদের পরিকল্পনার এতটুকু আভাস কাউকে না জানিয়ে।

"কাউণ্ট সিজারে সারভিয়াত্তি কোথায়? এ বাড়িতে যার বাস এবং যাকে গ্রেপ্তার করার জন্যেই আমাদের আগমন, তাকে রেখেছেন কোথায়?"

—শুধোলাম আমি।

খরখরে চোখে আমার দিকে তাকালেন কমিশনার এরিকো। জবাব দিলেন—"আপনি লা স্পেজিয়ার ডোসি। আমার বোঝা উচিত ছিল।"

এবার হতভম্ব হয়ে তাকানোর পালা তাঁর। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে তারপর উত্তর দিলেন আমার প্রশ্নের—"টুকরো টুকরো করে কাটা মেয়েটার হত্যাকারী হিসাবে আমরাও তাকে সনাক্ত করেছিলাম। গতকাল সারভিয়াত্তিকে গ্রেপ্তার করেছি আমরা। এখন সে রয়েছে রোমের রেজিনা কোয়েলি জেলখানায়।"

বটে, তাহলে এই ব্যাপার। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগেও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, কুখ্যাত খুনেটার কোমরে বেড়ি পরানোর সম্মান এবার লা স্পেজিয়ার পুলিশ-মহলই পাবে। কিন্তু রোম তা ছিনিয়ে নিয়ে গেল একদিন আগে এসে।

কেসটা নিয়ে আলোচনা হলো কমিশান এরিকে আর আমার মধ্যে। শুনলাম, খুনেটার হদিশ বার করার জন্যে তাঁরা নাকি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একেবারে নিজস্ব একটা পদ্ধতিমাফিক তল্লাসি-পর্ব চালিয়েছিলেন। তদন্ত পর্বের প্রথম দিকেই একজন রোমক গোয়েন্দা বলেছিলেন পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন থেকে হয়তো সূত্র পাওয়া যেতে পারে। তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন দৈনিকের ফাইল ঘাঁটা শুরু হলো। অনেক পরিশ্রমের পর সম্ভাবনাময় কয়েকটা পয়েন্টও পাওয়া গেল।

এরপর গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে উঠল কয়েকটি লোককে নিয়ে। এরা প্রত্যেকই মনোমত গিন্নি লাভের আশায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে। এদের প্রত্যেকের গতিবিধি আর চরিত্র নিয়ে জোর গবেষণা চলল কিছুদিন। কিন্তু বৃথাই। এমন একটি লোককেও পাওয়া গেল না যার ওপর টেনেটুনে এতটুকু সন্দেহের ছায়া ফেলা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন নাছোড়বান্দা টিকটিকির নজরে পড়ল বহু পুরোনো একটা বিজ্ঞাপন। লা স্পেজিয়া শহরের এক অজ্ঞাতনামা পুরুষ বিবাহের আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপন-বার্তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শহরের নামটি। খবরটা এইরকম।

"সম্ভ্রান্ত পুরুষ, বিত্তবান, যুবাপুরুষ নয়, কিন্তু উদার এবং কোমল স্বভাব, পারিবারিক বন্ধনবিহীন তরুণী কন্যার সঙ্গে বিবাহের জন্যে পত্রালাপ করতে ইচ্ছুক।"

রোম-পুলিশ এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে একটি উধাও-হওয়া মেয়ের যোগসূত্র বার করে ফেললে। মেয়েটির বয়স বছর তিরিশ। একটা বাড়ীর সাংসারিক কাজকর্ম দেখাশুনো করত সে। নভেম্বরের গোড়ার দিকে ভোজবাজির মত মিলিয়ে যায় সে। অন্নদাতাদের কাছে অবশ্য সে খোলাখুলি বলে গিয়েছিল তার গন্তব্য শহরের নামটি। সে নাকি পাত্র পাত্রী বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছিল এবং তার ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত হয়েছে লা স্পেজিয়া শহরে। এরপর থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ আরও জানলো, মেয়েটির বাঁ পা খোঁড়া ছিল, পা টেনে টেনে চলতে হতো তাকে। আর ঠিক এই শারীরিক বিকৃতিটুকুই নিহত মেয়েটির লাশ পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাক্তারদের নজরে পড়েছিল।

লা স্পেজিয়া শহরে "উদার এবং কোমলস্বভাব সম্ভ্রান্ত পুরুষটির" হদিশ বার করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তৎক্ষণাৎ রোম থেকে গোয়েন্দাদের পাঠানো হলো এ শহরে—লীলাখেলা যে সাঙ্গ হয়েছে এ খবর জানার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা দরকার। কমিশনার এরিকো যখন তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসে পৌঁছোলেন, তখন সবেমাত্র রোম অভিমুখে রওনা হয়েছে কাউন্ট সিজারে সারভিয়াত্তি। রোমের একটা হোটেলে পাওয়া গেল তাকে। ভদ্রলোককে হাজতে পুরে তাঁরা ফিরে এলেন লা স্পেজিয়াতে। এলেন সেই ঘরটিতে যে ঘরটি সারভিয়াত্তি ভাড়া নিয়েছিলো বিজ্ঞাপনের টোপ গিলে-আসা হতভাগিনী মেয়েগুলোকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে।

আগেই বলেছি, খুনে বদমাসটার বদলে কমিশনারকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়েছিলাম—এ তথ্য জানার পর রীতিমত খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার মনমেজাজ। কিন্তু তবুও একদিক দিয়ে আমার ঐ তিক্ত মেজাজে সন্তোষের বারি সিঞ্চন হয়েছিল। বেশীর ভাগ সাক্ষ্য প্রমাণ জুগিয়ে ছিলাম আমিই এবং এই সাক্ষ্য-প্রমাণের বলেই

চরম দণ্ড নেমে এসেছিল সারভিয়াত্তির শিরে। আমি আরও প্রমাণ করে দিয়েছিলাম যে পাওলিনা গোরিয়াত্তিই হচ্ছে সারভিয়াত্তির সর্বশেষ শিকার। রোমের যে মেয়েটি সংসারের কাজকর্ম দেখাশুনো করার কাজ ছেড়ে একদিন নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিল, পাওলিনা গোরিয়াত্তি তারই নাম। বিবাহের প্রতিশ্রুতির প্রলোভন দিয়ে আনার পর যে কটি মেয়েকে যমালয়ে পাঠানো হয়েছে, এ হচ্ছে তাদের মধ্যে সর্বশেষ। প্রতিটি মেয়ে আসবার সময়ে সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে এসেছে এবং তাকে খুন করা হয়েছে এই কাঞ্চন লোভেই। তারপর দেহটাকে কেটে টুকরো করে পাচার করা হয়েছে নানাদিকে।

কাহিনীর উপসংহারে এসে বিলক্ষণ বিরাগ সত্ত্বেও আর একটি নাম মনে পড়েছে। বেল গিনেস একটি অসুন্দর আমেরিকান মহিলার নাম। বিয়ের লোভ দেখিয়ে টাকাকড়িসমেত পুরুষদের ভুলিয়ে আনত সে নিজের খামার বাড়ীতে। তারপর যথাসময়ে তাদের খুন করে দেহগুলি থোড়কুচি করতো। এবং এই থোড়কুচি পর্বটি যে কাঠের শলকটির ওপর হতো,তার ওপরেই জবাই করা শুয়োর কেটে কুচিকুচি করতো বেল গিনেস। এই একই নারকীয় ব্যবসায় হাত পাকিয়েছিল কাউণ্ট সারভিয়াত্তি। একটা অপরিচ্ছন্ন হোটেলের মালিক ছিল ভদ্রলোক। সেখানে হানা দিতেই আরও দুই হতভাগিনীর দেহাবশেষ পেয়েছিলাম আমি।

তাদের একজনের নাম বিসে মারগারুচ্চি। স্থানীয় দাঁতের ডাক্তার তার দাঁতের চিকিৎসা করেছিলেন একবার এবং তার রেকর্ডও রেখেছিলেন তিনি। তাই মেয়েটির দাঁত দেখেই তাকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল ডাক্তারের পক্ষে।

ইটালীতে আজকাল আর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু যে সময়ের কাহিনী লিখলাম সে সময়ে মুসোলিনী কয়েকটি অপরাধের শাস্তি এইভাবেই দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাউণ্ট সারভিয়াত্তিও রেহাই পেল না এই হুকুমনামা থেকে।

গ্রেপ্তার এবং অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার কয়েকমাস পরে একদিন খুব ভোরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে আনা হলো ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। ককিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করতে লাগল সে। তারপরেই একসঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেলগুলো এবং চিরকালের মত নির্বাক হয়ে গেল এযুগের সবচেয়ে কুখ্যাত মেয়ে-খুনে কাউণ্ট সিজার সারভিয়াত্তি।

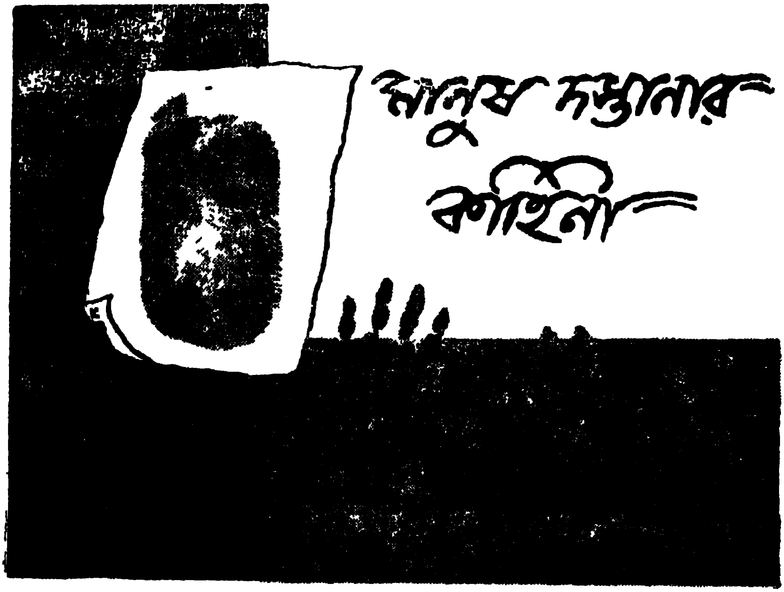
* * *

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

কম্যাণ্ডাটোর যুসেপেপদোসা আজ বিশ্ব সাহিত্যের গোয়েন্দা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নাম। রোম নগরীর অধিবাসী লেখক ইতালিয় সাহিত্যের সেরা সম্ভারে গোয়েন্দা গল্পের সংযোজন ঘটিয়েছেন। লেখক তার অসাধারণ সৃষ্টিশীল কলমে গোয়েন্দা গল্পের জাল বিস্তার করে রহস্য রোমাঞ্চ ঘেরা এক অসাধারণ ঘটনা বিন্যাস সৃষ্টি করেছেন। ঠাণ্ডা মাথায় খুন হত্যা, মৃত্যু ইত্যাদির অনুসঙ্গ সৃষ্টির সঙ্গে সাথে লেখক এক নতুন গোয়েন্দা কৌশল তাঁর গোয়েন্দা গল্পে পাঠকদের পরিবেশন করেছেন যা অপরাধ ও অপরাধীর অন্বেষণে উল্লেখ্য ভাবে বিধৃত।

*　　　*　　　*





ওয়ালটার হেনরী চাইল্ডস্

পুরোনো আমলের আইনরক্ষক অফিসার হিসেবে চোখের সামনেই দেখেছি সিডনী শহরকে গড়ে উঠতে। ঝোপঝাড়ভরা ছোটখাট একটা নগরই দেখতে দেখতে ফুলেফেঁপে উঠে ঠাঁই দিল বিশ লক্ষ বাসিন্দাকে। পাপ আর অপরাধের দিকে থেকেও এর চাইতে ভাল বা খারাপ শহর আর আছে বলে মনে হয় না আমার।

সুকঠোর দুস্তর পথ পেরিয়ে তবে আমাকে নিউ সাউথ ওয়েলসের কমিশনার হতে হয়েছিল। সত্য কথা বলতে কি বীটের কনষ্টেবলের স্তর থেকে ধীরে ধীরে উঠতে হয়েছে আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে। তেতাল্লিশ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে আমার অন্তত বিশ্বাস আইনের সব রকম শত্রুকেই আমি দেখেছি সামান্য চোর-ছ্যাঁচোড় থেকে শুরু করে জালিয়াত 'কন'মেন দাঙ্গাবাজ খুনে-গুণ্ডা—কিছুই বাদ যায়নি। এদের মধ্যে অনেকেরই উচ্চাশার বহর শুনলেও তাক্ লেগে যায়।

বর্তমান শতাব্দী শুরু হওয়ার অল্পদিনেই মধ্যেই সিডনি পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নিরুদ্দেশ ব্যক্তি বিভাগে সার্জেণ্টের পদে উন্নীত হলাম আমি। আঙুলের

ছাপ নিয়ে অপরাধী সনাক্তের পদ্ধতি সে সময়ে সদ্য প্রচলিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন বিজ্ঞানসম্মত এই তদন্ত পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল গতানুগতিক পুলিশী ধারায়। অস্ট্রেলিয়াতে সর্বপ্রথম এই অভিনব পদ্ধতির প্রচলন হয় আমাদের ডিপার্টমেণ্টেই।

তন্ময় হয়ে গেলাম আমি আঙুল ছাপের এই বিশাল দুনিয়ায়। বিভিন্ন ছাপের রেখার ফাঁস, আবর্ত আর বেঁকা খিলেন সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞানলাভের পর নিউ সাউথ ওয়েলস কারাগারের আট হাজার বাসিন্দার একটি রেকর্ড তৈরী করে ফেললাম।

সে সময়ে ডিপার্টমেণ্টের কর্মিসংখ্যা পাঁচজনের বেশী ছিল না। কিন্তু আজ প্রায় একশো মেয়েপুরুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বিভাগের কর্মিবর্গ! সারা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড আর অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশের প্রায় দশ লক্ষ অপরাধী আর সন্দেহভাজনের আঙুলের ছাপের সারি সারি ফাইলও সংরক্ষিত রয়েছে আমাদের রেকর্ড বিভাগে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার হয়ে দাঁড়িয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলসের আঙুলের ছাপের বিভাগ। শুধু তাই নয়। সারা বিশ্বে যে-কটা অত্যন্ত দক্ষ ফিংগার-প্রিণ্ট ডিপার্টমেণ্ট বর্তমানে রয়েছে, আমার এই বিভাগটি তাদেরই অন্যতম।

কর্মজীবনের গোড়ার দিকে আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে এই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলাম বলেই 'মানুষ দস্তানা' হত্যা-তদন্তের সুরাহা করতে পেরেছিলাম আমি।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি কমিশনার হয়েছিলাম মাত্র কয়েক বছরের জন্যে। ১৯৩৩ সালের বড়দিনে একটা লাশ চোখে পড়ল দুই ভদ্রলোকের। মুরুমবিজী নদীতে ছুটির দিনে মাছ ধরতে গিয়েছিল দুজনে, ষ্টেটের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী কৃষিপ্রধান কেন্দ্র ওয়াগা থেকে কয়েক মাইল গেলেই পাওয়া যায় এই নদীটি।

লাশটি পুরুষমানুষের। খুন করা হয়েছিল তাকে যে কিছুদিন আগেই। কিন্তু তীরের কাছে উপড়ে-পড়া একটা গাছের শাখাপ্রশাখায় দেহটা আটকা পড়েছিল কটা দিন। তাছাড়া, মুখখানা এমনভাবে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল যে সনাক্ত-করণের উপায় ছিল না।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে সনাক্ত করার শুধু একটি পন্থাই আমি জানতাম এবং তা হলো আঙুলের ছাপের সাক্ষ্য। যদিও এক্ষেত্রে এপন্থায় সুফলের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয়তো সমাজের বিলক্ষণ সম্মানীয় পুরুষ এবং সারা জীবনে পুলিশের দপ্তরে আঙুলের ছাপ নেওয়ার দুর্ভাগ্য তাঁর কোনোদিনই হয়নি। আইন ভঙ্গের দায়ে পুলিশের হাতে ধরা না পড়লে সাউথ ওয়েলসের কোনো নাগরিকেরই আঙুলের ছাপ রাখতাম না আমরা।

কেসটা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে গোয়েন্দারা হেডকোয়ার্টার থেকে রওনা

হলেন। চীফ ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর প্রায়রকে ডেকে আমি বলে দিলাম—আপনার সাঙ্গপাঙ্গোরা আর যাই করুক না কেন, আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আঙুলের ছাপ যেন নিয়ে আসে ওরা। লাশ সনাক্ত করতে গেলে সম্ভবত এছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের নেই।

ম্যাকরে, ক্রসবি আর রেমাসকে দ্রুতগামী গাড়ীতে ওয়াগা পাঠিয়ে দিলে প্রায়র। সিডনীর গোয়েন্দা-বাহিনী আর ওয়াগা পুলিশ-ফোর্স একযোগে অতিরিক্ত যত্ন নিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন নদী এবং আর দু-তীরের জমি। লাশটা পাওয়া গেছে যেখানে খুনটা যে সেখানে হয়নি, তা ঠিক। কোন জায়গায় তার প্রাণবায়ু বেরিয়েছে, তাও বলা সম্ভব ছিল না কারও পক্ষে। কেননা, উপড়েপড়া গাছটার ডালপালার ফাঁকে দেহটা কত হপ্তা যে আটকা পড়েছিল, তা স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন। কত হপ্তা আগে যে তাকে নিকেশ করা হয়েছিল এবং নদীর জলে লাশটা ফেলে দেওয়ার পর স্রোতের টানে যে কতখানি পথ তা পেরিয়ে এসেছে—তাই বা জানছে কে। আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাশ পরীক্ষা করতে গিয়ে ওরা আবিষ্কার করলে লোকটির ডান হাতটারই কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করার শেষ ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও অন্তর্হিত হলো তার নিখোঁজ ডান হাতের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু নদীর তীর বরাবর ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে তল্লাশী পর্ব চালাতে গিয়ে আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করলে একজন গোয়েন্দা। ছোট্ট একটা চাপটা বাদামী থলি।

থমকে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল গোয়েন্দা-প্রবর থলিটা তুলে নেওয়ার জন্যে। সূত্রের সন্ধান পাওয়ার আশায় আনন্দে আর তর সইছিল না তার। আর তারপরেই নিঃসীম বিভীষিকায় বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দুই চোখের তারা। জিনিসটা বাদামী থলি নয়। মানুষের চামড়ার এতটুকু একটা টুকরো। তখনও ডান হাতের বুড়ো আঙুলের বিবর্ণ নখটা লেগে ছিল চামড়ার সঙ্গে।

সন্তর্পণে মোড়কের মধ্যে করে এই নতুন আবিষ্কারকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো হেড কোয়ার্টারের আঙুলের ছাপ বিভাগে। জিনিসটা পরীক্ষা করার পর শল্য-চিকিৎসকদের আর কোন সন্দেহই রইল না। বিবর্ণ নখ সমেত চামড়ার টুকরোটা এক সময়ে একজন পুরুষ মানুষেরই ডান হাতের অংশ ছিল।

ওয়াগার পুলিশ-ডাক্তার রিপোর্ট দিলে নিহত ব্যক্তির কব্জি কৃমিকীট খেয়ে ফেলেছে।

নদীর স্রোতে ভেসে আসার সময়ে কোনো কাঠের গুঁড়িতে আটকে যায় লাশটা—হাতটা সম্ভবত বেরিয়েছিল জলের ওপরে। তখনই হাতের নরম মাংস নিয়ে মহাভোজ শুরু করে দেয় কৃমিকীটবাহিনী—পড়ে থাকে শুধু চামড়ার খোলসটা।

পরে যখন স্রোতের হ্যাঁচকা টানে লাশটা ভেসে যায় নদীর তীর থেকে, তখনই এই চর্ম-আবরণই ছিঁড়ে গিয়ে লেগে থাকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে। তীক্ষ্ম-চক্ষু গোয়েন্দা-প্রবর পরে যা উদ্ধার করে আসলে তাকে, 'মানুষ দস্তানা' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিলাম আমরা। ১৯৩৪ সাল শুরু হওয়ার অনতিকাল আগে পুলিশ ল্যাবরেটরীতে একজন পুলিশ সার্জন মৃত পুরুষের চামড়াটা নিয়ে জলে ভিজিয়ে নরম করে যে নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করেছিলেন, তাও আমি কোনো দিন ভুলব না।'

একজন গোয়েন্দাকে ডান হাতে সার্জিক্যাল দস্তানা পরবার নির্দেশ দিলেন ডাক্তার। তারপর চামড়াটা টানটান করে বিছিয়ে ধরতেই দস্তানা-পরা ডান হাতটা সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক।

প্রায় খাপে-খাপে লেগে গেল চামড়াটা। এর পর কালির প্যাডে আঙুল টিপে ধরে কাগজের ওপর ছাপ ছিলেন গোয়েন্দাটি। অর্থাৎ মানুষ দস্তানার ছাপ থেকেই নিহত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ উদ্ধার করা হলো।

কিন্তু খুনীকে পাকড়াও করতে হলে আরও অনেক কাঠখড় পোড়ানো দরকার। লাশটা পড়ে ছিল ওয়াগা জেলা হাসপাতালের মর্গে। ডান হাতের ছাপ উদ্ধার করার পর বাঁ হাতের চামড়াটাও লাশের দেহ থেকে ছাড়িয়ে আনা একান্ত দরকার। কিন্তু মুশকিল তো এই বাঁ হাত নিয়েই। পচে গলে দফারফা হয়ে এসেছিল চামড়াটা।

অত্যন্ত বীভৎস কাজের দায়িত্ব পড়লো ডাক্তারের ওপর। কিন্তু পেছপা হলেন না তিনি। সাদা গাউন, মুখোশ আর টুপি পরা তিনজন গোয়েন্দার সাহায্য নিয়ে শুরু করলেন অপারেশন। তারপর ছাড়ানো চামড়াটা সন্তর্পণে প্যাক করে হুঁশিয়ার বার্তাবাহকের হাতে পাঠানো হলো হেড কোয়ার্টারে। সেখানকার ডাক্তাররা আর একবার মানুষ দস্তানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিলেন বাঁ হাতের সবকটি আঙুলের ছাপ।

তারপর শুরু হলো অত্যন্ত বিরক্তিকর একঘেয়ে কিন্তু রীতিমত পদ্ধতি মাফিক এক তল্লাসী পর্ব। ফিংগার প্রিন্ট দপ্তরে আঙুলের ছাপ ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। এই রাশি রাশি ছাপের মধ্যে কোন্ ছাপটি যে আমাদের সংগৃহীত ছাপের অনুরূপ তারই সন্ধানে তন্ময় হয়ে গেলাম আমরা।

কাজটা সময়সাপেক্ষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল বিরামবিহীন ক্লান্তিহীন এই অনুসন্ধানে। তারপর সার্থক হলো আমাদের এত পরিশ্রম। মানুষ দস্তানার সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়া ছাপের হদিশ পেলাম ছাপ পঞ্জীর মধ্যে! এর পরেই সর্বত্র নিহত ব্যক্তির চেহারার একটা বর্ণনা ছড়িয়ে দিলেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর প্রায়র।

বর্ণনাটা এই রকম : চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়স, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি মাঝারি গড়ন, দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিস্কার গোল মুখ, ওজন প্রায় ১০ স্টোন ৭ পাউন্ড। ওপরের আর নীচের সারিতে দাঁত নেই কয়েকটা, পরনে কালো রঙের টিউনিক, ধূসর ফ্লানেল শার্ট, নীল রঙের পুরু ডুংগারি কাপড়ের ট্রাউজার, শক্ত চামড়ার খলুচার হাফ- বুট আট নম্বর সাইজ, মোজা নেই।"

লোকটার নাম পার্সি স্মিথ। কিন্তু নামটা কাগজে দিলাম না বিশেষ কারণে। আমাদের মতলব ছিল নাম ঘোষণা করে খুনীকে সচকিত না করে তুলে গোপনে তার গতিবিধি নজর রাখা। বছর চারেক আগে মাতলামো আর উঞ্ছবৃত্তির জন্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল স্মিথকে এবং এই লোকই যে সেই স্মিথ, সে সম্বন্ধে সন্দেহেব ছায়ামাত্র ছিল না আমাদের কারো মনে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য অল্পায়াসেই হদিশ পাওয়া গেল পার্সি স্মিথের। লোকটার কতকগুলো অসুবিধে ছিল। যেমন, যাচ্ছেতাই বকমের তোৎলামো। কাজেই চট করে লোক তাকে ভুলতে পারতো না। অচিরেই স্মিথ সম্বন্ধে আরও অনেক খবর সংগ্রহ করে ফেললাম আমরা। যাযাবরের মত দেশময় ও চক্কর পাক দিত নিজের ওয়াগনেট হাঁকিয়ে। এটা কিন্তু দেশভ্রমণের বাতিক নয়। জীবিকার তাগিদে এ শহর থেকে সে শহরে ঘুরত টুকিটাকি কাজ পাওয়ার আশায়। মন্দার বছরগুলিতে অন্যান্য অনেক বেকারের মত বাধ্য হয়ে এইরকম ভ্রাম্যমাণ কর্মজীবন নিতে হয়েছিল তাকে। যেখানেই কাজ পেত, সেইখানেই আস্তানা গেড়ে বসে যেত স্মিথ। কিন্তু দিন কয়েকের বেশী কোনো কাজই টিকত না। কাজ শেষ হলেই তল্পিতল্পা নিয়ে ওয়াগনেট হাঁকিয়ে যাত্রা করতো অন্য কোনো অঞ্চলে।

দীর্ঘকাল ধরে খোঁজ-খবর নেওয়ার পর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্মিথের গতিবিধির পূর্ণ বিবরণ পেলাম। ১৮ই ডিসেম্বর মোরে নামে এক বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল। সেই দিনই তার ওয়াগনেট যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল তার কয়েক মাইল দূরেই পরে পাওয়া গিয়েছিল তার মৃতদেহ।

সাক্ষীরা ১৯শে ডিসেম্বরেও স্মিথকে দেখতে পেয়েছিল তার ওয়াগ নেটে। কিন্তু পরের রাত্রে মোরে একলাই ফিরে এল যাযাবর কর্মীদের ক্যাম্পে। তার তাঁবুর গায়ে অনেকেই রক্তের দাগ লেগে থাকতে দেখেছিল। মোরে কিন্তু নির্বিকার ভাবে একটা ঘোড়া আর কয়েকটা ব্যক্তিগত জিনিস বিক্রী করে দিলে সঙ্গীসাথীদের মধ্যে। পরে দেখা গিয়েছিল প্রতিটি জিনিসেরই প্রকৃত মালিকানা স্বত্ব ছিল স্মিথেরই।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে মোরেকে খুঁজে পেতে আনার হুলিয়া বেরিয়ে গেল তখুনি। আবার প্রসন্ন হলেন আমাদের ভাগ্যদেবী। দেখা গেল, আদতে লোকটা পুলিশের হেপাজতে রয়েছে। বড়দিনে ছোটোখাটো অপরাধের অভিযোগে অল্প

কয়েক দিন হলো পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল তাকে। হপ্তা-দুয়েকব্যাপী হাজত-বাস করে এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছিল সে। ইতিমধ্যে আরও একটা খবর পেলাম আমরা। জেমস এণ্ডেজ নামে এক গ্যারেজের মালিক ওয়াগার কাছেই থাকতেন। ১৬ই ডিসেম্বর তিনিও দেখেছিলেন মোরেকে এবং তার চার দিন পরেও আবার শ্রীমানের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয় তাঁর। দ্বিতীয় দর্শন ঘটে তাঁর গ্যারেজেই। একটা ওয়াগনেট হাঁকিয়ে এসেছিল মোরে। টুকটাক কয়েকটা মেরামতি কাজের জন্যে কিছু নগদ টাকাও ধরে দিয়েছিল সে।

হাজতের মধ্যে মোরেকে প্রশ্ন করা হলে অম্লান বদনে সে বললে ওয়াগনেটটা তার কাছে বিক্রী করেছে ও ডাউড নামে এক ভদ্রলোক। ওয়াগার কাছেই তাঁর নিবাস। কিন্তু বহু লোকের এজাহারের সঙ্গে এতটুকু সাদৃশ্য ছিল না তার এই জবাববন্দির। কাজেকাজেই স্মিথকে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো।

বিচার শুরু হয় ১৯৩৪ সালের ৮ই মে। তিলধারণের স্থান ছিল না ওয়াগার ছোট্ট আদালত-ভবনে। কেসটার প্রচার তো কম হয়নি। কাজেই বহু মহিলাও সেদিন ভিড় করেছিলেন পাবলিক গ্যালারীতে। নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল মোরে। অশান্ত মনোভাবের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তার অসুস্থ-চঞ্চল হাবভাব। প্রতিবাদীর বিশেষ সুবিধার সুযোগ নিয়ে সে চ্যালেঞ্জ করে বসলো বারোজন জুরীকে।

জুরীকে দিয়ে চরম শপথ নেওয়ার আগে হামেশাই আদালত-কক্ষের গোলমাল থামানোর জন্যে হাতুড়ি পিটতে হয় ধর্মাবতারকে। কিন্তু সেদিন টু শব্দটি শোনা গেল না ঘরের মধ্যে। একের পর এক সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বললে, তা একটু একটু করে জুড়ে গড়ে উঠল অবস্থাঘটিত প্রমাণ বা পরোক্ষ প্রমাণের এক সুদৃঢ় যুক্তি শৃংখল। প্রথম সাক্ষী দিলে ক্যাম্পবাসীদেরই একজন। মোরেকে রক্তমাখা তাঁবু নামাতে দেখেছিল সে। রক্তের দাগের হেতুও জিজ্ঞেস করেছিল সে। উত্তরে ধমকে উঠেছিল মোরে। মুখ বন্ধ করে নিজের চরকায় তেল দেওয়ার মূল্যবান উপদেশ শুনিয়েছিল দাঁত কিড়মিড় করে।

গ্যারেজের মালিক আরও একটা নতুন সংবাদ পরিবেশন করলেন। ওয়াগনেটের ক্যানভাসের মধ্যে গাঁথা একটা ছুরি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। রক্তরঞ্জিত ছিল ছুরিটার হাতল। আরও প্রমাণ পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোকের কাছে একটা সোনার ঘড়ি বিক্রী করেছিল মোরে। 'এস' অক্ষরটি খোদাই করাছিল ঘড়ির গায়ে। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মাঝারি আকারের একটা জ্যাকেটও কিনেছিলেন ভদ্রলোক ওর কাছে থেকে। 'এস' চিহ্নিত ঘড়ি এবং বিশেষ মাপের জ্যাকেট দুটোই সূচনা করছে সেই একই সন্দেহের।

সাক্ষীদের মধ্যে সবচেয়ে অংশ নিলেন যিনি তাঁর নাম জোন্স। পুলিশের কাছে তিনি বিবৃত দিয়েছিলেন যে মোরে আর স্মিথের মধ্যে দারুণ কথা কাটাকাটির সময়ে তিনিও হাজির ছিলেন। রেগে আগুন মোরে শেষকালে স্মিথকে খতম্ করে দেওয়ার হুমকি দেখায়। আদালত থেকে যখন ডাক পড়লো এই সাক্ষীর, তখন কিন্তু তাঁর আর পাত্তা পাওয়া গেল না। কাজেই সেদিনের মত মুলতুবী রাখা হলো বিচার পর্ব। পরের দিন সকালে আদালত শুরু হতেই বিচারপতি জিজ্ঞেস করলেন এজাহার দেওয়ার জন্যে সাক্ষী প্রস্তুত আছেন কিনা। কিন্তু সাক্ষীর বদলে কাঠগড়ায় উঠে এলেন এক পুলিশ অফিসার। বললেন—'সাক্ষী মৃত। মাথার পেছনে বুলেট বিদ্ধ অবস্থায় তার লাশ আবিষ্কার করেছি আমরা।'

তদন্তে প্রকাশ পেল যে নিহত ব্যাক্তির স্ত্রীর সংগে মোরের অবৈধ বন্ধুত্ব ছিল। স্বামী হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করা হলো ভদ্রমহিলাকে। কিন্তু পরে তাকে খালাস দেওয়া হয়। খুনটা নাকি ইচ্ছাকৃত নয়। নেহাতই দুর্ঘটনা।

এজন্যে কিন্তু মোরের বিচার-পর্বে কোনো ছেদ দেওয়া হয় নি। আঙুলের ছাপের বিশেষজ্ঞ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে 'মানুষ দস্তানা' মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর কাহিনী বর্ণনা করলেন, তখন জুরীর ও একাগ্র মনে শুনলেন সেই বীভৎস কিন্তু কৌতুহলোদ্দীপক উপাখ্যান। মোরে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অভিযোগই অস্বীকার করলেন। ক্রাউন প্রসিকিউটরও প্রতিবাদী পক্ষের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন যে মোরের বিরুদ্ধে কেসটি যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো অবস্থাঘটিত পরোক্ষ প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবুও এসব প্রমাণ এত বেশী এবং এমনই জোরালো যে একবাক্যে মোরেকেই হত্যাকারী স্বীকার না কবে উপায় নেই।

জুরীদের মতেও দোষী সাব্যস্ত হলো মোরে। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার সময়ে এক হাত নিজের ঘাড়ে রেখে আর এক হাতের শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলো সে নেকটাইয়ের গিঁটটা। পরে মৃত্যুদণ্ড লাঘব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় তাকে। ১৯৫৩ সালের পয়লা ডিসেম্বর যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মোরেকে মুক্তি দেওয়া হয় কারাগারের অন্ধকার থেকে। বিশ বছর শ্রীঘর বাস করে—বন্ধু-হত্যার চরম প্রায়শ্চিত্ত করে গেল সে রাজরোগকে আশ্রয় করে।

* * *

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

ওয়ালটার হেনরী চাইল্ডস :—লেখকের নাম চাইল্ডস হলেও লেখার মধ্যে শিশুসুলভ চাপল্য যেমন নাই তেমন সুকুমার মতি শিশুদের জন্য তিনি কলম ধরেননি। তাঁর লেখায় যে গোয়েন্দা অন্বেষণ তা নিঃসন্দেহে আমাদের পরিণতবুদ্ধি বয়স্ক মানুষকেও ভাবায়, ভাবিত করে। লেখকের গোয়েন্দা গল্পে অস্ট্রেলিয়ার বিপুল ও বিস্তৃত প্রান্তর ঘেরা বিচ্ছিন্ন জন গোষ্ঠির মানুষের জীবনে লোভ, ঘৃণা, জিঘাংশা ও সর্বোপরি মৃত্যু ও হত্যা ইত্যাদি রহস্যের উন্মোচন লেখককে সাফল্য দান করেছে।





সব নষ্টের গোড়া

গ্রাহাম গ্রীন

এই কাহিনীটা আমি শুনেছিলাম আমার বাবার কাছ থেকে তিনি আবার শুনেছিলেন তাঁর বাবা—অর্থাৎ আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে। এই কাহিনীর যাঁরা চরিত্র, আমার ঠাকুরদা ছিলেন তাঁদেরই একজনের ভাই। তা না হলে এই কাহিনীটা আমি বোধহয় বিশ্বাস-ই করতাম না। তাছাড়া, আমার বাবা ছিলেন অতি গোঁড়া নীতিবাগীশ আর সত্যবাদী; তাই ঠাকুরদাকেও মিথ্যেবাদী বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

এই কাহিনীর ঘটনাগুলো ঘটেছিল 'ব—শহরে ১৮৯—সালে। আমার বাবা ছিলেন জার্মান। ১৮—সনে উনি নিজের মহল্লা ছেড়ে বেরিয়ে এসে ইংলণ্ডে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট', এবং নিজের ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতায় সে একেবারে পাহাড়ের মত অনড়। এমনকি, মায়ের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল যেন আমাদের কোনরকম রূপকথার গল্প না বলা হয়। পাক্কা তিন মাইল হেঁটে তিনি বড় গির্জায় যেতেন। উনি প্রায়ই গর্ব করে বলতেন—"আমাদের কোন কিছুই লুকোবার নেই। যখন ঘুম পায় তখন আমি

ঘুমাতেই যাই,—পাছে লোকে আমাকে দুর্বল ভাবে, সে জন্য অন্যের কাছে ঘুম পাওয়াটাকে অস্বীকার করি না। পিতৃদেব আরো বলতেন, "মানুষের প্রথম ও আদি পাপ হল কোন কিছু গোপন করা।" গোপনীয়তা থাকলে তার পেছনে পাপ উঁকি মারবেই। আমি যেখানকার মানুষ সেখানে কোন গোপন সংগঠন করাটাই সরকার থেকে বেআইনী করে দিয়েছে। সরকার এটা ঠিকই করেছে। এইসব সংগঠন খুব নির্দোষভাবে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে একটা চরম মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে যায়, যেমনটি ঘটেছিল "সিমিডিট্"-এর সেই গোপন ক্লাবের বেলায়।"

আমার বাবা জার্মানীর যেই শহরে মানুষ, সেই শহরে 'সিমিডিট' নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। সিমিডিট মশাই ছিলেন বেশ দশাশই চেহারার লোক, এবং প্রচণ্ড মদ্যপ। এবং এই মদ খাওয়ার ব্যাপারটা উনি বাড়িতে বসে করতেই ভালবাসতেন। এতে ওঁর স্ত্রী পড়ে যেতেন খুব অসুবিধার মধ্যে। সিমিডিট গিন্নীর অবশ্য কর্তার মদ খাওয়াতে কোন আপত্তিই-ই ছিল না, এবং স্ত্রীর যা কর্তব্য তিনি খুবই ভালভাবেই পালন করতেন। তবে ওর এই বয়সে এখন উনি চাইতেন, চুপচাপ অন্য কোন সমবয়সী বান্ধবীর সঙ্গে বসে উল বুনতে বুনতে নানারকম গল্পগুজব করতে। কিন্তু সিমিডিট-এর মত লোক যদি মদের গেলাস ভর্তি করার জন্য অনবরত ঘরময় দাপিয়ে বেড়ায়, তাহলে কি আর নিশ্চিন্ত মনে বসা যায়? পুরুষ মানুষ আর মেয়েমানুষের সব সময়েই আলাদা একটা পরিবেশ থাকে; একমাত্র বিছানায় চাদরের নীচেই এই দুই আলাদা পরিবেশ মিলেমিশে এক হয়ে যায়। সিমিডিট স্বামীকে অনেকবার বলেছেন বাড়িতে বসে না থেকে কোন সরাইখানায় গিয়ে মদ খেতে। তাতে সিমিডিট-এর মন্তব্য, "কেন বিনা কারণে এত বেশি পয়সা খরচ করব?" অন্যান্য পুরুষের সাহচর্যটা যে মাঝে মাঝে দরকার-এ কথার উত্তরে সিমিডিট-এর মত হল, ভাল এক গেলাস মদের স্বাদ উপভোগ করার সময় মোটেই এরকম কোন সাহচর্যর দরকার হয় না। অগত্যা সিমিডিট গিন্নী শেষ পর্যন্ত মুলার গিন্নীর শরণাপন্ন হলেন। তাঁরও এই একই সমস্যা। কিন্তু মুলার গিন্নী অনেক বেশি কারিৎকর্মা। তিনি আরো চারজন সমব্যথী মহিলাকে জোগাড় করে একটা মহিলা সংগঠনই তৈরি করে ফেললেন। সপ্তাহে একদিন করে তাঁরা কফির আসর বসিয়ে গল্পগুজব করতেন। এঁদের মোট নাতি নাতনির সংখ্যা ছিল দু-ডজনেরও বেশি সুতরাং গল্প করার মত বিষয়বস্তু সব সময়েই এঁদের ভাণ্ডারে মজুত থাকত। এক নাতির জ্বর ছাড়তে না ছাড়তেই অন্য এক নাতনির হাম শুরু হয়ে যেত, এবং তাদের ঠিকঠাক চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে চলত তুমুল তর্কাতর্কি। অবশ্য, স্বামীদের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডার সময় এঁদের মধ্যে যে উত্তাপ দেখা যেত, এই সব আসরে তা একেবারেই

অনুপস্থিত থাকত। গিন্নীরা যখন এইসব কফির আসর নিয়ে ব্যস্ত, তখন তাঁদের কর্তারাও চুপ করে বসে ছিলেন না। একলা বসে মদ খেলে পান করার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়, তখন যেন সেটা অবসর কাটানো না হয়ে একটা কাজ করার বাধ্যবাধকতা হয়ে ওঠে। মুলার গিন্নী একবার তাঁর স্বামীকে প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে, বাড়িতে যখন কর্তা একলা থাকবেন, তখন তাঁর বন্ধুরা তাঁদের নিজেদের পানীয় সঙ্গে করে নিয়ে এসে মুলারের সঙ্গে বসে খেতে পারেন তাতে তো আর তাঁর পয়সা খরচ হচ্ছে না। কথাবার্তা বলা নয়, সাহচর্যটাই এখানে বড় কথা। কিন্তু এই প্রস্তাবটা কার্যকরী করতে গিয়েই ঘটল সর্বনাশ। মুলার গিন্নী মিসেস পাকলার বলে আর এক মহিলাকেও তাঁদের মধ্যে ডেকে বসলেন। এই ভদ্রমহিলার স্বামী অর্থাৎ হের পাকলার ছিলেন এমন এক অতিমাত্রায় কৌতূহলী। নাছোড়বান্দা লোক যাঁর ধারেকাছে কেউ কখনো ঘেঁসতে চাইতনা। উনি কোন 'বারে' ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা খালি হয়ে যেত। হের পাকলারের মাথায় ছিল এক প্রকাণ্ড টাক, ঘসা কাঁচের মত দুটি ট্যারা চোখ। কোন লোকেধ সঙ্গে কথা বলার সময় উনি সারাক্ষণ এমন অপলক দৃষ্টিতে শ্রোতার কপালের দিকে তাকিয়ে থাকতেন যে মনে হত, লোকটার কপালটা বোধহয় ফুটোই হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফ্রাউ পাকলার ছিলেন অত্যন্ত ভাল এবং সবাই তাঁকে খুব পছন্দ করত। ওঁর স্বামীকে সবাই এড়িয়ে চলতে চায়, সেটা কেউই তাকে বুঝতে দিতে চাইতেন না। তাই, বেশ কিছুদিন পুরুষদের দল ফ্রাউ মুলারের প্রস্তাবে কান দিলেন না—তাঁদের মতে, হের পাকলারের সাহচর্য পাওয়ার চাইতে নিঃসঙ্গ থাকাও ঢের ভাল। কিন্তু এর ফলে ওঁদের মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। গিন্নীরা বাড়ি ফিরে প্রায়ই দেখতেন যে কর্তারা একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্য ঘুমিয়েই পড়েছেন।

শেষ পর্যন্ত হের মিসিডিটই এর একটা প্রতিকার করতে এগিয়ে এলেন। একদিন তিনি চার লিটারের একটা পেল্লায় মদের পাত্র নিয়ে হের মুলারের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। গিন্নীরা সেদিন কেউ বাড়িতে ছিলেন না। দু-লিটার মদ পেটে চলে যাওয়ার পর সিমিডিট মুখ খুললেন। তাঁর মতে, এইভাবে একলা মদ খাওয়ার মানে হচ্ছে মরণের পথে এগিয়ে যাওয়া। উনি বললেন, ওঁর ঘুমের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে এবং তার ফলে উনি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। এসবের মানে হল, কবর তাঁদের ডাকছে। হের মুলার কিন্তু সব শুনে মন্তব্য করলেন "আর পাক্লার? সে তো কবরের চাইতেও বেশি মারাত্মক।"

"আমরা গোপনে আসর বসাব। ব্রাউনের বাড়িতে মদ খাবার জন্য মাটির নীচে একটা খাসা ভাঁড়ার ঘর আছে।" জবাব দিলেন সিমিডিট। "আর"

আমার বাবা এরপর বলে উঠলেন "এই যে একটা গোপন ব্যাপারের সূত্রপাত হল, এটাই হল দুনিয়াতে যত রকম পাপ আছে, তার প্রকৃত উৎস।"

প্রথম প্রথম কিছুদিন অবশ্য সবকিছুই বেশ ভালভাবে চলছিল। মুলার ও সিমিডটের দল হের পাকলারের অনুপস্থিতিতে বেশ আরামেই একসঙ্গে বসে আসর জমাচ্ছিলেন। মহিলারাও বেশ আনন্দেই দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন। ফ্রাউ প্যাকলার-ও যখনই বাড়ি ফিরে আসতেন, তখনই স্বামীকে বাড়িতেই পেতেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ছিল অন্য। গিন্নী যখন বাড়ি থাকতেন না, তখন হের পাকলার হন্যে হযে সবাইকে খুঁজে বেড়াতেন। প্রতিদিনই রাত্রে। পাকলার মশাই একটা না একটা বাড়িতে ওদের খোঁজ করতে যেতেন, এবং বন্ধ দরজা ও অন্ধকার জানলা দেখে ফিরে আসতেন। একদিন তো মুলাররা যখন ব্রাউনের ভাঁড়ার ঘরে বসে আড্ডা মারছেন, তখন ওঁরা শুনতে পেলেন যে হের পাকলার ওঁদের মাথার ওপরেই দাঁড়িয়ে প্রাণপণে কড়া নাড়ছেন। স্থানীয় 'গ্যামথপ' পানশালাতেও উনি ওদেরকে আচমকা ধরে ফেলার জন্য প্রায়ই ঢু মারতে শুরু করলেন। যে সব মাতালরা দেরি করে বাড়ি ফিরত পাকলারের হাত থেকে তাদেরও রেহাই ছিল না। তাদের একজনকে হঠাৎ পাকড়াও করে পাকলার জিজ্ঞেস করত আপনার সঙ্গে আজ হের মুলারের দেখা হয়েছে কি? কিংবা আচ্ছা, হের সিমিডট কি বাড়িতে আছেন? শহরের চতুর্দিকে পাকলার হন্যে হয়ে ওদের খুঁজে বেড়াত। যতদিন ওর স্ত্রী বাড়িতে থাকত, ততদিন পাকলারের কোন সমস্যা ছিলনা। নিজের ঘরে বসেই আরামে মদ খেত, আর গেলাস খালি হলে গিন্নীকে ভাঁড়ারে পাঠাত নতুন পানীয় নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু এখন গিন্নী অন্য বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা মারতে বেরোনর ফলে পাকলার বাড়িতে একলা পড়ে যাচ্ছিল এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় মদ খেতে ওর একেবারেই ভাল লাগছিল না। ও বুঝে উঠতে পারছিল না, সিমিডিট, মুলার এরা সব যায় কোথায়? ওদের সঙ্গে যে আরো চারজন বন্ধু আছে, তাদের ব্যাপারটাই বা কি? মুশকিলটা হল এই যে, পাকলারের গিন্নী ছিল কর্তার একেবারে বিপরীত কোনরকম কৌতুহলই ওর মধ্যে ছিল না। মুলার গিন্নী আর সিমিডিট গিন্নীরও মুখ ছিল একেবারে কুলুপ আঁটা—কোনরকম খবরই সেখান থেকে বেরোতনা।

অগত্যা পাকলার শেষ পর্যন্ত পুলিশের শরণাপন্ন হল। ও গিয়ে দেখা করল সোজা সুপারিনডেনটের সঙ্গে। ওর ট্যারা চোখের চকচকে চাউনি একেবারে তুরপুনের মত সুপারিডেনটের কপাল যেন ফুঁড়ে দিতে লাগল। চাউনি এক জায়গায় স্থির রেখে পাকলার কথার একেবারে ঝড় বইয়ে দিল—ওর বক্তব্য, শহরে কোন গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন তৈরি হয়েছে। দেশের নানা জায়গাতেই নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবীরা মাথা চাড়া দিচ্ছে—এই তো 'গ্লস'-এ তারা হামলা চালিয়েছে, গ্র্যান্ড

ডিউকের জীবন নাশের চেষ্টার গুজব শোনা যাচ্ছে। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব পাকলারের ট্যারা চোখের একটানা চাউনির সামনে খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত উনি মন্তব্য করলেন—"হ্যাঁ, সময় খুব খারাপ পড়েছে।"

পাকলার এবার ওঁকেই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল—"গুপ্ত সংগঠন সম্বন্ধে যে আইন আছে তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন?"

"নিশ্চয়ই জানি।"

"অথচ পুলিশের নাকের ডগাতেই আমাদের এখানে এরকম একটা গুপ্ত সংগঠন গড়ে উঠেছে।"

"আপনি যদি ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বলেন তো খুব ভাল হয়"—নিরুপায় সুপারিনটেনডেন্ট বলে উঠলেন।

এবার পাকলার ওঁকে সব কটা নাম গড়গড় করে বলে গেল—প্রথম নামটা অবশ্যই সিমিডিট-এর। "এরা গোপনে মিটিং করে, কেউ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থাকে না।"

"এঁদের কাউকেই কিন্তু গুপ্ত ষড়যন্ত্র কবার মত লোক বলে সন্দেহ করা যায় না।"

"সেইজন্যই তো এরা আরো বেশি বিপজ্জনক।"

"হয়তো এরা নিছক বন্ধু।"

"তাহলে এরা গোপন সভা করে কেন?"

"ঠিক আছে, আমি কেসটা তদন্ত করে দেখার জন্য একজন পুলিশ দিচ্ছি"—বেশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুপারিনটেনডেন্ট মশাই অগত্যা রাজী হয়ে গেলেন। ফলে এখন প্রতি রাতে ঐ ছ'জনকে খুঁজে বার করবার জন্য দুজন লোক ঘুরে বেড়াতে লাগল। যে পুলিশটি তদন্তের ভার পেয়েছিল, সে ছিল নেহাৎ সাদাসিধে। সে সোজাসুজি প্রশ্ন করে তার তদন্তের কাজ শুরু করল। কিন্তু ওকে অনেকেই পাকলারের সঙ্গে মিশতে দেখেছিল। অতএব ঐ ছয় বন্ধু চট্ করে বুঝে গেল যে পুলিশটা পাকলারের হয়েই তাদের গোপন আস্তানা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। তাই এবার ওরা আরো সাবধান হয়ে গেল। হের ব্রাউনের ভাঁড়ারে ওরা প্রচুর পরিমাণে মদের বোতল জমা করল, আর ব্রাউনের বাড়ি ঢুকবার সময় চূড়ান্ত গোপনীয়তা মেনে চলতে লাগল। এমনকি, পাকলার আর তার পুলিশ সহকারীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মদ না খেয়ে পালা করে প্রতিদিন ওদের মধ্যে একজন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। আর, এসব কথা ওঁরা নিজেদের গিন্নীদেরও বলতে পারতেন না—পাছে ওঁদের কাছ থেকে পাকলার গিন্নী ব্যাপারটা জানতে পারে, সেই ভয়ে। তাই ওঁরা ভান করতেন যেন এখন আবার ওঁরা যে যার নিজেদের বাড়িতে বসেই মদ খাচ্ছেন।

এর ফলে গিন্নীর [illegible] নিজেরা বাড়ি যেতে না পারলে ওঁদের ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হত। "[illegible] এই জায়গায় পেঁছে আমার বাবা মন্তব্য করতেন—"আর এইভাবেই পাপের প্রবেশ ঘটল।"

এমনি এক রাতে হের সিমিডিট-এর পালা পড়েছিল। উনি পাকলারকে নিয়ে অনেক রাস্তা গিয়ে একেবারে শহরের শেষপ্রান্তে গিয়ে পড়লেন। ততক্ষণে খুব তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাই, একটা বাড়ির জানলায় লাল উজ্জ্বল আলো জ্বলতে দেখে, আর বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে উনি বাড়িটাকে একটা সরাইখানা ভেবে সেখানে ঢুকে পড়লেন। ঢুকতেই এক মোটাসোটা ভদ্রমহিলা খুব খাতির করে ওঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন—সেখানে একটা সোফার ওপর বসা তিনজন তরুণী, অতি স্বল্পবসনা রূপোপজীবিনী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। হের সিমিডিট পাকলারের কথা ভেবে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েও আসতে পারলেন না। ইতিমধ্যে সেই মহিলাটি একটা স্যাম্পেনের বোতল ও কয়েকটা গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অতএব এই স্যাম্পেনের খাতিরেই ওঁকে বেশ খানিকটা সময় ওখানে কাটাতে হল। "আর এভাবেই" আমার বাবা বললেন—"এই গোপনীয়তার জন্যই পাপ তার দ্বিতীয় ধাপে পেঁছে গেল। চরিত্র দোষও শুরু হল এবার।"

বেশ খানিকক্ষণ পর হের সিমিডিট যখন যাবার জন্য তৈরি হলেন, তখন জানলা দিয়ে উঁকি মেরে উনি দেখতে পেলেন যে পাকলার নয়, তার সহকারী সেই পুলিশটি সামনের ফুটপাথে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে—নিশ্চয়ই পাকলার তাকে এইখানে পাহারায় রেখে নিজে অন্যদের খুঁজতে বেরিয়েছে। এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে—গিন্নীরা শিগগীরই শেষ কফির কাপে চুমুক দিয়ে, নাতিনাতনীদের সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করে, বাড়ি ফিরে আসবেন। অগত্যা হের সিমিডিট সেই মোটা-সোটা মহিলাটির শরণাপন্ন হলেন—ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির পেছনে কোন খিড়কি দরজা দিয়ে বেরোবার রাস্তা আছে কিনা। খিড়কির দরজা অবশ্য ছিলনা, কিন্তু ঐ মহিলা অন্য একটা উপায় বার করলেন। উনি সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রকাণ্ড ঘেরওয়ালা চাষী মেয়েদের স্কার্ট, একজোড়া সাদা মোজা, একটা খুব বড় মাপের ব্লাউজ আর একটা গোল টুপি এনে সেই পোশাকে হের সিমিডিটকে সাজিয়ে দিলেন। বাড়ির মেয়েগুলো এমনতর মজার ঘটনা বহুদিন দেখেনি, তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে হের সিমিডিটকে রুজ, লিপষ্টিক মাখিয়ে ভুরু আর চোখ এঁকে দিল। এই পোশাকে আর সাজসজ্জায় সিমিডিট মশাই যখন বেরিয়ে এলেন, তখন পুলিশটি এত হতবাক হয়ে গেল যে বেশ খানিকক্ষণ সে স্থাণুবৎ নিজের জায়গায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই ফাঁকে হের সিমিডিট তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়লেন। আর তারপর প্রায় দৌড়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। সৌভাগ্য-

ক্রমে ওঁর গিন্নী তখনও ফেরেননি ; সিমিডিট মশাই তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে, পোশাক পালটে ভদ্রস্থ হয়ে বসলেন।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলে ভালই হত, কিন্তু তা হল না। পুলিশটিকে উনি ধোঁকা দিতে পারেননি। পুলিশটি এবার সুপারিনটেনডেণ্টকে রিপোর্ট দিল যে, ঐ গুপ্ত সংগঠনের সদস্যরা মেয়েদের পোশাক পরে দেহোপজীবীনিদের বাড়ি যাতায়াত করেন। সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কিন্তু, ঐসব জায়গায় যাওয়ার জন্য মেয়েদের পোশাক পরার কি দরকার?" পাকলার উত্তর দিল—"এসব ধরনের সংগঠনের নানারকম তুক্‌তাকের প্রক্রিয়া থাকে। এই সব নৈরাজ্যবাদীরা সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিতে চায়, এমনকি মানুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যেকার সঠিক সম্পর্কটাও।'

"আপনি যদি ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বলেন" —সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব বলে উঠলেন। উনি এই মন্তব্যটা করতে খুব ভালবাসতেন, আর প্রায়ই এই কথাগুলো ব্যবহার করতেন। কিন্তু পাকলার ওঁকে খোলসা করে কিছুই বলল না।

এই ঘটনার পর থেকে পাকলারের একগুঁয়েমি প্রায় বিকৃত মনোবৃত্তির পর্যায়ে চলে গেল। রাত্রিবেলায় রাস্তা দিয়ে কোন দশাসই চেহারার মহিলাকে যেতে দেখলেই ওর সন্দেহ হত যে বোধহয় কোন পুরুষই ছদ্মবেশে চলেছে। একবার তো পাকলার ফ্রাউ হ্যাকেনফার্থ নামে এক ভদ্রমহিলার মাথার পরচুলাটাই টান মেরে খুলে ফেলেছিল—ভদ্রমহিলার স্বামী পর্যন্ত জানতেন না যে, তাঁর স্ত্রী পরচুলা ব্যবহার করে। শেষ পর্যন্ত পাকলার নিজেই মেয়েদের পোশাক পরে রাস্তায় ঘুরতে শুরু করে দিল—ওর বিশ্বাস হয়েছিল যে, একজন নারীবেশধারী পুরুষ নিশ্চয়ই অপর একজনকে চিনতে পারবে এবং শিগগীরই ঐ ছ-জনের গোপন চক্রে তারও জায়গা হবে। পাকলার লোকটা ছিল ছোট, বেঁটেখাটো। তাই মেয়েদের পোশাকে ওকে সিমিডিট-এর চাইতে অনেক বেশি মানিয়েছিল। খালি তার ট্যারা চোখের চাউনিই দিনের বেলায় পরিচিত জনের কাছে লুকিয়ে ফেলার কোন উপায় ছিল না।

দু'সপ্তাহ ধরে ঐ ছজন লোক মনের আনন্দে ব্রাউন-এর ভাঁড়ার ঘরে বসে মোচ্ছব চালিয়ে গেলেন। পুলিশটিও ক্লান্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করা থামিয়ে দিয়েছিল। সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবও আশা করতে শুরু করলেন যে, সব কিছু বোধহয় এতদিনে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। এমন সময় একটা অত্যন্ত ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, যার পরিণতি হল খুবই শোকাবহ। মুলার ও সিমিডিট-এর গিন্নীরা আগে স্বামীদের মাংসের বড়া ভেজে খাওয়াতেন। এই দুজনের হঠাৎ সেই কথা মনে পড়ে গেল এবং বাকী চারজনও এঁদের কাছে সেই সুস্বাদু খাবারের গল্প শুনে খুব আগ্রহী হয়ে

উঠলেন। শেষ পর্যন্ত হের ব্রাউন প্রস্তাব দিলেন, কোন মহিলাকে তাঁদের রান্না করে দেওয়ার জন্য রাখা হোক্—এতে প্রত্যেকের পকেট থেকেই অল্প কিছু পয়সা খরচ করতে হবে। সেই মহিলার কাজ হবে, যতক্ষণ এই মদের আসর চলবে, ততক্ষণ সে আধঘণ্টা বাদে বাদে গরম, টাট্‌কা ভাজা মাংসের বড়া এদের সামনে রেখে যাবে। ব্রাউন এই কাজের জন্য খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়ে দিল। বিজ্ঞাপনটা পড়ে পাকলারও ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য ওর স্ত্রীর সবচাইতে ভাল কালো পোশাকটা প'রে একদিন চাকরিটার উমেদার হয়ে দেখা করতে এল। ব্রাউনই ছিল ওদের আসরের একমাত্র লোক, যে কখনো পাকলারকে চাক্ষুষ দেখেনি। তাই সে অন্য কিছু সন্দেহ না করে নারীবেশী পাকলারকেই কাজে বহাল করল। পাকলার একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে যা সে এতদিন পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তার একেবারে আসল জায়গায় ঢুকে পড়ল এবং এদের সব কথা চুপি চুপি শুনতে শুনতে বড়া ভাজতে লাগল। মুশকিল হল একটাই,—সে আদৌ রান্না করতে জানতনা। এর ফলে ঐ ছ-জনের কথাবার্তা শুনতে গিয়ে মাংসের বড়াগুলো প্রায়ই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল। দ্বিতীয় দিনই ব্রাউন ছদ্মবেশী পাকলারকে জানিয়ে দিল যে, বড়া ঠিকমত ভাজা না হলে অন্য রাঁধুনি রাখা হবে। এতে অবশ্য পাকলার মোটেই ঘাবড়াল না, কারণ সুপারিনটেনডেণ্টকে জানানোর মত বহু তথ্য ওর হাতে ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিল। বিশেষতঃ সে যে একলাই সব কিছু করেছে, ঐ পুলিশটা যে কিছুই করতে পারেনি, এতে ওর আরো বেশি আনন্দ হচ্ছিল।

পাকলার ঐ ছ'জনের যে সব কথাবার্তা শুনেছিল, তা একেবারে হুবহু লিখে নিয়েছিল। ওর রিপোর্টটা হল এই রকমের।

"২৭ নম্বর—স্ট্রীটে হের ব্রাউনের ভাঁড়ার ঘরে অনুষ্ঠিত গোপন আলোচনাচক্রের তদন্ত রিপোর্ট। তদন্তকারী যা শুনেছিলেন তা নীচে লেখা হল।"

মুলার: 'যদি আরো মাসখানেক বৃষ্টি না হয়, তাহলে এবার গত বছরের চাইতে বেশি মদ বাজারে আসবে।'

অজানা কণ্ঠস্বর: 'হুঃ।'

সিমিডিট: 'শুনলাম আমাদের পিওনটা নাকি গত সপ্তাহে সিঁড়িতে পিছলে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছে।'

ব্রাউন: 'হঠাৎ একটা পুরোন মদের কথা মনে পড়ে গেল!'

ডোবেল: 'এবার কিছু মাংসের বড়া খাওয়া যাক!'

অজানা কণ্ঠস্বর: 'হুঃ!'

মুলার: 'ঐ রাঁধুনিটাকে ডাকো।'

এরপর তদন্তকারীকে ডেকে পাঠান হল এবং সে এক প্লেট মাংসের ভাজা বড়া রেখে গেল।

ব্রাউন : 'সাবধান ! বড়াগুলো খুব গরম !'

সিমিডিট : 'এঃ, এই বড়াটা একেবারে পোড়া কাঠ হয়ে গিয়েছে !'

ডোবেল : 'নাঃ, বড়াগুলো একেবারে খাবার অযোগ্য হয়েছে।'

কাস্‌ট্‌নার : 'আরো বেশি কিছু খারাপ হওয়ার আগে মেয়েছেলেটাকে তাড়াও।'

ব্রাউন : 'ওকে এই সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত পয়সা দেওয়া আছে। সেই সময় পর্যন্ত ওকে রাখতে হবে।'

মুলার : 'দুপুর বেলায় দারুণ গরম পড়েছিল আজ।'

ডোবেল : 'আমাদের টাউন হলের ঘড়িটা কি রকম ফাস্ট চলছে দেখেছ ?'

সিমিডিট : 'আচ্ছা, মেজরের সেই গায়ে কালো ছোপ দেওয়া কুকুরটার কথা তোমাদের মনে আছে ?'

কাস্‌ট্‌নার : 'না। কেন ?'

সিমিডিট : 'আমার মনে পডছেনা কিনা, তাই।'

মুলার : 'ওঃ, ছোটবেলায় যা আইসক্রীম খেতাম, সেরকম স্বাদের আইসক্রীম এখন আর তৈরীই হয় না।'

ডোবেল : 'মনে পড়েছে ! ৮৭ সালের গ্রীষ্মকালেই ব্যাপারটা ঘটেছিল !'

অজানা কণ্ঠস্বর : 'কি মনে পড়েছে ?'

মুলার : 'ঐ বছরেই মেয়র কার্লনিজ মারা গেছিলেন।'

সিমিডিট : 'সেটা ছিল ৮৮ সাল।'

মুলার : 'সে বছর দারুণ বরফ পড়েছিল।'

ডোবেল : '৮৬ সালের মত অতটা নয়।'

ব্রাউন : 'ওঃ, সে বছর মদের যা আকাল পড়েছিল।'

এই রকম বারো পাতা ব্যাপী এক কথাবার্তার রিপোর্ট সুপারিটেনডেন্ট সাহেবকে শুনতে হল। সব শুনে-টুনে উনি জিজ্ঞেস করেন—'তা, এই সব কথাবার্তার মানে কি ?'

'মানে বুঝতে পারলে তো পুরো ব্যাপারটাই জানা যাবে !'

'আমার তো কথাবার্তাগুলো একেবারে নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে ওরা গোপন বৈঠক করে কেন ?'

তদন্তকারী পুলিশটা অনেকটা রিপোর্টের সেই অচেনা কণ্ঠস্বরের মতই বলে উঠল—'হুঃ।'

প্যাকার বলে চলল—'আমার মনে হচ্ছে, এর মধ্যে থেকে একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। সনগুলোর দিকে নজর করে দেখুন। ঐ বছরগুলো ভাল করে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।'

সুপারিনটেনডেন্ট এবার একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলে উঠলেন—'৮৬ সালে একটা বোমা ছোঁড়ার ঘটনা ঘটেছিল। গ্র্যান্ড ডিউকের সবচাইতে ভাল ঘোড়াটা তার ফলে মারা গিয়েছিল।'

'আর, এটা দেখুননা'—পাকলার নতুন উৎসাহে মন্তব্য করল—'মদের পক্ষে বছরটা খুব খারাপ গিয়েছিল, খুব আকাল হয়েছিল। অর্থাৎ, এরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। মদ মানে এখানে অভিজাত লোকদের রক্ত, রাজরক্ত। ওরা মদ পায়নি মানে রাজরক্ত পায়নি।'

সুপারিনটেনডেন্টের এবার মনে পড়ে গেল—'বোমা ছোঁড়াটা সফল হয়নি কারণ সময়ের গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল।'

'রিপোর্টে তারও খোঁজ পাবেন'—পাকলার বলে গেল—'আমাদের টাউন হলের ঘড়িটা কিরকম ফাস্ট চলছে দেখেছ?'

'যাই হোক, আমার কিন্তু এখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'ওরা সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে। এই সাংকেতিক ভাষার সূত্রগুলো পেতে গেলে আমাদের হাতে আরো মালমশলা দরকার।'

সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করলেন যে, আরো রিপোর্ট হাতে আসা দরকার। কিন্তু মাংসের বড়া ভাজার কি হবে? পাকলার জানাল—'আমাদের একজন ভাল সহকারী রাঁধুনি দরকার। তাহলে আমি নির্ঝঞ্ঝাটে ওদের সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পারব। আমি যদি ওদের জানাই যে সহকারী রাঁধুনির জন্য কোন টাকাপয়সা লাগবেনা, তাহলে ওরা রাজী হয়ে যাবে।'

সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব এবার তাঁর পুলিশ কর্মচারীটির দিকে ফিরে তাকালেন—'তোমার বাড়িতে যে বড়াগুলো খেয়েছিলাম, সেগুলো কিন্তু দারুণ ছিল।'

পুলিসটি গোমরামুখে জানাল—'সেগুলো আমি নিজেই তৈরি করেছিলাম।'

'তাহলে আর কি হবে—' সুপারিনটেনডেন্টের হতাশ মন্তব্য।

'কেন? কি হবে মানে?' পাকলার প্রায় ধমকে উঠলো যেন—'আমি যদি মেয়ে সাজতে পারি, তাহলে ও পারবেনা কেন?'

'কিন্তু—ওর গোঁফ?'

'সে সমস্যার সমাধান তো একটা ভাল ব্লেড আর সাবান দিয়েই করা যায়।'

'কোন পুরুষ মানুষের কাছে এরকম দাবী করাটা খুব অস্বাভাবিক নয় কি?'

'আইনের স্বার্থে তো অনেক কিছুই করতে হয়, তাই না?'

অগত্যা পুলিশ সহকারীটিকে তার গোঁফ বিসর্জন দিতেই হল, যদিও সে এই ব্যাপারে একেবারেই খুশী হলনা। এবার আবার অন্য সমস্যা দেখা দিল। ছোটখাটো মানুষ বলে স্ত্রীর পোশাক পরতে পাকলারের কোন অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু এই পুলিশটি ছিল অবিবাহিত। অগত্যা পাকলারকেই তার জন্য মেয়েদের পোশাক কিনতে দোকানে যেতে হল। পাকলার একেবারে দোকান বন্ধ হওয়ার সময় গেল, যাতে বাড়ি যাওয়ার তাড়াহুড়োর মধ্যে দোকানদাররা ওকে কেউ লক্ষ্য না করে। কিন্তু 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।' ঠিক সেই সময়েই এমন একজন ক্রেতা এসে দোকানে ঢুকল, যে পাকলারকে খুব ভালভাবেই চিনত। এবং সে যখন দোকানে ঢুকল, তখন পাকলার খুব মনোযোগের সঙ্গে স্কার্ট, ব্লাউজ ইত্যাদি সব নারী পরিধেয় চোখের সামনে তুলে ধরে সেগুলোর মাপ পরীক্ষা করছে। এতদিন গোপনীয়তার জন্য মিথ্যাভাষণ আর দুশ্চরিত্রতা—এ দুটি পাপকাজের সৃষ্টি হয়েছিল। এবার তাতে যুক্ত হল তৃতীয় আর একটি পাপ—কুৎসা রটনা। পাকলারের এই নারীপোশাক ক্রয়ের কাহিনী বিদ্যুৎগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খালি ফ্রাউ পাকলারই ছাড়া আর কোন মহিলারই এ খবরটা জানতে বাকী রইলনা। ফলে পরের দিন যখন মহিলাদের কফির আসর বসল, তখন দেখা গেল যে সবাই পাকলার গিন্নীর প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় মনোযোগী আর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে। উনি কোন কথা বলতে শুরু করলেই সবাই চুপ করে ওঁর কথা শুনছিল, ওঁর সঙ্গে কোন তর্কাতর্কি বা কথা কাটাকাটির তো প্রশ্নই ওঠেনা। ওঁর কফির কাপ, খাবারের ট্রে—এগুলোও ওঁকে কেউ ধরতেই দিচ্ছিল না, হাতে হাতে ওঁকে এগিয়ে দিচ্ছিল। সবারই এত খাতির আর যত্নের ঘটা দেখে ফ্রাউ পাকলার এত অবাক হয়ে গেলেন যে মাথাই ধরে গেল তাঁর। উনি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাবেন শুনে বাকী মহিলারা সবাই অর্থপূর্ণ ভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। ফ্রাউ মুলার ওঁকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলেন। ফিরে এসেই উনি উৎসুক শ্রোতাদের জানালেন—'আমরা যখন ওঁর বাড়ি পৌঁছালাম, তখন হের পাকলার বাড়ি ছিলেন না। বেচাবা ভদ্রমহিলা অবশ্য এমন ভান করলেন যেন কর্তাটি কোথায় গিয়েছেন তা উনি মোটেই জানেন না। শুধু তাই নয়, খুব উদ্বিগ্নভাবে উনি থানায় গিয়ে স্বামী বাড়ি না ফেরার খবরও দিতে চাইলেন—ওঁর স্বামী নাকি কখনোই এতটা সময় পর্যন্ত বাইরে কাটান না। আমি কোনরকমে ওঁকে নিরস্ত করলাম। ওঁর হাবভাব দেখে তো আমারই মনে হচ্ছিল যে সত্যি সত্যি উনি স্বামীর কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এছাড়া উনি আরো নানারকম কথা বলতে লাগলেন—শহরে নাকি অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে, নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবীদের কাজকর্ম চলছে—এই সব। আর হ্যাঁ, হের পাকলার ওঁকে বলেছেন যে এক পুলিশ কর্মচারী নাকি হের সিমিডিটকে মেয়েদের পোশাক পরে থাকতে দেখেছে।'

"শুয়োরের বাচ্চা কোথাকার।"—ফ্রাউ সিমিডিট বলে উঠলেন। মন্তব্যটা অবশ্যই পাকলারকে উদ্দেশ্য করে বলা কারণ হের সিমিডিট-এর দেহের আকৃতির

সঙ্গে শুয়োরের বাচ্চার নয়, মদের পিপের সাদৃশ্যই খুব বেশি ছিল—"এরকম কোন ঘটনা তো চিন্তাই করা যায় না।"

ফ্রাউ মুলার বললেন—"আসলে হের পাকলার তাঁর নিজের দুষ্কর্ম থেকে অন্যদের নজর সরিয়ে দিতে চাইছেন। যাকগে, তারপর কি হল বলছি। ওঁদের শোবার ঘরে ঢুকে দেখি, ফ্রাউ পাকলারের পোশাকের আলমারিটা খোলা, আর সেখানে ওঁর রবিবারে পরার কালো পোশাকটা নেই। তাই দেখে ফ্রাউ পাকলার বলে উঠলেন—'তাহলে তো কথাটা ঠিকই দেখছি। আমি এখুনি যাচ্ছি হের সিমিডিটকে ধরতে। কিন্তু আমি তখন তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে হের সিমিডিটের বিশাল বপুখানা কিছুতেই অত ছোট পোশাকের মধ্যে ঢুকবেনা। তখন উনি একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। আমার কিন্তু বিশ্বাস, উনি সত্যিই স্বামীর ব্যাপারটা কিছুই জানেন না।

এবার ফ্রাউ ডোবেল মুখ খুললেন. 'আহা বেচারা! আচ্ছা, ওঁর স্বামীটি এই মেয়েদের পোশাকে পুরোপুরি সেজে ওঠার পর কি করেন বলুন তো? কি মনে হয় আপনাদের?' এবার মহিলাদের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেল। এবং আমার বাবার মতে চতুর্থ একটি পাপেরও জন্ম হল—অশ্লীল মন্তব্য। সব চাইতে বড় পাপ কাজটা হতে অবশ্য এখনো বাকী ছিল।

সেই রাতে পাকলার আর তার সেই পুলিশ সহকারী তো যথাসময়ে হের ব্রাউনের বাড়ি গিয়ে হাজির হল। কিন্তু ওরা ঘুণাক্ষরেও জানত না যে এতক্ষণে ওদের সমস্ত খবরই এই মদ্যপায়ীদের কানে পেঁছে গিয়েছে। ফ্রাউ মুলার স্বামীকে সমস্ত ঘটনার কথাই জানিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুলারের মনে পড়ে গেল, আন্না নামের রাঁধুনি মেয়েটা প্রায়ই অন্ধকার কোণ থেকে ওকে একভাবে লক্ষ্য করে যেত। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় সবাই একত্র হওয়া মাত্র হের ব্রাউন জানালেন যে, ওঁর রাঁধুনি আজ থেকে একজন সহকারী নিয়ে আসবে, এবং তার জন্য বাড়তি কোন পয়সা দিতে হবে না। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই সকলে মিলে দারুণ উত্তেজিতভাবে এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। সকলেরই প্রশ্ন একটাই পাকলারের মতলবটা কি? লোকটা যখন পাকলার তখন মতলব নিশ্চয়ই ভাল নয়। কেউ কেউ বললেন, পাকলারকে এই আসর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাকলার তার সহকারীর সাহায্যে বড়ার মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে চাইছে। ওদের সন্দেহ হওয়ার অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। তবে আমার ন্যায় পরায়ণ পিতৃদেবের মতে, অহেতুক সন্দেহও করাটাও পাপকাজের মধ্যে পড়ে। যাইহোক মুলার ও তাঁর বন্ধুরা পাকলারকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

যথাসময়ে পাকলার এসে দরজায় কড়া নাড়ল, ঠিক পেছনেই তার ও পুলিশ সহকারীকে নিয়ে। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল ওদের অভ্যর্থনা। প্রথমেই দোতলার জানলা থেকে হুড়হুড় করে অতি নোংরা জল পড়ে ওদের সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিল। তারপর বড় বড় কাঠের টুকরো ওদের গায়ে আছড়ে পড়তে লাগল। পুলিশ সহকারীটি সঙ্গে সঙ্গেই টেনে দৌড় লাগল। ওর কোমবন্ধনী থেকে ব্লাউজটা বেরিয়ে এসে হাওয়ায় পালের মত ফুলে উঠেছিল। সব মিলিয়ে দৃশ্যটা সত্যিই খুব উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। ওকে লক্ষ্য করে এবার উড়ে এল টয়লেট কাগজের একটা বাণ্ডিল, একটা ভাঙা চায়ের কেটলি আর 'গ্র্যাণ্ড ডিউকের' একটা বড় তৈলচিত্র।

পাকলারের ঘাড়ে প্রথমেই এসে লেগেছিল একটা ময়দা মাখার বেলুন। হতভম্ব হয়ে গিয়েই হোক্ বা সাহস দেখিয়েই হোক্—পাকলার প্রথমটায় পালায়নি। কিন্তু যখন মাংসের বড়া ভাজার বড় কডাইটা এসে ওর গায়ে সজোরে আছড়ে পড়ল তখন সেও সহকারীকে অনুসরণ করতে গেল। কিন্তু পাকলারের দেরী হয়ে গিয়েছিল। এবার ওর মাথার ওপর রাতে শোবার ঘরে ব্যবহারের একটা 'চেম্বার পট' এসে পড়ল এবং সেটা ওর মাথা গলে ঢুকে এসে একেবারে ঢাকনার মত শক্ত হয়ে এঁটে রইল। সেই অবস্থাতেই পাকলার সজোরে আছাড় খেল রাস্তায়। শেষ পর্যন্ত হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সেই 'চেম্বার পট'কে ভেঙে খুলতে হল। ততক্ষণে পাকলার মরে কাঠ হয়ে গেছে। ও যে কি করে মারা গেল, মাথায় বাড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে, না চেম্বাবপটে দম আটকে—সেটাই সঠিক বোঝা গেল না। এরপর বহুদিন ধরে অবশ্য নৈরাজ্যবাদী চরমপন্থীদের কোন ষড়যন্ত্র চলছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত চলল। এই তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই আবার সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব আর ফ্রাউ পাকলারের মধ্যে বাক্‌দান পর্ব গোপনে সম্পন্ন হয়ে গেল। এজন্য অবশ্য ফ্রাউ পাকলারকে কেউ দোষ দিলনা, কারণ ওঁকে সবাই খুব পছন্দ করত। তবে বলাই বাহুল্য, আমার বাবার এই গোপনীয়তাটা আদৌ ভাল লাগেনি। ওঁর সন্দেহ হয়েছিল, ফ্রাউ পাকলারের প্রেমে পড়েই সুপারিনটেনডেণ্ট তাদের তদন্ত পর্বটাকে ইচ্ছে করেই দীর্ঘকাল ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেন পাক্‌লারের অভিযোগ তিনি বিশ্বাস করেছেন।

খুঁটিয়ে দেখতে গেলে অবশ্য পাক্‌লারের মৃত্যুটা বেআইনী আক্রমণের ফলে খুন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু মাস ছয়েক বিচার চলার পর আদালত থেকে দু'জনকেই বেকসুর খালাস করে দেওয়া হল। আমার বাবা অবশ্য সব সময় এই বলে তাঁর কাহিনী শেষ করলেন, "কিন্তু আমাদের মাথার ওপর এমন একটা আদালত আছে, যেখানে খুন করার পাপ থেকে কেউ রেহাই পায় না। তুমি যদি গোপনে কোন কাজ কর, তাহলে যত রকম পাপ কাজ আছে তার সবগুলিই

তোমাকে শেষ পর্যন্ত করতে হবে, বুঝলে ?"—বাবা এমনভাবে কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন যে আমি তো বেজায় ঘাবড়ে গেলাম, ক্লাসের পীতকেশী যে মেয়েটিকে গোপনে দেব বলে যে চিঠিখানা পকেটে লুকিয়ে রেখেছি, বাবা কি সেটার কথা টের পেয়ে গেলেন নাকি ? বাবা অবশ্য বলেই চললেন— 'এই দেখ না, মিথ্যাচার, মাতলামো, দুশ্চরিত্রতা, কুৎসা রটনা, ক্ষমতার অপব্যবহার কোন্ পাপকাজটা আর হতে বাকী রইল ?'

'হ্যাঁ'—বলে বাবা আবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। আমার মনে হল, উনি বোধহয় সুপারিনটেনডেণ্ট আর ফ্রাউ পাক্‌লারের ব্যাপারটা বলতে চাইছেন। এরপর বাবা তাঁর মোক্ষম মন্তব্যটি করলেন—'পুরুষ স্ত্রীলোকের পোশাক পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটাতো 'সোডোমি' ছাড়া আর কিছু নয়—সোডোমের সেই ভয়ানক পাপের মতই ঘটনা।"

'সেটা কি ঘটনা বাবা ?'' আমি উৎকণ্ঠিত আগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম।

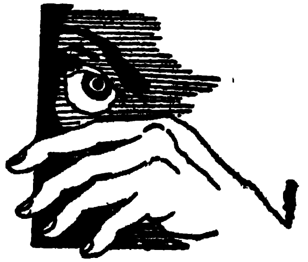
বাবা উত্তর দিলেন 'তোমার যা বয়স তাতে অনেক জিনিসই তোমার কাছে গোপন থাকা উচিত।'

দ্য রুট অফ ইভ্‌ল্‌স

অনুবাদ : ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

গ্রাহাম গ্রীন :—একালের অন্যতম ব্যক্তিত্ব গ্রাহাম গ্রীন ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তার বিজ্ঞান সুবাসিত গল্পমালায় সাইন্স ফিক্‌শানের দ্যুতি সার্থকভাবে বিদ্যমান। তাঁর বহু গল্পে আবার অতীন্দ্রিয় ছোঁয়া লক্ষণীয় ভাবে উপস্থিত, বহু ধ্রুপদী গল্প উপন্যাস ছাড়াও তাঁর "আমোদপকরণ" অর্থাৎ "এনটারটেনমেণ্টের" একটি খ্যাত-নামা গল্প "দি কেস ফর দি ডিফেন্স" সমধিক জনপ্রিয়। তাঁর বহুল প্রচারিত ও পঠিত বিজ্ঞান কাহিনী 'দ্য ডাইং সান' এক অনবদ্য সৃষ্টি। আধুনিক কল্পবিজ্ঞানের জনক গ্রাহাম গ্রীন শুধু বিশ্ববিশ্রুতই নন। তিনি এই শতাব্দীর এক বরেণ্য মনীষী।

* * *





জে. জেফারসন ফারজিয়ন

মিসেস মেটোন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'তাই তো মিঃ ওয়েনরাইট গেলেন কোথায় !' যদিও তিনি কোথায় গেলেন এতে তাঁর কিছু যায় আসে না। হপ্তাশেষে থাকা খাওয়া বাবদ তিন গিনি পেলেই হলো। স্নানের জন্য অবশ্য মিঃ ওয়েনরাইটকে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিতে হয়। মিঃ ওয়েনরাইট থাকেন বাড়িটার পিছনের দিকে তিন তলায়।

মিসেস মেটোনের বোর্ডিং-হাউসে বিশেষ করে সন্ধ্যের সময়টা বড়ই একঘেয়ে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যেটাকে উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টাও করা হতো। মোণ্টি স্মিথ প্রশ্ন করেন, 'তিনি কি সত্যিই গেছেন ?' তাঁর যাওয়া-আসা নিয়ে মোণ্টি স্মিথেরও কিছু যায় আসে না। কিন্তু ফ্যাকাশে এই ভদ্রলোক খুবই নম্র।

—'আমার তো মনে হলো সদর দরজা বন্ধের শব্দ শুনলাম', 'মিসেস মেটোন বললেন।

পশম বোনায় ছেদ না টেনেই মিস উইক্‌স্‌ বললেন, 'সম্ভবত তিনি চিঠি ফেলতে গেছেন।' মিস উইক্‌স্‌ সত্তর বছর ধরে বুনেই চলেছেন। তাঁকে দেখলে মনে হয়, আরও সত্তর বছর ধরে তিনি বুনতেই থাকবেন।

বোর্ডিং-হাউসের সবচেয়ে সুন্দরী তরুণী বেলা রাণ্ডল বলে, এমনও হতে পারে বাইরে যিনি গেছেন, তিনি আদৌ মিঃ ওয়েনরাইট নন।'

মিসেস মেটোন বলেন, 'কি বলতে চাইছ বেলা, অন্য কেউ বাইরে গেছেন ?'

বেলা বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

তাঁরা সকলেই আন্তরিক আগ্রহে এ বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। মিসেস মেটোন বললেন, 'তাহলে বোধহয় মিঃ পেনবারি বাইরে গেছেন।' না, তিনি মিঃ পেনবারি নন। কেননা উল্লেখযোগ্য মানুষটিকে একটু পরেই ড্রয়িং-রুমে পায়চারি করতে দেখা গেল। তাঁর উপস্থিতি কথোপকথনের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করল, নীরবতা নেমে এল। পেনবারিকে সব সময়েই ঘিরে রেখেছে নিরুৎসাহ আর অবসাদ। তাঁর একটি বুদ্ধিদীপ্ত মগজ আছে আর তাঁর শাণিত বুদ্ধির ধারাল প্রকাশ সকলের কাছেই দুর্জ্ঞেয়—তাই তারা রেগে ওঠে আর বিরক্ত হয়।

মিসেস মেটন কখনই কারোকে তিন মিনিটের বেশি কথা না বলে থাকতে দেন না, তাই তিন মিনিট ধরে নির্জনতা বিরাজ করতেই তিনি পেনবারিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'একটু আগে যিনি বেরিয়ে গেলেন, তিনি কি মিঃ ওয়েনরাইট ?'

পেনবারি অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন, বললেন, 'একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

—'আমি এ ব্যাপারে ভাবছিলাম তাই।'

—'বুঝলাম,' ধীরে ধীরে উত্তর দেন পেনবারি। সহসা আবহাওয়াটা ভারি হয়ে ওঠে। মিস উইক্‌স্‌ কিন্তু বুনে যেতে থাকেন। পেনবারি পুনরায় বলেন, 'আর আপনি এখনও ভেবেই চলেছেন, তাই না ?'

বিরক্তি প্রকাশ করে বেলা বলে, 'আমরা তো শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছি, যে তিনি চিঠি ফেলতে গেছেন।'

পেনবারি বললেন, 'না ওয়েনরাইট চিঠি ফেলতে যাননি। তিনি মারা গেছেন।'

অতি কষ্টে দীর্ঘ একটা শ্বাস গ্রহণ করে মিঃ ক্যালথ্রপ বলে ওঠেন, 'মৃত ?' পেনবারি বললেন, 'হ্যাঁ। তিনি মৃত। তাঁর ঘরের মেঝেয় তাঁর নিষ্প্রাণ দেহটি পড়ে আছে। আর সে দৃশ্যটি মোটেই সুখকর নয়।'

মোণ্ট লাফিয়ে উঠে আবার বসে পড়েন।

পেনবারির বক্তব্য গোগ্রাসে গিলে তিনি বলেন, 'আপনি কি বলছেন মশাই !'

—'হ্যাঁ আমি ঠিকই বলেছি।' পেনবারি বলে ওঠেন।

মিসেস মেটোনের বৈঠকখানায় এর আগে আর কোনদিন এমন অসীম নিস্তব্ধতা রাজত্ব করেনি। নৈঃশব্দের অন্তঃপুর থেকে সহসা মিস উইক্‌সের কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে, 'পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে কি ?'

—'এতক্ষণে নিশ্চয় তারা বেরিয়ে পড়েছে। এখানে আসার আগে আমি থানায় ফোন করে সব কিছু জানিয়েছি, পেনবারি বললেন।'

মিঃ ক্যালথ্রুপ বলে ওঠেন, 'ভগবান আমায় আশীর্বাদ করুন।'

—'কখন তারা আসবে বলে আপনার মনে হয়?' তোতলাতে তোতলাতে বললেন মোণ্টি।

—'পুলিশের কথা বলছেন? দু-তিন মিনিটের ভেতরেই তারা এসে পড়বে,' উপন্যাসের ভঙ্গী ছেড়ে এবার যেন তিনি বাস্তবে ফিরে এলেন। বললেন, 'এই দু-তিন মিনিট সময়টাকে অনায়াসেই আমরা কাজে লাগাতে পারি। আমাদের প্রত্যেকেরই জেরার সম্মুখীন হতে হবে। আর তাই তারা আসার আগে প্রকৃত ঘটনাটি জেনে রাখা ভালো।'

—'কিন্তু মশাই, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এ ব্যাপারে আমাদের কি-ই বা করার আছে,' মিঃ ক্যালথ্রুপ বলেন।

—'পুলিশ নিশ্চয় তা বিশ্বাস করবে না! আর সেই জন্যই আমাদের মনে রাখতে হবে সে সময় আমরা কে কোথায় ছিলাম। আমি ডাক্তার নই। তবে শব দেহটির প্রাথমিক পরীক্ষায় মনে হয়েছে ঘণ্টাখানেক আগেও তিনি জীবিত ছিলেন। ঘটনাটি যে এক ঘণ্টার আগে ঘটেনি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই যে এখন নটা বেজে দশ মিনিট হয়েছে এবং আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট আগে আমরা তাঁকে খাবার ঘর থেকে তাঁর শোবার ঘরে যেতে দেখেছি—'

মিস উবক্‌স বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি কি করে জানলেন যে তিনি তাঁর শোবার ঘরে গিয়েছিলেন?'

—'আমার মাথা ধরেছিল তাই আমার ঘর থেকে অ্যাসপিরিনের বড়ি আনার জন্যে ওপরতলা পর্যন্ত আমি তার পেছনে পেছনেই গিয়েছিলাম। আর আপনারা তো জানেন আমায় ঘরটি তাঁর ঘরের ঠিক সামনা-সামনি। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে বলতে পারি যে আটটা দশ থেকে নটা দশ—এই সময়ের মাঝেই তিনি খুন হয়েছেন।

সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তিনি চারদিকটা একবার দেখে নিলেন।

মিসেস উইক্‌স্‌ বললেন, 'সে সময় আমরা সকলেই এই ঘরের বাইরে ছিলাম।'

—'আর সেটাই তো দুর্ভাগ্যজনক,' পেনবারি বলে ওঠেন।'

—'আপনিও সে সময় এ ঘরে ছিলেন না,' স্নায়বিক দুর্বলতায় অনুচ্চস্বরে বললেন মিঃ মোণ্টি।

পেনবারি বললেন, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। সে সময় আমিও এ ঘরে ছিলাম না। তাহলে শুনুন, আমার ঘটনা দিয়েই শুরু করি—

আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট আগে তিনতলা পর্যন্ত আমি মিঃ ওরেনরাইটকে

অনুসরণ করি। নিজের ঘরে ঢোকার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছিলেন—এ বাড়িতে এমন একজন আছেন যিনি আমায় মোটেই সইতে পারেন না।

আমি বলেছিলাম—কেবল একজনই আপনাকে পছন্দ করেন না। আপনি তাহলে আমার চেয়ে ভাগ্যবান।

এরপর তিনি তাঁর ঘরে ঢুকলেন—এই পর্যন্তই তাঁকে আমি জীবিত দেখেছিলাম। অতঃপর আমি আমার ঘরে ঢুকে দুটি অ্যাসপিরিনের বড়ি নিলাম আর সেদুটিকে গলাধঃকরণ করার জন্যে বাথরুমে গেলাম। আমার ওয়াটার বট্‌লে জল ছিল না বলেই আমায় বাথরুমে যেতে হয়েছিল। ওষুধ খেয়ে মাথা ধরাটা একটু কমল।

বেলা একটু চেঁচিয়েই বলে ওঠে, 'একটু থামুন। আমার একটা প্রশ্ন আছে। মিসেস মেটোন যে সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনে ভেবেছিলেন মিঃ ওয়েনরাইট বুঝি বাইরে গেছেন—আপনি তা কেমন করে জানলেন। আপনি তো এ ঘরে ছিলেন না।'

যথোচিত আগ্রহের সংগে পেনবারি বেলার মন্তব্যটি শুনলেন। বললেন, 'বাস্তবিক তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।'

—'উত্তর দিতে অধিক চিন্তা করে অনেক সময় নেবেন না যেন,' মিঃ ক্যালথ্রপ বললেন।

—'উত্তর দিতে আমার আদৌ কোন চিন্তাই করতে হবে না। আমি এই ঘরে ঢুকছি ঠিক সেই সময়ে কানে এল মিসেস মেটোন বলছেন, সদর দরজা বন্ধের শব্দ শুনেছেন তিনি। কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনুসারে আমি কি আমার বিবৃতিটা শেষ করতে পারি? ধন্যবাদ। আমি আমার ঘরে গিয়ে মেঝের ওপর একটা রুমাল পড়ে থাকতে দেখলাম। বলা বাহুল্য রুমালটি আমার নয়। বাইরে বেরনোর আগে সেটি সেখানে ছিল না। বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, রুমালটি ওয়েন রাইটের কিনা। রুমালটি তাঁর কিনা জানতে তার ঘরে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি বিছানার কাছে মেঝেতে শুয়ে আছেন তিনি—জানলার দিকে মাথা আর প্রসারিত একটি হাত ছিল অগ্নিকুণ্ডের দিকে। পোশাক পরা ছিল অবশ্য। সম্ভবত তাঁর বুকে ছুরি মারা হয়েছিল। কিন্তু আশেপাশে কোথাও রক্ত মাখা ছুরিটি চোখে পড়ল না। ওয়েনরাইটের ক্ষতটি খুবই ছোট কিন্তু গভীর। যেই তাঁকে খুন করুক না কেন, দরজা দিয়েই ঢুকেছিল। আমি বেরিয়ে এসে ওয়েনরাইটের ঘরে তালা দিলাম। তারপর থানায় ফোন করে বাইরে দাঁড়িয়ে আপনাদের কথাবার্তা শুনেছিলাম।'

—'ওয়েনরাইট যে খুন হয়েছেন এতো বড়ো খবরটা দিব্যি চেপে রেখে কেন

আপনি এখানে মিনিট তিনেক চুপ করে বসেছিলেন ?' মিসেস মেটোান রেগে গিয়ে বলে ওঠেন।

—'আপনাদের দেখছিলাম, লক্ষ্য করছিলাম প্রতিক্রিয়া', ঠাণ্ডা মাথায় পেনবারি উত্তর দেন !

—'এ হলো নির্বোধের বাজে ওজর। আপনি যে সে সময় বাইরে ছিলেন তার প্রমাণ কি ?' মিঃ কালথ্রপ বললেন।

—'সাড়ে আটটায় জানকারস স্ট্রিটে আমি এক কাপ কফি খেয়েছিলাম। দোকানটি মাইল খানেক দূরে। জানি এটি তেমন জোরালো প্রমাণ নয়। সুখের বিষয় সে সময় অনেকেই আমায় সেখানে দেখেছিল। আর তারা আমায় চেনে। বেশ এবার কার পালা ?'

—'আমার। নাক ঝাড়তে বেরিয়েছিলাম। তারপর ঘরে ঢুকেছিলাম রুমাল আনতে। আর এই দেখুন আমার রুমাল', বিজয়িনীর ভঙ্গীতে বেলা বলে।

পেনবারি প্রশ্ন করেন, 'কতক্ষণ তুমি ঘরের বাইরে ছিলে ?'

—'পাঁচ মিনিট হবে।'

—'একটা রুমাল আনার পক্ষে দীর্ঘ সময়ই বলতে হবে। আপনার কি ব্যাপার, মিঃ ক্যালথ্রপ ? আপনি তো আবার ঘুমে চলা রুগী। সপ্তাখানেক আগে আপনি আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন, কি ঢুকে পড়েন নি ? আপনি কি একটা রুমাল হারিয়েছেন ?'

মিঃ ক্যালথ্রপের চোখ ঝলসে ওঠে। রেগে গিয়ে তিনি বললেন, 'কি বলতে চান আপনি ?'

—'সে সময়টায় কি মিঃ ক্যালথ্রপ ঘুমাচ্ছিলেন ?' পেনবারি জিজ্ঞেস করেন।

—'পাগলের প্রলাপ। এটি না জেনেই, আমি এই ঘর ছেড়ে, কারণ না থাকা সত্ত্বেও ওয়েনরাইটকে খুন করেছিলাম', ঢোক গিলে ধীরে ধীরে বললেন তিনি। একটু থেমে ক্যালথ্রপ পুনরায় বলতে শুরু করেন, 'মিনিট কুড়ি আগে আমি সান্ধ্য দৈনিক কিনতে ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলাম আর এই সেই কাগজটি।'

পেনবারি সামান্য একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এ ধরনের জোরালো বিবৃতি আর প্রমাণ অস্বীকার করি কি করে। এখন আপনি বলুন মিঃ স্মিথ, এতটা জোরের সঙ্গে আপনি কি পুলিশের কাছে নিজেকে নির্দোষী নির্লিপ্ত বলে ঘোষণা করতে পারবেন ?'

মোর্ণ্ট স্মিথ গভীর মনোযোগ সহকারে এতক্ষণ ধরে সব কিছু শুনছিলেন। কাজেই তিনি কি বলবেন স্থির করে ফেলেছেন। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'বিকেলে মিঃ ওয়েনরাইটের চাবিটা আমায় ধার নিতে হয়েছিল, কেননা আমার চাবিটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। চাবিটা ফিরিয়ে দিতেই আমি ঘর থেকে বাইরে

বেরিয়েছিলাম। দোতলায় মিসেস মেটোনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তার ঘরে জানলার ওপরের হুক উপড়ে গিয়ে পর্দা ঝুলে পড়েছিল। তাই মিসেস মেটোনকে সাহায্য করে তাঁর সঙ্গেই বৈঠকখানায় এসেছিলাম। আর আপনারা সকলেই তো দেখেছেন এক সঙ্গেই আমরা এখানে এসেছিলাম।'

মিসেস মেটোন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন, 'হ্যাঁ মোণ্টি স্মিথ আমার সঙ্গেই এ ঘরে এসেছেন আর পর্দাটাকে ঠিক মতো টাঙানোর জন্যই আমাকে ঘরে যেতে হয়েছিল।'

পেনবারি গম্ভীর হয়ে বললেন 'চাবিটা কোথায় ?'

—'পর্দা টাঙাতে গিয়ে চাবি ফেরৎ দেওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখনও চাবিটা আমার পকেটেই আছে।'

—'আপনাকে তাহলে তাঁর ঘর পর্যন্ত যেতে হয়নি।'

—'না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

পেনবারি আবার তাঁর ঘাড় ঝাঁকালেন। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি যেন সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এবার তিনি মিসেস উইকসের দিকে তাকালেন। বুড়ি দুরন্ত বেগে বুনেই যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'এবার আমার পালা, তাই না মিঃ পেনবারি ?'

—'আপনি যদি দয়া করেন', পেনবারি উত্তর দেন।

—'বুঝেছি। বিনয় প্রকাশের প্রয়োজন নেই। উল বোনার কাঁটা আনতে বৈঠকখানা ছেড়ে আমার ঘরে গিয়েছিলাম। আর এই সেই স্টিলের কাঁটা যা দিয়ে আমি এখন বুনছি। আপনি তো জানেন আমার ঘর দোতলায় আর কাঁটা নিয়ে নীচে আসার সময় আমি মিঃ ওয়েনরাইটের কাশির শব্দ শুনে—'

'—কি বললেন! তিনি কাশছিলেন। সময়টা বলতে পারেন ?'—বাধা দিয়ে পেনবারি বলে ওঠেন।

—'মনে হয় নটার ঠিক আগে। ওঃ অষ্টপ্রহর সেই বিরক্তিকর কাশি সুস্থ মানুষকে পাগল করে দেওয়ার পক্ষে যা যথেষ্ট', মিস উইকস বললেন।

থমথমে আবহাওয়াটা আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে, নিবিড় হয় উত্তেজনা। 'আপনার ঘরের দরজা খোলা ছিল, মিঃ পেনবারি। আর তার বিদঘুটে কাশি নিরাময় করার জন্যে আমরা কি করতে পারি পরামর্শ করার জন্যে আমি আপনার ঘরে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি ঘরে ছিলেন না। আপনি তখন কোথায় ছিলেন তা তো বলেছেন। আবার যখন আমি মিঃ ওয়েনরাইটের কাশি শুনলাম আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমি তাঁর দরজা ধাক্কা দিলাম। আর আমার রুমালটাই আপনি দেখেছেন মিঃ পেনবারি। মনের ভুলেই আমি সেটি ফেলে এসেছিলাম।'

আবার তিনি থামলেন। পেনবারি বললেন, 'থামলেন কেন, বলে যান।' ক্রোধে রক্তিম ভয়ংকর দৃষ্টি মেলে তিনি পেনবারির দিকে তাকালেন। মিঃ ক্যালথ্রপ

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। মোণ্টির গলা বেয়ে ঘাম ঝরছিল। উত্তেজনা দমন করার জন্যে বেলা তার সুন্দর আঙুলগুলি মোচড়াচ্ছিল। মিসেস মেটোন কাঠ হয়ে বসেছিলেন।

মেটোন বুড়ি খেঁকিয়ে ওঠেন, 'আপনি কি আমায় বলতে দেবেন, না সমানে বাধা দিয়ে যাবেন ?'

পেনবারি তাঁর শুকনো ঠোঁট একবার চেটে নিলেন। মুহূর্তের জন্যে মিস উইকস অতি দ্রুত বুনতে থাকেন। কাঁটায় কাঁটায় ঘসে যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোনখানে। সন্দেহজনক, অদ্ভুত আর গম্ভীর স্বরে তিনি বলতে থাকেন—'ভেতরে আসুন মিঃ ওয়েনরাইট বলেছিলেন। আমি ঘরে ঢুকলাম। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। মুচকি হেসে বলেছিলেন—আপনি নিশ্চয় আমার কাশির ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে আসেন নি। আমি বলেছিলাম—না, আমি আপনার কাশি সারাতে এসেছি। উল বোনার কাঁটাটা তাঁর বুকে ঠেলে দিয়েছিলাম আর ঠিক এইভাবে—।'

অহিংসার শীর্ণ হাতটিতে কাঁটা নিয়ে বিস্ময়কর একটা শক্তিতে মিসেস উইক্‌স চেয়ারের গদিতে কাঁটাটি বিঁধিয়ে ছিলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। মিঃ ক্যালথ্রপ আতকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'পুলিশ।' কেউ নড়ল না—চিত্রাপিতের মতো বসে প্রবল উত্তেজনায় দরজা ধাক্কার শব্দ শুনতে থাকেন সকলে। তারপর কে যেন দরজা খুলে দেয়। কারা যেন ভেতরে ঢুকছে—পদধ্বনি শোনা গেল।

মুহূর্তের ভেতরেই সকলে মিঃ ওয়েনরাইটের সেই বিরক্তিকর শুকনো কাশি শুনতে পেলেন।

মৃদু হেসে মিঃ উইক্‌স্ বললেন, 'হ্যাঁ, আমি দশ মিনিট আগে বহু পরিচিত এই কাশির শব্দ শুনেছিলাম। তিনি তখন বাইরে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যেটাকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মিঃ পেনবারি। আপনি এ ঘরে আসার আগে সকলের মতো আমিও অত্যন্ত বিরক্ত অনুভব করেছিলাম।'

* * *

ওয়েটিং ফরদি পোলিস

অনুবাদ : তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা জোসেফ জেফারসনের জন্ম ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তী কালে অভিনয় ছেড়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। চল্লিশটি উপন্যাস ছাড়াও তিনি অনেকগুলি ছোটগল্প আর নাটক রচনা করেছিলেন।